
হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত
বঙ্গানুবাদ
কুরআন শারীফ
কুরআন শারীফ
বঙ্গানুবাদ

Banganubad Quran sharif /

0 of *Quran Sharif*

Jwhar, Maulana Mobarak Karim

Haraf Prakashani (Jan 2019)

Rating: *****

Tags: Banganubad, Quran Sharif

Banganubad Quran Sharif (A lucid translation of the Holy Quran in Bengali language with relevant footnotes by Maulana Mobarak Karim Jawhar. মাওলানা মোবারক করিম জওহর। এমন বাংলায় পবিত্র কুরআন শরীফের টীকাসহ সম্পূর্ণ অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হল। সুদৃশ্য বাঁধাই, সুন্দর সাইজ। পৃষ্ঠা ৪০০)

containing:

23 Mumenun by Maulana Mobarak Karim Jowhar
24 Noor by Maulana Mobarak Karim Jowhar
25 Furkan by Maulana Mobarak Karim Jowhar
26 Soyara by Maulana Mobarak Karim Jowhar
27 Namal by Maulana Mobarak Karim Jowhar
28 Kwa'sas by Maulana Mobarak Karim Jowhar
29 A'Nwakkabut by Maulana Mobarak Karim Jowhar
30 Rum by Maulana Mobarak Karim Jowhar
31 Lukkman by Maulana Mobarak Karim Jowhar
32 Sajdah by Maulana Mobarak Karim Jowhar
33 Ajhab by Maulana Mobarak Karim Jowhar
34 _Swa-ba by Maulana Mobarak Karim Jowhar
35 Fatwir by Maulana Mobarak Karim Jowhar
36 Iyasin by Maulana Mobarak Karim Jowhar
37 Saf'fat by Maulana Mobarak Karim Jowhar
38 Swoyad by Maulana Mobarak Karim Jowhar
39 Zumar by Maulana Mobarak Karim Jowhar
40 Mumin by Maulana Mobarak Karim Jowhar
41 Hwa-mim'sajdah by Maulana Mobarak Karim Jowhar
42 Shura by Maulana Mobarak Karim Jowhar
43 Zukh'rof by Maulana Mobarak Karim Jowhar
44 Dokhan by Maulana Mobarak Karim Jowhar
45 Zashiya by Maulana Mobarak Karim Jowhar
46 Ah'kaf by Maulana Mobarak Karim Jowhar
47 Muhammad by Maulana Mobarak Karim Jowhar
48 Fatah by Maulana Mobarak Karim Jowhar
49 Huzurat by Maulana Mobarak Karim Jowhar
50 Kah'af by Maulana Mobarak Karim Jowhar
51 Zariyat by Maulana Mobarak Karim Jowhar
52 Tu'ur by Maulana Mobarak Karim Jowhar
53 Naz'am by Maulana Mobarak Karim Jowhar
54 Kwa'mar by Unknown
55 Rahman by Unknown
56 Wa'kia by Unknown
57 Had'id by Unknown
58 Mujad'ala by Unknown
59 Hashar by Unknown
60 Mumtwahina by Unknown

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

নিবেদন

১. পবিত্র দেহ-মনে ও পবিত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে অযু করে সম্মানের সঙ্গে এ গ্রন্থ পড়বেন—অপবিত্র দেহে কখনই এটি স্পর্শ করবেন না।

২. অনুবাদের সঙ্গে আরাবী ভাষার মূল কুরআন শারীফ থাকলে ভাল হত। আমরা আরাবী কুরআন শারীফ অনুবাদের সঙ্গে দিতে পারিনি, দিলে গ্রন্থের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়—মূল্যও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, অনেক ক্ষেত্রে তা সাধারণ ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এ ছাড়া আমরা আশা করি প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই আরাবী কুরআন শারীফ বিদ্যমান। এ সব দিক বিবেচনা করে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় মূল অনুবাদ প্রকাশ করা হল। অনুবাদে কোথাও কোনরূপ সন্দেহ, সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে অবশ্যই মূল কুরআন শারীফের সঙ্গে তা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে দেখে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভরযোগ্য তফসীর বা ভাষ্যেরও সাহায্য নিতে হবে।

৩. কুরআন শারীফের বিচ্ছিন্ন কোন একটি আয়াত বা বাক্য নিয়ে কেউ যেন কোনরূপ মতবাদ সৃষ্টি না করেন। সাধারণত একটি আয়াত অন্য আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটি আয়াতের পরিপূর্ণ অর্থ উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আয়াতের সাহায্য অপরিহার্য। অন্যথায় ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায়।

বঙ্গানুবাদ

কুরআন শারীফ

মূল আরাবী থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সহ ৩০ পারা কুরআন শারীফের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ

মাওলানা মোবারক করীম জওহর

ই. এস. (দেওবান্দ); এফ. এম. (কলকাতা); এম. টি. এইচ. (দিল্লী); আদীব-ই মাহের (আলিগড়); এফ. এ. লিট্. (ইউ. পি.)

হরফ

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● কলকাতা ঃ ৭০০ ০০৭

Banganubad Quran Sharif.
A lucid translation of The
Holy Quran in Bengali language with relevant footnotes
by Maulana Mobarak Karim Jawhar

প্রথম প্রকাশ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
পরিমার্জিত সংস্করণ ৭ জানুয়ারী ২০০৫
পুণর্মুদ্রণ : জুন ২০১৯
প্রকাশক
মূনীর বিন আবদুল আযীয
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ (দ্বিতল)
বর্ণপরিচয় বুক মল ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৭
মুদ্রক
স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ৫৮বি লোয়ার রেঞ্জ ॥ কলকাতা-১৯

বাঁধাই
স্ট্যান্ডার্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস ॥ ১৪৪ সি. আর. এ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০০৭

পেপারব্যাক : ১৫০.০০
হার্ডকভার : ১৭০.০০

প্রকাশকের নিবেদন

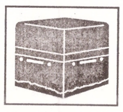
আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকএকমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আজ পবিত্র কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ (পরিমার্জিত ও নতুন টীকা সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হল। এই শুভমুহূর্তে যে চারজনের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন আমার মারহুম আব্বাজান আবদুল আযীয আল-আমান যাঁর তত্ত্বাবধানে এই বঙ্গানুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সেই সুদূর ১৯৭৪ সালে; এই পবিত্রতম গ্রন্থটির অনুবাদক মাওলানা মোবারক করীম জওহর সাহেব যিনি বহু প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও, নিজের পারিবারিক জীবন বিপন্নপ্রায় করেও একনিষ্ঠ ভাবে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের গুরুদায়িত্ত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে পালন করেন। আর যে দুজনের কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে, দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের কারও নাম আমার স্মরণে নেই অথচ যাঁদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় মহান আল্লাহ্‌পাক এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের তাওফিক আমায় দিয়েছেন। এঁরা দুজনেই বহু পরিশ্রম করে আমাকে একটি করে *'ERROR LIST'* পাঠিয়েছিলেন; ছোট খাটো মুদ্রণ প্রমাদ যা এর আগের সংস্করণে ছিল সেগুলিকে উল্লেখ করে। এঁদের প্রেরিত সেই চিঠি পড়েই আমি এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হই। কিন্তু প্রেস বিভাগের কর্মীরা তাঁদের দেওয়া সেই চিঠি হারিয়ে ফেলে এবং পরে আর তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। মহান আল্লাহ্‌পাক এই দুজনকেই তাঁদের কষ্টার্জিত মেহনতের জন্য জাযা খায়ের (উত্তম প্রতিদান) দিন! আমীন!

এই সংস্করণটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে প্রকাশের প্রয়াসে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনরকম ত্রুটি করিনি। তা সত্ত্বেও সুধী পাঠকেরা যদি কোথাও কোন প্রকার মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করেন, দয়া করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ্। পরিশেষে এই পবিত্রতম গ্রন্থটির প্রোডাক্শানের সাথে যাঁরাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। মহান আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলের আন্তরিক প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

— দুআপ্রার্থী
মূনীর বিন আবদুল আযীয

কলকাতা ● ২৮ রমযান ১৪২৫ ● ২৬ কার্ত্তিক ১৪১১ ● ১২ নভেম্বর ২০০৪

সূচীপত্র



পারার নাম

ক্রমিক পারার নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	পারার নাম	ক্রমিক
১ম: আলীফ্-লাম-মীম	১৮	১৮৪	ক্বালা আলাম আকুল	১৬শ:
২য়: সায়াকুলুস সোফাহায়ো	২৯	১৯৬	ইক্বতারাবা লিন্নাসে	১৭শ:
৩য়: তিলকার রূসুলো	৪০	২০৬	ক্বাদ্ আফলাহা	১৮শ:
৪র্থ: লানতানালুলবির্‌রা	৫১	২১৭	ওয়াক্বালাল্লাজীনা	১৯শ:
৫ম: ওয়ালমোহ্‌স্বানাতো	৬২	২২৯	আম্মান খালাক্বা	২০শ:
৬ষ্ঠ: লায়োহেব্ বুল্লাহোল	৭২	২৩৯	উত্‌লো মা উহিয়্যা	২১শ:
৭ম: ওয়াএযা সামেয়ূমা	৮২	২৫০	ওয়া মাই-য়্যাক্‌নুত্‌	২২শ:
৮ম: ওয়ালাও আন্নানা নায্	৯৪	২৬১	ওয়ামালিয়া-লা আ'বোদু	২৩শ:
৯ম: কালাল-মালায়ুল্লা	১০৫	২৭৩	ফামান আযলামু	২৪শ:
১০ম: ওয়ালামূ আন্নামা	১১৬	২৮৪	ইলায়হে য়োরাদ্দো	২৫শ:
১১শ: য়্যাতাযেরূনা এলায়কুম	১২৬	২৯৬	হ্বা-মীম, তানযীলুল	২৬শ:
১২শ: ওয়ামামিন দাব্‌বাতিন	১৩৭	৩০৮	ক্বালা ফামা খাত্‌বোকুম	২৭শ:
১৩শ: ওয়ামাউবার্‌রীয়ো নাফ্‌সী	১৪৯	৩২০	ক্বাদ সামিয়া'ল্লাহো	২৮শ:
১৪শ: রুবামা য়্যাওয়াদ্-দুল্লাজী	১৬১	৩৩৩	তাবারাকাল্লাজী	২৯শ:
১৫শ: সুবহানাল্লাজী আসরা	১৭২	৩৪৭	আম্মা য়্যাতাসাআলুন	৩০শ:

সাজদা বিধান

গ্রন্থজগতে পবিত্র কুরআন শারীফই একমাত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়া ও শোনার সময়ে সাজদা আদায় করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্-রাসূলের হুকুম ও শরীয়তের বিধান হচ্ছে এই। পবিত্র কুরআন নিজে তিলাওয়াত করা কিংবা শোনার সময়ে যদি সাজদার স্থান এস পড়ে তবে সাজদায় গিয়ে বলতে হয় ঃ 'সামিয়েনা ওয়া তায়ানা গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর' অর্থাৎ 'আমরা শুনলাম, আমরা মেনে নিলাম; ক্ষমা তোমারই ইয়া রাব্বানা! আর তোমার দিকেই তো শেষ আশ্রয়।'

ভূমিকা

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

কুরআন শারীফ ঃ আল্লাহ্‌র বাণীর সংকলন গ্রন্থ। এ কোন মানুষের রচনা নয়— স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এ গ্রন্থের রচয়িতা। হাযরাত জিব্‌রীল (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে বাণী নিয়ে শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট তা পৌঁছে দিতেন। হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) বয়স যখন চল্লিশ বছর সাত মাস, মাক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। ছশো দশ খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে জুলাই মোতাবেক ১৭ই রামাযান সোমবারে প্রথম বাণী তিনি প্রাপ্ত হন।

সর্বপ্রথম বাণী সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত বা বাক্য এবং সর্বশেষ আয়াত সুরা নিসার শেষ আয়াত, মতান্তরে সূরা মায়েদার ৩নং আয়াত। কুরআন শারীফের প্রথম সূরা ফাতিহা এবং সর্বশেষ সূরা তাওবা (বারাত), মতান্তরে নাস্বর।

হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) ইন্তেকালের নয় দিন পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ তিন রবিউল আউয়াল একাদশ হিজরীর সোমবার পর্যন্ত) আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ লাভ করতে থাকেন।

আল্লাহ্‌র ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীর সমষ্টিকে কুরআন শারীফ বলা হয়। কুরআন শারীফের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি, মোট রুকু ৫৫৮টি, মোট আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। সমগ্র কুরআন শারীফ ৩০টি পারা বা সিপারায় (খণ্ডে) বিভক্ত। এতে ৭টি মঞ্জিল আছে।

সূরা ঃ কুরআন শারীফে সুরার সংখ্যা ১১৪টি—এর মধ্যে ১১৩টি সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' আছে, কেবল সূরা তাওবার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। বিসমিল্লাহ্‌র অর্থ ঃ ''অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)।'' আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দূত হাযরাত জিব্‌রীল (আঃ) হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)-কে কুরআন শারীফ পাঠের সময় 'আউজ্বোবিল্লাহ্' ও 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার নির্দেশ দান করেন। আউজ্বোবিল্লাহ্‌র অর্থ ঃ ''আমি বিতাড়িত শাইতান (কুমন্ত্রণাকারী) হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি''।

সমগ্র কুরআনের সূরাগুলি দুটি নামে পরিচিত। 'মাক্কী' ও 'মাদানী'। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ (ভাষ্যকারগণ) হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) হিজরাতের (মাক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমণের) পূর্বে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি 'মাক্কী' এবং হিজরাতের পর অবতীর্ণ সূরাগুলি 'মাদানী' নামে অভিহিত করেছেন। কুরআন শারীফ-এর মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি মাদানী ও ২৮টি মাক্কী সূরা। আয়তন অনুযায়ী সূরাগুলি আবার চার ভাগে বিভক্ত; যথা ঃ ১। 'ত্বেওওয়াল'—কুরআন শারীফের সুদীর্ঘ সূরাগুলিকে 'ত্বেওওয়াল' বলে—এরূপ সূরার সংখ্যা সাতটি। ২। 'মিয়ীন'—কমবশী ১০০ আয়াত (বাক্য) বিশিষ্ট সূরাগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভক্ত। ৩। 'মাসানী'—যে সকল সূরায় আয়াতের সংখ্যা একশোর কম সেগুলি মাসানী নামে অভিহিত। ৪। 'মুফাস্‌স্বালাত'—সর্বাপেক্ষা ছোট আয়তনের সূরাগুলিকে মুফাস্‌স্বালাত বলা হয়।

আয়াত ঃ কুরআন শারীফের এক একটি পূর্ণ বাক্যকে আয়াত বলে। বলা বাহুল্য কোন আয়াত আয়তনে ক্ষুদ্র এবং কোনটি সুদীর্ঘ। মোট আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬টি। কোন কোন

আয়াত পাঠ করার পর মস্তক অবনত করে কিছুক্ষণ বিরত থাকতে হয়। কুরআনের ভিন্ন ভিন সূরার চোদ্দটি স্থানে (মতান্তরে পনেরটিস্থানে) বিশেষ আয়াতটি পাঠ করার পর সিজ্‌দাহ (প্রণিপাত) করতে হয়।

যের-যবর-পেশ ঃ যের-যবর-পেশ আর কিছুই নয়—স্বর চিহ্ন। প্রথমে কুরআন শারীফে এ চিহ্নগুলি ছিল না। আরবদের জন্য তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা স্বরচিহ্ন ছাড়াই তাঁরা শুদ্ধরূপে কুরআন শারীফ পড়তে পারতেন। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হবার পর যাঁরা আরাবী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁরা স্বরচিহ্ন বিহিন কুরআন শারীফ পাঠ করতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই অসুবিধাগুলি দূর করে কুরআন শারীফকে সহজ পাঠ্য করার জন্য ৪২ হিজরীতে আবুল আসওয়াদ দৌয়েলী (রা) স্বরচিহ্ন ও নোক্‌তা ইত্যাদি চিহ্নিত করেন। পরবর্তী সময়ে মহাত্মা আবুল আসওয়াদ দৌয়েলীর প্রসিদ্ধ দুজন ছাত্র নাস্‌র বিন আস্বিম ও ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইরামার এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের নির্দেশক্রমে সাহিত্যিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭৩ হিজরীতে কিছু অংশ চিহ্নিত করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রুকু ঃ যের-যবর-পেশের মত কুরআন শারীফে প্রথমে রুকু ছিল না। যে উদ্দেশ্যে কুরআন শারীফে যের-যবর-পেশ বসান হয়েছিল, ঐ একই উদ্দেশ্যে হাযরাত উসমান গণি (রা)-এর আমলে এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সমগ্র কুরআন শারীফে ৫৫৮টি রুকু নির্ধারিত হয়। রুকু আর কিছুই নয়—কয়েকটি আয়াতের (বাক্যের) সমষ্টি। একটি সুদীর্ঘ সূরাকে কয়েকটি রুকুতে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং রুকুকে এক-একটি অনুচ্ছেদ বলা যেতে পারে। সাধারণত নামায পাঠের সময় যে কোন সূরা হতে একটি পূর্ণ রুকু বা কমপক্ষে তিনটি আয়াত পড়তে হয়।

পারা ঃ 'পারা' কে 'সিপারা'ও বলা হয়। পারা অর্থে খণ্ড। সমগ্র কুরআন শারীফকে ঈষৎ কম-বেশি সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ করার কারণ হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) একবার হাযরাত আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রা) কে বললেন ঃ 'তুমি একমাসে কুরআন পড়ে শেষ কর'। তিন, পাঁচ, সাত, নয় ও এগার দিনেও কুরআন পড়ে শেষ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। রোযার মাসে একবার পূর্ণ কুরআন পড়া বা শোনা আবশ্যক। হাযরাত উসমান(রা) সমগ্র কুরআনকে ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত করেছিলেন এবং তাঁর যুগে কুরআনের প্রতিটি খণ্ড দশ পাতার ছিল। সাধারণের সুবিধার জন্য পরবর্তীকালে মনীষিগণ সমগ্র কুরআনকে ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত করে গেছেন। প্রতিদিন এক পারা করে পড়লে ত্রিশ দিনে বা এক মাসে সমগ্র কুরআন শারীফ পড়া শেষ হয়। প্রত্যেক পারা আবার চার ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগকে বলা হয় 'রোবো' অর্থাৎ চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ভাগের নাম 'নিস্‌ফ' অর্থাৎ অর্ধাংশ, তৃতীয় ভাগের নাম 'সোলোস্' বা তৃতীয়াংশ।

মঞ্জিল ঃ হাযরাত মুহাম্মাদ(সা) সাত দিনে সমগ্র কুরআন শারীফ শেষ করতেন। এই সাত দিনের পাঠিত অংশকে এক-একটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—একেই মঞ্জিল বলে। মঞ্জিলের বিভাগ নিম্নরূপ ঃ ১ম মঞ্জিল ঃ সূরা ফাতিহা হতে সূরা নিসা পর্যন্ত চারটি সূরা। ২য় মঞ্জিল ঃ সূরা মায়িদাহ হতে সূরা তাওবা পর্যন্ত পাঁচটি সূরা। ৩য় মঞ্জিল ঃ সূরা ইউনুস হতে সূরা নাহল পর্যন্ত

সাতটি সূরা। ৪র্থ মঞ্জিল ঃ সূরা বনি ইস্রাঈল হতে সূরা ফুরকান পর্যন্ত নয়টি সূরা। ৫ম মঞ্জিল ঃ সূরা শূ'রা হতে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত এগারটি সূরা। ৬ষ্ঠ মঞ্জিল ঃ সূরা সাফ্‌ফাত হতে সূরা দোখান পর্যন্ত সতেরটি সূরা। ৭ম মঞ্জিল ঃ সূরা ক্বাফ্ হতে সূরা নাস পর্যন্ত পঁয়ষট্টিটি সূরা।

কুরআন শারীফের গ্রন্থরূপ ঃ কুরআন শারীফ এক দিনে অবতীর্ণ হয়নি—এটি হাযরাত মুহাম্মাদের(সা) নিকট দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে, সমস্যাসঙ্কুল নানান পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোন সূরা বা আয়াত হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) নিকট অবতীর্ণ হত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সাহাবাদের (শিষ্যদের) লিখে রাখতে ও মুখস্থ করে নিতে বলতেন। সাহাবাগণ সঙ্গে সঙ্গে তা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। এ ছাড়া হাযরাত মুহাম্মাদ(সা) স্বীয় তত্ত্বাবধানে কুরআনের আয়াতগুলি কাগজাভাবে (সে সময় কাগজ সহজলভ্য ছিল না) হাড়, চামড়া ও পাথরের উপর এবং বিশেষভাবে তৈরী রেশমের কাপড়ের উপর লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ্ সা-এর প্রত্যাদেশবাণী লিপিবদ্ধ করার কাজে চল্লিশজন বিখ্যাত সাহাবা নিযুক্ত ছিলেন। কেবল তাই নয়—কোন্ সূরার পর কোন্ সূরা হবে, কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত বসবে তাও তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দিতেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র আয়াত অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন অসংখ্য হাফেয গড়ে ওঠে—তেমনি অন্যদিকে সে আয়াতগুলি আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে সমগ্র কুরআন শারীফ একটি সুরক্ষিত রূপ পায়। অবশ্য এই লিখিত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে।

হাযরাত মুহাম্মাদের(সা) ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খালীফা হাযরাত আবু বাক্‌রের(রা) আমলে তাঁরই নির্দেশে এবং হাযরাত উমারের প্রস্তাবক্রমে বহু সাহাবা ও জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে সর্বসমক্ষে ঐ বিচ্ছিন্ন পাতাগুলি পর পর একত্রে সাজিয়ে নেওয়া হয়—ফলে মহাগ্রন্থ কুরআন একটি পরিপূর্ণ কিতাবের রূপ লাভ করে। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থ কুরআন শারীফ যে অবিকল আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতিলিপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনের প্রত্যেক সূরা, প্রত্যেক আয়াত, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বর্ণ, এমনকি প্রত্যেক বিন্দুবিসর্গকে কঠোরতম সতর্কতার দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রাপ্তব্য কুরআন শারীফে একটি শব্দ তো দূরের কথা, একটি অক্ষরও প্রক্ষিপ্ত হয়নি—যা প্রথমে ছিল আজো ঠিক সেরূপেই আছে। ইসলাম-জগতের তৃতীয় খালীফা হাযরাত উসমান(রা) উক্ত কুরআন শারীফের অসংখ্য কপি করান—উক্ত কপিগুলির একটি আজও মস্কোতে বর্তমান আছে।

পরিপূর্ণ গ্রন্থ ঃ সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিকায় আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি মানুষের জীবনে চলার পথে যা কিছু প্রয়োজন, সমাজজীবনে যা কিছু অপরিহার্য কুরআন শারীফে সে সকল সমস্যার উল্ল্যেখ আছে ও তার সুন্দর সমাধানের ইঙ্গিত আছে। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যেখানে কুরআন আলোকপাত করেনি। মানুষের ধর্মীয় জীবন কেমন হবে, কোন্ পথে গেলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভব, সমাজজীবনে মানুষ কেমনভাবে চলবে, ইয়াতিম-অনাথদের সঙ্গে কেমনভাবে ব্যবহার করবে, মানুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা-পুত্র-মাতার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে, কোন্

নীতি অনুসরণ করে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব, কিভাবে আমরা দান-খায়রাত করব, কিভাবে আমরা আমাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করব, কিভাবে অপরাধীদের সাজা দেব, দাম্পত্য-জীবন কেমন হবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, কে কতটুকু অংশ পাবে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবহার কেমন হবে, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি হবে, কবর, কবর সংক্রান্ত ব্যাপারের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার উল্লেখ এবং সমাধান কুরআন শারীফে নেই। পৃথিবীর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এমন বিস্তৃত এবং বিশাল পটভূমিকায় লিখিত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি সুসম্পূর্ণ সংবিধান হাতে থাকতে কেন আমরা ভুল পথে চলি? কেন আমাদের মাঝে এত হানাহানি ও অশান্তি? আসুন আজ হতে আমরা আমাদের ধর্মীয় ও কর্মীয় জীবনে এই ঐশ্বরিক সংবিধানকে মেনে চলার শপথ নিই।

কুরআনের ভাষ্য ঃ কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার ভাষ্য। কুরআনের শব্দ চয়নের এমন নিখুঁত কৌশল, বাক্য গঠনের এমন শৈল্পিক রীতি, প্রয়োগের এমন অসামান্য ভঙ্গী এর পূর্বে শুধু আরাবী সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায়নি। আজ দেড় হাজার বছরের আরাবী ভাষা ও সাহিত্য কুরআনের ভাষার কাছে আশ্চর্য রকমভাবেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হচ্ছে। দেড় হাজার বছর আগে প্রত্যেকটি ভাষার রূপ ও তাদের আজকের রূপের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রচিত হয়েছে। কিন্তু মাক্কায় যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, আজও তার রূপ অপরিবর্তিত ও অম্লান রয়েছে। আজকের ভাষাতত্ত্বের সমুন্নতি তার নিকট হার মানতে বাধ্য। কুরআনী ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত সকলের চোখে পড়ে—তা হল তার শব্দচয়ন, ভাব অনুযায়ী হ্রস্ব এবং দীর্ঘ বাক্য গঠন, প্রশ্নবোধক বাক্যের অভিনব প্রবর্তন, ভাব ও শব্দের সাযুজ্য সংরক্ষণ, ভাষার আশ্চর্য প্রবহমানতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুণরুক্তি বর্জন প্রভৃতি। এ ছাড়াও আমরা কুরআনের একটিমাত্র অধ্যায়ের মধ্যে অনেক দিনের ইতিহাস, বহু জাতির উত্থান ও পতন, ঘাত-সংঘাতের পরিচয় পাই। আবার একটি মাত্র বাক্যের মধ্যেই অনেকগুলি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হয়ে যায়—এটিই কুরআনের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর প্রতিটি শব্দই বিপুলভাবে ভাববাদী, জ্ঞানাণ্বেষণকারিগণ কুরআনের একটিমাত্র শব্দের মধ্যেই জ্ঞানের একটি অফুরন্ত খনির সন্ধান পান। প্রাথমিক বাক্যগুলি এবং তার শব্দগুলিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অফুরন্ত তাদের প্রাণময়তা, অতলান্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ধ্বনি-বিন্যাসের অপূর্ব সংযোজন—সকল মানুষের প্রাণকে বিস্ময়ে নির্বাক করে তোলে।

অত্যুক্তি নয়, আরাবী ভাষার ধ্বনি বিশ্বের অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে সমৃদ্ধতর। মহাপ্রাণ ঘোষ-ধ্বনি (হরফে হালক্বী) এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনির (গোন্না) হ্রস্ব এবং দীর্ঘ প্রস্বরের সমন্বয়ে যে সঙ্গীত সৃষ্টির অবকাশ কুরআনের ভাষায় পরিলক্ষিত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় তার প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র ধ্বনি-বিন্যাসের অপূর্ব কৌশলের জন্যই কুরআনিক শব্দে যে বাগর্থের অভিব্যাঞ্জনার সৃষ্টি হয় তা যে কোন কঠিন প্রাণ মানুষের মনকে অভিভূত করতে সহজেই সক্ষম।

কুরআনের রচনা উচ্চাঙ্গের গদ্য কবিতা। এ জন্য মর্মানুশীলন করতে গিয়ে অনেকেই

অনেক সময় বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়েন। তাই কুরআনের বাণী কারও জন্য সুপথ প্রাপ্তির এবং কারও জন্য পথভ্রষ্টতার বার্তা বহন করে। পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদক ছিলেন বাংলাদেশের রংপুর নিবাসী মৌলবী আমিরুদ্দীন বসুনিয়া। সেই অনুবাদের আংশিক মুদ্রিত কপি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের মৌলবী নঈমউদ্দীন।

কুরআন শারীফের ভাষা প্রসঙ্গে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গিরিশবাবু ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একজন সুপণ্ডিত, তিনি উর্দু, ফারসী এবং আরাবীও ভালভাবে জানতেন। বাংলা ভাষায় তিনি ১২৮২ সনে কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ করার গৌরব লাভ করে ধন্য হয়েছেন। অমুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ৩০ পারা কুরআন শারীফের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "আরব্য ভাষার প্রণালী বঙ্গীয় ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙলা যেমন বাম দিক হইতে লিখিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আরাবী তাহার বিপরীতদক্ষিণ দিক হইতে লিখিত হয়। বচন প্রণালীও সেইরূপ। সাধারণত কর্তৃপদ পূর্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়া অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়শঃ আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার অন্তে কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গ ভাষার কর্তৃকারক ব্যক্ত ও ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্য ভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্তৃপদকারকে অব্যক্ত ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে; ক্রিয়াপদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্ন দ্বারা কর্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত তদ্বিষয়ে তাহার নিকট অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটি কথায় ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালা ভাষার প্রায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়।"............

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। কুরআন শারীফের মধ্যে অনেকের পক্ষেই পরস্পর বিরোধী এবং অবাস্তব উক্তি লক্ষ্য করা অসম্ভব নাও হতে পারে। কারণ এ ব্যাপারটি আপেক্ষিক, যে উক্তি একজনের কাছে বাস্তব ও বোধগম্য, আর একজনের কাছে তা অবাস্তব ও দুর্বোধ্য, এমন কি মানসিকতার স্তর অনুযায়ী অবোধ্যও হতে পারে। আসলে এটি অনুধাবন করার শক্তি ও ধৈর্য্যের উপরই নির্ভরশীল। কুরআন বার বার মানুষের বাস্তব বুদ্ধির উপরে, বিবেকের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষকে বিবেচনা করার প্রেরণা দান করেছে, এবং তাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা কি চিন্তা কর না?' 'তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই?' 'দেখ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, দিন ও রাতের ব্যবধানে চিন্তাশীল মানুষের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে'—ইত্যাদি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআন মানুষের স্বাধীন ভাবনা-চিন্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে যাদের মুক্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই বা যারা তা করে না, তাদের কুরআনে অন্ধ, বধির, এমন কি পশুর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তাই কুরআনে অবাস্তব উক্তির অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব, পরস্পর-বিরোধী উক্তির সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

পুণরুক্তি ঃ কুরআন শারীফ পাঠের সময় দেখা যাবে,—একই ঘটনা বা বিষয় বার বার কিছু স্থানে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই পুণরুক্তি কেমন কেমন মনে হতে পারে। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের সাহেব (রহঃ) লিখেছেন, "কুরআন

শারীফ ধারাবাহিকভাবে লিখিত গ্রন্থ নয়, লিখিত আকারে তাহা অবতীর্ণও হয় নাই। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার অবতারণ। বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই ঔষধ বিভিন্ন বার ব্যবহার কিংবা একই রোগীর অবস্থা বিশেষে একই ঔষধের ব্যবস্থার মতই কুরআন শারীফের বর্ণনা। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্থান-কাল-পাত্র প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত, একজন সুযোগ্য বক্তার বক্তৃতামালা একত্র সন্নিবেশিত করত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থা যেমন হয়, কুরআন শারীফের অবস্থাও ঠিক এ ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ। উল্লেখিত বক্তৃতা সমষ্টির একক সন্নিবেশিত গ্রন্থে আমরা কি দেখিতে পাই? বক্তব্য বিষয় যেমন স্বতন্ত্র রহিয়াছে, তেমনি পূর্ব প্রদত্ত ভাষণের অনেক কিছুই পরবর্তী বক্তৃতায় কখনও সংক্ষেপে কখনও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি অনেক সময় পূর্ব প্রদত্ত ভাষণের অবিকল পুণরাবৃত্তি রহিয়াছে দেখিতে পাই। স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা এবং প্রয়োজনই এমন করিতে বাধ্য করিতে থাকে। ইহাতে যোগ্য বক্তা কিংবা বক্তৃতার মাহাত্ম মহিমা নষ্ট হয় না। তাহার মাধুর্য ও গুরুত্ব এবং জৌলুস কমে না বরং আরও বাড়ে, উহার অভাবেই বরং অনেক সময় বক্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, বক্তব্যের সার্থকতা উপাদেয়তা বিঘ্নিত হইয়া থাকে।"

অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা ঃ অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারি না, এবং এ কথা বড় দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকখানি পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কুরআন শারীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবুও এ ধরনের একটি অনুবাদ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, অনেক অনুবাদেই ভাষার দুর্বলতা বিশেষরূপে চোখে পড়ে। আরাবী, ফারসী, উর্দু মিশ্রিত যে বাংলা এ সকল অনুবাদে স্থান পেয়েছে তাতে সামান্য বাংলা জানা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে পবিত্র কুরআনের মতোপলব্ধি করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়। উদাহরণ স্বরূপ এ অনুবাদটি লক্ষ্য করুন ঃ "আর তাহারা বলে—আমাদের অন্তর 'গেলাফ-ঢাকা', আসলে আল্লাহ্ তাহাদের 'কুফুর' হেতু তাহাদিগকে 'লানত' করিয়াছেন; ফলে তাহারা খুবই অল্প 'ঈমান' আনিয়া থাকে।" গেলাফ, কুফুর, লানত, ঈমান প্রভৃতি শব্দে অনুবাদের মূল রস এবং অর্থটি ঢাকা পড়ে গেছে। ভাষার এই দুর্বলতার সাথে আছে রচনারীতির আড়ষ্টতা। বিশ্বের শ্রেষ্টতম সাহিত্য কুরআন শারীফের সাবলীল গতিধারায় যে স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাবোদ্দীপনা, যে ধ্বনি-গাম্ভির্য ও ব্যঞ্জনা রয়েছে তা শিথিল বাক-বিন্যাসে এবং মামুলি রচনারীতিতে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় কুরআন শারীফের অধিকাংশ অনুবাদকই এই সহজ সত্যটি ভুলে গেছেন। তাঁরা অনুবাদের নামে আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বসিয়ে গেছেন। বিপুল ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, অর্থ গৌরবে অনন্য কুরআন শারীফের সঠিক মর্মোপলব্ধি এ সকল অনুবাদে কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদকগণ ব্যক্তিগত মতাদর্শ অথবা দলীয় ভাবধারার বশবর্তী হয়ে যে ধরনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন তাতে কুরআন শারীফের মাহাত্ম ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। নিগূঢ় অর্থ ও সঠিক মর্মোপলব্ধিতে এ সকল অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আমরা ব্যক্তিগত বা দল মতের উর্ধ্বে থেকে কুরআন শারীফের মূলানুগ অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, সমগ্র অনুবাদটিকে সাহিত্য গুণ-সম্পন্ন এবং সুখপাঠ্য করার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই, কুরআন শারীফের অনুবাদে মূলের শব্দ বিন্যাস,

গতি স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থগৌরব এবং ভাব দ্যোতনা রক্ষিত হওয়া কঠিন; তবুও অনুবাদে মূলেব ভাবোদ্দীপনা যতটুকু রক্ষা করা যায় আমরা সর্বতোভাবে তার চেষ্টা করেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ এহেন এক বিরাট ও বিশাল আসমানী গ্রন্থের অনুবাদ করার যোগ্যতা আমি রাখি বলে মনে করি না। আমি আমার অযোগ্যতা ও ত্রুটি কর্মফল দিনের মালিক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্র দরবারে স্বীকার করছি। তাঁর বিশেষ দয়া না হলে এ কাজ সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধান, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গতানুগতিক ও কুসংস্কার বর্জন, সকলকে কল্যাণের প্রেরণা দান, ন্যায় ও সত্যের প্রতি শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রদ্ধাভাজন জনাব আবদুল আযীয আল-আমান সাহেবের মূল্যবান পরামর্শ ও অনুবাদের কপি দেখে দেওয়ায় অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সাহিত্য-গুণসম্পন্ন করতে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। শ্রদ্ধেয়া আপা বেগম মারইয়াম আযীয-এর কথা না বলে পারি না। তাঁর উৎসাহে আমি বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আল্লাহ্র কাছে আমি উভয়ের স্বাস্থ্য, সুখ-শান্তি, উন্নতি ও সফল জীবন কামনা করি।

কলিকাতাস্থ আলীয়া মাদ্রাসার খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আব্দুল আলী বরকতী সাহেব খানকা শারীফে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে থেকে আমি নিশ্চিন্তে অনুবাদ করতে পেরেছি। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

কুরআনের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও ভাষ্যকারগণ আরাবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অনুবাদকালে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের অনুকরণ করেছি। তাফসীর-ই কাদেরী, বায়ানুল কুরআন, মোযেহুল কুরআন, তাফ্হীমূল কুরআন, তরজুমানুল কুরআন, মরহুম মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীনের তরজমা ও টীকা, দিকপাল মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ধর্মবিজ্ঞানী জনাব মাওলানা তাহের সাহেবের তরজমা ও তফসীর, কুরআনের একনিষ্ঠ সেবক জনাব মাওলানা রফীকুল হাসান সাহেবের কয়েক পারার তরজমা ও তফসীর হতে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদের অনুবাদখানিও আমরা যত্নের সঙ্গে দেখেছি।

আরাবী ভাষার গঠনরীতি বাংলার সমধর্মী নয়, আরাবীর বাকধারা, অলঙ্কার ও প্রবচনের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনুবাদের সময় আমরা এ সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। এ সকল ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার গঠনরীতি ও প্রকৃতি বজায় রেখে কুরআন শারীফের মূলকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। মহান গ্রন্থের একটি শব্দও যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষই ভুল করে। কোথাও কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন—পরবর্তী সংস্করণে আমরা নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে নেব। আর এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সর্ব শক্তিমান করুণাময় আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইছি।

কুরআন শারীফের যতগুলি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম' শীর্ষক অনুবাদটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম সমাজ ও শিক্ষাবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায়—ঐ

অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐ অনুবাদে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরাবী ভাষা ও ইসলামী বিষয় সমূহের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল হক, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আবুল হাশেম, খ্যাতনামা মরমী সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ, মাওলানা ফজলুল করীম, অধ্যক্ষ এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মীর আবদুস্ সালাম, মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ্, শামসুল ওলামা মোহাম্মদ আমীন আব্বাসী।

এ ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাহমুদ মুস্তাফা শাবানও ঐ অনুবাদে সহযোগিতা করেছিলেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ অনুবাদটিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যাবে। উৎসাহী পাঠকদের আমরা উক্ত অনুবাদটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে অনুরোধ করি। অতএব বলা যেতে পারে এই অনুবাদটিতে আমরা উভয় বাংলার কুরআনের পণ্ডিত ও গবেষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ।

নির্ভুলভাবে এই অনুবাদখানি প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন—কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ লেখক সৈয়দ বেসারত আলী এবং প্রেস বিভাগের কর্মী বঙ্কিমচন্দ্র দিণ্ডা ও প্রেসের আরো অনেকে। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে ভারতের তথা বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও মৈত্রী সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। আদর্শ মহাপুরুষ, শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ(সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করি। প্রার্থনা করি ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপমোচন করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক' .....

২/১, তিলজলা প্লেস,
(খানকাহ্ শারীফ), কলকাতা-১৭

আমীন! সুম্মা আমীন!! সেবক
মাওলানা মোবারক করীম জওহর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সূরা[1] ফাতিহা[2]

১ রুকূ ।। ৭ আয়াত ।। ২৫ শব্দ ।। ১২৬ অক্ষর ।। মাক্কায়[3] অবতীর্ণ

[বিষয়সূচীঃ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ। আল্লাহ্‌ই স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র তিনটি গুণবাচক নাম—'রহমান' (অনন্ত দয়াময়), 'রহীম' (পরম দয়ালু), 'মালিক' (প্রভু)। পরকাল ও কর্মফল দিবস, উপাসনার স্বরূপ, আদর্শ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ ।। ১. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, ২. যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। ৩. (যিনি) কর্মফলদিবসের প্রভু। ৪. আমরা কেবল আপনারই উপাসনা (ইবাদাত) করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন। ৬. তাদের পথে—যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। ৭. যারা আপনার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে যায়নি।

(হে প্রভু! আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করুন!)

১৬ ভূমিকা

অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। ঐ অনুবাদে আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুল ওলামা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরাবী ভাষা ও ইসলামী বিষয় সমূহের অধ্যক্ষ ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল হক, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব আবুল হাশেম, খ্যাতনামা মরমী সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ, মাওলানা ফজলুল করীম, অধ্যক্ষ এ. এইচ. এম. আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মীর আবদুস্ সালাম, মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদউল্লাহ্, শামসুল ওলামা মোহাম্মদ আমীন আব্বাসী।

এ ছাড়াও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাহমুদ মুস্তাফা শাবানও ঐ অনুবাদে সহযোগিতা করেছিলেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ অনুবাদটিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করেছি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যাবে। উৎসাহী পাঠকদের আমরা উক্ত অনুবাদটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে অনুরোধ করি। অতএব বলা যেতে পারে এই অনুবাদটিতে আমরা উভয় বাংলার কুরআনের পণ্ডিত ও গবেষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করেছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ।

নির্ভুলভাবে এই অনুবাদখানি প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন—কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ লেখক সৈয়দ বেসারত আলী এবং প্রেস বিভাগের কর্মী বঙ্কিমচন্দ্র দিণ্ডা ও প্রেসের আরো অনেকে। এঁদের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে ভারতের তথা বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও মৈত্রী সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। আদর্শ মহাপুরুষ, শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ(সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করি। প্রার্থনা করি ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের অপরাধী করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপমোচন করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদের অভিভাবক' .....

২/১, তিলজলা প্লেস,
(খানকাহ্ শারীফ), কলকাতা-১৭

আমীন! সুম্মা আমীন!! সেবক
মাওলানা মোবারক করীম জওহর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সূরা[1] ফাতিহা[2]

১ রুকূ ।। ৭ আয়াত ।। ২৫ শব্দ ।। ১২৬ অক্ষর ।। মাক্কায়[3] অবতীর্ণ

[বিষয়সূচীঃ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ। আল্লাহ্‌ই স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র তিনটি গুণবাচক নাম—'রহমান' (অনন্ত দয়াময়), 'রহীম' (পরম দয়ালু), 'মালিক' (প্রভু)। পরকাল ও কর্মফল দিবস, উপাসনার স্বরূপ, আদর্শ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ ।। ১. সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, ২. যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। ৩. (যিনি) কর্মফলদিবসের প্রভু। ৪. আমরা কেবল আপনারই উপাসনা (ইবাদাত) করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদের সরল সঠিক (সত্য) পথে চালিত করুন। ৬. তাদের পথে—যাদের আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। ৭. যারা আপনার ক্রোধে পড়েনি এবং বিপথে যায়নি।

(হে প্রভু! আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করুন!)

কু.শা.-২

১ম পারা ।। আলীফ্-লাম্-মীম্ যালেকাল কিতাবু লারায়ওয়াফী

২. সূরা বাকারাহ্[৪]

৪০ রুকূ ॥ ২৮৬ আয়াত ॥ ৬২১২ শব্দ ॥ ২৬৭৯২ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয় সূচী ঃ নিঃসন্দেহে কুরআন শারীফ আল্লাহ্র বাণী, সাবধানীর বিবরণ, অবিশ্বাসী কপট ও কপটতার দৃষ্টান্ত, ফাসেক বা সত্য-ত্যাগীর বিবরণ, উপাসনা, মাসজিদ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ, জান্নাত, হাযরাত আদম (আ) ও আদম তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, ইবলীস বা শাইতান, ফিরিশ্তা, ইস্রাঈল, ফিরাউন, জিব্রীল, মিকাঈল, গো-বৎস পূজা, নরহত্যা, গরু জবাইয়ের ঘটনা। হাযরাত ইব্রাহীম (আ), সুলাইমান(আ) হারুত-মারুত, যাদু-বিদ্যা, কাবা গৃহ, ইসমাঈল, মাক্কা, ইব্রাহীমের প্রার্থনা, শেয-নাবীর (হাযরাত মুহাম্মাদের) আবির্ভাব, ইব্রাহীমের অলৌকিক ক্ষমতা, ঐশীগ্রন্থধারীগণ, ইব্রাহীম ও নমরুদ, তালুত, জালুত, দাউদ(আ), ইয়াকুব(আ), ইস্হাক(আ), মূসা(আ), হারুণ(আ), উযাইর(আ) ও সামুয়েল(আ)। কিবলাহ্, কিবলাহ্ পরিবর্তন ও তার কারণ, প্রকৃত পুণ্য কর্ম, ঈমানের পরীক্ষা, নর-হত্যার দণ্ড, উত্তম ঋণ, উপবাস (সিয়াম), রামাযান মাসের বৈশিষ্ট্য, হজ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, দান-খায়রাত, নিষিদ্ধ মাস, জিহাদ, জিহাদ ও হিজরাত, ধর্মে জবরদস্তি নেই, পূর্ববর্তী নাবীদের ধর্মমত ও কর্মফল, ইসলাম, হাযরাত ঈসা(আ) ও তাঁর অনুসারীগণ, নাবী ও শিষ্য, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। শাসন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, সমাজ-নীতি, মদ, জুয়া, ঘুষ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদ ও সুদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, বন্ধকী কারবার, সাক্ষী, অংশীবাদীর সাথে বিবাহ, তালাক বা বিচ্ছেদ, অনাথ পালনের নির্দেশ, গোপন দান, দান ও দানের পাত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্ত্রীর অপ্রিয় আচরণ এবং শাসন, দেনমোহরের (বিবাহের সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত ধন-সম্পদ) বিবরণ, নামাযের গুরুত্ব, আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না, দাস-দাসীর মুক্তি ও বিবাহ, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও সাবেয়ী সম্প্রদায়।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ্-লাম্-মীম্;[৫] ২. এ সেই গ্রন্থ (কুরআন); এতে কোন সন্দেহ নেই, (মুত্তাকীদের) সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক, ৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদের যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে, ৪. এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে (আখিরাতে) যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, ৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। ৬. যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

২. রুকূ।। ৮. মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী' কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। ৯. আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এ তারা বুঝতে পারে না। ১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। ১১. তাদের যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি

সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। ১২. সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা এটা বুঝতে পারে না। ১৩. যখন তাদের বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমরাও বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?' সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। ১৪. যখন তারা বিশ্বাসীগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি'। ১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে পরিহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদের বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। ১৬. এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। ১৭. তাদের দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করল; তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্ তখন তাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না। ১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরবে না। ১৯. কিংবা যেমন আকাশের মুষলধারা বৃষ্টি, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক। বজ্রধ্বনিতে তারা মৃত্যুভয়ে তাদের কানে আঙুল দেয়। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ২০. বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩. রুকূ ঃ ২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। ২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করিও না। ২৩. আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান কর। ২৪. যদি তোমরা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। ২৫. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের ফল-মূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদের পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এ তো তাই', তাদের ইচ্ছানুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। ২৬. আল্লাহ্ মশা কিংবা তার উচ্চ পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে সঙ্কোচবোধ করেন না, সুতরাং যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে, এ সত্য উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে; কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন? এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত, তিনি

সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া আর কাকেও বিভ্রান্ত করেন না। ২৭. যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮. তোমরা কি করে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুণরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরতে হবে। ২৯. তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে (আকাশকে) সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৪. রুকূ।। ৩০. আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না'। ৩১. এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে-সকল ফিরিশ্তাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ৩২. তারা বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়'। ৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম! ওদের (ফিরিশ্তাদের) এদের (এ সকলের) নাম বলে দাও'। যখন সে তাদের ওদের নাম বলে দিল তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি? ৩৪. যখন ফিরিশ্তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল; সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হল। ৩৫. এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে, তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে'। ৩৬. কিন্তু শাইতান উহা হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদের বহিষ্কার করল। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল'। ৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না'। ৩৯. যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তারাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামী)—সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৫. রুকূ।। ৪০. হে বনি ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি, এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। ৪১. তোমাদের

কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই ওব প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। ৪৩. তোমরা যথাযথভাবে নামায (সালাত) পড় ও যাকাত দাও এবং যারা অবনত হয় তাদের সঙ্গে অবনত হও। ৪৪. কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না? ৪৫. তোমরা ধৈর্য (সাব্‌র) ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন—৪৬. (তারাই বিনীত) যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৪৭. হে বনি ইস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ৪৮. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। ৪৯. স্মরণ কর, যখন আমি ফিরাউনের সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করে ও তোমাদের নারীদের জীবিত রেখে তোমাদের মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং ওতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল; ৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরাউনের সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করেছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করছিলে, ৫১. যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম—তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; এতে তোমরা ঘোর অনাচার করেছিলে। ৫২. এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৫৩. যখন আমি মূসাকে কিতাব[৬] ও ফোরকান[৭] দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও। ৫৪. আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদের সংযত[৮] কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু'। ৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না'। যখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে তখন তোমরা নিজেরাই দেখেছিলে। ৫৬. মৃত্যুর পর তোমাদের পুণর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট 'মান্না'[৯] ও 'সাল্ওয়া'[১০] প্রেরণ করলাম। (আর বলেছিলাম) 'যে সকল ভাল জিনিষ তোমাদের জন্য দিলাম তা থেকে আহার কর'। তারা (নির্দেশ না মেনে) আমার প্রতি কোন অন্যায় করেনি, বরং তারা তাদেরই প্রতি অন্যায় করেছিল। ৫৮. (স্মরণ কর) যখন আমি বললাম, 'এ জনপদে (শহরে) প্রবেশ কর এবং তার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে

(নগরের দ্বারে) প্রবেশ কর এবং বল 'ক্ষমা চাই', আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব'। ৫৯. কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

৭. রুকূ।। ৬০. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার আশা (লাঠি) দ্বারা পাথরে আঘাত কর'। ফলে তা হতে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান (ঘাট) চিনে নিল। (বললাম) 'আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দেশের বুকে অনর্থক(শান্তি-ভঙ্গ) করে বেড়িও না'। ৬১. আর তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মূসা! একই রকম খাদ্যে আমরা কখনো ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর—তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মুশুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বিনিময় করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে'। এবং তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হল। এ জন্য যে তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সকলকে অমান্য করত এবং নাবীদের (প্রেরিত পুরুষদের) অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করবার জন্যেই তাদের এই পরিণতি ঘটেছিল।

৮ রুকূ।। ৬২. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, যারা ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান হয়েছে অথবা সাবেয়ী[১১] হয়েছে—এদের যে কেউ আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৬৩. (স্মরণ কর) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উর্ধ্বে 'তূর' পর্বতকে উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম) 'আমি যা (গ্রন্থ) দিলাম (সেই গ্রন্থে যে নির্দেশ আছে) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার'। ৬৪. এর পরেও তোমরা মুখ ফেরালে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। ৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা 'শনিবারে'[১২] (বিশ্রাম দিবসে) সীমালংঘন করেছিল তাদের তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও'। ৬৬. আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি। ৬৭. আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন', তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ'? মূসা বলল, 'যাতে আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত না হই (তার জন্য) আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি'। ৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল ঐ গাভীটি কিরূপ'? মূসা বলল, 'আল্লাহ্ বলছেন এ এমন একটি গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়—মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যে আদেশ পেয়েছ তা পালন কর'। ৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল উহার (গাভীটির) রং কি'? মূসা বলল, 'আল্লাহ্ বলছেন, উহা হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ

দেয়'। ৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কি ধরনের? আমাদের নিকট গরু তো একই রকম। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা পথ পাব'। ৭১. মূসা বলল, 'তিনি বলছেন এ এমন একটি গাভী যা জমির চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি—সুস্থ নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সঠিক বর্ণনা এনেছ'। যদিও তারা জবাই করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা উহাকে জবাই করল।

৯. রুকূ।। ৭২. (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করতে চাইছিলেন। ৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'এটির (গাভীটির) কোন অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর'। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং যাতে তোমরা ভেবে দেখ তার জন্য তাঁর নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন। ৭৪. এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল—উহা পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, এমন কিছু পাথর আছে যে তা থেকে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এরূপ যে বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে, বস্তুত তোমরা যা কর তা আল্লাহ্‌র অজানা নয়। ৭৫. (হে বিশ্বাসীগণ) তোমরা কি এখনও আশা কর যে তারা তোমাদের বিশ্বাস করবে? যখন তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝবার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত। ৭৬. আর তারা যখন বিশ্বাসীদের সংস্পর্শে আসে বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি', আবার যখন তারা নিভৃতে (নিজ দলীয়) একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কেন তা বিশ্বাসীদের বলে দাও? এর দ্বারা তারা (বিশ্বাসীগণ) তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে, তোমরা কি তা বুঝতে পার না'? ৭৭. তারা কি জানে না যে তারা যা গোপন রাখে কিংবা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন? ৭৮. তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের নিজেদের সংস্কার ছাড়া কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু মনগড়া কথা বলে বেড়ায়। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৭৯. সুতরাং তাদের জন্যে দুর্ভোগ যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এসেছে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যেও তাদের শাস্তি (রয়েছে)। ৮০. আর তারা বলে, 'কয়েকটি গুনতি দিন ছাড়া (জাহান্নামের) আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না'। (হে মুহাম্মাদ, তুমি) বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছ'? অতএব আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না। অথবা তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না। ৮১. হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামবাসী), তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। ৮২. পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১০. রুকূ।। ৮৩. আর স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), যখন বনি ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা (ইবাদাত) করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ

করবে, নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত (দান) প্রদান করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে (এ প্রতিজ্ঞা পালনে) পরাঙ্মুখ হয়ে গেলে, ৮৪. (হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমরা নিজেদের অবস্থা স্মরণ করে দেখ), যখন আমরা তোমাদের নিকট থেকে (এই মর্মে) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না ও নিজেদের লোকজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। অতঃপর তোমরা ত্রুটি স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী। ৮৫. তারপর (সেই তোমরাই তো) একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে (তাদের) আপন গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও; অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য ছিল অবৈধ। তবে কি তোমরা ধর্ম পুস্তকের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের (মধ্যে) যে সব লোক এমন কাজ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাভোগ এবং কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। ৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কারো সাহায্যও পাবে না।

১১. রুকূ।। ৮৭. এবং নিশ্চয়ই মূসাকে কিতাব (তাওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রীল ফিরিশ্‌তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ? ৮৮. তারা বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'। হ্যাঁ, সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন, সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। ৮৯. তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাদের নিকট এল তখন তারা উহা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। ৯০. উহা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে—উহা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এই কারণে যে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ৯১. এবং যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি'। তা ছাড়া সব কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা অতীতে নাবীগণকে হত্যা করেছিলে?' ৯২. এবং (হে বনি ইস্রাঈলগণ!) নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, (কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনুপস্থিতে) তোমরা সীমালংঘনকারী হয়ে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। ৯৩. আরও স্মরণ কর (সে সময়ের কথা) যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন

করেছিলাম, (বলেছিলাম) 'যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর'। তারা বলেছিল, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম'। অবিশ্বাস হেতু তাদের হৃদয়ে গো-বৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট'! **৯৪.** বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি সত্যবাদী হও'। ৯৫. কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনও উহা (মৃত্যু) কামনা করবে না। এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। ৯৬. তুমি নিশ্চয়ই তাদের জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তারা প্রত্যেকে হাজার বছর বেঁচে থাকার আকাঙ্খা করে; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা।

১২. রুকূ।। ৯৭. (হে নাবী!) বল, 'যে জিব্রীলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক সে-ত (জিব্রীল) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়,— যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের (ধর্ম গ্রন্থের) সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'। ৯৮. যারা আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তা (দূত) গণের, রাসূল (প্রেরিত পুরুষ) গণের, জিব্রীল ও মিকাঈলের শত্রু হবে—তারা জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শত্রু। ৯৯. এবং আমরা তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, বস্তুত অনাচারীগণ ব্যতীত আর কেউই এগুলি অমান্য করে না। **১০০.** তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১০১. যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন রাসূল আসে যে তাদের নিকট যা (ঐশী) গ্রন্থ আছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল কিতাবটিকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল)—যেন তারা কিছুই জানে না। ১০২. এবং সুলাইমানের রাজত্বে শাইতানেরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি বরং শাইতানেরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত—যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। 'আমরা (হারুত ও মারুত) পরীক্ষা-স্বরূপ, সুতরাং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করো না'—এ না বলে তারা (হারুত ও মারুত) কাকেও শিক্ষা দিত না। তবুও এ দুজন হতে তারা এমন বিষয় শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া তারা কারও কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে, পরকালে তার কোন ঠাঁই নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত! ১০৩. আর যদি তারা বিশ্বাস করত এবং সদাচারী হত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম পুরস্কার পেত, যদি তারা জানত!

১৩. রুকূ।। ১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! 'রায়েনা'[১৩] বলো না— বরং 'উনযোরনা' বল, (অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন এ কথা বল), এবং শুনে রাখ অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ১০৫. গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অংশীবাদীগণ এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। ১০৬. আমি কোন আয়াত (বাক্য) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? ১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। ১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলগণকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? এবং যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে—নিশ্চিতভাবে সে জান্নাতের পথ হারায়। ১০৯. ঈর্যামূলক মনোভাব বশতঃ, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসের পর আবার তোমাদের অবিশ্বাসী রূপে ফিরে পাবার আকাঙ্খা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন—আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১১০. আর তোমরা নামাযকে যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও (দান কর)। এই উত্তম কাজের যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহ্র নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা দেখেন। ১১১. এবং তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এ তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর'। ১১২. হ্যাঁ, যে সৎকাজ করে ও আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার ফল তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

১৪. রুকূ।। ১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, 'খৃষ্টানদের কোন ভিত্তি নেহ,' এবং খৃষ্টানগণ বলে 'ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তার মীমাংসা করবেন। ১১৪. যে আল্লাহ্র মাসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার থেকে বড় সীমালংঘনকারী কে হতে পারে? অথচ ভীতি-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনাভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবদিকই আল্লাহ্র এবং তুমি যে দিকে মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহ্র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। ১১৬. এবং তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি (আল্লাহ্) মহান, পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই। সব-কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। ১১৭. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়। ১১৮. এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে 'আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন'? এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয়ই আমি প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি। ১১৯. আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। ১২০. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি

তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্র পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ-নির্দেশ'। জ্ঞান প্রাপ্তিব পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ১২১. যাদের কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দিয়েছি তাদের যারা যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে তারাই তাতে (ধর্মগ্রন্থে) বিশ্বাস করে, আর যারা তা অমান্য করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

১৫. রুকূ।। ১২২. হে ইস্রাঈল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব-দান করেছি। ১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না এবং কারও নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। ১২৪. এবং যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'। সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও'? আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়'। ১২৫. এবং সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির তীর্থক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর'। এবং যখন আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করি যে, 'তোমরা আমার ঘরকে তাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, যারা এর চারদিকে ঘুরবে, এতে বসে ধ্যান(ইবাদাত) করবে, এতে রুকূ ও সাজদা করবে (অর্থাৎ নামায পড়বে)'। ১২৬. স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে (মাক্কা শহরকে) নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদের ফলাহার করতে দিও'। তিনি বললেন, 'যে কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব। অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম'। ১২৭. যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহে ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত'। ১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত এক উম্মাত (সম্প্রদায়) কর। আমাদের উপাসনার নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। ১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে; তাদের কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

১৬. রুকূ।। ১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম। ১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' ১৩২. এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে

(ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না'। ১৩৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে'? তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার এক আল্লাহ্র ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহ্রই উপাসনা করব। এবং আমরা তাঁর কাছে মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)'। ১৩৪. সেই উম্মাত (দল) চলে গেছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না। ১৩৫. তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হও, ঠিক পথ পাবে'। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব'। এবং সে (ইব্রাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ঈসা, মূসা ও অন্যান্য নাবীগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী'। ১৩৭. তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৩৮. (আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহ্র রং (আল্লাহ্র ধর্ম বা তাঁর প্রকৃতি), রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই উপাসনাকারী। ১৩৯. বল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য; এবং আমরা তাঁর প্রতি অকপট'। ১৪০. তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিল? বল, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্? তার কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। ১৪১. এই উম্মাত (দল) অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের, তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১ম পারা সমাপ্ত

২য় পারা ।। সায়াকুলুস্ সোফাহায়ো মিনান্নাসে মাওয়াল্লাহুম

১৭. রুকূ।। ১৪২. নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে 'কিব্লা' অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন'। ১৪৩. এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে। তুমি এ যাবৎ যে 'কিব্লা' অনুসরণ করছিলে তা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেছেন তারা ছাড়া অন্যের কাছে এ নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ১৪৪. আকাশের দিকে তোমার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা-এর) বার বার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন 'কিব্লার' দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বা গৃহের) দিকে মুখ ফেরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন কা'বার দিকে মুখ ফেরাও এবং যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিত ভাবে জানে যে এ (ধর্মগ্রন্থ) তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে তা আল্লাহ্র অজানা নেই। ১৪৫. যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ আহ্লে-কিতাব) তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর তবুও তারা তোমার 'কিব্লার' অনুসরণ করবে না; এবং তুমিও তাদের 'কিব্লার' অনুসারী নও, এবং তাদের কিছু (লোক) পরস্পরের 'কিবলার' অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি সীমালংঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) তেমনি চেনে, যেমন তাদের পুত্রদের চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। ১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১৮. রুকূ।। ১৪৮. এবং প্রত্যেকের (নির্দিষ্ট) একটি দিক আছে যার দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৪৯. আর যে স্থান হতেই তুমি বের হও না কেন মস্জিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয়ই উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে (প্রেরিত) সত্য। তোমরা যা করছ তা আল্লাহ্র অগোচর নয়। ১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) দিকে মুখ ফেরাও এবং যেখানেই থাক না কেন (কা'বার) দিকে মুখ ফেরাবে। যাতে তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারীগণ ছাড়া অন্য কোন লোক তোমাদের সাথে বিতর্ক না করে। সুতরাং তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় কর যাতে আমি আমার সম্পদ তোমাদের পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। ১৫১. আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াত (বাক্য) সমূহ তোমাদের

কাছে পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়। ১৫২. অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।

১৯. রুকূ।। ১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ১৫৪. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। ১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শুভ-সংবাদ দাও। ১৫৬. তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে ফিরে যাব'। ১৫৭. এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশিস (অনুগ্রহ) ও দয়া (রাহ্‌মাত) বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথ (হেদায়াত) পাবে। ১৫৮. নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' (দুটি পাহাড়ের নাম) আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বা গৃহের হজ্ কিংবা ওমরা (বিকল্প ছোট হজ) সম্পন্ন করে, তার জন্য এই দুটি (পাহাড় দুটি) প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন পুণ্য (নেকী) কাজ করে, (তাকে) আল্লাহ্ পুরস্কার দেন (আদর করেন) ও (তিনি) সব জানেন। ১৫৯. আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিশাপ দেয়। ১৬০. কিন্তু যারা 'তাওবা' করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), আর নিজেদের সংশোধন করে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই ত তারা যাদের আমি ক্ষমা করি এবং আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাদের উপর আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তাগণ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত (লানত)। ১৬২. তারা চিরকাল অভিসম্পাত পেতে থাকবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তারা কোন অবকাশও পাবে না। ১৬৩. আর তোমাদের উপাস্য এক (আল্লাহ্), তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, তিনি করুণাময় পরমদয়ালু।

২০. রুকূ।। ১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে, তাদের মধ্যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর বায়ু সকলের প্রবাহের (দিক পরিবর্তনের) মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমণাগমণের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য অবশ্যই (আল্লাহ্ মহিমার) বহু নিদর্শন রয়েছে। ১৬৫. আর কোন কোন লোক আছে যারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যান্যকে (আল্লাহ্‌র) 'সমকক্ষ' বলে মনে করে এবং তাদের আল্লাহ্‌র মত ভালবাসে, কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করেছে তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় সুদৃঢ়। পরিতাপ, অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি দেখতে পায় তখন যদি বুঝত যে, সব ক্ষমতা আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। ১৬৬. যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং অনুসারীরা শাস্তি

প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল'! এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন আর তারা কখনও আগুন হতে বেরুতে পারবে না।

২১. রুকূ।। ১৬৮. হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. সে ত কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয়, এবং সে চায় যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জান না, তা বল। ১৭০. আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর, তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না। ১৭১. আর এই অমান্যকারীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা ডাক-হাঁক ছাড়া আর কিছুই শুনে (বুঝে) না—তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তাই ত (তারা) কিছুই বুঝতে পারে না। ১৭২. হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের রুযী হিসাবে যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক। ১৭৩. নিশ্চয়ই (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, (মাছ ও টিড্ডী ছাড়া) রক্ত, শুকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (জবাই কালে) আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরমদয়ালু। ১৭৪. আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট ভরে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক শাস্তি। ১৭৫. তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে, (জাহান্নামের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! ১৭৬. এ সব এ জন্য যে আল্লাহ্ সত্য-স্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, বস্তুত যারা (কিতাবের মধ্যে) মতভেদ এনেছে, তারা নিশ্চয়ই অশেষ অবাধ্যতায় আছে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

২২. রুকূ।। ১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নাবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে, এবং দুঃখ, কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী। ১৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা

ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভাব লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। ১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস'[১৪] বিধানে (বিনিময় গ্রহণে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। ১৮০. তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য 'অসিয়ৎ'[১৫] করার (ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের) বিধান দেওয়া হল। সাবধানীদের পক্ষে এটা অবশ্যপালনীয়। ১৮১. অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে, তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়ৎকারীর (সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল করে) সন্ধি করে দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. রুকূ।। ১৮৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য 'সিয়ামের' (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। ১৮৪. (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা প্রবাসে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তির রোযা রাখা দুঃসাধ্য তার পক্ষে (একটি রোযার পরিবর্তে) একজন অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করা কর্তব্য। তবুও যদি কেউ নিজের খুশীতে পুণ্য কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর এবং যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে বুঝতে রোযাব্রত পালনই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ! ১৮৫. রমযান মাস, এ মাসে, মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির (প্রবাসী) তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তোমাদের কষ্ট চান না। উদ্দেশ্য, যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের রোযার সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদের সৎপথে চালিত করার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন (মহত্ত্ব বর্ণনা) করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ১৮৬. আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তুমি বল, আমি ত কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক—যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। ১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছ। তাই ত তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে 'এহ্‌তেকাফ'[১৬] রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না। এগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা, সুতরাং এর ধারে

কাছে যেও না। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। ১৮৮. এবং তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না।

২৪. রুকূ।। ১৮৯. লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (কেন তা বাড়ে এবং কমে), বল, উহা লোকের (কাজ কারবারের) এবং হজ্বের জন্য সময় নির্দেশক। পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই কিন্তু পুণ্য আছে কেউ সাবধান হয়ে চললে। অতএব তোমরা সদর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। ১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না। ১৯১. আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে। 'ফিৎনা' (দাঙ্গা বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। আর মাসজিদুল হারামের (কা'বা শারীফের) নিকটে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে, এটাই ত অবিশ্বাসীদের পরিণাম। ১৯২. কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯৩. আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না (তাদের) ধর্মদ্রোহিতা দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ছাড়া (অন্য কারো উপর) হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ১৯৪. পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এরূপ বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের (সাবধানী) সাথে থাকেন। ১৯৫. আর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্য-সাধকদের ভালবাসেন। ১৯৬. আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওম্‌রা পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা মাথার যন্ত্রণা বোধ করে, তবে সে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে, কিংবা দান-খায়রাত করবে অথবা কুরবানী দ্বারা তার 'ফিদ্‌য়া' (বিধিসঙ্গত অর্থ প্রদান) দেবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্বের প্রাক্কালে 'ওম্‌রা' দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানীর কিছুই না পায়, তবে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন, এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা (উপবাস) ব্রত পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ আল্লাহ্ মন্দ কাজের প্রতিফল দানে কঠোর।

২৫. রুকূ।। ১৯৭. সুবিদিত মাসে (যথা শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ) হজ্ব হয়। যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্ব করা পবিত্র বলে মনে করে, সে যেন হজ্বের সময় স্ত্রী সহবাস, পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। আর তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! আমাকেই ভয় কর। ১৯৮. তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় কোন দোষ নেই। (অর্থাৎ হজ্বের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়)। যখন তোমরা আরাফাত (একটি বিশাল প্রান্তর) হতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশ্‌য়ারুল হারামের নিকটে পৌঁছে (অর্থাৎ মুজদালিফা নামক পাহাড়ে অবস্থান করে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ১৯৯. অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফেরে, সেখান থেকেই (তাওয়াফের জন্য বা পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণের জন্য) ফিরে চল। আর আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা চাও, বস্তুত আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম দয়ালু। ২০০. অতঃপর যখন তোমরা (হজ্বের আহ্‌কাম) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (যা কিছু দিতে হয়) পৃথিবীতেই দাও'। বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। ২০১. এবং তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের নরকযন্ত্রণা (জাহান্নামের আযাব) থেকে রক্ষা কর'। **(পারার অর্ধাংশ)**। ২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (মিনা অবস্থান কালে যিলহাজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ—ঐই তিন দিন) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনেই চলে আসে, তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এ (নিয়ম) তার জন্য যে সাবধানে চলে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে তোমাদের তাঁর কাছে একত্র করা হবে। ২০৪. এবং মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মোহিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। ২০৫. আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশনিপাতের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ কিন্তু অশান্তি পছন্দ করেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর' তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম (নরক) এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ স্থান। ২০৭. এবং এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জীবন সমর্পণ করে দেয় এবং আল্লাহ্ তাঁর দাসগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র। ২০৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ কর এবং শাইতানের (কুমন্ত্রণা দানকারীর) পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২০৯. অতঃপর প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ্ মহা

পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২১০. তারা কেবল এ প্রতীক্ষায় আছে যে আল্লাহ্ মেঘের ছায়ায় ফিরিশ্‌তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, তারপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব বিষয়ই আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৬. রুকূ।। ২১১. বনি-ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর আমি তাদের কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ উপস্থিত হবার পর কেউ ওর পরিবর্তন করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মন্দ কার্যের প্রতিফল-দানে কঠোর। ২১২. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে, অথচ যারা সংযত হয়ে চলে শেষ বিচারের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে (জান্নাতে) থাকবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। ২১৩. মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ্ নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করত। অতঃপর যারা বিশ্বাস করে (ঈমানদারগণ) তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তাদের সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য-পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনও তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি। অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-দারিদ্র্য তাদের স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল, এবং এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রাসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে'? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী। ২১৫. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কি জিনিস দান করবে? বল, 'তোমরা যা খরচ কর, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, পিতৃহীন এবং প্রবাসীদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন আল্লাহ্ তা ভালভাবে জানেন'। ২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

২৭. রুকূ।। ২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'সে সময় যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে (আদেশ পালনে) বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, কা'বা শারীফে (উপাসনায়) বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায় এবং বিদ্রোহ হত্যা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়'। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদের (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম থেকে তোমাদের ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়) এবং সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের ইহকাল ও পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এবং এরাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২১৮. নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র পথে (সত্য, ন্যায় আদর্শ ও ধর্মের জন্য) স্বদেশ ত্যাগ করে এবং জিহাদ করে (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম

করে), তারাই আল্লাহ্‌র দয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক'। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (আল্লাহ্‌র পথে) তারা কী খরচ করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত' (নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে)। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর, ২২০. ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের (ইয়াতিম) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম'। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২২১. এবং অংশীবাদী (মুশরিক) রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয়ই ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমাদের কণ্যার বিবাহ দিও না, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিজ অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৮. রুকূ।। ২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহা অশুচি'। সুতরাং রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে, এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) যেও না। অতঃপর যখন তারা (উত্তমরূপে) পরিশুদ্ধ (পবিত্র) হবে, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমণ করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে তাদের পছন্দ করেন। ২২৩. তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র (স্বরূপ)। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমণ করতে পার। এবং তোমরা তোমাদের নাজাতের জন্য (মুক্তির জন্য) কিছু করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এবং বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দাও। ২২৪. তোমরা সৎকাজ, আত্ম-সংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে না বলে আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করো না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সঙ্কল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। ২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ (কসম) করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, অতঃপর তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাকই দিতে (বিবাহ বিচ্ছেদ করতে) সঙ্কল্প করে তবে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৮. তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে, (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে), তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। এবং এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদের পুণরায় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার

অধিকার আছে, যদি তারা আপোষে মিলে-মিশে থাকতে চায়। নারীদের তেমনি ন্যায়-সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৯. রুকূ।। ২২৯. তালাকে 'রাজঈ'-এ তালাক দুবার, অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীগণকে দেওয়া কোন কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে (সে অবস্থায়) স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে (স্বামী থেকে) নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কারও কোন পাপ নেই। এ সব আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব, উহা তোমরা লংঘন করো না, এবং যারা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী। ২৩০. অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় (তৃতীয় বার) তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তবে তাদের পুণর্মিলনে কারও কোন দোষ নেই, যদি উভয়ে মনে করে যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে। এ সব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। ২৩১. এবং যখনই তোমরা স্ত্রীদের (অস্থায়ী) তালাক দাও, এবং তারা 'ইদ্দাত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের বিধিমতে বহাল কর অথবা তাদের ভালভাবে বিদায় দাও, তাদের নির্যাতন অথবা তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে আটক করে রেখো না, যে ব্যক্তি এমন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না, এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অবদান ও কিতাব এবং বিজ্ঞান যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন ও যা দিয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৩০. রুকূ।। ২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও (স্ত্রী বর্জন কর) এবং তারা তাদের 'ইদ্দাত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তাদের আপন খুশীমত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না, এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। ২৩৩. এবং জননীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করান। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারিগণেরও অনুরূপ বিধান। আর যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু'বছরের মধ্যেই (শিশুর) দুধ পান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ

চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দাত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (বিবাহ) করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ২৩৫. আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদের বিবাহ প্রস্তাব কর অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ; তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সঙ্কল্প করো না। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

৩১. রুকূ।। ২৩৬. যদি তোমরা সহবাস করার বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না, কিন্তু তাদের যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিও, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং গরীব লোক তার সামর্থ্যানুযায়ী নিয়ম মত খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে, এ সত্যপরায়ণ লোকের পক্ষে (অবশ্য) কর্তব্য। ২৩৭. এবং যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক তা হলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহবন্ধন (অর্থাৎ স্বামী), সে যদি মাফ করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা, এবং মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ২৩৮. তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। ২৩৯. যদি তোমরা (শত্রুর) আশঙ্কা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়বে), পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (পূর্বে) জানতে না। ২৪০. এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই 'অসিয়ৎ' করবে যে, তাদের যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের করে দেওয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায় তবে নিয়ম মত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ২৪১. এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীও উত্তমরূপে ভরণপোষণ পাবে, সাবধানীদের জন্য এ অবশ্য কর্তব্য। ২৪২. এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৩২. রুকূ।। ২৪৩. তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। পরে তাদের জীবিত করলেন (বনি ঈস্রাঈল সম্প্রদাযের ঘটনা)। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ২৪৪. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ২৪৫. কে-সে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ,[১৭] প্রদান করবে? আল্লাহ্ উহা তার জন্যে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, এবং আল্লাহ্ই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন, এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। ২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী

বনি-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নাবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করতে পারি'। সে বলল, 'বোধহয় যদি তোমাদের প্রতি সংগ্রামের (যুদ্ধের) বিধান দেওয়া হয়, তবে তোমরা সংগ্রাম করবে না'? তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন সংগ্রাম করব না'? অতঃপর যখন তাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। বস্তুত আল্লাহ্ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ২৪৭. তাদের নাবী তাদের বলেছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন।' তারা বলল, 'সে কিরূপে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে, যখন কর্তৃত্ব করার (জন্য) আমরা তার চেয়ে অধিক যোগ্য। এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদও দেওয়া হয়নি।' নাবী বলল, 'আল্লাহ্ই তাকে মনোনীত করেছেন, এবং তিনি তাকে (সকল প্রকার) জ্ঞানে এবং দেহে (দৈহিক পটুতায়) সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ২৪৮. (তাদের নাবী তাদের আরও বলল), 'নিশ্চয়ই, তাঁর রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকট একটি তাবুত[১৮] আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য শান্তিপত্র এবং কিছু জিনিস থাকবে, যা মূসা ও হারুণের বংশধরগণ রেখে গিয়েছে; ফিরিশ্‌তাগণ সেটি বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

৩৩. রুকূ।। ২৪৯. অতঃপর তালুত যখন সসৈন্যে অভিযান করল, তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। অতএব যে কেউ উক্ত নদী থেকে পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়, এবং যে ঐ পানি পান করবে না, সে আমার দলভুক্ত। এ ছাড়া, যে কেউ তার হাত দিয়ে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও।' কিন্তু (যখন তারা নদীর কাছে হাজির হল) তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ লোকই তা থেকে পানি পান করল। যখন সে (তালুত) ও তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ উহা (নদী) অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, 'আমাদের শক্তি ও সাধ্য নেই যে, আজ জালুত ও তার সৈন্য-সামন্তের সাথে যুদ্ধ করি।' কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে।' এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। ২৫০. তারা যখন (যুদ্ধার্থে) জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর।' ২৫১. সুতরাং তখন তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাদের পরাজিত করল, এবং দাউদ জালুতকে বধ করল, এবং আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলেন, এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়। ২৫২. এই সমস্ত আল্লাহ্‌র নিদর্শন; যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্যতম।

২য় পারা সমাপ্ত

৩য় পারা ।। তিলকার রূসূলো ফায্‌যালনা বা'যা হুম আলা বা'য

২৫৩. এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাকেও কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে আমি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করেছি এবং তাকে 'পবিত্র আত্মা' ('রুহুল কুদ্দুস' বা জিব্রীল ফিরিশ্‌তা) দ্বারা শক্তিশালী করেছি। এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরে, তারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

৩৪. রুকূ।। ২৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! আমরা যা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান কর সেই দিন (শেষ বিচারের দিন) আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। ২৫৫. আল্লাহ্! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?. তাদের (মানুষের) সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা (মানুষেরা) আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম। ২৫৬. ধর্মের জন্য কোন জোরজবরদস্তি নেই, নিশ্চয়ই সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে 'তাগুৎ'কে (অর্থাৎ যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয়ই সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, জ্ঞানময়। ২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে বিভ্রান্তকারীরা তাদের অভিভাবক। এরা তাদের আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৩৫. রুকূ।। ২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরুদের) কথা ভেবে দেখনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও'। তখন সে (নমরুদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ২৫৯. অথবা সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ কর, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ এটিকে (নগরটিকে) জীবিত করবেন?' তখন তাকে আল্লাহ্ একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুণর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে'? সে বলল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম'। তিনি বললেন, 'বরং একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। আর তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি

লক্ষ্য কর। আর (এগুলি এ জন্য যে), আমরা তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলিকে আমরা সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দিই'। যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ২৬০. আরও (স্মরণ কর), যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও'। তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস কর না'? সে বলল, 'নিশ্চয়ই (বিশ্বাস করি), তবে কেবল এ আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য'! তিনি বললেন, 'তবে চারটি পাখি ধর এবং ঐগুলিকে তোমার বশীভূত কর। তারপর তাদের এক এক অংশ পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর ঐগুলিকে ডাক দাও, ঐগুলি দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

৩৬. রুকূ।। ২৬১. যারা আপন ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। ২৬২. যারা আল্লাহ্‌র পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয়, তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। ২৬৪. হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না—ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ২৬৫. পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ধন দান করে, তাদের তুলনা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফল-মূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট। বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। ২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে তার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকুক যার নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সকল প্রকার ফল-মূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, আর তার অসহায় দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে—(এমন অবস্থায়) ঐটিকে (ঐ বাগানকে) এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও উহা জ্বলে যায় (বিনষ্ট হয়ে যায়)? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৩৭. রুকূ।। ২৬৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিষ দান করার সঙ্কল্প করো না—যেহেতু তোমরা উহা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ২৬৮. শাইতান (কুমন্ত্রণাদাতা) তোমাদের দারিদ্র্যতার ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান

করেন, এবং যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে নিশ্চয়ই প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়, বস্তুত শুধ জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। ২৭০. যা তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা নজর-মানত কর, আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানেন। এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে উহা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল। এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা অবহিত। ২৭২. তাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই তা কর, আর যা কিছু তোমরা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। ২৭৩. (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে পারে না, কিছু চায় না বলে অবিবেচক লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না। তোমরা যা কিছু দান কর, আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৩৮. রুকূ।। ২৭৪. যে সকল লোক রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না। ২৭৫. যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শাইতান স্পর্শদ্বারা পাগল করে দিয়েছে। ইহা এজন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে—তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই, এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত। আর যারা পুণরায় (সুদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে ('রিবা')নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। ২৭৭. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, নামায যথাযথভাবে পড়ে এবং যাকাত (দান) দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা কোনরকম দুঃখও পাবে না। ২৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ২৭৯. যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ (করার শামিল)। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা (অনুশোচনা) কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না। ২৮০. যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে। ২৮১. আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমরা আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

৩৯. রুকূ।। ২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণ-সংক্রান্ত কারবার করবে, তখন তা লিখে রেখ, এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা (জ্ঞান) দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে। এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে

ভয় করে। এবং কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এবং তোমাদের পছন্দমত দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীকে (সাক্ষী করে নেবে), স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা অস্বীকার না করে। আর দেনা কম হোক, কিংবা বেশী হোক, মিয়াদ (নির্দিষ্ট সময়সহ) লিখতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। আল্লাহ্র নিকট এ ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা না লিখে রাখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে এ তোমাদের জন্য পাপ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বস্তুত আল্লাহ্ই তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ২৮৩. আর যদি তোমরা প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে, এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুত যে তা গোপন করে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

৪০. রুকূ।। ২৮৪. দ্যুলোকে-ভূলোকে (আকাশে ও যমীনে) যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র। বস্তুত তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৮৫. রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং বিশ্বাসীগণও সকলে আল্লাহ্তে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে), 'আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না'। আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই কাছে আমরা ফিরে যাব'। ২৮৬. আল্লাহ্ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। ভাল এবং মন্দ যে যা উপার্জন করবে সে তারই (প্রতিদান পাবে)। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর।'

৩. সূরা আল-ই ইমরাণ[১৯]

২০ রুকূ ॥ ২০০ আয়াত ॥ ৩৫৪২ শব্দ ॥ ১৫৩২৬ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্র গুণ, কিতাব সমূহ, জ্ঞানীগণের দুআ, বদর যুদ্ধের দৃষ্টান্ত, জান্নাত, মুমিনের লক্ষণ ও দুআ, নাবীঘাতক প্রভৃতি কেতাবীগণ, কিয়ামাত, মারইয়ামের জন্ম, হাযরাত যাকারিয়ার দুআ, হাযরাত ঈসা আ-এর জন্ম ও ওফাৎ, তাওহীদ, ফাসেক, সর্ববস্তুর ইসলাম, নাবীগণের উপর ঈমান, ইস্রাঈলীদের খাদ্য, দান, কাবা, হজ্ব, আল্লাহ্র রজ্জু, তাঁর এহ্সান, ইয়াহুদীদের পতনবার্তা, ওহুদ ও বদর যুদ্ধ, সুদ, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর মৃত্যু সংবাদের প্রতিক্রিয়া, নাবীগণের ধৈর্য্য ও দুআর নজীর, ইস্রাঈলীদের আল্লাহ্কে অভাবগ্রস্ত ও নিজেকে অভাবশূণ্য বলা, আল্লাহ্র নিদর্শন, বিজ্ঞের পরিচয় ও দুআ, কাফেরের আড়ম্বর, মুমিন, কেতাবী উপদেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ্-লাম্-মীম্; ২. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই,[২০] তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি। ৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা ওর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। ৪. পূর্বে তিনি মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফোরকান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসাকারী রূপে কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। ৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। ৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭. তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুত বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিকৃত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের করুণা দাও (দান কর), তুমিই মহাদাতা। ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না'।

২. রুকূ।। ১০. যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র নিকট কোন কাজে লাগবে না এবং এ সকল লোকই জাহান্নামের (নরকের) ইন্ধন হবে। ১১. ফেরাউনের বংশধরগণও তাদের পূর্ববর্তীগণের মত আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদের শাস্তিদান করেছিলেন, বস্তুত আল্লাহ্ দণ্ডদানে অত্যন্ত কঠোর। ১২. যারা অবিশ্বাস করে তাদের বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে (নরকে) একত্রিত করা হবে। এবং উহা অতি মন্দ স্থান।' ১৩. দুটি দলের (বদর যুদ্ধে) পরস্পর সম্মুখীন

হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল, এবং অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। তারা (অবিশ্বাসীগণ) চোখের দেখায় ওদের (মুসলমানদের) দিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য উপদেশ রয়েছে। ১৪. নারী, সন্তান, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। ১৫. বল, আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের দ্রষ্টা। ১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই, আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর'। ১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা (সৎপথে ব্যয়কারী) এবং প্রভাতকালে (শেষ রাতে) ক্ষমাপ্রার্থী। ১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। ফিরিশ্তাগণ এবং ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ঘ্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (পারার অর্ধাংশ)। ১৯. নিশ্চয়ই, ইসলাম আল্লাহ্র একমাত্র ধর্ম। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করবে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ২০. অতঃপর যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি'। এবং যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও নিরক্ষরদের বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ'? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কেবল প্রচার করা কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ্ দাসদের (বান্দা) দ্রষ্টা।

৩. রুকূ।। ২১. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, নাবীগণকে অযথা বধ করে এবং যে সকল লোক ন্যায়-সঙ্গত আদেশ দেয় তাদেরও বধ করে, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২. এইসব লোকের ইহকাল ও পরকালের কার্যাবলী নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৩. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদের আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে উহা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; অতঃপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায় আর তারাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৪. এ জন্য যে তারা বলে, 'নির্দিষ্ট কিছুদিন ব্যতীত জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না।' তাদের নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন তাদের প্রবঞ্চিত করেছে। ২৫. কিন্তু সেই দিন (শেষ বিচারের দিন), যে দিনের কোন সন্দেহ নেই, তাদের কি অবস্থা হবে? যে দিন আমি তাদের একত্র করব। এবং প্রত্যেককে তার অর্জিত কার্যের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হবে, এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। ২৬. বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর, এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর,

আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২৭. তুমি রাতকে দিনে, দিনকে রাতে পরিবর্তন কর, এবং তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর। ২৮. বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীদের ছাড়া অবিশ্বাসীদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন ভয় আশঙ্কা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে সাবধানে থাকবে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন। ২৯. বল, 'তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ, কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা অবগত আছেন, এবং আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান'। ৩০. যেদিন (শেষ বিচারের দিন) প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে কামনা করবে তার ও ওর (কর্মফলের) মধ্যে বহু দূর ব্যবধান। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

৪. রুকূ।। **৩১.** বল 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৩২. বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও'। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না। ৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম, নূহ্ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরাণের[২১] বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ৩৪. বংশানুক্রমে এরা পরস্পর পরস্পরের বংশধর, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৫. (স্মরণ কর), যখন ইমরাণের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি (স্বেচ্ছায়) উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। ৩৬. অতঃপর যখন সে (ইমরাণের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি'। বস্তুত আল্লাহ্ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। 'ছেলে তো মেয়ের মত নয়, আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি। এবং অভিশপ্ত শাইতান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি'। ৩৭. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করেন এবং তাকে ভালভাবেই মানুষ করেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারইয়াম! এ সব তুমি কোথা থেকে পেলে'? সে বলত, 'উহা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন। ৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী'। ৩৯. যখন (যাকারিয়া) কক্ষে নামাযে রত ছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, 'নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নাবী।' ৪০. সে (যাকারিয়া) বলল, 'হে আমার

প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কি রূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা!' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই!' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন। ৪১. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিনদিন তুমি ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

৫. রুকূ।। ৪২. (স্মরণ কর), যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেছিল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। ৪৩. হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সাজদা (মাথা নত) কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।' ৪৪. এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে ঐশী-বাণী দ্বারা অবহিত করছি। তুমি তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ[২২] করছিল মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে, এই উদ্দেশ্যে? এবং যখন তারা (এ ব্যাপারে) বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না। ৪৫. (স্মরণ কর), যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, 'হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন। যার নাম হবে মসীহ্,[২৩] মারইয়াম-পুত্র ঈসা। সে হবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম। ৪৬. সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' ৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে'? তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই'। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' ('কুন্') তখনই তা হয়ে যায়। ৪৮. আর তিনি (আল্লাহ্) তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল। ৪৯. এবং (তিনি) বনি-ইস্রাঈলদের জন্য তাকে রাসূল করবেন। সে বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করব। অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সেটা পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও জমা করে রাখ তা তোমাদের বলে দেব। নিশ্চয়ই, এতে তোমাদের জন্য অবশ্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৫০. আর আমি এসেছি আমার কাছে যে তাওরাত আছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন এনেছি, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। ৫১. আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, এবং তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে—এটিই সরল পথ'। ৫২. যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা উপলব্ধি করল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' শিষ্যগণ (হাওয়ারীগণ[২৪]) বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি (এ কথার) সাক্ষী থাক। ৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং

আমাদের সত্য সমর্থকদের তালিকাভুক্ত করে নাও'। ৫৪. তারা (অবিশ্বাসীরা) শঠতা করল, এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ উত্তম কৌশলী। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৫৫. (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী করে রাখব, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন (ঘটবে)। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে তার মীমাংসা করে দেব। ৫৬. যারা অবিশ্বাস করেছে আমি তাদের ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে।' বস্তুত আল্লাহ্ অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না। ৫৮. যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে। ৫৯. নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল। ৬০. (এ) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে, সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে (ঈসা সম্পর্কে) তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং রাখি মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ। ৬২. নিশ্চয়ই এ সত্য কাহিনী আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়'। ৬৩.অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ঈসা সম্বন্ধে সত্য গল্পকে অস্বীকার করে), তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কলহকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৭. রুকূ।। ৬৪. তুমি বল, 'হে ধর্মগ্রন্থধারিগণ (আহ্‌লে কিতাবগণ)! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করি না, কোন কিছুকেই তাঁর অংশী করি না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করে না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'আমরা আত্মসমর্পণকারী, তোমরা সাক্ষী থাক।' ৬৫. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, যখন তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? ৬৬. দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল তোমরা সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? বস্তুত আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও। ৬৭. ইব্রাহীম খৃষ্টানও ছিল না, ইয়াহুদীও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। ৬৮. যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নাবী ও বিশ্বাসিগণ মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। ৬৯. ঐশীগ্রন্থধারীদের এক দল তোমাদের বিপথগামী করতে চেয়েছিল; অথচ তারা তাদের নিজেদেরই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। ৭০. হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই (সত্যতার) সাক্ষ্য বহন কর? ৭১. হে

ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা তা জান।

৮. রুকূ।। **৭২.** ঐশীগ্রন্থধারীদের এক দল বলল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি) যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের প্রথম ভাগে তার প্রতি বিশ্বাস কর, এবং দিনের শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর, হয়তো তারা (ইসলাম থেকে) ফিরতে পারে। ৭৩. এবং যারা তোমার মতাদর্শের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত আর কাকেও বিশ্বাস করো না।' বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই পথ'। (বিশ্বাস করো না) 'তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে।' বল, 'অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'। ৭৪. যাকে ইচ্ছা তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। ৭৫. ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়া মাত্র) ফেরৎ দেবে; এবং এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনার (রৌপ্য মুদ্রা) ও আমানত রাখবে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরৎ দেবে না, এই কারণে যে, তারা বলে, 'এই অশিক্ষিতদের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই'। এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলে। ৭৬. হ্যাঁ, যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সাবধান হয়ে চলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের ভালবাসেন। ৭৭. যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না, এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ৭৮. তাদের মধ্যে এক দল লোক এমনও আছে যারা এরূপভাবে জিভ্ নেড়ে নেড়ে পড়ে বা পাঠ করে যাতে তোমরা মনে কর সেটা আল্লাহ্‌র কিতাব, কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে 'উহা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে', কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রেরিত নয় এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলে। ৭৯. (হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ!) কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নাবূয়্যত দান করেন, তারপর সে লোকদের বলে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বাণী হও (এক উপাস্যের সাধক হও), যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।' ৮০. এবং ফিরিশ্‌তাগণকে ও নাবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর (আত্মসমর্পণকারীর পদমর্যাদা পাবার পর) সে কি তোমাদের কাফির (সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী) হতে বলবে?

৯. রুকূ।। **৮১.** আর যখন আল্লাহ্ নাবীদের অঙ্গীকার নিলেন যে, 'আমি তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা (হিকমাত) দিচ্ছি—তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং অবশ্য তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের

সাক্ষী রইলাম'। ৮২. অতএব এর পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা (অবশ্যই) সত্যত্যাগী। ৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। ৮৪. বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্ম-সমর্পণকারী'। ৮৫. এবং কেউ ইস্‌লাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। ৮৬. বিশ্বাসের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করে (সে সম্প্রদায়কে) আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথের নির্দেশ দেবেন? এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথের নির্দেশ দেন না। ৮৭. এ সকল লোকের প্রতিফল এই যে, এদের উপর আল্লাহ্‌র, ফিরিশ্‌তাগণের এবং মানুষের সকলেরই অভিশাপ। ৮৮. তারা (জাহান্নামে) স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেওয়া হবে না। ৮৯. তবে এর পর যারা তাওবা করে (অনুতপ্ত হয়), ও নিজেদের সংশোধন করে (তাদের রেহাই)। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯০. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবা কখনও মঞ্জুর করা হয় না। এবং এরাই তো পথভ্রষ্ট। ৯১. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পক্ষে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও কবুল করা হবে না। এ সকল লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

৩য় পারা সমাপ্ত

৪র্থ পারা।। লান্‌তানালুল্‌বির্‌রা হাত্‌তা তুনফেকূ মিম্মা

১০. রুকূ।। ৯২. তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মমতার (তোমরা যে জিনিষ ভালবাস) জিনিষ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাঈল[২৫] নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তা ব্যতীত বনি ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই বৈধ ছিল। 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর।' ৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা দোষ দেয়, তারাই অত্যাচারী বা সীমালংঘনকারী। ৯৫. বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত নয়।' ৯৬. নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মাক্কায়), উহা আশিস-প্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। ৯৭. ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান (মাকামে ইব্রাহীম)। এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ জগতের উপর নির্ভরশীল নয়। ৯৮. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার কর? যখন তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী'। ৯৯. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! যখন তোমরাই সাক্ষী তখন যারা বিশ্বাস করেছে আল্লাহ্‌র পথকে বাঁকা করার উদ্দেশ্যে তাদের কেন তা থেকে ফিরিয়ে দাও? আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।' ১০০. হে বিশ্বাসীগণ! যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে (আহ্‌লে কিতাব) তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদের বিশ্বাসের পর আবার অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত করবে। ১০১. এবং কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করবে? যখন আল্লাহ্‌র আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসূল রয়েছে। এবং যে আল্লাহ্‌কে অবলম্বন করবে সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।

১১. রুকূ।। ১০২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং (দেখ), তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না। ১০৩. এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশিকে (ধর্ম বা কুরআনকে) শক্ত করে ধর, এবং (পরস্পর) বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই (ভাই) হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। ১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে; এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে, এবং এ সকল লোকই হবে সফলকাম। ১০৫. এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে

মহাশাস্তি। ১০৬. সেদিন কতকগুলো মুখ সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখ কাল হবে। যাদের মুখ কাল হবে (তাদের বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা যা অবিশ্বাস করেছিলে তার জন্য শাস্তি ভোগ কর। ১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র অণুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। ১০৮. এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, তোমার নিকট সঠিকভাবে পড়ছি, এবং আল্লাহ্ বিশ্বজগতের প্রতি অত্যাচার করতে চান না। ১০৯. এবং আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র; আল্লাহ্‌রই কাছে সব কিছু ফিরে যাবে।

১২. রুকূ।। ১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর আর অসৎকার্য (করা থেকে) নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর। এবং যদি ঐশীগ্রন্থধারীগণ বিশ্বাস করত তবে উহা তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে বিশ্বাসী আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্য-ত্যাগী। ১১১. সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া কদাচ তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত এবং অন্যায়রূপে নাবীগণকে হত্যা করত, এ কারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। ১১৩. তারা সকলে এক রকম নয়। ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে একদল আছে অবিচলিত; তারা রাতের গভীরে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে। ১১৪. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, আর অসৎকার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. এবং তারা যা কিছু উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান হতে তাদের কখনও বঞ্চিত করা হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্বন্ধে অবহিত। ১১৬. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে লাগবে না। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। ১১৭. তারা যা কিছু পার্থিব জীবনে ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ুর মত, যা যে-জাতি নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। ১১৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত (অনিষ্ট) করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তাদের অন্তর গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। ১১৯. দেখ! তোমরা বন্ধু ভেবে তাদের ভালবাস; কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর (কিন্তু তারা তোমাদের কিতাবে বিশ্বাস করে না), এবং যখন তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'। কিন্তু যখন তারা একা হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙুল দাঁতে কাটে। বল, 'আক্রোশেই তোমরা মর।' নিশ্চয়ই

আল্লাহ্ অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ১২০. যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয় তারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দিত হয়। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল (তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর) তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

১৩. রুকূ।। ১২১. এবং (স্মরণ কর), যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যূষে বার হয়ে যুদ্ধের (ওহুদের যুদ্ধ) জন্য বিশ্বাসীদের ঘাঁটি ঠিক করে দিচ্ছিলে; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতিই নির্ভর করা। ১২৩. এবং নিশ্চয়ই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১২৪. (স্মরণ কর), যখন তুমি বিশ্বাসীগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' ১২৫. হ্যাঁ-নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১২৬. আর এ তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন যাতে তোমাদের মন শান্ত থাকে এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই হয়, ১২৭. এই জন্য যে, তিনি অবিশ্বাসীদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন অথবা লাঞ্ছিত করবেন; তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। ১২৮. এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ্) তাদের প্রতি ক্ষমা করবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা অত্যাচারী। ১২৯. এবং আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪. রুকূ।। ১৩০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে (দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে) সুদ খেয়ো না, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ১৩১. এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ১৩২. আর তেমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার। ১৩৩. তোমরা প্রতিযোগিতা কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার সীমানা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা (মুত্তাকীদের) সাবধানীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, বস্তুত আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন। ১৩৫. আর যারা (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের (গুনাহ্) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তা জেনে-শুনে করে না। ১৩৬. ঐ সকল লোকের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার নীচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (এবং সৎকর্মশীলদের) কতই না উত্তম পুরস্কার। ১৩৭. অতীতে তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ছিল, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমন কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম!

১৩৮. এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সাবধানীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ। ১৩৯. আব তোমরা হীনবল হয়োনা এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও! ১৪০. তোমাদের যদি কোন আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। এবং মানুষের মধ্যে এ (বিপদের) দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছুকে সাক্ষী করে রাখতে পারেন, এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। ১৪১. এবং যাতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে পরিশোধন ও অবিশ্বাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। ১৪২. তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল না জানছেন! ১৪৩. এবং নিশ্চয়ই, তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পূর্বে উহা (মৃত্যু) কামনা করতে, এখন তোমরা তো তা চোখে দেখছ?

১৫. রুকূ ॥ ১৪৪. মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে কখনও আল্লাহ্র কিছু ক্ষতি করতে পারে না। এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন। ১৪৫. এবং আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও মৃত্যু হবে না, কেন না ঐটির (মৃত্যুর) মিয়াদ অবধারিত। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে আমি তাকে তার কিছু দেব এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব। ১৪৬. এবং কত নাবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু রব্বাণী (এক উপাস্যের সাধক বা সুপণ্ডিত ব্যক্তি)। আল্লাহ্র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। ১৪৭. এবং তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং কার্যে বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর'। ১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্ তাদের পার্থিব পুরস্কার এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার দান করেন। এবং আল্লাহ্ পরোপকারীদের পছন্দ করেন।

১৬. রুকূ ॥ ১৪৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা অবিশ্বাসীদের অনুগত হও তবে তারা তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। ১৫০. আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। ১৫১. যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহ্র অংশী করেছে। যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ পাঠান নি। জাহান্নাম তাদের নিবাস। এবং অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! ১৫২. আর আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা তোমাদের আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের বিনাশ করছিলে এবং যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারিয়েছিলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে এবং যা তোমরা পছন্দ কর তা (জয়) তোমাদের দেখান সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তা থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তবুও (কিন্তু) তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। ১৫৩. (স্মরণ কর) তোমরা যখন উপরের

দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে এবং পিছনে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলেনা যদিও রাসূল তোমাদেব পিছন দিক থেকে আহ্বান করছিল। ফলে, তিনি তোমাদের দুঃখের উপর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত হবেনা। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ১৫৪. অতঃপর তিনি তোমাদের দুঃখের পর নিরাপত্তা প্রদান করলেন, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাভিভূত করেছিল এবং একদল প্রাক-ইসলামী অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা করে নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে 'আমাদের কিছু করণীয় আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই অধীন।' যা তারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না তা তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলত, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করণীয় থাকত তবে এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা নিজেদের শয়ন স্থানে (মৃত্যু স্থানে) বার হত', এবং আল্লাহ্ এভাবে তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। ১৫৫. যেদিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শাইতানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

১৭. রুকূ ॥ ১৫৬. হে বিশ্বাসীগণ! যারা অবিশ্বাস করে তাদের মত হয়ে যেয়ো না, এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়—তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না'। ফলত আল্লাহ্ এটিই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। বস্তুত আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ১৫৭. এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর তবে তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম আল্লাহ্র ক্ষমা এবং দয়া। ১৫৮. এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে তোমাদের আল্লাহ্র নিকটেই একত্রিত করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর এবং তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। ১৬০. আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর জয়ী থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে সে যে তোমাদের সাহায্য করবে? এবং বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা উচিত। ১৬১. নাবী অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এ অসম্ভব! যে অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করবে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করেছিল, কিয়ামাতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ১৬২. আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে সে কি ওর মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই (নরকই) যার বাসস্থান? এবং উহা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। ১৬৩. আল্লাহ্র নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ১৬৪. আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের

নিজেদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করে। সে (নাবী) তাঁর আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। **(পারার অর্ধাংশ)**। ১৬৫. যখন তোমাদের উপর (ওহুদের যুদ্ধের বিপদ) এসেছিল, যার দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বলেছিলে, 'এ কোথা থেকে এল'? বল, (হে মুহাম্মাদ!) এ তোমাদের নিজেদেরই কাছ থেকে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ১৬৬. যেদিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই ঘটেছিল। যাতে তিনি বিশ্বাসীগণকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। ১৬৭. এবং স্বার্থপর সুযোগসন্ধানীদের (মুনাফিকদের) ভালরূপে জানতে পারেন। এবং তাদের বলা হয়েছিল, 'এস তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর'। তারা বলেছিল, 'যদি জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম'। সেদিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তা তারা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ১৬৮. যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হত না, তাদের বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদের মৃত্যু হতে রক্ষা কর'। ১৬৯. যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এ জন্য যে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৭১. আল্লাহ্র (অনন্ত) উপকার ও অনুগ্রহের জন্য তারা (বিশ্বাসীগণ) আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

১৮. রুকূ ॥ ১৭২. আঘাত পাবার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৭৩. এদের লোকে বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর।' কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক (সাফল্য দানকারী)।' ১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহ সহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। ১৭৫. শাইতানই তোমাদের মধ্যে যে তার বন্ধু তাদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। ১৭৬. আর যারা দ্রুতগতিতে অবিশ্বাস করে, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাদের কোন অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১৭৭. যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ১৭৮. এবং অবিশ্বাসীগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে আমি তাদের মঙ্গলের জন্য কাল বিলম্বিত করি, আমি কাল বিলম্বিত করি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৭৯. অসৎকে সৎ হতে

পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ সে অবস্থায় বিশ্বাসীগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহ্র কাজ নয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস কর। তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৮০. এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাতে (কৃপণতা করাতে) মঙ্গল আছে। বরং এ (কৃপণতা) তাদের জন্য অমঙ্গল। তারা যে ধনে কৃপণতা করে কিয়ামাতের দিন ঐটিই তাদের গলার বেড়ি হবে। আকাশ পৃথিবীর চরম স্বত্বাধিকার আল্লাহ্রই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

১৯. রুকূ ॥ ১৮১. আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, 'আল্লাহ্ অভাবগ্রস্থ ও আমরা অভাবমুক্ত'। তারা যা বলেছে তা এবং নাবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর'। ১৮২. এ তোমাদের হস্ত যা পূর্বে পাঠিয়েছে (অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের ফল) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাসদের প্রতি অত্যাচারি নন। ১৮৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এমন) কুরবাণী না করবে যা অগ্নি-গ্রাস করবে', (হে মুহাম্মাদ!) তাদের তুমি বল, 'আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছো তা সহ তোমাদের নিকট এসেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদের হত্যা করেছিলে'? ১৮৪. তারা যদি তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, তোমার পূর্বে যেসব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল তাদের উপরও তো মিথ্যা আরোপিত হয়েছিল। ১৮৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (জীব মরণশীল)। কিয়ামাতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে সেই সফলকাম; এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। ১৮৬. (হে বিশ্বাসীগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদীদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তা হবে কর্মে দৃঢ়সংকল্প। ১৮৭. (স্মরণ কর), যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, 'তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! ১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৮৯. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২০. রুকূ ॥ ১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে), 'হে আমাদের প্রতিপালক!

তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর; ১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাও (নিক্ষেপ কর) তাকে তুমি নিশ্চয়ই হেয় করলে, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই; ১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস কর।' সুতরাং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর, এবং আমাদের সৎকর্মশীলদের মত মৃত্যু দাও; ১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদের দাও এবং কিয়ামাতের দিন আমাদের হেয় করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না'। ১৯৫. অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা পরস্পর সমান। সুতরাং যারা দেশত্যাগ করে পরবাসী হয়েছে, নিজ গৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলি অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদের জান্নাত প্রদান করব, যার নীচে নদী প্রবাহিত। ইহা আল্লাহ্র দেওয়া পুরস্কার, বস্তুত আল্লাহ্র নিকটই উত্তম পুরস্কার রয়েছে। ১৯৬. যারা অবিশ্বাস করে দেশ-বিদেশে অবাধ বিচরণ করে বেড়ায়, তারা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ১৯৭. এ সামান্য ভোগ মাত্র, অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস, আর তা কত নিকৃষ্ট শয্যা (আবাসস্থল)। ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহ্র পক্ষ হতে আতিথ্য; আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১৯৯. নিশ্চয়ই গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহ্র নিকট বিনয়াবনত হয়ে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, এরা আল্লাহ্র আয়াত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না। এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ২০০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্যধারণের প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

৪. সূরা নিসা[২৬]

২৪ রুকূ ।। ১৭৬ আয়াত ।। ৩৭২০ শব্দ ।। ১৬৬৬৭ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্-ভীতি, মানব সৃষ্টি, বহু বিবাহ, অনাথের মাল, আল্লাহ্র নির্দেশ পালন, অংশ বন্টন, মৃত্যুকালের শেষ উপদেশ, ব্যভিচারিণীর শাস্তি, শুদ্ধ-অশুদ্ধ তাওবা (অনুশোচনা), পিতার ধন-সম্পদে কন্যার এবং স্বামীর ঐশ্বর্যে স্ত্রীর অধিকার, নারীর মর্যাদা, স্ত্রীকে প্রদত্ত ধন-সম্পদ বিনা অনুমতিতে নেওয়া অসিদ্ধ, যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, ক্রীতদাসীর বিবাহ, নরহত্যা, অনাথের সম্পদ আত্মসাৎ করা মহাপাপ, বড় পাপ কোনটি, নারী পুরুষের অংশ, পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, দাম্পত্য-জীবনের করণীয় কাজ। নেশা, স্নান, পবিত্র মাটি, পরকালের শাস্তি ও শান্তি, সুবিচার, তর্কের মীমাংসা, কপটদের আচরণ, জিহাদ,

নামায, যাকাত, রাসূলের প্রতি আনুগত্য, কুরআন, সালাম বা অভিবাদন, বিশ্বাসী (মুসলমান) হত্যাব দণ্ড, বদর যুদ্ধে নিহত কপট বা মুনাফিকগণ, হিজরাতের পুণ্য, ভয়ার্তের নামায, জিহাদে উৎসাহদান, নিজের দোষ অন্যের প্রতি চাপান, নারীর অধিকার, ন্যায়-বিচার, ইয়াহুদীদের নয়টি জঘন্য কাজ, হাযরাম মারইয়ামকে দোষারোপ, হাযরাত ঈসার ফাঁসী, মার্জনীয় ও অমার্জনীয় পাপ, তেরজন নাবীর কথা, ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতা, ইয়াহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, ত্রিত্ববাদের (তিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের) প্রতিবাদ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি[২৭] থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেন, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর, জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ২. এবং পিতৃহীনকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না এবং তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না; এ মহাপাপ। ৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না (ইয়াতিম নারীদের প্রতি) তবে বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশঙ্কা কর যে তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধবন্দিনীকে)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা। ৪. এবং তোমরা নারীদের তাদের 'মোহর' সন্তুষ্টমনে দিয়ে দাও, পরে তারা খুশী মনে ওর (মোহরের) কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বছন্দে ভোগ করবে। ৫. আর আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদকে যা তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ করো না, তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বলবে। ৬. পিতৃহীনদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমানে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৭. মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (তাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)। ৮. এবং সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের উহা থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। ৯. আর (পিতৃহীনদের সম্পর্কে) মানুষের ভয় করা উচিত, যদি তারা পিছনে অসহায় সন্তান ছেড়ে যেত (তবে) তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। অতএব লোকের উচিত যে, (ইয়াতিম-অনাথ সম্পর্কে) আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। ১০. নিশ্চয়ই যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

২. রুকূ ।। ১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যাব অংশের সমান, কিন্তু দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এ (সবই) সে যা অসিয়ৎ (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশনামা) করে তা দেবার পর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জাননা তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহ্র বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং তাদের সন্তান থাকলে, তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক ভাই ও বোন (বৈপিত্রেয় ভাই-বোন) থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, ইহা যা অসিয়ৎ করা হয় তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি এ কারও জন্য হানিকর না হয়। এ আল্লাহ্র নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। ১৩. এসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এবং যে আল্লাহ্র ও রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন, যার নীচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহাসাফল্য। ১৪. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি।

৩. রুকূ ।। ১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন। ১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে শাস্তি দেবে, তবে যদি তারা তাওবা[২৮] করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭.আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল বশতঃ মন্দ কাজ করে; এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৮. এবং (আজীবন) যারা মন্দ কাজ করে তাদের জন্য তাওবা নয়, আর তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি'। আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মরে তাদের জন্যও তাওবা নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। ১৯. হে বিশ্বাসীগণ! জোরজবরদস্তি করে নারীদের তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়; তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপীড়ণ করো না। যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। ২০. আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর

অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? ২২. কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? ২১. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।

৪. রুকূ ।। ২৩. তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়), তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী, ফু ফু (পিতার বোন), খালা (মাতার বোন), ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শ্বাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে তবে তাতে তোমাদের (বৈধভাবে সঙ্গত হওয়া) কোন দোষ নেই। এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ (করাকে নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। কিন্তু যা গত, তা গত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪র্থ পারা সমাপ্ত

৫ম পারা ।। ওয়ালমোহ্স্বানাতো মিনান্ নিসায়ে ইল্লা মা

২৪. এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ আল্লাহ্র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা উপভোগ করবে তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে। মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারও স্বাধীনা বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ করবে এবং তারা ব্যভিচারিণী অথবা উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্র হলে তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবে। বিবাহিত হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এ তাদের জন্য, আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর (তবে তাতে) তোমাদের মঙ্গল। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

৫. রুকূ।। ২৬. আল্লাহ্ তোমাদের পূর্ববর্তীদের চরিত-কথা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করতে কামনা করেন, হিতাহিত নির্দেশ দিতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৭. আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা কামনা-বাসনার অনুসারী তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও। ২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, মানুয সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। ২৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা (বৈধ)। এবং নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৩০. এবং যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে উহা (হত্যা) করবে, আমি অবশ্যই তাকে অগ্নিদগ্ধ করব, এবং এ আল্লাহ্র পক্ষে সহজসাধ্য। ৩১. তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে, তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশাধিকার প্রদান করব। ৩২. যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তাদের (প্রাপ্য) অংশ তাদের দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

৬. রুকূ ।। ৩৪. পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এবং এ (শ্রেষ্ঠত্ব) এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী নারীরা পুরুষদের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনুগতা (এবং নিজেদের) ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহ্র হেফাজতে তারা তা হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার

আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর[২৯]। যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ। ৩৫. এবং যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। ৩৬. তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা করবে ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না। ৩৭. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না। আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ৩৮. এবং যারা লোক-দেখান উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না, (আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না)। এবং শাইতান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! ৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্ তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আল্লাহ্ তাদের ভালভাবে জানেন। ৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না, এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হলেও আল্লাহ্ ওকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। ৪১.তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নাবী) উপস্থিত করব ৪২. যারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন মাটির সাথে মিশে যেতে কামনা করবে! এবং তারা (সেদিন) আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

৭. রুকূ ।। ৪৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার, এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা স্নান কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে (প্রবাসে) থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম'[৩০] করবে এবং (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। ৪৪. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের (ঐশী গ্রন্থের) এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তারা চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হও। ৪৫. বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ৪৬. ইয়াহুদীদের কিছু লোক কথাগুলি বিকৃত করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম এবং শোনা না শোনার মত', আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রায়েনা'[৩১]। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম ' এবং 'শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর' তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তাদের অল্পসংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে। ৪৭. হে গ্রন্থধারীগণ! তোমাদের

যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের এমনভাবে পথভ্রষ্ট করার পূর্বে যখন তোমরা আর কখনও বিশ্বাস করবে না। অথবা শনিবার অমান্যকারীদের যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম সেরূপ তোমাদের অভিসম্পাত করার পূর্বে। বস্তুত আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। ৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করে সে এক মহাপাপ করে। ৪৯. তুমি কি তাদের দেখনি যারা নিজেদের পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৫০. দেখ! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা (গল্প) উদ্ভাবন করে, এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে এটিই যথেষ্ট।

৮. রুকূ ।। ৫১. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল, তারা 'জ্বিবত' (একটি প্রতিমার নাম) ও 'তাগুতে' (যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণের নাম) বিশ্বাস করে, তারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, 'এদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর'। ৫২. এরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ্ যাকে অভিসম্পাত করেন তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৫৩. তবে কি তাদের রাজশক্তিতে কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না। ৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদের ঈর্ষা করে? ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো ধর্মগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলাম এবং তাদের বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। ৫৫. অতঃপর তাদের কিছু লোক তাতে (ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, জব্‌বুর, ইঞ্জিলে) বিশ্বাস করেছিল এবং কিছু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বস্তুত দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। ৫৬. যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৫৭. আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদের চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় স্থান দান করব। ৫৮. আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৫৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রাসূল ও তোমাদের শাসকদের অনুগত হও, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের স্মরণ নাও। এটিই ভাল এবং ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।

৯. রুকূ ।। ৬০. তুমি কি তাদের দেখনি যারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের (ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়—যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং শাইতান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। ৬১. তাদের যখন

বলা হয় আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তুমি মুনাফিকদেব (কপটদের) তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। ৬২. সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তারা তোমার নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি'। ৬৩. এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তাদের সদুপদেশ দাও এবং তাদের এমন কথা বল যার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। ৬৪. (বস্তুত আমি) রাসূল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তার অনুসরণ করা হবে, যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রূপে পেত। ৬৫. কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। ৬৬. আর যদি তাদের আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্পসংখ্যকই তা মান্য করত। এবং যা করতে তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যদি তারা তা করত তবে তাদের নিশ্চয়ই ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। ৬৭. আর তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদের নিশ্চয়ই মহাপুরস্কার প্রদান করতাম। ৬৮. এবং তাদের নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করতাম। ৬৯. আর যে কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুসরণ করবে (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ্ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে; যেমন, নাবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীল! এবং এরা কত উত্তম সঙ্গী। ৭০. এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। বস্তুত আল্লাহ্‌ই জ্ঞানে যথেষ্ট।

১০. রুকূ ।। ৭১. হে বিশ্বাসীগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলে দলে[৩২] বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও। ৭২. আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন বিপদ হলে সে বলবে, 'আল্লাহ্ আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না'। ৭৩. আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অণুগ্রহ হয়, তবে তারা এমন ভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধই ছিল না। এভাবে বলবে, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম'। ৭৪. অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। ৭৫. তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ অত্যাচারি শাসকের দেশ হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর'। ৭৬. যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের (শাইতানের) পথে সংগ্রাম করে, সুতরাং তোমরা শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, (দেখবে) শাইতানের কৌশল দুর্বল।

১১. রুকূ ।। ৭৭. তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর[৩৩] (যুদ্ধ বন্ধ কর), এবং যথাযথভাবে নামায পড় এবং যাকাত দাও'। অতঃপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করছিল অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং তারা বলছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদের কিছু দিনের অবকাশ দাও না'? বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য! এবং যে সংযমী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও'। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এ তো আল্লাহ্‌র নিকট থেকে', আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এ তো তোমার নিকট থেকে'। বল, 'সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে'। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে (এদের পরিণতি কি হবে) যে এরা একেবারেই কোন কথা বোঝে না। ৭৯. তোমার যা কল্যাণ হয় তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এবং যা অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণে, আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৮০. যে রাসূলের অনুসরণ করে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তোমাকে আমি তাদের উপর প্রহরী রূপে প্রেরণ করিনি। ৮১. আর তারা বলে, 'আমরা অনুসরণ (করি)', অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায় তখন রাত্রে তাদের একদল তারা যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে, তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর, কর্ম-বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৮২. আচ্ছা, তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও হত তবে তারা তাতে নিশ্চয়ই অনেক অসংগতির (বৈপরিত্য) কথা পেত। ৮৩. আর যখন শান্তি অথবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের নিকট আসে তখন তারা তা প্রচার করে, যদি তারা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমাদের কিছু লোক ছাড়া সকলে শাইতানের অনুসরণ করত। ৮৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে এবং বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ কর, হয়ত আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। ৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে, এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। ৮৬. আর যখন তোমাদের অভিবাদন (সালাম) করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ করবে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৮৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কে আছে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

১২. রুকূ ।। ৮৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কপটদের সম্বন্ধে দু দলে[৩৪] বিভক্ত

হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন! আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? বস্তুত আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। ৮৯. তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে তোমরাও সেরূপ অবিশ্বাস কর এবং তোমরা তাদের সমান হও এই তো তারা চায়। অতএব আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না। ৯০. কিন্তু তাদের নয়—যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমণ করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তাদের তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ও নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে যায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না। ৯১. অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চায়। যখনই তাদের বিপর্যয়ের দিকে ফিরান হয়, তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, (অর্থাৎ বিরোধিতা করে), তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তবে তাদের যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে এবং আমি তোমাদের এই সকলেরই বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।

১৩. রুকূ ।। ৯২. কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করা কোন বিশ্বাসীর জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র। এবং কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি তারা ক্ষমা না করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তবে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন, সে একাধিক্রমে দু মাস রোযা রাখবে। তাওবার (সংশোধনের) জন্য এ আল্লাহ্‌র বিধান। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯৩. আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন, এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন। ৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হবে তখন তদন্ত করে নেবে, এবং কেউ তোমাদের মঙ্গল কামনা করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ইহজীবনের সম্পদের লোভে[৩৫] তাকে বলো না, 'তুমি বিশ্বাসী নও'। কারণ আল্লাহ্‌র কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ৯৫. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ

দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ্ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদের আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ৯৬. এ তাঁর (আল্লাহ্র) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪. রুকূ ।। ৯৭. যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ-হরণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম'; ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহ্র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না'? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! ৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না, ৯৯. আল্লাহ্ হয়ত তাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ-মোচনকারী, ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়ে বের হলে আর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ ।। ১০১. এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে অবিশ্বাসীগণ তোমাদের নির্যাতন করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২. এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে তখন (মুসলমানদের) একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সাজ্দা (প্রণতি) করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসীগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তোমাদের কোন দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয় আর তোমরা অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ১০৩. তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে নামায পড়বে, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামায পড়া বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ১০৪. আর শত্রুদলের সন্ধানে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেল না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র কাছে তোমরা যা আশা কর তারা তা করে না। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. রুকূ ।। ১০৫. তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি, আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ সমর্থন করো না ১০৬. এবং আল্লাহ্র কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৭. আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বল না—যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না।

১০৮. এরা মানুষকে লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ্কে লজ্জা করে না এবং রাত্রে যখন তারা তিনি (আল্লাহ্) যা পছন্দ করেন না এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, তখন তিনি (আল্লাহ্) তাদের সঙ্গেই থাকেন এবং তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত। ১০৯. দেখ তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলেছ; কিন্তু কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ্র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? ১১০. আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে কিন্তু পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (রূপে) পাবে। ১১১. আর যে কেউ পাপ কাজ করে, সে তা দিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১২. কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

১৭. রুকূ ।। ১১৩. আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টাই করেছিল কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও বিশেষ জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান খায়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে তার পরামর্শে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খায় যে ঐরূপ করবে তাকে মহাপুরস্কার দেব। ১১৫. আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ-আবাস!

১৮. রুকূ ।। ১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া সব কিছু (পাপ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, এবং কেউ আল্লাহ্র অংশী করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। ১১৭. তাঁর (আল্লাহ্র) পরিবর্তে তারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শাইতানের পূজা করে। ১১৮. আল্লাহ্ তাকে (শাইতানকে) অভিসম্পাত করেন এবং সে (শাইতান) বলে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে গ্রহণ (নিজের দলে) করবই। ১১৯. এবং তাদের পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ[৩৬] করবেই এবং তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করবেই'। এবং যে আল্লাহ্র পরিবর্তে শাইতানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১২০. সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, এবং শাইতান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। ১২১. এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম, তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। ১২২. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; আর কে আছে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? ১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশী ও ঐশীগ্রন্থধারিদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না, যে মন্দ

কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সে তার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২৪. আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক যারাই বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণুপরিমাণও জুলুম করা হবে না। ১২৫. আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১২৬. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই এবং সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন।

১৯. রুকূ ।। ১২৭. এবং লোকে তোমার কাছে নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায় (বিবাহের অনুমতি চায়)। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের তাদের (বিবাহের) অনুমতি দেন এবং কুরআনে তোমাদের যা যা পাঠ করে শোনানো হয় তা ঐসব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদের তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ'। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, 'ইয়াতিমদের জন্য ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক'। এবং তোমরা যে কোন সৎকাজ কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। ১২৮. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই। বস্তুত আপোষ করা অতি উত্তম। কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আশক্ত; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ ও সাবধান হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সংবাদ রাখেন। ১২৯. এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝোলান অবস্থায় রেখ না; আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩০. এবং যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ১৩১. আকাশে ও ভূতলে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি যে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও পাতালে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন। ১৩২. আর আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র, এবং কর্ম-বিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন, এবং আল্লাহ্ এ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ১৩৪. যে কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইবে সে (জেনে রাখুক) যে, আল্লাহ্র কাছে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২০. রুকূ ।। ১৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়-বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার

খবর রাখেন। ১৩৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্তে, তাঁর রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ১৩৭. যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে এবং আবার অবিশ্বাস করে, অতঃপর তাদের অবিশ্বাস প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না। ১৩৮. মুনাফিকদের শুভ সংবাদ[৩৭] দাও যে তাদের রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি! ১৩৯. যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মানের আশা করে? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহ্রই। ১৪০. আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং ঐটিকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না, নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্র করবেন। ১৪১. যারা তোমাদের শুভাশুভের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না'? এবং ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদের বিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করিনি'? আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।

২১. রুকূ ।। ১৪২. মুনাফিকগণ (কপটগণ) আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুত তিনিই তাদের প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, এবং আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মরণ করে। ১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। ১৪৪. হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? ১৪৫. মুনাফিকগণ (কপটগণ) তো আগুনের নিম্নতর স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. কিন্তু যারা তাওবা (অনুশোচনা) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দেবেন। ১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দিতে চান না, বস্তুত আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

৫ম পারা সমাপ্ত

৬ষ্ঠ পারা ।। লায়োহেব্বুল্লাহোল জাহ্‌রা বিস্ সূ'য়ি মিনাল

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ ভালবাসেন না; তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪৯. যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা অপরাধ ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ও ক্ষমাশীল, মহাশক্তিমান। ১৫০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে আর ইচ্ছা করে আল্লাহ্ ও রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং এদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। ১৫১. প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। ১৫২. আর যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরই তিনি পুরস্কার দেবেন, এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২. রুকূ ।। ১৫৩. গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে, কিন্তু তারা মূসার কাছে এর থেকেও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহ্ দেখাও'। তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল, অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, এটাও ক্ষমা করেছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। ১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় 'তূর পর্বত'কে তাদের উপর উচ্চ করে ধরেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম, 'নতশীরে (ইল্‌ইয়া শহরের) দ্বারে প্রবেশ কর'। এবং তাদের বলেছিলাম 'শনিবারে (বিশ্রামের দিন মাছ ধরে) সীমালংঘন করো না', এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ১৫৫. এবং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল), আল্লাহ্‌র আয়াতকে অবিশ্বাস করার জন্য, নাবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য, এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এই উক্তির জন্য, এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্‌ই তাদের (হৃদয়ে) মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্পই বিশ্বাস করে। ১৫৬. এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। ১৫৭. আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারইয়াম-পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। তারা তাকে হত্যা করেনি ও ক্রুশবিদ্ধও করেনি, কিন্তু তাদের এরূপ মনে হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল, এবং এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এ নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। ১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৫৯. ঐশীগ্রন্থধারিদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামাতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ১৬০. ভাল ভাল জিনিস যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেবার জন্য। ১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য,

যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্থিত-প্রজ্ঞ (জ্ঞান-পক্ক) তারা ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামায যথাযথভাবে পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরই মহাপুরস্কার দেব।

২৩. রুকূ ।। ১৬৩. তোমার নিকট ওহী[৩৭(ক)] প্রেরণ করেছি যেমন নূহ্ ও তার পরবর্তী নাবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে জব্‌বুর[৩৮] দিয়েছিলাম। ১৬৪. অনেক রাসূল (প্রেরণ করেছি) যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। ১৬৫. সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল (আসার) পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ এর সাক্ষী এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ১৬৭. যারা অবিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ১৬৮. যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে আল্লাহ্ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না, এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না। ১৬৯. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এ তো আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। ১৭০. হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে, সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, এ হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৭১. হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বলো। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং রুহ্[৩৯] তাঁর নিকট থেকেই আগত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস কর এবং বলো না যে, 'আল্লাহ্ তিন (জন)'। নিবৃত্ত হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহ্‌ই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে—তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। আকাশে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই, কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৪. রুকূ ।। ১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্‌র দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণও নয়, বস্তুত যারা তাঁর উপাসনা করতে লজ্জা বোধ করে আর অহঙ্কার করে, তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। ১৭৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তাদের পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন, কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহঙ্কার করে তাদের তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করবেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৭৪. হে মানব! তোমাদের

প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। ১৭৫. অতঃপর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাদের তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন, এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। ১৭৬. লোকে তোমার নিকট পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদের আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন, কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তান হীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

প্রথম মঞ্জিল সমাপ্ত

৫. সুরা মায়েদাহ্

১৬ রুকূ ।। ১২০ আয়াত ।। ২৮৪২ শব্দ ।। ১৩৪৬৪ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়সূচী ঃ সহোদর ভাইবোনের অংশ, কথা রক্ষা করা, অঙ্গীকার পালন করা, বৈধ ভক্ষণ করা, সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে অসহযোগিতা করা, জীব-জন্তু ও খাদ্যবস্তু, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা, সত্য-সাক্ষ্য দান করা, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অঙ্গীকার গ্রহণ ও লংঘন, হাযরাত ঈসা (আ) সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, হাযরাত আদম (আ)-এর পুত্র হাবিল-কাবিলের ঘটনা, অন্যায় হত্যার পরিণাম, খুন ডাকাতির শাস্তি, অবিশ্বাসী ও কপটদের আচরণ, অবৈধ ভক্ষণ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশদাতা, তাওরাত ও ইঞ্জিলে (বাইবেল) হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) -এর প্রশংসা, বিশ্বাসীদের বন্ধু নির্বাচন, আল্লাহ্র ধর্মে বিদ্রূপ ও পাপের পরিণাম, শাস্তি—বানর এবং শূকরাকৃতি, ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতা ও দুষ্কর্ম, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, আল্লাহ্ই মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক, আল্লাহ্র অভিসম্পাত, অন্যায়ের পরিণাম, পাপিষ্ঠদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কুফল, বৈধ পানাহারের নির্দেশ, মদ, জুয়া ও শিকারের বিবরণ, কর্তব্য সম্পাদন এবং আত্মরক্ষা করা, অবিশ্বাসীদের পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ, খাবারের খাঞ্চা প্রার্থনা, শেষ বিচারের বিবরণ]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ ।। ১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যে সব জন্তুর কথা তোমাদের বলা হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ আন্‌আম[৪০] তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে এহ্‌রাম[৪১] রত অবস্থায় শিকার যে বৈধ, তা মনে করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন। ২. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট (কণ্ঠাভরণ) পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায়

পবিত্র গৃহ-অভিমুখীদের পবিত্রতার অবমাননা করবে না। যখন তোমরা এহ্‌রাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদের পবিত্র মাসজিদে বাধা দেবার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৩. তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মরা পশু, রক্ত ও শুকর মাংস, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু আর গলা চেপে মারা জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা জবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিস খেতে) বাধ্য হয়, কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝোঁকে না—(তার জন্য) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪. লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পক্ষী যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ঐগুলো (শিক্ষা দেওয়া পশু-পক্ষী) যা তোমাদের জন্য ধরে, তা ভক্ষণ করবে এবং এতে আল্লাহ্‌র নাম নেবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। ৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা বিবাহের জন্য তাদের মোহর প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। আর যে কেউ অবিশ্বাস করবে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. রুকূ ।। ৬. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে (মাসাহ্ করবে) এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে (একেই বলে 'ওযু'), যদি তোমরা অপবিত্র[৪২] থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে (প্রবাসে) থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমণ করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হও এবং পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে (একেই বলে 'তায়াম্মুম') আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৭. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। এবং তোমরা যখন বলেছিলে, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম' তখন তিনি তোমাদের যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন তাও স্মরণ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা

অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচার না করতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে। ১০. আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াত (বাক্য)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী। ১১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আল্লাহ্‌রই প্রতি বিশ্বাসীগণের নির্ভর করা উচিত।

৩. রুকূ ।। ১২. এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বনি-ঈস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলেন আর বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামায পড়, যাকাত দাও, আর আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান কর তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করব যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে সরল পথ হারাবে। ১৩. তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদের অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে, তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে। সুতরাং ওদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের ভালোবাসেন। ১৪. এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান (নাসারা)' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি, তারা যা করত আল্লাহ্ তাদের তা জানিয়ে দেবেন। ১৫. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু মাফ করে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট অবশ্যই এসেছে। ১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ দ্বারা (কুরআনের দ্বারা) তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বার করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদের সরল পথে পরিচালিত করেন। ১৭. নিশ্চয়ই তারা অবিশ্বাস করে যারা বলে, 'মারইয়াম-তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্'। বল, 'আল্লাহ্ মারইয়াম-তনয় মসীহ্, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে? আকাশ ও ভূমণ্ডলের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। ১৮. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়'! বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তাঁরই সৃষ্ট মানুষ। যাকে ইচ্ছা তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, এবং আকাশ-পাতালের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই আর তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে'। ১৯. হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! রাসূলগণের আগমণ বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোন সুসংবাদবাহী ও

সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি, এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪. রুকূ ।। ২০. (স্মরণ কর), মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে নাবী করেছেন ও তোমাদের রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা দেননি তা তোমাদের দিয়েছেন। ২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুকাদ্দাস বা কুদ্স শহর বা আরিহা শহর) নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' ২২. তারা বলল, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় (আমালেকা সম্প্রদায়) রয়েছে এবং তারা সেই স্থান হতে বার না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। তারা সেই স্থান হতে বার হয়ে গেলে আমরা প্রবেশ করব।' ২৩. তাদের মধ্যে দু জন যারা ভয় করেছিল, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা প্রবেশদ্বারে তাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর কর।' ২৪. তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যত দিন সেখানে থাকবে ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না, সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব'। ২৫. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারও উপর আমার আধিপত্য নেই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।' ২৬. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে এ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না'।

৫. রুকূ ।। ২৭. আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) বৃত্তান্ত তুমি তাদের যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন (কাবিল) বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই।' অপরজন (হাবিল) বলল, 'আল্লাহ্ সংযমীদের কুরবানী কবুল করেন', **(পারার অর্ধাংশ)**। ২৮. আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। ২৯. 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং জাহান্নামবাসী (নরকবাসী) হও, এই তো আমি চাই এবং এ জালেম (অনাচারী) দের কর্মফল'। ৩০. অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল এবং সে (কাবিল) তাকে (হাবিলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩১. অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠালেন যে তার ভাই-এর শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাই-এর শবদেহ গোপন করতে পারি'? অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। ৩২. এ কারণেই বণি-ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। ৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক

কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক[৪৩] হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ৩৪. তবে, তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তাওবা (অনুশোচনা) করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. রুকূ ।। ৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৩৬. যারা অবিশ্বাস করেছে কিয়ামাতের দিন (শেষ বিচারের দিন) শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ পৃথিবীতে যা কিছু আছে যদি তাদের তার সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বর্তমান। ৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। ৩৮. পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩৯. কিন্তু কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি', কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি ওরা তাদের জন্য কান পেতে থাকে। শব্দগুলি যথাযথ বিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, 'এ প্রকার বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ কর এবং এ বিকৃত না হলে বর্জন কর'। এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না, তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি। ৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু (এখানে ঘুষ, সুদ ইত্যাদিকে বোঝাচ্ছে) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদের উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। ৪৩. আর তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত—যাতে আছে আল্লাহ্‌র আদেশ? এর পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওরা বিশ্বাসী নয়।

৭. রুকূ ।। ৪৪. নিশ্চয়ই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো, নাবীগণ যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তারা ইয়াহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, জ্ঞান-সাধক এবং পণ্ডিতগণও বিধান দিত, কারণ তাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল ওর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই

অবিশ্বাসী। ৪৫. আর তাদের জন্য ওতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। ৪৬. মারইয়াম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের উত্তরসাধক করেছিলাম এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। ৪৭. এবং ইঞ্জিলের অনুসরণকারীদের উচিত যে, আল্লাহ্ ওতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেওয়া আর যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় না তারা শান্তি ভঙ্গকারী। ৪৮. এবং এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেন নি)। অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহ্‌র দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। ৪৯. এবং (পুণঃ বলছি) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ যে তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী। ৫০. তবে কি তারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?

৮. রুকূ ।। ৫১. হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৫২. এবং যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের সত্তর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, 'আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে'। হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্যে অনুতপ্ত হবে। ৫৩. এবং বিশ্বাসীগণ বলবে, 'এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে'? নিশ্চয়ই তাদের কাজ নিষ্ফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদের তিনি ভালবাসেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় কর[illegible]না, এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। ৫৫. নিশ্চয়ই, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর

রাসূল ও বিশ্বাসীগণ, যারা বিনত হয়ে নামায পড়ে ও যাকাত দেয়। ৫৬. এবং যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী হবে।

৯. রুকূ ।। ৫৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ও অবিশ্বাসীদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ৫৮. আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তারা ওকে (আযানকে) হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে—কেননা এরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। ৫৯. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও, এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী'। ৬০. বল, 'আমি কি তোমাদের এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা সীমালংঘনকারীদের উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত'। ৬১. এবং তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং তা নিয়েই বার হয়ে যায়। এবং তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। ৬২. আর তাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে, তারা যা করে নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট। ৬৩. সুধিগণ (মাসায়েখ) ও পণ্ডিতগণ কেন তাদের পাপ-কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয়ই তাও নিকৃষ্ট। ৬৪. ইয়াহুদীগণ বলে, 'আল্লাহ্ ব্যয়কুণ্ঠ', বস্তুত তারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং তারা যা বলে তার জন্য তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহ্‌র উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে আমি কিয়ামাত (শেষ বিচারের দিন) পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বস্তুত আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে-লিপ্তদের ভালবাসেন না। ৬৫. ঐশীগ্রন্থধারীগণ যদি বিশ্বাস করত ও ভয় করত তা হলে তাদের দোষ ক্ষমা করতাম এবং তাদের সুখদায়ক উদ্যানে প্রবেশদান করাতাম। ৬৬. আর যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিটক হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তারা সকল দিক দিয়ে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট!

১০. রুকূ ।। ৬৭. হে রাসূল তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৬৮. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই'। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও

অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। ৬৯. নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাসী, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও খৃষ্টান তাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। ৭০. বনি ঈস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয় তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। ৭১. আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ৭২. যারা বলে, 'আল্লাহ্‌ই মারইয়াম-তনয় মসীহ' তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী, অথচ মসীহ্ বলেছিল, 'হে বনি-ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপাসনা কর'। অবশ্য যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও আগুন তার বাসস্থান, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৭৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন,' তারা তো নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী—এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। ৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মারইয়াম-তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, ওদের জন্য আয়াত (বাক্য) কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়। ৭৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ভিন্ন এমন কিছুর উপাসনা কর, যার তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। ৭৭. বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না, এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না।

১১. রুকূ ।। ৭৮. বনি-ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল কেন না তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। ৭৯. তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট। ৮০. তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট—যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন! এবং তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। ৮১. তারা আল্লাহ্‌তে, নাবীতে ও তার (মুহাম্মাদের) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করলে ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী। ৮২. অবশ্য বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও অংশীবাদীদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে, কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী (দরবেশ) আছে, আর তারা অহংকারও করে না।

৬ম পারা সমাপ্ত

৭ম পারা ।। ওয়াএযা সামেয়ু'মা উন্‌যেলা ইলার রাসূলে তারা

৮৩. এবং যখন তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সমর্থকদের দলভুক্ত কর। ৮৪. আর আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহ্‌তে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কী কারণ থাকতে পারে'? ৮৫.অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ পরোপকারীদের পুরস্কার। ৮৬. এবং যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার আয়াতকে (বাক্যকে) অগ্রাহ্য করেছে তারাই জাহান্নামবাসী।

১২. রুকূ ।। ৮৭. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না, সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ মোটেই ভালবাসেন না। ৮৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা সকলে বিশ্বাসী। ৮৯. আল্লাহ্ তোমাদের দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান করা যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান করা, কিংবা একজন দাস মুক্ত করা, এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা ব্রত পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা), তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৯০. হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শাইতানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৯১. শাইতান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? ৯২. এবং আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও—তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। ৯৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুণরায় সাবধান হয় এবং উপকার করে। এবং আল্লাহ্ পরোপকারীগণকে ভালবাসেন।

১৩. রুকূ ।। ৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায় সে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের (এহ্‌রামের সময়) পরীক্ষা করবেন—যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ৯৫. হে বিশ্বাসীগণ! এহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত

জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক—কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা ওর বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমপরিমাণ রোযা পালন করা, যাঁতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, আর কেউ তা পুণরায় করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। ৯৬. তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও তার ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে—তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ এহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নিকট তোমাদের একত্র করা হবে। ৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে[৪৪] মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন, এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্ জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৯৮. তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৯. প্রচার করা ছাড়া রাসূলের অন্য কোন কর্তব্য নেই। আর আল্লাহ্ তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ তা জানেন। ১০০. বল, (হে মুহাম্মাদ!) 'ভাল ও মন্দ এক নয় যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার'।

১৪. রুকূ ।। ১০১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব বিষয় ক্ষমা করেছেন, বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। ১০২. তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা তা অস্বীকার করে। ১০৩. আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করেননি বহীরা[৪৫] স্বায়েবা[৪৬], ওস্বীলা[৪৭], হাম[৪৮]। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুত তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না। ১০৪. আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এস', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না ও সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তথাপি? ১০৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবেন। ১০৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয় তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদের অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয়ই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ১০৭. তবে যদি এ প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি

ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুজন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা অবশ্যই যালিমদের (অনাচারীদের) দলভুক্ত হব'। ১০৮. এ পদ্ধতিতেই লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনা আছে অথবা শপথের পর আবার তাদের শপথ করান হবে এ ভয়ের। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর। অধিকন্তু আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৫. রুকূ ।। ১০৯. (স্মরণ কর), যেদিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন, 'তোমরা কি সাড়া[৪৯] পেয়েছিলে'? তারা বলবে, 'আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই, তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত'। ১১০. (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ্ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) ফিরিশ্তা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে, তোমাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি কাদা দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে, আমি তোমার থেকে বনি ঈস্রাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, 'এ যাদু ছাড়া আর কিছুই না!' ১১১. আরও স্মরণ কর, আমি যখন 'হাওয়ারী'দের[৫০] এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর'। তারা বলেছিল, 'আমরা বিশ্বাস করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকন যে আমরা আত্মসমর্পণকারী'। ১১২. স্মরণ কর, 'হাওয়ারী'গণ বলেছিল, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম'? সে বলেছিল, 'আল্লাহ্কে তোমরা ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। ১১৩. তারা বলেছিল, 'আমাদের ইচ্ছা করে যে তা থেকে কিছু আমরা খাব ও আমাদের চিত্ত সান্তনা লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১১৪. মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ্, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, এ হবে আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য তোমার নিকট থেকে নিদর্শন এবং আনন্দোৎসব স্বরূপ। এবং আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'। ১১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব, কিন্তু এরপরও তোমাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দেব না'।

১৬. রুকূ ।। ১১৬. আর (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর'? সে বলবে, 'তুমি মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি

অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই, নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। ১১৭. তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত তাদের আমি কিছুই বলিনি। (এবং) তা এই ঃ "তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপাসনা কর" এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। ১১৮. তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাদের ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। ১১৯. আল্লাহ্ বলবেন, 'এ সেই দিন (শেষ বিচারের দিন) যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট, এটিই মহাসাফল্য'। ১২০. আকাশ ও ভূমণ্ডলে এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৬. সূরা আন্‌আ'ম[৫১]

২০ রুকূ ।। ১৬৫ আয়াত ।। ৩১০০ শব্দ ।। ১২৯৩৫ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্ই হিতাহিতের মালিক, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার জন্য দেশভ্রমণে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, ইতিহাসের শিক্ষা, শেষ বিচার দিনের প্রতিফল, অবিশ্বাসীদের অনুতাপ, ইহকাল ও পরকাল, কুরআনের নীতি, অদৃশ্য-জ্ঞান, সমাজ-বিরোধী ও গুণ্ডাদের কার্যকলাপ, পাপের মার্জনা আছে, বিপদ হতে আল্লাহ্ই একমাত্র উদ্ধারকারী। পরিবেশের গুরুত্ব, সাধুতা ও সংযমের নির্দেশ, সাম্যই শ্রেষ্ঠ কাম্য, হাযরাত ইব্রাহীমের (আ) একত্ববাদের গবেষণা, আঠারজন নাবীর প্রশংসা, হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর, প্রেরিত পুরুষদের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ, জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ্‌রই হাতে, কুরআনের অনুসরণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঠাকুর-দেবতাকে গালমন্দ দেওয়া নিষিদ্ধ, অংশীবাদীরা হঠকারী, সুপথের মানদণ্ড, বৈধ পশু খাবার অনুমতি, আল্লাহ্‌র শাস্তিদানের নীতি, ফল-মূল, ফসলাদি এবং জীব-জন্তু সব কিছুই আল্লাহ্‌র দান, দানের নির্দেশ, অপব্যয় নিষিদ্ধ, অবৈধ খাদ্য-তালিকা, অংশীবাদীদের মতবাদ, অবৈধ কর্ম তালিকা, অনাথের মাল, সঠিক ওজন ও পরিমাপ, ন্যায্য কথা, কুরআন ও ঐশীগ্রন্থধারিগণ, পাপ-পুণ্যের প্রতিদান।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে,(আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও অবিশ্বাসীগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় (অন্য কিছুকে আল্লাহ্ বলে তার উপাসনা করে)। ২. তিনিই তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি সময়কাল নির্দিষ্ট করেছেন এবং আর একটি নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা তিনিই জ্ঞাত, এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। ৩. আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি অবগত

আছেন। ৪. এবং তাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। ৫. সত্য যখনই তাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অচিরেই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থ তারা অবহিত হবে। ৬. তারা কি দেখে না যে তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি, তাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা তোমাদেরও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম, অতঃপর তাদের পাপের জন্য তাদের বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে নূতন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। ৭. যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও(গ্রন্থ) অবতারণ করতাম আর তারা যদি তা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবু অবিশ্বাসীগণ বলত, 'এ স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।' ৮. এবং তারা বলে, 'তার নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?' যদি আমি ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসাই তো হয়ে যেত আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হত না। ৯. যদি তাকে ফিরিশ্‌তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম আর তাদের সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে। ১০. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল তা বিদ্রুপকারিগণকে পরিবেষ্টন করেছে।

২. **রুকূ**।। ১১. বল, (হে মুহাম্মাদ!) 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল'! ১২. বল, 'আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা কার'? বল, 'আল্লাহ্‌রই'। দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না। ১৩. রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪. বল, 'আমি কি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না', এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারিগণের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই', (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) 'তুমি অংশীবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। ১৫. বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে। ১৬. সে দিন যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন এবং ঐটি স্পষ্ট সফলতা!' ১৭. আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশদান করেন তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ১৮. এবং তিনি নিজের দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১৯. বল, 'সাক্ষী হিসাবে কোন্ জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ'? তুমি বল, 'তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্‌ই (শ্রেষ্ঠ) সাক্ষী, এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌঁছাবে তাদের এ দ্বারা আমি সতর্ক করি ঃ তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে'? বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দিই না'। বল, 'তিনি একক উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী স্থাপন কর তা হতে আমি নির্লিপ্ত'। ২০. যাদের কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তাদের সন্তানদের চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না।

৩. **রুকূ**।। ২১. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা আর কে অধিক যালিম (অত্যাচারী)? যালিমগণ অবশ্যই সফলকাম হয় না। ২২. এবং (স্মরণ কর), যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর অংশীবাদীদের বলব, 'যাদের তোমরা (আমার) অংশী মনে করতে তারা আজ কোথায়'? ২৩. অতঃপর তাদের এ ভিন্ন বলার অন্য কোন অজুহাত থাকবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না', ২৪. দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদের কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হল। ২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু লোক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে, তাদের বধির করেছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না, এমন কি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন অবিশ্বাসীগণ বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়'। ২৬. আর তারা অন্যকে তা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে এবং তারা নিজেরাই শুধু নিজেদের ধ্বংস করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না। ২৭. তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদের অগ্নির পাশে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। ২৮. বরং, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল পুণরায় তারা তাই করত এবং তারাই মিথ্যাবাদী। ২৯. এবং তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুণরুত্থিতও হব না'। ৩০. তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়'? তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য।' তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে অবিশ্বাস করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর'।

৪. **রুকূ**।। ৩১. যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এমন কি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামাত (শেষ বিচারের দিন) উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, 'হায়! একে (কিয়ামাতকে) আমরা অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ'। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে, দেখ তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। ৩২.আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? ৩৩. অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, কিন্তু অত্যাচারীগণ আল্লাহ্‌র আয়াতকেই (বাক্য বা বাণীকে) অস্বীকার করে। ৩৪. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ্‌র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং সত্য-সত্যই প্রেরিত পুরুষগণের (পয়গম্বরদের) সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। ৩৫. যদি তাদের উপেক্ষা তোমার

নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৩৬. যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুণর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে। ৩৭. তারা বলে 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন'? বল, 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। ৩৮. ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত এমন একটি দল নয়'। কিতাবে (কুরআনে) কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি, অতঃপর তারা সকলে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে একত্র হবে। ৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক (এবং তারা) অন্ধকারে রয়েছে। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন। ৪০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামাত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ৪১. না শুধু তাঁকেই ডাকবে?' ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর অংশী করতে তা তোমরা বিস্মৃত হবে।

৫. **রুকূ**।। ৪২. আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর তাদের অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। ৪৩. আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শাইতান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল। ৪৪. তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, অবশেষে, তাদের যা দেওয়া হল যখন তারা তাতে মত্ত হল তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম,[৫২] ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। ৪৫. অতঃপর যালিম-সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৪৬. 'বল, তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের ঐগুলি ফিরিয়ে দেবে'? লক্ষ্য কর কিরূপে কথাগুলি নানাভাবে বর্ণনা করি। এতদসত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৭. বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে অনাচারী-সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হবে'? ৪৮. রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্করূপেই প্রেরণ করি, কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। ৪৯. যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে সত্য-ত্যাগের জন্য তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। ৫০. বল, 'আমি তোমাদের এ বলি না যে আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদের এ কথাও বলি না যে আমি ফিরিশ্‌তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না'?

৬. **রুকূ**।। ৫১. যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিটক তাদের এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি এ দ্বারা (কুরআন দ্বারা) সতর্ক কর, হয়ত তারা সাবধান হবে। ৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৫৩.এবং এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন'? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? ৫৪. যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদের তুমি বল, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন যে তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশতঃ যদি খারাপ কাজ করে অতঃপর তাওবা (অনুশোচনা) করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৫৫. এভাবে আয়াতকে(বাক্য) বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

৭. **রুকূ**।। ৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের আহ্বান কর নিশ্চয়ই তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে'। বল, 'আমি তোমাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না'। ৫৭. বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অথচ তোমরা ঐটিকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই, কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং মীমাংসাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ৫৮. বল, 'তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো মীমাংসাই হয়ে যেত এবং আল্লাহ্ অনাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত'। ৫৯. তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) নেই। ৬০. তিনি রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনিই জানেন, অতঃপর দিবসে তোমাদের তিনি পুণরায় জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিতকাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করবেন।

৮. **রুকূ**।। ৬১. তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা (ফিরিশতা) তার মৃত্যু ঘটায় এবং তার কোন ত্রুটি করে না। ৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা আনীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাবগ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। ৬৩. বল, 'কে তোমাদের ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর ঃ আমাদের এ হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। ৬৪. বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদের তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ কষ্ট

থেকে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর অংশী স্থাপন কর'। ৬৫. বল, 'তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়ণের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম'। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবণ করে। ৬৬. তোমার সম্প্রদায় তো ওকে মিথ্যা বলেছে অথচ উহা সত্য। বল, 'আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই'। ৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে। ৬৮. তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শাইতান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। ৬৯. ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরাও সাবধান হয়। ৭০. যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না, এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, অবিশ্বাস করার কারণে এদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

৯. রুকূ।। ৭১. বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শাইতান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে?' যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিকপথে আহ্বান করে বলে 'আমাদের নিকট এস'। বল, 'আল্লাহ্‌র পথই পথ এবং আমরা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। ৭২. এবং নামায পড় এবং তাঁকে ভয় কর এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে'। ৭৩. তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যখন তিনি বলেন, 'হও' (কুন্) তখনই হয়ে যায়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুতকার দেওয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ৭৪. স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা আজরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। ৭৫. এভাবে ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৬. অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'ঐটিই আমার প্রতিপালক'। অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না'। ৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক'। যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার মহান প্রতিপালক'। যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত'। ৭৯. নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ

ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই'। ৮০. তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর তাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ৮১. তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদের কোন সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লাহ্‌র অংশী করতে ভয় কর না। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?' ৮২. যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে (অংশীস্থাপন) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

১০. রুকূ।। ৮৩. এবং এ আমার যুক্তি যা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা করতে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। ৮৪. এবং তাকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও আর এভাবে সৎকর্মপরায়ণদের আমি পুরস্কৃত করি। ৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইল্‌য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬. আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। ৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। ৮৮. এ আল্লাহ্‌র পথ, নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন করত, তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত। ৮৯. এদেরকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুয়্যত প্রদান করেছি। অতঃপর যদি এরা এগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলির ভার অর্পণ করেছি—যারা এগুলি প্রত্যাখ্যান করবে না। ৯০. এদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। বল, 'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ'।

১১. রুকূ।। ৯১. এবং তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি যখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি'। বল, 'তবে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশক ছিল, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না, তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তা কে অবতারণ করেছিল? বল, 'আল্লাহ্‌ই'! অতঃপর তাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় তাদের মগ্ন হতে দাও। ৯২. এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মাক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা ওতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হেফাজত করে। ৯৩. আর যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়.' যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে 'আল্লাহ যা অবতারণ

করেছেন আমিও ওর অনুরূপ অবতারণ করব', তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? এবং যদি তুমি দেখতে পেতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে'। ৯৪. তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ যেমন প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ, তোমরা যাদের অংশী করতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে।

১২. রুকূ।। ৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শস্যবীজকে ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন। এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। ৯৬. তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। ৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। ৯৮. আর তিনিই তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে, অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য (তিনি) এ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। ৯৯. এবং তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে (তিনি) সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন, অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করেন, পরে তা থেকে ঘনসন্নিবিষ্ট শস্য-দানা সৃষ্টি করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই এগুলিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ১০০. এবং তারা জ্বিনকে আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে, তিনি মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার ঊর্দ্ধে।

১৩. রুকূ।। ১০১. তিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন ভার্যা নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। ১০২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর, তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক। ১০৩. তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। ১০৪. তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য এসেছে, সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দিয়ে সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। ১০৫. আর এভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, 'তুমি এ পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে বলছ'। আমি কিন্তু জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি। ১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত

অন্য কোন উপাস্য নেই এবং অংশীবাদীদের হতে দূরে থাক। ১০৭. আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তারা অংশী-স্থাপন করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও। ১০৮. এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি[৫৩] দেবে না, কেননা তারা (সীমালংঘন করে) অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি, অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তিনি তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবেন। ১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, 'তাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা ওতে বিশ্বাস করত'। বল, 'নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। এবং তাদের নিকট নিদর্শনাবলী এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না এ কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে'? ১১০. এবং তারা যেমন প্রথমবারে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব এবং তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেব।

৭ম পারা সমাপ্ত

৮ম পারা ।। ওয়ালাও আন্নানা-নায্‌যালনা ইলাই হিমুল মালায়িকাতা

১৪. রুকূ।। ১১১. (আল্লাহ্) তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করলেও যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। ১১২. এবং এরূপে মানব ও জ্বিনের মধ্যে শাইতানকে প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ করত না, সুতরাং তুমি তাদের এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে পরিত্যাগ কর। ১১৩. আর তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন ওর (শাইতানের) প্রতি অনুরাগী হয় এবং ওতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যা করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। ১১৪. (বল) 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন'! যাদের কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে ঐটি (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১১৫. এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১১৬. আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে, তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। ১১৭. তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয় নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও তিনি বিশেষরূপে অবহিত। ১১৮. যদি তোমরা তাঁর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হও—তবে যাতে আল্লাহ্‌র নাম (আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যেগুলিকে জবাই করা হয়েছে) নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার কর। ১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? যদিও তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যারা পাপ করে, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। ১২১. এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা আহার করো না; উহা অবশ্যই পাপ; আর নিশ্চয়ই শাইতান তার বন্ধুদের তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হবে।

১৫. রুকূ।। ১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি—সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? এরূপে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে। ১২৩. এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধান করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে

না। ১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তারা তখন বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল আমাদের তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করব না'। রাসূলের পদ বা দায়িত্ব আল্লাহ্ কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা চক্রান্তের জন্য অপরাধ করেছে আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে। ১২৫. আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অতিশয় সঙ্কীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদের এরূপে লাঞ্ছিত করেন। ১২৬. আর এটিই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। ১২৭. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত তার জন্য তিনি তাদের অভিভাবক। ১২৮. এবং যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং বলবেন) 'হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে', এবং মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা ওতে উপনীত হয়েছি'। সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, 'অগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে'—যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। ১২৯. এরূপে ওদের কৃতকর্মের জন্য যালিমদের এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি।

১৬. রুকূ।। ১৩০. (আমি ওদের বলব), 'হে জ্বিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদের এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত'? ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম'। বস্তুত পার্থিব জীবন ওদের প্রতারিত করেছিল, আর ওরা যে অবিশ্বাসী ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে, ১৩১. এটি এ কারণে যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অজ্ঞ তখন কোন জনপদকে ওর অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়। ১৩২. এবং প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং ওরা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। ১৩৩. তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদের তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। ১৩৪. তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। ১৩৫. বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময় এবং যালিমেরা কখনও সফলকাম হবে না। ১৩৬. আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, 'এ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এ আমাদের দেবতাদের জন্য'। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা

তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট! ১৩৭. এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এ করত না। সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদের থাকতে দাও। ১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এ সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এইসব আহার করতে পারে না, এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ এবং কিছু পশু আছে যাদের জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। এ সমস্তই তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে, তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই তাদের দেবেন। ১৩৯. তারা আরও বলে, 'এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এ আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর এ যদি মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সকলে ওতে অংশীদার', তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদের শীঘ্রই দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১৪০. যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী এবং তারা সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

১৭. রুকূ।। ১৪১. এবং তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব (আনার) সৃষ্টি করেছেন—ঐগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয়[৫৪] প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও কিছু ক্ষুদ্রাকার পশু রয়েছে। আল্লাহ্ যা জীবিকারূপে তোমাদের দিয়েছেন তা আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চয়ই, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, ১৪৩. এ পশুগুলি আট প্রকার ঃ মেষ হতে দুটি ও ছাগল হতে দুটি। বল, 'নর দুটি কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণসহ আমাকে জানাও'। ১৪৪. এবং উট হতে দুটি ও গরু হতে দুটি। বল, 'নর দুটি কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? এবং আল্লাহ্ যখন এ সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে'? সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৮. রুকূ।। ১৪৫. বল, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না'—কেননা এ সব অপবিত্র—অথবা যা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৪৬. এবং ইয়াহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও

ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম, তবে এগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না, তাদের অবাধ্যতার দরুণ তাদের এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। ১৪৭. তবুও যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হতে তাঁর শাস্তি রদ হয় না'। ১৪৮. যারা অংশী স্থাপন করেছে তারা বলবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ অংশী স্থাপন করতাম না, এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না'। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল'। ১৪৯. বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন'। ১৫০. বল, 'আল্লাহ্ যে এ নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির কর'। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এ স্বীকার করো না, যারা আমার আয়াতকে (বাক্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

১৯. রুকূ।। ১৫১. বল, 'এস, তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই। তা এই ঃ তোমরা তাঁর কোন অংশী করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না'। তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। ১৫২. 'পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎউদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর'। ১৫৩. এবং নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। ১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ—যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

২০. রুকূ।। ১৫৫. এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতারণ করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং ওর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। ১৫৬. যেন তোমরা না বলতে পার যে 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অজ্ঞ ছিলাম'। ১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বলতে পার যে 'যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত তবে আমরা তো তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ পেতাম'। এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে

প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে—তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এ আচরণের জন্য আমি তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। ১৫৮. তারা শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি তার বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না কিংবা যার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিল না তার সৎকর্মও কোন কাজে আসবে না। বল, 'প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করছি'। ১৫৯. অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের অবহিত করবেন। ১৬০. কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এটিরই প্রতিফল দেওয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিতও হবে না। ১৬১. বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' ১৬২. বল, 'আমার নামায, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে'। ১৬৩. তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম'। ১৬৪. বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে অন্বেষণ করব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। ১৬৫. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছুকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক সত্বর শাস্তিদান করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৭. সূরা আ'রাফ

২৪ রুকূ ।। ২০৬ আয়াত ।। ৩৩৮৭ শব্দ ।। ১৪৬৩৫ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন শারীফ আল্লাহ্‌র বাণীর সমষ্টি, আমলনামা বা পাপ ও পুণ্যের হিসাব-নিকাশ, আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফিরিশ্‌তাদের সম্মান প্রদর্শন, হাযরাত আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা, উপাসনাকালে সর্altবিধ কুকর্ম ও কুচিন্তা নিষিদ্ধ এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করার নির্দেশ, পাপ-পুণ্যের অধিকারীগণ, সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব, আল্লাহ্‌র রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি মহাপাপ, হাযরাত নূহ, হাযরাত সালেহ, সামুদ জাতি, উষ্ট্রী হত্যা এবং শাস্তি, হাযরাত শোয়াইব্ ও মাদিয়ানবাসিগণ, হাযরাত মূসা এবং ফেরাউনের ঘটনা, হাযরাত মূসার তাওরাত লাভ, মূসার অনুসরণকারীদের গো-বৎস পূজা, মূসার জীবনের অন্যান্য ঘটনা। হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) বিশ্বনাবী, ইয়াহুদীদের বারটি দল, শনিবারের মৎস্যশিকার ও তার পরিণাম, ইয়াহুদী জাতির অধঃপতন, একই মানুষ বা হাযরাত আদম হতে বিশ্ব-

মানবের উৎপত্তি, সুসন্তান প্রার্থনা করা, অংশীবাদী ও মূর্তি পূজকদের পাপ, ক্ষমা-সদুপদেশ, কুরআন পাঠকালে মনোযোগী হওয়া এবং চুপ থাকা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ, লাম, মীম, স্বাদ। ২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর—এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। ৩. তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। ৪. এবং কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। ৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের কথা শুধু এটিই ছিল যে, 'নিশ্চয়ই আমরা সীমালংঘন করেছি'। ৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব। ৭. তারপর তাদের নিকট সজ্ঞানে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। ৮. সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, যাদের ওজন ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। ৯. আর যাদের ওজন হাল্‌কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করত। ১০. এবং আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং ওতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

২. রুকূ।। ১১. আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান (মানবাকারে) করি, এবং তারপর ফিরিশ্‌তাদের আদমের নিকট নত হতে বলি। ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল। যারা নত হল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। ১২. তিনি (আল্লাহ্‌) বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি নত হলে না'? সে বলল, 'আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছ'। ১৩. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এ হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত'। ১৪. সে বলল, 'পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও'। ১৫. তিনি বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে'। ১৬. সে বলল, 'যাদের উপলক্ষ্য করে তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওত পেতে থাকব; ১৭. অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।' ১৮. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয়ই আমি তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই'। ১৯. এবং বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ২০. অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা, প্রকাশ করার জন্য শাইতান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা

হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেব নিষেধ করেছেন'। ২১. সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন'। ২২. এভাবে সে তাদের প্রবঞ্চিত করল। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদের এ বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শাইতান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদের বলিনি'? ২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে নেমে যাও এবং (সেখানে) তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল'। ২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদের বের করে আনা হবে'।

৩. **রুকূ**।। ২৬. হে বনি আদম (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭. হে আদমের সন্তান! শাইতান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলোভিত না করে—যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদের এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না, যারা বিশ্বাস করে না, শাইতানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি। ২৮. যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?' ২৯. বল, 'আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।' প্রত্যেক নামাযে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে, তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। ৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শাইতানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদের তারা সৎপথগামী মনে করত। ৩১. হে আদমের বংশধরগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।

৪. **রুকূ**।। ৩২. বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে (কোন্ ব্যক্তি) নিষিদ্ধ করেছে'? বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামাতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে'। এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। ৩৩. বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র অংশী করা—যার

কোন দলিল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই'। ৩৪. আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। ৩৫. হে মানবজাতি! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শনসমূহ বিবৃত করে তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৩৬. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহঙ্কারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে? তাদের গ্রন্থের নির্ধারিত অংশ এদের নিকট পৌঁছবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিত ফিরিশতারা প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞাসা করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়'? তারা বলবে, 'তারা অন্তর্নিহিত হয়েছে এবং তারা স্বীকার করবে যে তারা অবিশ্বাসী ছিল। ৩৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর', যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, এমন কি যখন সকলে ওতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিদের সকলকে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তাদের দ্বিগুণ নরক-শাস্তি দাও'। আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে কিন্তু তোমরা জান না'। ৩৯. এবং তাদের পূর্ববর্তিগণ তাদের পরবর্তিদের বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর'।

৫. **রুকূ**।। ৪০. অবশ্য যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহঙ্কারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দেব। ৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের, এভাবে আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দেব। ৪২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৪৩. আর আমি তাদের অন্তর হতে মনোমালিন্য দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদের এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী এনেছিল', এবং তাদের সম্বোধন করে বলা হবে যে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদের এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৪৪. জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের যা বলেছিল তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি'? ওরা বলবে, 'হ্যাঁ'! অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, 'পাপিষ্ঠদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'। ৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করে থাকে। ৪৬. উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে (জান্নাত ও

জাহান্নামের মধ্যস্থলের প্রাচীর) কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আশা করে। ৪৭. এবং যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপিষ্ঠদের সঙ্গী করো না'।

৬. **রুকূ**।। ৪৮. আ'রাফবাসীগণ যাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদের সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না'। ৪৯. দেখ, এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরই বলা হবে 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না'। ৫০. জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদের যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও'। তারা বলবে, 'আল্লাহ্ এ দুটি বস্তু অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। ৫১. যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছিল'। সুতরাং আজ আমি তাদের বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। ৫২. অবশ্য তাদের আমি এমন এক কিতাব দিয়েছি যেটিকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। ৫৩. তারা শুধু ওর পরিণামের (শাস্তির) প্রতীক্ষা করে যেদিন ওর পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন যারা পূর্বে ওর কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য এনেছিল, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদের কি পুণরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে যেন আমরা পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্ন কিছু করতে পারি'? তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও অন্তর্নিহিত হয়েছে।

৭. **রুকূ**।। ৫৪. নিশ্চয়ই, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে[৫৫] সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক। ৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। ৫৬. পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটাবে না, তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। ৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের (বৃষ্টির) প্রাক্কালে সমীরণকে (বায়ু) সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন উক্ত বাতাস সঘন মেঘমালা বহন করে আনে, একটি নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে আমি তা প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তা দিয়ে সর্বাধিক ফলমূল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার; ৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

৮. **রুকূ**।। ৫৯. অবশ্যই আমি নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম এবং সে

বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির নিশ্চিত আশঙ্কা করছি'। ৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। ৬১. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল, ৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি। ৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর'। ৬৪. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদের উদ্ধার করি। নিশ্চয়ই, তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

৯. **রুকূ**।। ৬৫. এবং আ'দ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না'? ৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ—যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা বলেছিল, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি'। ৬৭. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রাসূল। ৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদেরই একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। ৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অণুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হবে'। ৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে আমরা যেন শুধু আল্লাহ্‌র উপাসনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার উপাসনা করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' ৭১. হূদ বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে, তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি'। ৭২. অতঃপর তাকে ও তার সঙ্গীদের আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের নির্মূল করেছিলাম।

১০. **রুকূ**।। ৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালক হতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছে। এ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে

কোন ক্লেশ দিও না, দিলে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। ৭৪. স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদের তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদের পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিওনা'। ৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল-বিশ্বাসীদের বলল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত'? তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী'। ৭৬. দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অবিশ্বাস করি'। ৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ্! তুমি রাসূল হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর'। ৭৮. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। ৭৯. অতঃপর সে তাদের নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেষ্টাদের পছন্দ কর না।' ৮০. এবং লুতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। ৮১. তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমণ কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। ৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদের (লুত এবং তাঁর সঙ্গীদের) জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর—এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র হতে চায়।' ৮৩. অতঃপর তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৪. তাদের উপর মুষলধারে পাথর বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

১১. রুকূ।। ৮৫. এবং মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিও না—তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। ৮৬. এবং তোমরা বিশ্বাসীগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাদের বাধা দেবে না এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। ৮৭. এবং আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে—তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

৮ম পারা সমাপ্ত

৯ম পারা ।। কালালমালায়ুল্লাজ্বীনা স্ তাক্‌বারু মিন কাওমে

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'আমাদের ধর্মাদর্শে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় হে শোয়াইব্! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত করবই'। সে বলল, 'কী, আমরা অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও?' ৮৯. তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা ওতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর ওতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' ৯০. আর তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীগণ (নেতারা) বলল, 'তোমরা যদি শোয়াইব্‌কে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। ৯১. অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তারা নিজগৃহে প্রত্যুষে উপুড় অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। ৯২. মনে হল শোয়াইব্‌কে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেইনি। শোয়াইব্‌কে যারা মিথ্যা ভেবেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৯৩. সে তাদের হতে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের সমাচার তো আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি এক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি'।

১২. রুকূ।। ৯৪. আমি কোন জনপদে নাবী পাঠালে ওর অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে। ৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো আনন্দ-বেদনা ভোগ করেছে।' ফলে আমি তাদের এমন অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছি যে তারা টের পর্যন্ত পায়নি। ৯৬. আর যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও সাবধান হত তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি। ৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে নিশীথকালে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? ৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? ৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌র চক্রান্ত হতে নিরাপদ বোধ করে না।

১৩. রুকূ।। ১০০. কোন দেশের জনগণের পর যারা ওর উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুণ তাদের শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের হৃদয় মোহর করে দিতে পারি, আর তারা শুনবে না। ১০১. এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছিঃ তাদের রাসূলগণ তো তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল কিন্তু যা তারা পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল তাতে তাদের আর বিশ্বাস করবার অবস্থা ছিল না। এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের হৃদয় মোহর করে দেন। ১০২. এবং আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি

পালনকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে সত্যত্যাগীই পেয়েছি। ১০৩. তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। ১০৪. মূসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত, ১০৫. আমি এতে দৃঢ় যে আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনি ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে আমার সঙ্গে যেতে দাও।' ১০৬. ফেরাউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।' ১০৭. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ ঐটি এক সাক্ষাৎ অজগর হল, ১০৮. এবং সে তার হাত বার করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

১৪. রুকূ।। ১০৯. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'এ-তো একজন সুদক্ষ যাদুকর। ১১০. এ তোমাদের দেশ হতে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও'? ১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও। ১১২. এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও, যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে'। ১১৩. যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো'? ১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে'। ১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব'? ১১৬. সে বলল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদের আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল। ১১৭. মূসার প্রতি আমি আদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা ঐটি (লাঠিটি) তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। ১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। ১১৯. সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল। ১২০. এবং যাদুকরেরা সাজদাবনত (মাথা নত) হল। ১২১. তারা বলল, 'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম ১২২. যিনি মূসা ও হারুণেরও প্রতিপালক'। ১২৩. ফেরাউন বলল, 'কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেবার পূর্বে তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? তোমরা নগরবাসীদের ওখান হতে বহিষ্কারের জন্য এ চক্রান্ত করেছ। এ-তো একটি চক্রান্ত। আচ্ছা! তোমরা শীঘ্রই এর (পরিণাম) জানবে। ১২৪. আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধ করবই'। ১২৫. তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ১২৬. তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছ শুধু এজন্য যে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের নিকট এসেছে তাতে বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও'।

১৫. রুকূ।। ১২৭. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদের বর্জন করতে দেবেন'? সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রতাপশালী।' ১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ্‌র

নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওর উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম!' ১২৯. তারা বলল, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমরা আসার পরেও'। সে বলল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি রাজ্যে তাদের (বদলে) তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের কার্যকলাপ তিনি নিরীক্ষণ করবেন'।

১৬. রুকূ।। ১৩০. আমি তো ফেরাউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে। ১৩১. যখন তাদের কোন কল্যাণ হত তারা বলত এতো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোন অকল্যাণ হত তখন তা মূসা ও তার সঙ্গীদের উপর আরোপ করত। শোন, তাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ জানে না। ১৩২. তারা বলল, 'আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করব না।' ১৩৩. অতঃপর আমি তাদের প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক (ব্যাঙ) ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। ১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করবই এবং ইস্রাঈল বংশধরগণকেও তোমার সাথে যেতে দেব'। ১৩৫. যখনই তাদের উপর হতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য শাস্তি অপসারিত করতাম, যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। ১৩৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল অনবধান (তারা এর ধার ধারেনি)। ১৩৭. এবং যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের (শাম বা সিরিয়া ও মিসর) উত্তরাধিকারী করি এবং ইস্রাঈলী সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১৩৮. এবং ইস্রাঈল সম্প্রদায়কে সমুদ্র পার করিয়ে দিই, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও'। সে বলল, 'তোমরা তো এক মুর্খ সম্প্রদায়-এর মত কথা বলছ। ১৩৯. এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক'। ১৪০. সে আরও বলল, 'কী! আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য উপাস্য খুঁজব যখন তিনি তোমাদের বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন'? ১৪১. এবং স্মরণ কর, আমি তোমাদের ফেরাউনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের মহাপরীক্ষা ছিল।

১৭. রুকূ।। ১৪২. আরও স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে[৫৬] পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভ্রাতা হারুণকে বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে (চল্লিশ দিন) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সদাচার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না'। ১৪৩. এবং মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' ১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। ১৪৫. আর আমি তোমার জন্য ফলকে (পটে) সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, সুতরাং এগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে ঐগুলির মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব'। ১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব—অতঃপর তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে সে পথ ধরবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল। ১৪৭. যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলে তাদের কার্য নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে তদনুযায়ীই তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে।

১৮. রুকূ।। ১৪৮. (আরও স্মরণ কর), মূসার লোকেরা তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দিয়ে এক গো-বৎস গঠন করল, এক অবয়ব যা গরুর শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে ঐটি তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদের পথও দেখায় না। তারা ঐটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল অত্যাচারী। ১৪৯. তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদের ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই'। ১৫০. আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কিই না জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়ো করতে গেলে'? এবং সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং তার ভাইকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারুণ বলল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সঙ্গে এমন করো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত করো না'। ১৫১. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদের তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ'।

১৯. রুকূ।। ১৫২. নিশ্চয়ই, যারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে আর এভাবে আমি অপবাদ রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৫৩. এবং যারা অসৎকাজ করে তারা পরে অনুতপ্ত হলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫৪. মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলি তুলে নিল, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য ওতে যা লিখিত ছিল—তাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও দয়া। ১৫৫. এবং মূসা আপন সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার প্রতিশ্রুতির সময়ে[৫৭] সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদের এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সে জন্য কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এ-তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। ১৫৬. এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি'। আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত'। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে। ১৫৭. যারা বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা তাদের নিকট আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে রাসূল তাদের সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদের মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো (নূর) তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

২০. রুকূ।। ১৫৮. বল, 'হে মানুষ! আমি সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর বার্তাবাহক রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও'। ১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে। ১৬০. এবং (দ্বাদশ পিতামহের বংশধর) তাদের আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার নিকট পানি প্রার্থনা করল তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর', ফলে তা থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট 'মান্না' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছিলাম এবং (বলেছিলাম), 'তোমাদের যা ভাল দিয়েছি তা আহার কর'। তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই অনাচার করেছিল। ১৬১. এবং স্মরণ কর, তাদের বলা হয়েছিল 'এ জনপদে বাস কর ও যেখানে ইচ্ছা আহার কর এবং

বল 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি শীঘ্রহ সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব'। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা পাপিষ্ঠ ছিল তাদের যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা অত্যাচার করেছিল।

২১. রুকূ।। ১৬৩. তাদের সাগর সৈকতে অবস্থিত জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালংঘন করত। যখন উক্ত শনিবারেই তাদের কাছে পানির উপর মাছ ভেসে আসত এবং শনিবার ভিন্ন অন্যদিন আসত না। তারা অবাধ্য ছিল বলেই আমি এভাবে তাদের পরীক্ষা নিই। **(পারার অর্ধাংশ)**। ১৬৪. এবং স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদের সদুপদেশ দাও কেন'? তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য'। ১৬৫. যে উপদেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন যারা অসৎকাজ হতে নিবৃত্ত করত তাদের আমি উদ্ধার করি এবং যারা অত্যাচার করে তারা সত্য ত্যাগ করত বলে আমি তাদের কঠোর শাস্তি দিই। ১৬৬. তারা যখন নিষিদ্ধ কাজেও বাড়াবাড়ি করতে লাগল তখন তাদের বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও'![৫৮] ১৬৭. আরও স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামাত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর শক্তিশালী করতে থাকবেনই যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্ত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৬৮. দুনিয়ায় আমি তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি, তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। ১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তারা কিতাবের ও (ঐশীগ্রন্থের) উত্তরাধিকারী হয়। তারা তুচ্ছ পৃথিবীর সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদের ক্ষমা করা হবে।' কিন্তু ওর অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে ঐটিও তারা গ্রহণ করে, কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নেওয়া হয়নি যে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? এবং তারা তো ওতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে, যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি এ অনুধাবণ কর না? ১৭০. আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামায যথারীতি পড়ে আমি তো তাদের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। ১৭১. এবং আরও স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করি,[৫৯] আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ (সামিয়ানা)। তারা মনে করল যে ঐটি তাদের উপর পড়ে যাবে। (বললাম) 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা সাবধান হও'।

২২. রুকূ।। ১৭২. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তান-সন্ততি বার করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এজন্য যে তোমরা যেন কিয়ামাতের দিন না বল 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না'। ১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে অংশী-স্থাপন

করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করবে'? ১৭৪. এবং এভাবে নিদর্শনসমূহ আমি বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। ১৭৫. তাদের ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে ও শাইতান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, ১৭৬. এবং আমি ইচ্ছা করলে এ দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং তার কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মত, ওকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহ্বা বার করে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বার করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও ঐরূপ, তুমি কাহিনী বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। ১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে তাদের অবস্থা কত মন্দ। ১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদের তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। ১৭৯. আর আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দিয়ে শ্রবণ করে না—এরা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়! তারাই উদাসীন। ১৮০. এবং উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই, তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের বর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেওয়া হবে। ১৮১. আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে।

২৩. রুকূ।। ১৮২. যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে আমি তাদের ক্রমে ক্রমে এমন ভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারবে না। ১৮৩. আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সহচর (নাবী বা প্রেরিতপুরুষ) উন্মাদ নয়, সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। ১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী? সুতরাং এর পর তারা আর কোন কথা বিশ্বাস করবে! ১৮৬. আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই, আর তিনি তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় তাদের ঘুরে বেড়াতে দেন। ১৮৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামাত (শেষ বিচারের দিন) কখন ঘটবে'? বল, 'এ বিষয়ে জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন'। ঐটি হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিকভাবেই ঐটি তোমাদের উপর আসবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে', কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়। ১৮৮. বল, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী'।

২৪. রুকূ।। ১৮৯. তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তাব সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সঙ্গত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং এ নিয়ে সে কাল অতিবাহিত করে, গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই'। ১৯০. তিনি যখন তাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদের যা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র অংশী করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। ১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে অংশী-স্থাপন করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। ১৯২. ওরা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের নিজেদেরও নয়। ১৯৩. তোমরা তাদের সৎপথে আহ্বান করলে ওরা তোমাকে অনুসরণ করবে না। তোমরা ওদের আহ্বান কর বা চুপ করে থাক তোমাদের পক্ষে উভয় সমান। ১৯৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই ন্যায় দাস, তোমরা তাদের আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক। ১৯৫. তাদের কি চলার পা আছে? তাদের কি ধরার হাত আছে? তাদের কি দেখার চোখ আছে? কিংবা তাদের কি শোনার কান আছে? বল, 'তোমরা যাদের আল্লাহ্‌র অংশী করেছ তাদের ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'। ১৯৬. নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। ১৯৭. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরও নয়। ১৯৮. যদি তাদের সৎপথে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারা দেখে না। ১৯৯. তুমি ক্ষমার অভ্যাস কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। ২০০. এবং যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ নেবে, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২০১. নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয় যখন তাদের শাইতান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। ২০২. আর যারা শাইতানের ভাই, শাইতানেরা তাদের ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না। ২০৩. এবং তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করনা তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি কিছু বেছে নাওনা কেন'? বল, 'আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে আদেশ পেয়েছি আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটি পথনির্দেশ ও দয়া'। ২০৪. এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। ২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না। ২০৬. নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহঙ্কারে তাঁর উপাসনায় বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট তারা সাজদাবনত হয়। **(সাজদা ঃ ১)** (পারার তিন চতুর্থাংশ)।

৮. সূরা আন্‌ফাল[৬০]

১০ রুকূ ।। ৭৫ আয়াত ।। ১২৫৩ শব্দ ।। ৫৫২২ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বাসীদের লক্ষণ, বদর যুদ্ধের সূচনা ও অঙ্গীকার, বদর যুদ্ধ ও ফিরিশ্‌তাদের অবতরণ, যুদ্ধের নির্দেশ, বদর-যুদ্ধের ফলাফল, জাতীয় অধঃপতন ও দূর্বলতার কারণ, জাতীয় জীবনের মূল-নীতি ধর্মযুদ্ধ, সন্ধি, যুদ্ধলব্ধ ধনের বিবরণ, যুদ্ধ বন্দী সমস্যা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। ২. বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। ৩. যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে দান করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। ৪. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। ৫. এ এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এ পছন্দ করেনি[৬১]। ৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। ৭. এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাইছ যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক—আর আল্লাহ্ চাইছিলেন যে তিনি সত্যকে তাঁর বাণীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করতে। ৮. এজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন[৬২] করেন যদিও অপরাধিগণ এ পছন্দ করে না। ৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং (বলেছিলেন) 'আমি তোমাকে সাহায্য করব এক সহস্র ফিরিশ্‌তা দ্বারা যারা একের পর এক আসবে'। ১০. এবং আল্লাহ্ এ করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং সাহায্য শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হতেই আসে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. রুকূ।। ১১. স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শাইতানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। ১২. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি', সুতরাং বিশ্বাসীগণকে অবিচলিত রাখ, যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। ১৩. এ-কারণে যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে—(তারা মনে রাখুক) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

১৪. সুতরাং এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ১৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। ১৬. সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর সে কত নিকৃষ্ট! ১৭. তোমরা তাদের বধ করনি, আল্লাহ্‌ই তাদের বধ করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ[৬৩] করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৮. এভাবে আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন। ১৯. তোমরা (অবিশ্বাসীরা) সত্যের জয়(মীমাংসা) চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) নিকট এসেছে, যদি তোমরা বিরত হও (প্রত্যাবর্তন কর) তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[৬৪], যদি তোমরা পুণরায় কর তবে আমিও পুণরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের (ঈমানদারদের) সাথে রয়েছেন।

৩. **রুকূ**।। ২০. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ করছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। ২১. এবং তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে, 'শ্রবণ করলাম', বস্তুত তারা শ্রবণ করে না। ২২. নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না। ২৩. এবং আল্লাহ্‌ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরও শোনাতেন কিন্তু তাদের শোনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফেরাত। ২৪. হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্‌ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে। ২৫. তোমরা ধর্মদ্রোহীতাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না[৬৫] এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর। ২৬. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল রূপে পরিগণিত হতে, তোমরা আশঙ্কা করতে যে লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে, অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ২৭. হে বিশ্বাসীগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নয়। ২৮. এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা—এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার।

৪. **রুকূ**।। ২৯. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্‌ অতিশয় মঙ্গলময়। ৩০. স্মরণ কর, অবিশ্বাসীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্‌ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ[৬৬]। ৩১. আর

যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করলাম ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এ-তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা'[৬৭]। ৩২. আরও স্মরণ কর, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্‌! এ (এ ধর্ম) যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও'। ৩৩. এবং আল্লাহ্‌ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। ৩৪. এবং তাদের কীই বা বলার আছে যে, আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদের মাসজিদুল-হারাম (পবিত্র কা'বা) হতে নিবৃত্ত করে? যদিও তারা ওর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই ওর তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ অবগত নয়। ৩৫. আর কা'বা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই ছিল তাদের নামায। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর। ৩৬. নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা অবিশ্বাস করে তাদের জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। ৩৭. এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ কুজনকে (অপবিত্র) সুজন (পবিত্র) হতে পৃথক করবেন এবং কুজনদের একেকে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।

৫. **রুকূ**।। ৩৮. বল, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের, যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্‌ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুণরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে'। ৩৯. এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না অধর্ম দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক এবং উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৯ম পারা সমাপ্ত

১০ম পারা ।। ওয়া'লামূ আন্নামা গানেম্‌তুম মিন শায়্‌ইন ফাআন্না

৪১. আরও জেনে রাখ যে যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রাসূলের, রাসূলের স্বজন, পিতৃহীন দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর এবং সে বিষয়ের উপর মীমাংসার দিন (বদরের দিন) যা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪২. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত, কিন্তু বস্তুত যা ঘটার ছিল আল্লাহ্‌ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে (সমবেত করলেন) যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৪৩. স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে তারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। ৪৪. স্মরণ কর, বস্তুত যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদের তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ্‌র দিকেই সকল কর্মের শেষ গতি।

৬. **রুকূ**।। ৪৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। ৪৬. এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন। ৪৭. আর তোমরা তাদের হয়ো না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ হতে বের হয় এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে। বলাবাহুল্য তাদের সকল কীর্তিকলাপই আল্লাহ্‌র আয়ত্তে রয়েছে। ৪৮. স্মরণ কর, শাইতান (কুচক্রী) তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকব'। অতঃপর দু দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল তখন সে সরে পড়ল ও বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর'।

৭. **রুকূ**।। ৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিক (কপট) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে—তারা বলে, 'এদের ধর্ম এদের প্রতারিত করেছে'। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। ৫০. তুমি দেখতে পেলে ফিরিশ্‌তাগণ অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে এবং বলছে, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর'। ৫১. এ তাদের কর্মফল, এবং আল্লাহ্‌ তাঁর দাসদের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন না। ৫২. ফেরাউনের

স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং আল্লাহ্‌ এদের পাপের জন্য এদের শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। ৫৩. এ জন্য যে যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্‌ এমন নন যে তিনি তাদের যে সম্পদ দান করেন তিনি তা পরিবর্তন করবেন এবং নিশ্চিত আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৫৪. ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদের ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী। ৫৫. নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং অবিশ্বাস করে। ৫৬. ওদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না। ৫৭. যুদ্ধে ওদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে ওদের পশ্চাতে যারা আছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে ওদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে ওরা শিক্ষা লাভ করে। ৫৮. যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ বিশ্বাসভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

৮. **রুকূ**।। ৫৯. আর অবিশ্বাসীগণ যেন কখনও মনে না করে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, নিশ্চয়ই তারা (সত্যানুসারিগণকে) হতবল করতে পারবে না। ৬০. এবং তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখবে এবং এ ছাড়া অন্যদের যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্‌ জানেন, আর আল্লাহ্‌র পথে যা ব্যয় করবে ওর পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। ৬১. আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬২. এবং যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট—তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। ৬৩. এবং তিনি ওদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬৪. হে নাবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৯. **রুকূ**।। ৬৫. হে নাবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। ৬৬. আল্লাহ্‌ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা[৬৮] আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু-শত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। ৬৭. দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নাবীর জন্য সঙ্গত নয়, তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্‌ চান পরলোকের কল্যাণ, আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬৮. আল্লাহ্‌র পূর্ব

বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। ৬৯. যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০. রুকূ।। ৭০. হে নাবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদের বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৭১. তারা তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চাইলে (করতে পারে), তারা তো পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, অতঃপর তিনি তোমাদের তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৭২. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেনি, গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই, আর ধর্ম সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ ওর সম্যক দ্রষ্টা। ৭৩. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু যদি তোমরা উহা না কর তবে দেশে অধর্ম ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। ৭৪. যারা বিশ্বাস করেছে, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয়দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান জীবিকা রয়েছে। ৭৫. এবং যারা পরে বিশ্বাস করেছে, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও তোমাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার (দাবীদার)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৯. সূরা তাওবা

১৬ রুকূ ।। ১২৯ আয়াত ।। ২৫৩৭ শব্দ ।। ১১৩৬০ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অংশীবাদীদের আচরণ, অবিশ্বাসীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, আল্লাহ্‌র মাসজিদের কর্তৃত্ব, হজ্‌-যাত্রীদের সেবাযত্ন করা এবং কা'বা শারীফ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ, আল্লাহ্ প্রীতি, হোনাইন যুদ্ধ, অংশীবাদীর কা'বায় প্রবেশ নিষেধ, কর না দেওয়া, জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ), খৃষ্টানগণ কর্তৃক হাযরাত ঈসাকে আল্লাহ্ বলা, পণ্ডিত বা পুরোহিত পূজা, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের অনুমতি। জিহাদ, হেরা গুহা, বিশ্বাসী ও কপট যোদ্ধা, দানের যোগ্য ব্যক্তি, গুজব, তাবুক যুদ্ধ, কপটদের পরিণাম, অবিশ্বাসী ও কপটদের বিরুদ্ধে জিহাদ, অসমর্থের দান, বিশ্বাসীর নয়টি লক্ষণ, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় ইব্রাহীমের দৃষ্টান্ত অনুসরণের নির্দেশ, তাবুক যুদ্ধ ও অনুতপ্ত তিন ব্যক্তির ক্ষমা, ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দান।]

১. রুকূ ।। ১. তোমরা যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের সন্ধি স্থাপন করেছিলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ হতে সে সকল অংশীবাদীদের সাথে চুক্তি বাতিল করা হল। ২. অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। ৩. মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর

রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গেও নয়। তোমরা যদি তাওবা (অনুতাপ) কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। এবং অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ৪. তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তিরক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মিয়াদ (সময়) পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। ৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তাওবা (অনুতাপ) করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ লোক।

২. রুকূ ।। ৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের (কা'বা) সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতদিন তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরা তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। ৮. কেমন করে থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না, তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে, বস্তুত তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। ৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদের তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয়ই তারা যা করে থাকে তা অতি জঘন্য! ১০. তারা কোন বিশ্বাসীর সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী। ১১. অতঃপর তারা যদি তাওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই (দ্বীনী ভাই) এবং জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি। ১২. আর তারা যদি তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রুপ করে, তবে অবিশ্বাসীদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করবে, এরা এমন লোক যাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নয়, সম্ভবত তারা নিরস্ত হতে পারে। ১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সঙ্কল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? বিশ্বাসী হলে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, এটিই আল্লাহ্‌র নিকট শোভনীয়। ১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন, ওদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন ও বিশ্বাসীদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন, ১৫. এবং ওদের চিত্তের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন অথচ এখনও আল্লাহ্ জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে, কে আল্লাহ্,

তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কব সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৩. রুকূ ।। ১৭. অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের অবিশ্বাস স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। ওরা এমন, যাদের সকল কাজ ব্যর্থ এবং ওরা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। ১৮. তারাই তো আল্লাহ্র মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় (দান করে) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করে না, ওদেরই সৎপথপ্রাপ্তির আশা আছে। ১৯. যারা হাজীদের (হজ যাত্রীদের) পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের (পবিত্র কা'বার) রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি ওদের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহ্র নিকট ওরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ অনাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। ২০. যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ধর্মের জন্য গৃহত্যাগ করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে—এরাই তো সফলকাম। ২১. তাদের প্রতিপালক তাদের নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখসমৃদ্ধি রয়েছে। ২২. সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে আছে মহাপুরস্কার। ২৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের অভিভাবক করে, তারাই অপরাধী। ২৪. বল, 'তোমাদের পিতাপুত্র, ভ্রাতৃবৃন্দ, পত্নী-পরিজন, অর্জিত ধন-সম্পদসমূহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্র আদেশ পাঠান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুত আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৪. রুকূ ।। ২৫. আল্লাহ্ তোমাদের তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হোনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। ২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে ওদের চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান করেন। এটিই অবিশ্বাসীদের কর্মফল। ২৭. এর পরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২৮. হে বিশ্বাসীগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তিনি তোমাদের অভাব মুক্ত করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য ধর্ম অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া[৬৯] দেয়।

৫. রুকূ ।। ৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে, 'ওজাইর আল্লাহ্র পুত্র' এবং খৃষ্টানেরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র'। এ তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্যবিমুখ হয়! ৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহ্কেও। কিন্তু ওরা এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি কত পবিত্র! ৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। অবিশ্বাসীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। ৩৩. অংশীবাদীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৩৪. হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না—ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন দেওয়া হবে (সেদিন বলা হবে), এটিই তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং যা তোমরা পুঞ্জীভূত করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর। ৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস[৭০], এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গেই আছেন। ৩৭. নিষিদ্ধ কাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল অবিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা, যারা অবিশ্বাস করে তারা ওকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৬. রুকূ ।। ৩৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হল যে যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর। ৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। ৪০. যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর (তবে স্মরণ কর) আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুজনের (একজন স্বয়ং হাযরাত মুহাম্মাদ সা এবং অপরজন হাযরাত আবু বাক্র রা) একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষন্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন

যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪১. অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভারে হোক অথবা গুরু রণসম্ভারে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর। ঐটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। ৪২. আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হলে ওরা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু ওদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। ওরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম'। ওরা নিজেদেরই ধ্বংস করে। ওরা যে মিথ্যাচারী এ তো আল্লাহ্ জানেন।

৭. রুকূ ।। ৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদের অব্যাহতি দিলে? ৪৪. যারা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল ওরাই যারা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। ৪৬. ওরা বের হতে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু ওরা যাত্রা করে এ আল্লাহ্র মনঃপুত ছিল না সুতরাং তিনি ওদের বিরত রাখেন এবং ওদের বলা হয় 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক'। ৪৭. ওরা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তেমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শোনবার লোক আছে। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৪৮. পূর্বেও ওরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং ওরা তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যতক্ষণ না ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য অবতীর্ণ হল এবং আল্লাহ্র আদেশ ব্যক্ত হল। ৪৯. এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে বিশৃঙ্খলায় ফেলো না'। সাবধান! ওরাই বিশৃঙ্খলায় পড়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম অবিশ্বাসীদের বেষ্টন করেই আছে। ৫০. তোমার মঙ্গল হলে তা ওদের পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম'। এবং ওরা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে। ৫১. বল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না, তিনি আমাদের কর্মবিধয়াক' এবং আল্লাহ্র উপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত। ৫২. বল, 'তোমরা শুধু আমাদের দুটি[৭১] কল্যাণের একটির প্রতিক্ষা করতে পার এবং আমরা তোমাদের জন্য আশা করছি যে আল্লাহ্ নিজের তরফ হতে কিংবা আমাদের হাত দ্বারা তোমাদের উপর বিপজ্জনক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতিক্ষা করছি'। ৫৩. বল, 'তোমাদের অর্থ-সাহায্য ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকত হোক তোমাদের নিকট হতে গৃহীত হবে না, নিশ্চয়ই তোমরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। ৫৪. ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে শৈথিল্যের সঙ্গে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থসাহায্য করে। ৫৫. সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন

বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। ৫৬. ওরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা কাপুরুষ। ৫৭. ওরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে ওতে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করবে। ৫৮. ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে 'সাদকা'[৭২] সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু দেওয়া হলে ওরা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু ওদের না দেওয়া হলে ওরা বিক্ষুব্ধ হয়। ৫৯. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওদের যা দিয়েছেন তাতে যদি ওরা পরিতুষ্ট হত তা হলে ভাল হত এবং যদি বলত 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ অবশ্যই শীঘ্রই নিজের অনুগ্রহ হতে আমাদের দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন)। আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত'।

৮. রুকূ ।। ৬০. দান-খায়রাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও দান খায়রাতের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদের জন্য। এ আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৬১. এবং ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নাবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো যা শোনে তাই বিশ্বাস করে'। বল, 'তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে। সে আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করে, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী সে তাদের জন্য আশীর্বাদ এবং যারা আল্লাহ্র রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬২. ওরা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে। অথচ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে খুশী করাই ছিল তাদের অবশ্য কর্তব্য, যদি বিশ্বাসী হয়। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৬৩. ওরা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন—সেখানে সে চিরকাল থাকবে! ঐটিই তো চরম লাঞ্ছনা। ৬৪. মুনাফিকরা (কপটেরা) ভয় করে এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক, তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দেবেন'। ৬৫. এবং তুমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? ৬৬. দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না, তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাস করেছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব—কারণ তারা অপরাধী'।

৯. রুকূ ।। ৬৭. মুনাফিক (কপট) নর-নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, ওরা ব্যায়কুণ্ঠ, ওরা আল্লাহ্তে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও ওদের বিস্মৃত হয়েছেন, মুনাফিকরা (কপটেরা) তো সত্যত্যাগী। ৬৮. আল্লাহ্ মুনাফিক (কপট) নর-নারী ও অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে ওরা চিরকাল থাকবে। এটিই ওদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ ওদের অভিসম্পাত করেছেন এবং ওদের জন্য আছে চিরস্থায়ী শাস্তি। ৬৯. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা

অধিক এবং ওরা ওদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে, তোমাদের যা ছিল তোমরাও তা ভোগ করলে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই তারা ভোগ করেছে, ওরা এমন অনর্থক আলাপ-আলোচনা করেছিল তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনা করেছ। ওরাই তো তারা যাদের কর্মফল ইহলোকে, পরলোকে (তারা) ব্যর্থ এবং ওরাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। ৭০. ওদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীগণের সংবাদ কি ওদের নিকট আসেনি? ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রাসূলগণ এসেছিল। আল্লাহ্ তো তাদের উপর অবিচার করার জন্য নন, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অনাচার করত। ৭১. বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এদেরই আল্লাহ্ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭২. আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং চিরস্থায়ী বাগানে (জান্নাতে) মনোরম প্রাসাদসমূহ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঐটিই চরম সাফল্য।

১০. রুকূ ।। ৭৩. হে নাবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের (কপটদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। জাহান্নাম ওদের আবাসস্থল, (এবং) তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। ৭৪. ওরা আল্লাহ্র শপথ করে যে ওরা কিছু বলেনি, কিন্তু ওরা তো সত্য প্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর ওরা অবিশ্বাস করেছে। ওরা যা কামনা করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় ওদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই ওরা দোষারোপ করেছিল। ওরা তাওবা (অনুতাপ) করলে ওদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে ওদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন, পৃথিবীতে ওদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই। ৭৫. ওদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকাহ্ দেব এবং সৎ হব'। ৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন তখন ওরা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফেরাল। ৭৭. পরিণামে ওদের অন্তরে কপটতা রইল আল্লাহ্র সহিত ওদের সাক্ষাৎদিবস পর্যন্ত, কারণ ওরা আল্লাহ্র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং ওরা ছিল মিথ্যাচারী। ৭৮. ওরা কি জানতনা যে ওদের অন্তরের গোপন কথা ও ওদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন? ৭৯. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্কা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ ওদের বিদ্রূপ করুন, ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৮০. তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা, তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না, এ এজন্য যে, ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১. রুকূ ।। ৮১. যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দলাভ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না'। বল,

'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম'। যদি তারা বুঝত! ৮২. অতএব তারা কিঞ্চিত হেসে নিল, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তারা প্রচুর কাঁদবে। ৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের নিকট ফেরৎ আনেন এবং ওরা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলবে, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, সুতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাক'। ৮৪. ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওর জানাযায় (শব ও শবাধারে) প্রার্থনা করার জন্য ওর কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না, ওরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় ওদের মৃত্যু হয়েছে। ৮৫. সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো ওর দ্বারাই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান, ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। ৮৬. 'আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম কর' এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন ওদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ্য আছে তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদের রেহাই দাও, যারাই বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব'। ৮৭. ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করে, ওদের অন্তর মোহর করা হয়েছে, ফলে ওরা বুঝতে পারে না। ৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিল তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেছে। ওদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং ওরাই সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ্ ওদের জন্য পস্তুত করেছেন জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটিই মহাসাফল্য।

১২. রুকূ ।। ৯০. মাক্কাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত উপস্থিত করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এল এবং যারা আল্লাহ্কে ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। ওদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবে। ৯১. আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকলে যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোন অপরাধ নেই। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নেই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯২. ওদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না', ওরা অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল। ৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল, আল্লাহ্ ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, তাই তো তারা জানতে পারে না।

১০ম পারা সমাপ্ত

১১শ পারা ।। য়্যা'তাযেরূনা এলায়কুম ইজা রাজা'তুম ইলায়হিম

৯৪. তোমরা ওদের নিকট ফিরে এলে ওরা তোমাদের নিকট অজুহাত উপস্থিত করবে। বল, 'অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদের কখনও বিশ্বাস করব না, আল্লাহ্ তোমাদের সংবাদ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। অতঃপর, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদের জানিয়ে দেবেন'। ৯৫. তোমরা ওদের নিকট ফিরে এলে যাতে তোমরা ওদের উপেক্ষা কর এ উদ্দেশ্যে ওরা আল্লাহ্র শপথ করবে। সুতরাং তোমরা ওদের উপেক্ষা করবে, নিশ্চয়ই ওরা ঘৃণ্য। এবং ওদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম ওদের আবাসস্থল। ৯৬. ওরা তোমাদের নিকট শপথ করবে এ জন্যে যে যাতে তোমরা ওদের প্রতি তুষ্ট হও, তোমরা ওদের প্রতি তুষ্ট হলেও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। ৯৭. অবিশ্বাস ও কপটতায় মাক্কাবাসীগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার জ্ঞানলাভ না করার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯৮. মাক্কাবাসীগণের কেউ কেউ যা তারা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদেরই হোক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৯৯. মাক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই তা ওদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। আল্লাহ্ সত্ত্বর ওদের নিজ করুণাগ্রাহী করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. রুকূ ।। ১০০. মুহাজির[৭৩] ও আনসারদের[৭৪] মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ মহাসাফল্য। ১০১. মাক্কাবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের কেউ কেউ এবং মাদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিক (কপট), ওরা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি ওদের জান না, আমি ওদের জানি। আমি ওদের দুবার শাস্তি দেব ও পরে ওরা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ১০২. আর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক সৎকর্মের সাথে অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্ হয়ত ওদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৩. ওদের সম্পদ হতে সাদকাহ (দান) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি ওদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি ওদের আশীর্বাদ করবে। নিশ্চয়ই, তোমার আশীর্বাদ ওদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১০৪. ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তাওবা (অনুশোচনা) গ্রহণ করেন এবং সাদকাহ (দান) গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু? ১০৫. এবং বল, 'তোমরা কাজ কর, আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণও করবে এবং তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা

তোমাদের জানিয়ে দেবেন।' ১০৬. এবং অন্য একদল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল—আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন তাঁর এ আদেশের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০৭. এবং যারা ক্ষতি করার জন্যে, বিদ্রোহভাবে, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের গোপন ঘাঁটিস্বরূপ (একটি নতুন) মাসজিদ নির্মান করেছে[৭৪(ক)]—তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি, আল্লাহ্ সাক্ষী, নিশ্চয়ই ওরা মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি (নামাযের) জন্য এতে কখনও দাঁড়িয়ো না, যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য স্থাপিত হয়েছে ওতেই নামাযের জন্য দাঁড়ানো তোমার জন্য সমুচিত। ওতে, পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন। ১০৯. যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে পতন-প্রায় ধ্বসের কিনারায়, এবং যা (গৃহ) ওকে সহ (পতনোন্মুখ ধ্বস সহ) জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ্ অনাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ১১০. ওদের গৃহ যা ওরা নির্মাণ করেছে তা ওদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে—যে পর্যন্ত না ওদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৪. রুকূ ।। ১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশ্তের মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়। বস্তুত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং ঐটিই মহাসাফল্য। ১১২. ওরা তাওবা (অনুতাপ) করে উপাসনা করে, আল্লাহ্র প্রশংসা করে, রোযাব্রত পালন করে, রুকূ ও সাজদাহ্ করে, সৎকর্মের নির্দেশ দেয়, অসৎকর্ম নিষেধ করে এবং আল্লাহ্র সীমারেখা সংরক্ষণ করে। (হে মুহাম্মাদ) তুমি (এ সকল) বিশ্বাসীদের শুভ সংবাদ দাও। ১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ওরা জাহান্নামবাসী। ১১৪. ইব্রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ক্ষমা প্রদর্শন) তাকে (ইব্রাহীমকে) দেওয়া আল্লাহ্র একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল, অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল। ১১৫. আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য নন—যে পর্যন্ত না ওদের কি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এ ওদের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। ১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই নাবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হলেন যারা সঙ্কটকালে তার (মুহাম্মাদের) অনুগমন করেছিল এমন কি যখন তাদের এক দলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ওদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ১১৮. এবং তিনি অপর

তিনজনকেও (হাযরাত কাব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রা) ক্ষমা করলেন যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা (পৃথিবী) সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই— পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হলেন যাতে তারা তাওবা করে (অনুতাপ করে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ ।। ১১৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ১২০. আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়া এবং তার (মুহাম্মাদ) জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মাদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মাক্কাবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং অবিশ্বাসীদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা আর শত্রুদের নিকট হতে কিছু লাভ করা তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ১২১. তারা ছোট বড় যা কিছু ব্যয় করে এবং কোন প্রান্তর অতিক্রম করে চলে তাও তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়—যাতে তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার আল্লাহ্ তাদের দিতে পারেন। ১২২. এবং বিশ্বাসীদের সকলের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হোক, (অবশিষ্টরা) ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে এসে যাতে (তারা) আত্মরক্ষা করে চলে, সেজন্য স্বজাতিকে সতর্ক করুক।

১৬. রুকূ ।। ১২৩. হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সাবধানীদের সাথে আছেন। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ১২৪. এবং যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এ তোমাদের মধ্যে কার বিশ্বাস বৃদ্ধি করল'? যারা বিশ্বাসী এতো তাদেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। ১২৫. এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এ তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটে। ১২৬. তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর দু-একবার বিপর্যস্ত হয়? এর পরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। ১২৭. আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে), 'তোমাদের কেউ লক্ষ্য করছ কি?' অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। ১২৮. তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট অবশ্যই এক রাসূল এসেছে তোমাদের কষ্টভোগ তার পক্ষে দুঃসহ। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। ১২৯. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের (সৃষ্টির বিষয়-বিষয়াদির পরিচালন কেন্দ্রের) অধিপতি।

দ্বিতীয় মঞ্জিল সমাপ্ত

১০. সূরা ইউনুস

১১ রুকূ ।। ১০৯ আয়াত ।। ১৮৬১ শব্দ ।। ৭৭৩৩ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মানুষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ (সা), কর্মফলে বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, অংশীবাদীদের স্বরূপ, সমগ্র মানব এক জাতি, সীমালংঘন ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না, অদৃষ্ট, সাধুসজ্জন ব্যক্তির ভয় ও চিন্তা, আল্লাহ্‌র পুত্র গ্রহণ প্রভৃতি; হাযরাত নূহ্ (আ), হাযরাত মূসা (আ) এর ঘটনাবলী; হাযরাত মূসার সগোত্র মিশর ত্যাগ, ইস্রাঈলীদের বিবরণ, ফেরাউন ও তার পরিণাম। ইউনুস গোত্র, সকলেই বিশ্বাসী হত, জোর করো না, অপেক্ষা কর, ইসলাম ধর্ম, এ ধর্মে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম্-রা। এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। ২. মানুষের জন্য একি আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর'। ৩. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছ' দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর উপাসনা কর। তোমরা কি অনুধাবণ করবে না? ৪. তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য! সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুণরাবর্তন ঘটান—যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যশীল তাদের ন্যায় বিচারের সাথে কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যারা অবিশ্বাসী তারা অবিশ্বাস করত বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। ৫. তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং ওর তিথি নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ্ এ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। ৬. দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৭. যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না ও পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং ওতেই নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবহিত; ৮. তাদের কৃতকর্মের জন্য আগুনেই (জাহান্নামে) তাদের আবাস। ৯. যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের পথ নির্দেশ করবেন। সুখদায়ক উদ্যানে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। ১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম (শান্তি কামনা করা) এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে 'প্রশংসা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য!

২. রুকূ।। ১১. আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেভাবে তারা তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায়—তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না আমি তাদের অবাধ্যতার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিই। ১২. এবং মানুষকে

কু.শা.-৯

যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তার আগের পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেইনি। যারা অপচয় করে তাদের কর্ম তাদের নিকট এভাবে শোভন প্রতীয়মান হয়। ১৩. তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠিকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. অতঃপর তোমরা কি কর তা দেখার জন্য আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছি। ১৫. যখন আমার বাক্য, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না, তারা বলে, 'এ ছাড়া অন্য এক কুরআন আনো অথবা একে বদলাও'। বল, 'নিজে থেকে এ বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করি'। ১৬. বল, 'আল্লাহ্‌র সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমি তোমাদের কাছে এ (কুরআন) পাঠ করতাম না। এবং তিনি তোমাদের এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?' ১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয়ই, অপরাধীগণ সফলকাম হয় না। ১৮. ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না, উপকারও করে না। (এই অন্যায় কাজের কৈফিয়ৎ হিসেবে) ওরা বলে, 'এগুলি আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র'। এবং তারা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে। ১৯. মানুষ ছিল এক জাতি[৭৫], পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত। ২০. ওরা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোন (আশ্চর্যজনক) নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন'? বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

৩. রুকূ।। ২১. এবং আমি মানুষকে, তাদের দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর, অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বল, 'আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তিদানে আরও তৎপর।' তোমরা যে বিদ্রূপ কর তা আমার ফিরিশ্‌তাগণ লিখে রাখে। ২২. তিনি তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান, এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলি (নৌকাগুলি) আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে এবং তারা (আরোহীগণ) ওতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলি (যখন) বাত্যাহত এবং চতুর্দিক হতে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ডেকে বলে, 'তুমি এ হতে আমাদের ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ২৩. অতঃপর তিনি যখনই তাদের বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা দেশে অন্যায়ভাবে দৌরাত্ম করতে থাকে। 'হে মানুষ! তোমাদের দৌরাত্ম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে, পার্থিব জীবনের সুখভোগ

করে নাও, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমরা যা করতে (তা) তোমাদের জানিয়ে দেব'। ২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘণ সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং ওর অধিকারীগণ মনে করে এ তাদের আয়ত্তাধীন তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন ইতিপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি। ২৫. আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। ২৬. যারা মঙ্গল কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো কিছু। কালিমা ও হীনতা ওদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। ওরাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে। ২৭. যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদের হীনতা আচ্ছন্ন করবে, আল্লাহ্‌র (নিকট) থেকে ওদের কোন রক্ষাকারী নেই। ওদের মুখমণ্ডল যেন অন্ধকার নিশীথের আস্তরণে আচ্ছাদিত। ওরা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে। ২৮. এবং যেদিন আমি ওদের সকলকে একত্রিত করে যারা অংশীবাদী তাদের বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাকে অংশী করেছিলে তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর', আমি ওদের পরস্পর হতে পৃথক করে দেব এবং ওরা যাদের অংশী করেছিল তারা তখন বলবে, 'তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। ২৯. আল্লাহ্‌ই আমাদের ও তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতে এ বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম'। ৩০. সেদিন তাদের প্রত্যেকে তাদের পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ফিরিয়ে আনা হবে আর তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের নিকট থেকে অন্তর্নিহিত হবে। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৪. রুকূ।। ৩১. বল, 'কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত হতে জীবিত নির্গত করে এবং সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে'? তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না'? ৩২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক, সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ? ৩৩. এভাবে সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে 'তারা বিশ্বাস করবে না' তোমার প্রতিপালকের এ বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ৩৪. বল, 'তোমরা যাদের অংশী কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে, সৃষ্টিকে সৃজন করতে পারে এবং পুণরায় তাকে জীবিত করতে পারে'? বল, 'আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুণরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্যবিচ্যুত হচ্ছ'? ৩৫. বল, 'তোমরা যাদের অংশী কর তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে'? বল, 'আল্লাহ্‌ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন'। তিনি অনুসরণের অধিকতর অধিকারী। তিনি যাকে পথ দেখান না সে পথ পায় না। তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক? ৩৬. ওদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। ওরা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ৩৭. এ কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও রচনা নয়, পক্ষান্তরে এ (কুরআন)

, এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থন এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ৩৮. তারা কি বলে 'সে (হাযরাত মুহাম্মাদ) এ রচনা করেছে'? বল, 'তবে তোমরা এর অণুরূপ এক সূরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর'। ৩৯. কিন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর ব্যাখ্যা ওদের বোধগম্য হয়নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল। সুতরাং দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কি হয়েছে! ৪০. ওদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

৫. রুকূ।। ৪১. এবং তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বল, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নই'। ৪২. ওদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি তারা না বুঝলেও বধিরকে শোনাবে? ৪৩. ওদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে—তারা না দেখলেও—পথ দেখাবে? ৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না। বস্তুত মানুষ নিজেদের প্রতিই জুলুম করে থাকে। ৪৫. এবং যেদিন তিনি ওদের একত্রিত করবেন সেদিন (ওদের মনে হবে) যে, ওদের অবস্থিতি দিনের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, ওরা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না। ৪৬. আমি ওদের যে ভীতি প্রদর্শন করেছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করেই দিই, ওদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট এবং ওরা যা করে আল্লাহ্ তার সাক্ষী। ৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে একজন রাসূল এবং যখন ওদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা হয়েছে এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হয়নি। ৪৮. এবং ওরা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে বল), 'এ ভীতি প্রদর্শন কবে ফলবে'! ৪৯. বল, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের ওপর আমার কোন অধিকার নেই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। ৫০. বল, 'তোমরা আমাকে বল, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা তাকে কি ত্বরান্বিত করতে চায়'? ৫১. তোমরা কি এ ঘটার পর এ বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করলে? তোমরা তো এটিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে! ৫২. পরে অত্যাচারীদের বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, তোমরা যা করতে তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে'। ৫৩. এবং ওরা তোমার নিকট জানতে চায় 'এ কি সত্য?' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, এ অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা (এ) ব্যর্থ করতে পারবে না'।

৬. রুকূ।। ৫৪. প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তার হলে সে ঐগুলি (সম্পদসমূহ) মুক্তির বিনিময়ে দিত এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে মনের অনুতাপ মনেই রাখত। ওদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সাথে করা হবে এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ৫৫. মনে রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎবাণী

(ওয়াদা) সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অবগত নয়। ৫৬. তিনিই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া এসেছে। ৫৮. বল, 'এটি আল্লাহ্‌র দয়ায় তাঁর অনুগ্রহে, সুতরাং এতে ওরা আনন্দিত হোক'। এটি ওরা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়। ৫৯. বল, 'তোমরা আমাকে বল—আল্লাহ্ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করেছ আল্লাহ্ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন; না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ'? ৬০. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা? নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু ওদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৭. রুকূ।। ৬১. তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি সে সম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, যখন তোমরা ওতে প্রবৃত্ত হও আমি তোমাদের পরিদর্শক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং এ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে নেই। ৬২. জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৬৩. যারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, ৬৪. তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে সুসংবাদ আছে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটিই মহাসাফল্য। ৬৫. ওদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই, সম্মান আল্লাহ্‌র, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬৬. জেনে রাখ! যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অংশী করে, তাদের (যাদের আল্লাহ্ বলে মনে করে) ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে। ৬৭. তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দেখার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। ৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? ৬৯. বল, 'যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।' ৭০. পৃথিবীতে (ওদের জন্য কিছু সুখ-সম্ভোগ আছে, পরে আমারই নিকট হবে) ওদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর অবিশ্বাসহেতু ওদের আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৮. রুকূ।। ৭১. ওদের নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে, আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদের অংশী করেছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করে ফেল এবং আমাকে অবসর দিয়ো না। ৭২. তারপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদের নিকট আমি কোন

শ্রমফল প্রার্থনা করিনি, আমার শ্রমফল আল্লাহ্‌র নিকট আছে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদেব অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি'। ৭৩. অতঃপর ওরা তাকে (হাযরাত নূহকে) মিথ্যাবাদী বলে, তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করি এবং তাদের প্রতিনিধি করি ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? ৭৪. অনন্তর, তারপরে আমি রাসূলদের তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি, তারা ওদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ্ এসেছিল। কিন্তু ওরা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের হৃদয় শীলমোহর করেছি। ৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ্ মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু ওরা অহংকার করে এবং ওরা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। ৭৬. অতঃপর যখন ওদের কাছে আমার নিকট হতে সত্য এল তখন ওরা বলল, 'এ-তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু'। ৭৭. মূসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের নিকট এল তখন সে সম্পর্কে তোমরা কেন এরূপ বলছ? একি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না'। ৭৮. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তুমি কি তা হতে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ? এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের (হাযরাত মূসা আ ও তাঁর ভ্রাতা হাযরাত হারুণ) প্রতিপত্তি হয় এ জন্যে? আমরা তোমাদের দুজনের বিশ্বাসী নই।' ৭৯. ফেরাউন বলল, 'তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে এসো!' ৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা এল তখন মূসা ওদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার কর।' ৮১. যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা এনেছ তা যাদু, আল্লাহ্ ওটিকে অসার করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না'। ৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৯. রুকূ।। ৮৩. ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশঙ্কা নিয়ে তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী ও ন্যায়লঙঘনকারী ছিল। ৮৪. মূসা বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।' ৮৫. অতঃপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়ণের পাত্র করো না। ৮৬. এবং আমাদের তোমার অনুগ্রহে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।' ৮৭. আমি মূসা ও তার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করলাম, 'মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহস্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলিকে উপাসনা-গৃহ কর, নামায পড় এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।' ৮৮. মূসা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যা দিয়ে, হে আমাদের প্রতিপালক! ওরা (মানুষকে) তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় মোহর করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।' ৮৯. তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গৃহীত হল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।' ৯০. আমি বনি-ইস্রাঈলকে

সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ-পরবশ হয়ে ও ন্যায়ের সীমালঙঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনি-ইস্রাঈল যাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। ৯১. এখন এ কথা বলছ! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ৯২. আজ আমি তোমার দেহ চড়াভূমিতে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।

১০. রুকূ।। ৯৩. আমি বনি-ইস্রাঈলকে উৎকৃষ্ট (কল্যাণজনক ও সবদিক দিয়ে উপযোগী) আবাসভূমিতে বসবাস করালাম এবং আমি ওদের উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর ওদের নিকট জ্ঞান এলে ওরা বিভেদ সৃষ্টি করল। ওরা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক শেষ বিচারের দিনে তার বিচার করবেন। ৯৪. আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি ওতে যদি তুমি সন্দিগ্ধ চিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের গ্রন্থ যারা পাঠ করে তাদের জিজ্ঞাসা কর। তোমার নিকট সত্যই এসেছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধ চিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৯৫. এবং তুমি কখনও যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না—হলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৯৬. নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না, ৯৭. এমন কি, ওদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও—যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ৯৮. ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী ছিল না যারা বিশ্বাস করেছিল এবং তাদের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। তারা (হাযরাত ইউনুস) যখন বিশ্বাস করল তখন আমি তাদের পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। ৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই বিশ্বাস করত। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? ১০০. আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা (ঈমান আনা) কারও সাধ্য নেই এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদের কলুষলিপ্ত করেন। ১০১. বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর'। নিদর্শনাবলী ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না। ১০২. ওরা ওদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি'। ১০৩. পরিশেষে, আমি আমার রাসূলদের উদ্ধার করি এবং এভাবে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদের উদ্ধার করা।

১১. রুকূ।। ১০৪. বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার ধর্মের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে (জেনে রাখ), তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না, কিন্তু আমি উপাসনা করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি'। ১০৫. এবং তিনি বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১০৬. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ এ করলে তখন তুমি

সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১০৭. এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এ মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ১০৮. বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো তা করে নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।' ১০৯. তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র বিধান আসে এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

১১. সূরা হুদ

১০ রুকূ ।। ১২৩ আয়াত ।। ১৯৩৬ শব্দ ।। ৭৯২৪ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ জীবিকা আল্লাহ্‌র হাতে, মহাপ্রলয়, গর্ব ও তার কুফল, হাযরাত নূহের উপদেশ, নূহের নৌকা প্রস্তুতকরণ, মহা জলপ্লাবন, জুদী পাহাড়, হাযরাত হুদ (আ) ও আদ জাতি; হাযরাত সালেহ (আ) ও সামূদ গোত্র, হাযরাত ইব্রাহীম (আ), ফিরিশ্‌তা, লূতের সম্প্রদায়, শোয়াইব্ (আ) ও মাদিয়ানবাসিগণ, ঠিক ঠিক ওজন-মাপ দানের নির্দেশ, সাধু ও অসাধু, হাযরাত মূসা (আ) ও তাওরাত, নামায ও নামাযের সময় নির্ণয়, ধৈর্যের অবলম্বন নামায, অন্যান্য উপদেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা—যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ—এ গ্রন্থ তাঁর নিকট হতে (এসেছে), এর বাক্যসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে ও পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, ২. তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করবে না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহক। ৩. (আরও বলা হয়েছে) যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট কাজের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করি। ৪. আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৫. সাবধান! ওরা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য ওদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। সাবধান! ওরা যখন ওদের অভিসন্ধি গোপন করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তা জানেন, অন্তরে যা আছে তা তিনি সবিশেষ অবহিত।

১১শ পারা সমাপ্ত

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই, তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই আছে। ৭. যখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। 'মৃত্যুর পর তোমরা পুণরুত্থিত হবে' তুমি এ বললেই অবিশ্বাসীরা নিশ্চয়ই বলবে, 'এ তো (কুরআন) স্পষ্টত অলীক কল্পনা'। ৮. নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য আমি যদি ওদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'কিসে এ নিবারণ করছে'? সাবধান! যেদিন ওদের নিকট এ (শাস্তি) আসবে সেদিন ওদের নিকট হতে তা ফিরবে না এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা ওদের পরিবেষ্টন করবে।

২. রুকূ।। ৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অণুগ্রহের আস্বাদ করাই ও পরে তা হতে ওকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। ১০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ করাই তখন সে বলেই থাকে, 'আমার বিপদ-আপদ কেটে গিয়েছে' আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী। ১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১২. 'তার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন' অথবা 'তার সাথে ফিরিশ্তা আসে না কেন'?—ওরা তোমার সম্বন্ধে যখন এ কথা বলে (তখন) তুমি যেন তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করো না এবং এজন্য ব্যথিত হয়ো না। তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ের দায়িত্বভার নিয়েছেন। ১৩. তারা কি বলে, 'সে (হাযরাত মুহাম্মাদ) এটি রচনা করেছে'? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর।' ১৪. যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ এ আল্লাহ্রই নিকট হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না? ১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ১৬. ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন (জাহান্নাম) ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক। ১৭. যারা কেবল পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তারা কি ওদের সমতুল্য যারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে (কুরআনে) প্রতিষ্ঠিত, যারা (কুরআনের) অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী (হাযরাত মুহাম্মাদ) এবং যারা পূর্ব সাক্ষী মূসার গ্রন্থ, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? ওরাই এতে (কুরআনে) বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে অগ্নিই (জাহান্নাম) তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে সন্দিগ্ধ হয়ো না। এ তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না। ১৮. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? ওদের প্রতিপালকের সম্মুখে ওদের উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল'। সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। ১৯. যারা আল্লাহ্র পথে

বাধা দেয় এবং ওতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে এরাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে। ২০. ওরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের অপর কোন অভিভাবকও নেই, ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। ওদের শোনবার সামর্থ্য ছিল না এবং ওরা দেখত না। ২১. ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করল এবং যা ওদের কল্পনাপ্রসূত ছিল তা ওদের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। ২২. নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে (আখিরাতে) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৩. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। ২৪. দল দুটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্নের উপমা, তুলনায় দুটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

৩. রুকূ।। ২৫. এবং নিশ্চয়ই নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল), 'আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। ২৬. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর উপাসনা না কর, আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিনের শাস্তি আশঙ্কা করি'। ২৭. তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিল অবিশ্বাসী, তারা বলল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মতই মানুষ দেখছি, আমরা তো দেখছি যারা, আমাদের মধ্যে অধম তারাই অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না বরং আমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।' ২৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা এ অপছন্দ কর? ২৯. হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ চাই না। আমার শ্রমফল আল্লাহ্‌র নিকট আছে এবং বিশ্বাসীগণকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়, তবে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। ৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দিই তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ৩১. আমি তোমাদের বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নই, এবং আমি এ কথাও বলি না যে আমি ফিরিশ্‌তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ্ তাদের কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (এরূপ বললে) আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।' ৩২. তারা বলল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতণ্ডা করেছ, তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিতণ্ডা করেছ, সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' ৩৩. সে বলল, 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ই তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। ৩৪. আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট আমরা প্রত্যাবর্তন করব।' ৩৫. তারা কি বলে যে, সে রচনা করেছে? বল, 'আমি যদি এ রচনা করে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।'

৪. রুকূ।। ৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, 'যারা বিশ্বাস করেছে তারা ব্যতীত তোমাব সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না। ৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোল না। নিশ্চয়ই, তারা নিমজ্জিত হবে।' ৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত। সে বলত—'তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করছ। ৩৯. এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসবে ও স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।' ৪০. অবশেষে আমার আদেশ এলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হল। আমি বললাম, 'এতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া উঠিয়ে নাও (এবং) যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল। ৪১. সে বলল, 'এতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৪২. পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এ (নৌকা) তাদের নিয়ে বয়ে চলল, নূহ, তার পুত্রকে (যে ওদের থেকে পৃথক ছিল), আহ্বান করে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।' ৪৩. সে (নূহের পুত্র 'কেনান') বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন হতে রক্ষা করবে।' সে (হাযরাত নূহ আ) বলল, 'আজ আল্লাহ্‌র বিধান হতে রক্ষা করার কেউই নেই, (রক্ষা পাবে) সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' এর পর তরঙ্গ ওদের বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে (নূহের পুত্র) নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৪৪. এরপর বলা হল, (অর্থাৎ আল্লাহ্ বললেন), 'হে পৃথিবী! তুমি আমার পানি শোষণ করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও'। এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং কার্য সমাপ্ত হল, নৌকা জূদী[৭৬] পর্বতের উপর স্থির হল এবং বলা হল—ধ্বংসই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৪৫. নূহ্ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক'। ৪৬. তিনি বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' ৪৭. সে (হাযরাত নূহ আ) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এজন্য আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৪৮. বলা হল, (অর্থাৎ আল্লাহ্ বললেন), 'হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ ও তোমার প্রতি এবং যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ, অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি ওদের স্পর্শ করবে। ৪৯. এ সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে (হাযরাত মুহাম্মাদকে) ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ-পরিণাম সাবধানীদেরই জন্য'।

৫. রুকূ।। ৫০. এবং আদ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। ৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট শ্রমফল কামনা করি না। আমার শ্রমফল আছে তাঁরই নিকট, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? ৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের আরও শক্তি দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' ৫৩. ওরা বলল, 'হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আননি, তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। ৫৪. আমরা তো এ বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' সে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, আমি তা হতে নির্লিপ্ত। ৫৫. আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। ৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপর, এমন কোন জীবজন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। ৫৭. অতঃপর, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে পৃথক কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুরই রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' ৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি হুদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার অনুগ্রহে ক্ষমা করলাম এবং তাদের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করলাম। ৫৯. এ আ'দ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল। এবং তাঁর রাসূলগণকে (প্রেরিত পুরুষ) অমান্য করেছিল এবং ওরা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। ৬০. এ পৃথিবীতে ওদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং ওরা শেষ বিচারের দিনেও (অভিশাপগ্রস্ত হবে)। জেনে রাখ, আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল হুদের সম্প্রদায় আ'দের পরিণাম।

৬. রুকূ।। ৬১. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওতেই তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চই আমার প্রতিপালক নিকটেই (আছেন)। তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।' ৬২. তারা বলল, 'হে সালেহ্! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত তুমি কি তাদের উপাসনা করতে আমাদের নিষেধ করছ? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান করছ।' ৬৩. সে (সালেহ্) বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি। সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ। ৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও, একে কোন ক্লেশ দিয়ো না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।' ৬৫. কিন্তু ওরা ওটিকেই বধ করল। অতঃপর সে বলল, 'তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হওয়ার নয়।' ৬৬. এবং যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি সালেহ্ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের আমার অনুগ্রহে সেদিনের লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৬৭. অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদের আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, ৬৮. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাস করেনি। জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

৭. রুকূ।। ৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট এল, তারা বলল, 'সালাম' (শান্তি)। সেও বলল, 'সালাম' (শান্তি)। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে এল। ৭০. সে যখন দেখল তারা (ফিরিশ্‌তা) ওর দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন তাদের অবাঞ্ছিত মনে করল (সন্দিগ্ধ হল) এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' ৭১. তখন তার স্ত্রী (বিবি সারা) দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। অতঃপর আমি তাকে ইস্‌হাকের ও ইস্‌হাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। ৭২. সে বলল, 'কি আশ্চর্য! সন্তানের আমি জননী হব যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ, অবশ্যই এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।' ৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কাজে বিস্ময়বোধ করছ? হে নাবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'। ৭৪. অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার নিকট সুসংবাদ এল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। ৭৫. ইব্রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী। ৭৬. 'হে ইব্রাহীম! এ হতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে, নিশ্চয়ই ওদের প্রতি এক অনিবার্য শাস্তি আসবে'। ৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট এল তখন তাদের আগমণে সে (লূত) বিষণ্ণ হল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, 'এ নিদারুন দিন।' ৭৮. তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল, এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই'? ৭৯. তারা বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমার কন্যাগণের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা তুমি ভালভাবেই জান।' ৮০. সে বলল, 'হায়! তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী দলের।' ৮১. তারা বলল,

'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফিরিশ্‌তা। ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে চেয়ো না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না, ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত ওদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়'? ৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ এল তখন আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের ওপর ক্রমাগত কাঁকর বর্ষণ করলাম। ৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এ স্থান (নগরগুলি) সীমালংঘনকারীদের হতে দূরে নয়। **(পারার অর্ধাংশ)।**

৮. রুকূ।। ৮৪. মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইব্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদের সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। ৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। ৮৬. যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌র অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই'। ৮৭. ওরা বলল, 'হে শোয়াইব! তোমার প্রার্থনা কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করত আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধনসম্পদ সম্পর্কে যা খুশি করতে পারব না? নিশ্চয়ই তুমি সহিষ্ণু সদাচারী'। ৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকপ্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট হতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব? আমি তোমাদের যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে, আমি তঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। ৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতানৈক্য যেন কিছুতেই তোমাদের এমন আচরণ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ শাস্তি আপতিত হবে, যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, আর হুদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহ্‌র সম্প্রদায়ের উপর, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হতে দূরে নয়। ৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।' ৯১. ওরা বলল, 'হে শোয়াইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝিনা এবং আমরা অবশ্য আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আমাদের চেয়ে তুমি শক্তিশালী নও।' ৯২. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই তা পরিবেষ্টন করে আছেন। ৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছ এবং করে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

৯৪. যখন আমার নির্দেশ এল তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেব আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদের আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, ৯৫. যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করেনি। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়।

৯. রুকূ।। ৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম, ৯৭. ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু ওরা ফেরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করত এবং ফেরাউনের কার্যকলাপ ঠিক ছিল না। ৯৮. সে কিয়ামাতের দিনে (শেষ বিচারের দিনে) তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে ওদের নিয়ে অগ্নিতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! ৯৯. এ পৃথিবীতে ওদের অভিশাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কিয়ামাতের দিনেও ওরা অভিশাপগ্রস্ত হবে। ওরা যে পুরস্কার লাভ করবে তা কত নিকৃষ্ট। ১০০. এ জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ঐগুলির মধ্যে কিছু এখনও বিদ্যমান এবং কিছু নির্মূল হয়েছে। ১০১. আমি ওদের প্রতি জুলুম (অত্যাচার) করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান এল তখন ওদের উপাস্যসমূহ, আল্লাহ্ ব্যতীত ওরা যাদের উপাসনা করত তারা, ওদের কোন কাজে লাগল না। ধ্বংস ব্যতীত ওদের অন্য কিছু বৃদ্ধি পেল না। ১০২. এরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত। তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা সীমালংঘন করে থাকে। তাঁর আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন। ১০৩. যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে নিশ্চয়ই এতে তার জন্য নিদর্শন আছে। এ সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, এ সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। ১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা (সেদিন কিয়ামাত) স্থগিত রাখব। ১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না। ওদের মধ্যে অনেকে হবে হতভাগ্য ও অনেকে হবে ভাগ্যবান। ১০৬. অতঃপর যারা হতভাগ্য তারা অগ্নিতে (জাহান্নামে) থাকবে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চীৎকার ও আর্তনাদ। ১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন। ১০৮. এবং যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ১০৯. সুতরাং ওরা যাদের উপাসনা করে তাদের সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হয়ো না, পূর্বে ওদের পিতৃপুরুষেরা যাদের উপাসনা করত ওরা তাদের উপাসনা করে। আমি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য (আযাব) তাদের পুরোপুরি দেব—কিছুমাত্র কম দেব না।

১০. রুকূ।। ১১০. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। ১১১. যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ওদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। ওরা যা করে নিশ্চয়ই তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১১২. সুতরাং তুমি ও তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করছে তারা—তুমি যেভাবে আদিষ্ট

হয়েছ তাতে স্থির থাকো এবং সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই তিনি তার দ্রষ্টা। ১১৩. যারা সীমালংঘন করেছে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড় না—পড়লে, অগ্নি(জাহান্নাম) তোমাদের স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না। ১১৪. নামায যথাযথভাবে পড়বে দিনের দু'প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম (কুচিন্তা)-কে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ। ১১৫. তুমি ধৈর্য ধারণ কর—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ১১৬. তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাদের রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করত এবং ওরা ছিল অপরাধী। ১১৭. অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়, যখন ওর অধিবাসীরা আপোষ-মীমাংসাকারী। ১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। ১১৯. তবে তোমার প্রতিপালক যাদের দয়া করেন তারা নয় এবং তিনি ওদের এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই। ১২০. রাসূলদের সকল বৃত্তান্ত, যা দিয়ে আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, তোমার নিকট বর্ণনা করছি। এর মাধ্যমে তোমার নিকট সত্য এসেছে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী। ১২১. এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের বল, 'তোমরা যেমন করছ করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। ১২২. এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করছি'। ১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের (জ্ঞান) আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

১২. সূরা ইউসুফ

১২ রুকূ ।। ১১১ আয়াত ।। ১৮০৮ শব্দ ।। ৭৪১১ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** হাযরাত ইউসুফ (আ) ও তাঁর স্বপ্ন, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ ও বিক্রয়, যুলেখার চক্রান্ত ও বিচার, জেলে দুজন সাথীর স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণন, মিশর রাজের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণন, ইউসুফের মন্ত্রীত্ব লাভ, খাদ্য-সংগ্রহে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মিশর আগমণ, বিন্‌য়ামীন ইউসুফের সহোদর ভাই, বিন্‌য়ামীনকে নিয়ে আসার জন্য ইউসুফের নির্দেশ, ইউসুফের পিতা হাযরাত ইয়াকুব (আ) কর্তৃক পুত্রদের অঙ্গীকার গ্রহণ এবং মিশরে প্রবেশ সংক্রান্ত উপদেশ, বিন্‌য়ামীন ইউসুফ-দরবারে। ইউসুফের কৌশল, বিন্‌য়ামীন আটক, ভ্রাতৃবৃন্দের ব্যর্থ অনুনয়, সংবাদ শ্রবণে ইয়াকুবের ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা, ইউসুফ এবং বিন্‌য়ামীনের সন্ধান নিমিত্ত পুত্রদের প্রতি নির্দেশ, ইউসুফ-

দরবারে ভ্রাতৃবৃন্দের পুনঃপ্রবেশ, ইউসুফের আত্ম-প্রকাশ, পিতাকে মিশরে নিয়ে আসার জন্য ভাইদের প্রতি নির্দেশ, ইউসুফের জামা স্পর্শে হাযরাত ইয়াকুবের দৃষ্টিশক্তি লাভ, মিশর যাত্রা, পিতা-পুত্রের পুণর্মিলন, ভাইদের অনুতাপ, ইউসুফ কর্তৃক ভাইদের মঙ্গলকামনা, হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) পথ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত (বাক্য)। ২. নিশ্চয়ই কুরআন, এটি আমি আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৩. ওহীর (প্রেরিত ফিরিশতা) মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন প্রেরণ করে আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এর পূর্বে অবশ্য তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। ৪. স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি—দেখেছি ওদের আমার প্রতি সাজদাবনত অবস্থায়।' ৫. সে বলল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের বর্ণনা করো না; করলে (তারা) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ৬. এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইস্‌হাকের প্রতি পূর্বে এ পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

২. রুকূ।। ৭. ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৮. স্মরণ কর, ওরা বলেছিল, 'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে অধিক—নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। ৯. ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।' ১০. ওদের মধ্যে একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা করো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও—তবে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' ১১. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদের বিশ্বাস করছ না কেন, যদিও আমরা তার শুভাকাঙ্খী? ১২. তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে। আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।' ১৩. সে বলল, 'এ আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' ১৪. ওরা বলল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হব।' ১৫. অতঃপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল তখন ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করল এবং আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি ওদের এ কাজের কথা অবশ্যই ওদের বলে দেবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না।' ১৬. ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পিতার নিকট এল। ১৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।' (পারার

তিন চতুর্থাংশ)। ১৮. ওরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত (লেপন করে) এনেছিল। সে বলল, 'না তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।' ১৯. এক যাত্রীদল এল, ওরা ওদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল, সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, 'কি সুখবর! এ যে এক কিশোর!' অতঃপর ওরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল, ওরা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। ২০. এবং ওরা তাকে স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে বিক্রয় করল। ওরা ছিল এতে নির্লোভ।

৩. রুকূ।। ২১. মিশরের যে ব্যক্তি (আযীয) ওকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে (যুলায়খা) বলল, 'সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা ওকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।' এবং এভাবে আমি ইউসুফকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ জানে না। ২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি। ২৩. সে (হাযরাত ইউসুফ আ) যে মহিলার গৃহে ছিল সে (ঐ স্ত্রীলোক) তা (ইউসুফ) হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো'। সে বলল, 'আমি আল্লাহ্র শরণ নিচ্ছি, তোমার স্বামী (আযীয) আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনক ভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালংঘনকারীগণ অবশ্যই সফলকাম হয় না'। ২৪. সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল অবশ্যই আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের অন্তর্ভুক্ত। ২৫. ওরা উভয়ে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হতে পারে'? ২৬. ইউসুফ বলল, 'সেই আমার কাছ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদিও ওর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। ২৭. কিন্তু ওর জামা যদি পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।' ২৮. গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল, 'এ তোমাদের (নারীদের) ছলনা, নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা ভীষণ। ২৯. হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে করো না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর—নিশ্চয়ই তুমি অপরাধী।'

৪. রুকূ।। ৩০. নগরে কিছু নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকর্ম কামনা করেছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে—নিশ্চয়ই আমরা তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখছি।' ৩১. সে (আযীযের স্ত্রী) যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন সে ওদের ডেকে পাঠাল, ওদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, ওদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, 'ওদের

সম্মুখে বের হও।' অতঃপর ওরা যখন তাকে দেখল তখন ওরা তার গরিমায় (রূপ-যৌবনে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশতা।' ৩২. সে বলল, 'এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করছ, আমি তো তা থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং নীচদের (লাঞ্ছিত) অন্তর্ভুক্ত হবে।' ৩৩. ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি ওদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' ৩৪. অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৫. নিদর্শনাবলী দেখার পর ওদের মনে হল যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

৫. রুকূ।। ৩৬. তার সাথে দুজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। ওদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙুর নিঙড়ে রস বার করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে। আমাদের তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও, আমরা তোমাকে পরোপকারী দেখছি।' ৩৭. ইউসুফ বলল, 'তোমাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদের বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি অবশ্যই তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। ৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইস্হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সাথে কোন বস্তুকে অংশী করা আমাদের কাজ নয়। এ আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ৩৯. হে কারাসঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্? ৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতকগুলি নামের উপাসনা করছ—যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা না করতে, এটিই সরল ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অবগত নয়। ৪১. হে কারাসঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং অপর জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে—যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাইছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।' ৪২. ইউসুফ ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো' কিন্তু শাইতান ওকে ওর প্রভুর নিকট. তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল, সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইল।

৬. রুকূ।। ৪৩. রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি স্থূলকায় গাভী, সাতটি শীর্ণকায় গাভী তাদের (স্থূলকায় গাভীদের) ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্নের সম্বন্ধে বিধান দাও।' ৪৪. ওরা বলল, 'এ অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা অর্থহীন স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।'

৪৫. দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার ইউসুফের কথা স্মরণ হল সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদের জানিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা আমাকে যেতে দাও।' ৪৬. সে বলল, 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওদের সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বিধান দাও, যাতে আমি রাজা ও সভাসদদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।' ৪৭. ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে ওর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দেবে। ৪৮. এবং এর পর আসবে সাতটি খরার বছর, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে। কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা রেখে দেবে, তা ব্যতীত। ৪৯. এবং এর পর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ভোগ বিলাস করবে।'

৭. রুকূ।। ৫০. রাজা বলল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো।' যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হল, তখন সে বলল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' ৫১. রাজা নারীদের বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল'? তারা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম। আমরা ওর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।' আযীযের স্ত্রী বলল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী।' ৫২. ইউসুফ বলল, 'এটা এ জন্য, যাতে আযীয জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বাসহন্তাদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

১২শ পারা সমাপ্ত

১৩শ পারা ।। ওয়ামা উবার্‌রীয়ো নাফ্‌সী ইন্নান্নাফ্‌সা লা আম্‌মারা

৫৩. সে বলল, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৫৪. রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি ওকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব।' অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে।' ৫৫. ইউসুফ বলল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ।' ৫৬. এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে সে-দেশে যথা ইচ্ছা বসবাস করত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। ৫৭. যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

৮. রুকূ।। ৫৮. ইউসুফের ভ্রাতাগণ এল এবং তার নিকট উপস্থিত হল। সে ওদের চিনল কিন্তু ওরা (ভ্রাতাগণ) তাকে (ইউসুফকে) চিনতে পারল না, ৫৯. এবং সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে (বিন্য়ামীন) নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম অতিথি-সেবক? ৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট না নিয়ে আস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন রসদ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।' ৬১. ওরা বলল, 'ওর বিষয়ে আমরা পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা এ নিশ্চয়ই করব।' ৬২. ইউসুফ তার ভৃত্যদের বলল, 'ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা ওদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও—যাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর ওরা বুঝতে পারে যে তা (পণ্যমূল্য) প্রত্যার্পন করা হয়েছে। তা হলে ওরা পুণরায় আসতে পারে। ৬৩. অতঃপর ওরা যখন ওদের পিতার নিকট ফিরে এল তখন ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করব'। ৬৪. সে বলল, 'আমি তোমাদের ওর সম্বন্ধে সেরূপই বিশ্বাস করব যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে ওর ভ্রাতা সম্বন্ধে তোমাদের করেছিলাম। আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' ৬৫. যখন ওরা ওদের মালপত্র খুলল তখন দেখতে পেল ওদের পণ্যমূল্য ওদের প্রত্যার্পন করা হয়েছে। ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এ আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদের প্রত্যার্পন করা হয়েছে, পুণরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যসামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনব, যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।' ৬৬. পিতা বলল, 'আমি ওকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না—যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, তোমরা ওকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়।' অতঃপর যখন ওরা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক।' ৬৭. সে বলল (ইয়াকুব), 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান

আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা অপরের উপর নির্ভর করে তাদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা।' ৬৮. এবং যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে এল না, কিন্তু ইয়াকুব যা সিদ্ধান্ত করেছিল তা ছিল তার নিজের ইচ্ছা এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অবগত নয়।

৯. রুকূ।। ৬৯. ওরা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হল তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল, 'আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং ওরা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।' ৭০. অতঃপর সে যখন ওদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে (ইউসুফ) তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে রাজার পানপাত্র রেখে দিল। তখন এক আহ্বায়ক চীৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।' ৭১. ওরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কি হারিয়েছ?' ৭২. তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দেবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর জামিন।' ৭৩. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নয়।' ৭৪. তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করেছে তার শাস্তি কি'? ৭৫. ওরা বলল, 'যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব!' এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। ৭৬. অতঃপর ইউসুফ তার সহোদরের মাল-পত্র তল্লাশির পূর্বে ওদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বার করা হল। এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার সহোদরকে সে দাস করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন। ৭৭. ওরা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং ওদের নিকট প্রকাশ করল না। সে মনে মনে বলল, 'তোমাদের অবস্থাতো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' ৭৮. ওরা বলল, 'হে আযীয, এর পিতা আছেন, যিনি অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।' ৭৯. সে বলল, 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।'

১০. রুকূ।। ৮০. যখন ওরা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন ওরা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল (ইয়াহুদা বা শামউন) সে বলল, 'তোমরা কি জান না যে তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে, সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৮১. তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের পিতা, তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। ৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম

ওর অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরও (জিজ্ঞাসা করুন)। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।' ৮৩. ইয়াকুব বলল, 'না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ, সুতরাং পূর্ব ধৈর্য-ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, হয়তো আল্লাহ্ ওদের এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' ৮৪. সে (ইয়াকুব) ওদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'আপসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। ৮৫. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না—যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।' ৮৬. সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না। ৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্‌র রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না।' ৮৮. যখন ওরা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন বলল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের দান করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।' ৮৯. ইউসুফ বলল, 'তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী'? ৯০. ওরা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলল, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সেই সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' ৯১. ওরা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।' ৯২. সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এ আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এবং তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো।'

১১. রুকূ।। ৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন (মিশর হতে) বেরিয়ে পড়ল তখন ওদের পিতা বলল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে আমি বলব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ৯৫. উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ। আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি যা তোমরা জান না'? ৯৭. ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা অবশ্যই অপরাধী।' ৯৮. সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।' ৯৯. অতঃপর ওরা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল, 'আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।' ১০০. এবং ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং ওরা সকলে তার প্রতি সাজদায় লুটিয়ে পড়ল, (সম্মান দেখাল)। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এটিই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের

ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করে এবং শাইতান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০১. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্যদান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।' ১০২. এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ—যা তোমাকে আমি ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করছি। ষড়যন্ত্রকালে যখন ওরা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি ওদের সঙ্গে ছিলে না। ১০৩. তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। ১০৪. এবং তুমি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না। এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত (আর কিছুই) নয়।

১২. রুকূ।। ১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তাঁরা এ সব দেখে কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন। ১০৬. তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর অংশী করে। ১০৭. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ? ১০৮. বল, 'এটিই আমার পথ ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি, আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে বিশ্বাসী, আল্লাহ্ মহিমান্বিত, এবং যারা আল্লাহ্‌র অংশী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।' ১০৯. তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম, অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা সাবধানী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়, তোমরা বোঝ না? ১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এল। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। ১১১. ওদের কাহিনীতে বোধ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। কুরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এ পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ (হেদায়াত) ও দয়া (রহমত)।

১৩. সূরা রা'দ

৬ রুকূ ।। ৪৩ আয়াত ।। ৮৬৩ শব্দ ।। ৩৬১৪ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র রহস্যের মাহাত্ম ও তাঁর নিদর্শন, দুষ্কর্মে মানুষের দ্রুততা, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং শাস্তি, হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) বিশ্বনাবী, আল্লাহ্‌র সর্বময় প্রভুত্ব এবং একাধিপত্য, বিশ্বাসীদের গুণাবলী ঃ অঙ্গীকার করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা, ধৈর্য, নামায, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান এবং তার মহাপুরস্কার, আত্মীয়তা রক্ষা না করা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ভয়ঙ্কর পরিণতি; অবিশ্বাসীদের ধৃষ্টতা,

আল্লাহ্‌র স্মরণই শান্তির উৎস, বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের পুরস্কার, অবিশ্বাসীদের উপহাস ও তার পরিণাম; জান্নাতের বর্ণনা, মহাপুরুষগণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন, অবিশ্বাসীদের উক্তি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম্‌-মীম্‌-রা, এগুলি কুরআনের আয়াত(বাক্য)। যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। ২. আল্লাহ্‌ই ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন—তোমরা এ দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। ৩. তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৪. ভূমির পরস্পর অংশ সংলগ্ন, ওতে আছে দ্রাক্ষা-কানন (আঙ্গুর বাগান), শস্য-ক্ষেত্র, একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা এক শির-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। ওদের একই পানি দেওয়া হয় এবং ফলের হিসাবে ওদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। ৫. যদি তুমি বিস্মিত হও—তবে বিস্ময়ের বিষয় ওদের কথা ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? ওরাই ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃঙ্খল। ওরাই অগ্নিবাসী (জাহান্নামবাসী) ও সেখানে ওরা স্থায়ী হবে। ৬. মঙ্গলের পরিবর্তে ওরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর। ৭. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ-প্রদর্শক আছে।

২. রুকূ।। ৮. স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যা আছে এবং জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। ৯. যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। ১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। ১১. মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, ওরা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্‌ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্‌ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত ওদের কোন অভিভাবক নেই। ১২. তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান— যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। ১৩. বজ্র-নির্ঘোষ ও ফিরিশ্‌তাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত

করেন, তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী। ১৪. আল্লাহ্ব প্রতি আহ্বানই বাস্তব। যারা তাঁকে ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে ওরা তাদের কোনই সাড়া দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার হস্তদ্বয় এমন পানির দিকে প্রসারিত করে যা তার মুখে পৌঁছাবার নয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান নিষ্ফল। ১৫. ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র প্রতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় সাজদায় অবনত থাকে। **(সাজদা ঃ২)**। ১৬. বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, '(তিনি) আল্লাহ্'। বল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কি তারা আল্লাহ্র এমন অংশী করেছে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি ওদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।' ১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকা-সমূহ ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তখন এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন। ১৮. কল্যাণ তাদের যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকত, ওরা মুক্তিপণ স্বরূপ তা দিত। ওদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে ওদের আবাস এবং তা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৩. **রুকূ**।। ১৯. তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে, সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। ২০. যারা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, ২১. এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে, ২২. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে দূর করে—এদেরই জন্য শুভ পরিণাম। ২৩. স্থায়ী জান্নাত, ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দ্বার দিয়ে উপস্থিত হবে, ২৪. এবং বলবে, 'তোমরা কষ্ট বরণ করেছ (সবর করেছ) বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। এ পরিণাম কত ভাল!' ২৫. যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। ২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।

৪. **রুকূ**।। ২৭. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?' বল, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদের তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী। ২৮. যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ—আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। ২৯. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।' ৩০. (অতীতে যেমন পাঠিয়েছিলাম) সেভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে। যা আমি তোমাকে প্রত্যাদেশ করেছি (তা) ওদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য (আমি তোমাকে) পাঠিয়েছিলাম। তথাপি ওরা যিনি অনন্ত করুণাময় তাঁকে অস্বীকার করে'। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' ৩১. যদি কোন কুরআন এমন হত যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত (তবুও ওরা ওতে বিশ্বাস করত না)। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন। যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) সমাগত হয় নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না (আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না)।

৫. **রুকূ**।। ৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যার অবিশ্বাস করেছে তাদের কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। তখ কিরূপ ভয়ানক হয়েছিল আমার শাস্তি। ৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তা যিনি লক্ষ করেন, তিনি তাদের সমান, যাদের ওরা অংশী করে? অথচ ওরা আল্লাহ্র বহু অংশী করেছে বল, 'ওদের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? অথবা এ অসার উক্তি মাত্র? না, ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হ এবং ওরা সৎপথ হতে নিবৃত্ত হয়। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শ নেই। ৩৪. ওদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো কঠোর। এব আল্লাহ্র শাস্তি হতে ওদের রক্ষা করার কেউ নেই। ৩৫. সাবধানীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী এ জান্নাতবাস যারা সাবধানী তাদের কর্মফল এবং অবিশ্বাসীদের কর্মফল (অগ্নি) জাহান্নাম। ৩৬ আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ (বোধ করে পায়। কিন্তু কোন কোন দল ওর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহ্র উপাস করতে ও তাঁর কোন অংশী না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি (সকলকে) আহ্বান ক এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' ৩৭. এভাবে আমি আরাবি ভাষায় অবতীর্ণ করে কুরআন—এক নির্দেশ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর ত আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

৬. **রুকূ**।। ৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী

সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন আয়াত (বাক্য) উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক গ্রন্থ থাকে। ৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে গ্রন্থের মূল। ৪০. ওদের যে শাস্তির কথা বলি তার কিছু যদি তোমাকে দেখাই অথবা যদি (এর পূর্বে) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দিই—তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। ৪১. ওরা কি দেখে না যে আমি ওদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে এনেছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৪২. ওদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রান্ত করেছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র অধীন। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং শুভ পরিণাম কাদের জন্য তা অবিশ্বাসীরা শীঘ্রই জানবে। ৪৩. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নও।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট গ্রন্থের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট'।

১৪. সূরা ইব্রাহীম

৭ রুকূ ।। ৫২ আয়াত ।। ৮৪৫ শব্দ ।। ৩৬১০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বমানবের ধর্মপুস্তক, বিশ্বনাবীর বিশেষত্ব, জাতির উদ্দেশ্যে হাযরাত মূসার উক্তি, কৃতজ্ঞতাই সম্পদ বৃদ্ধির মূল, পূর্ব পয়গম্বরদের কথা, শাইতানের বক্তৃতা, পাপ ও পুণ্য, আল্লাহ্ যাকে চান পুণ্যপথে অবিচলিত রাখেন, সর্বময় কর্তৃত্ব ও একাধিপত্য তাঁরই, সবকিছু তাঁরই দান, মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ; নামায ও সদ্ব্যয়, হাযরাত ইব্রাহীমের প্রার্থনা, মানুষের কীর্তিকলাপ আল্লাহ্র অগোচর নয়, কিয়ামাতের দিনেই শেষ বিচার, কিয়ামাতের মহাবিপ্লব।

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এ ঐশী গ্রন্থ, এ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, অন্ধকার হতে আলোকে বের করে আনতে পার, তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত। ২. সেই আল্লাহ্র পথে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই যাঁর। অবিশ্বাসীদের জন্য (কিন্তু একটি) কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ (রয়েছে) ৩. যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং আল্লাহ্র (সরল) পথ বাঁকা করতে চায়, ওরাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ-সহ প্রেরণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোকে আনয়ন কর এবং ওদের অতীতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও।' পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য, নিশ্চয়ই

এতে নিদর্শন রয়েছে। ৬. (স্মরণ কর) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ফেরাউনী-সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিত, যারা তোমাদের পুত্রদের খুন করত ও তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত এবং এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা।'

২. **রুকূ**।। ৭. স্মরণ কর, 'তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই অধিক দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' ৮. মূসা বলেছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও—তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত'। ৯. তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দের ও সামূদদের এবং তাদের পরবর্তীদের? ওদের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। ওদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রাসূল এসেছিল, ওরা তাদের কথা বলতে বাধা দিত এবং বলত, যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবিশ্বাস করি এবং যার প্রতি তোমরা আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ১০. ওদের রাসূলগণ বলেছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে?—যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! তিনি তাঁর দিকে তোমাদের আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবার জন্য।' ওরা বলত, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তোমরা তাদের উপাসনা হতে আমাদের বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন প্রমাণ উপস্থিত কর।' ১১. ওদের রাসূলগণ ওদের বলত, 'সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা উচিত। ১২. আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদের যে ক্লেশ দিচ্ছ আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং যারা আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করতে চায় তারা নির্ভর করুক।'

৩. **রুকূ**।। ১৩. অবিশ্বাসীরা ওদের রাসূলদের বলেছিল, 'আমরা আমাদের দেশ হতে অবশ্যই তোমাদের বহিষ্কৃত করব অথবা আমাদের ধর্মাদর্শে তোমাদের ফিরে আসতেই হবে।' অতঃপর রাসূলগণকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন, 'সীমালংঘনকারীদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব।' ১৪. ওদের পরে আমি তোমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে এ তাদের জন্য। ১৫. (এবং) ওরা (রাসূলগণ) বিজয় কামনা করল (আর) প্রত্যেক দুরাচার স্বৈরাচারী (লোক) ব্যর্থ মনোরথ হল। ১৬. ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করান হবে। ১৭. যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সব দিক হতে তার নিকট মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। ১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম—যাকে ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা

তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটিই ঘোর বিভ্রান্তি। ১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন! ২০. এবং এ আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়। ২১. সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবেই। তখনই দুর্বলেরা, যারা অহঙ্কার করত তাদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাদের কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।'

৪. রুকূ।। ২২. যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদের আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরই উপর দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্‌র অংশী করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অত্যাচারীদের জন্য আছে অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি।' ২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান হবে—যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। ২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ—যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, ২৫. যে প্রত্যেক মৌসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ২৬. অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। ২৭. যারা 'শাশ্বত বাণী'তে বিশ্বাসী, তাদের ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যারা সীমালংঘনকারী, আল্লাহ্ তাদের বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।

৫. রুকূ।। ২৮. তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে অস্বীকার করে এবং ওরা ওদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে—২৯. জাহান্নামে? যার মধ্যে ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! ৩০. এবং ওরা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে। বল, 'ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।' ৩১. আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদের বল, 'যথাযথভাবে নামায পড়তে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে—সে দিনের পূর্বে, যে দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।' ৩২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন

করেছেন। ৩৩. তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মেব অনুবর্তী এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে। ৩৪. এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তা তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র অণুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

৬. রুকূ।। ৩৫. স্মরণ কর—ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো। ৩৬. হে আমার প্রতিপালক! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিছুকে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম এ জন্য যে ওরা যেন যথাযথ নামায পড়ে। এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না। ৩৯. প্রশংসা (কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শুনে থাকেন। ৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরদের কিছুকে যথাযথ নামায প্রতিষ্ঠাকারী কর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। ৪১. হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কর।'

৭. রুকূ।। ৪২. তুমি কখনও মনে করো না যে, আল্লাহ্, সীমালংঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে অনবধান, তবে তিনি ওদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ৪৩. হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে ওরা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করবে, ওদের নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি থাকবে না এবং ওদের অন্তর বিকল হবে। ৪৪. যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিনের সম্বন্ধে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন সীমালংঘনকারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পরজীবন নেই? ৪৫. যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি ওদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলাম। ৪৬. ওরা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট ওদের চক্রান্ত রক্ষিত আছে। ওদের চক্রান্ত এমন ছিল না, যাতে পর্বত টলে যেত। ৪৭. তুমি কখনও মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। ৪৮. যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলী ও মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে—যিনি এক পরাক্রমশালী, ৪৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখবে হস্তপদশৃঙ্খলিত অবস্থায়। ৫০. ওদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি ওদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে। ৫১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের

কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৫২. এ মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এ দ্বারা ওরা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করেন।

১৫. সূরা হিজ্‌র

৭ রুকূ ।। ৯৯ আয়াত ।। ৬৬৩ শব্দ ।। ২৯০৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

বিষয়-সূচী ঃ কুরআনের মাহাত্ম্য, অবিশ্বাসীদের অনুতাপ, কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন। নাবীদের প্রতি বিদ্রূপ অবিশ্বাসীদের পুরানো নীতি, আকাশে শাইতানের অণুপ্রবেশ নিষিদ্ধ, আদি মানুষের সৃষ্টিকথা এবং শাইতানের অবাধ্যতা, জাহান্নামের বিবরণ, হাযরাত ইব্রাহীমের (আ) অতিথি-বৃত্তান্ত, হাযরাত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি, হিজ্‌রবাসীদের বর্ণনা, অবিশ্বাসীদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করতে নেই।

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ-লাম-রা, এগুলি পরিপূর্ণ মহাগ্রন্থের আয়াত (বাক্য)।

১৩শ পারা সমাপ্ত

২. কখনও কখনও অবিশ্বাসীরা চাইবে যে, তারা মুসলমান হলে ভাল হত। ৩. ওরা যা করে করুক—খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক—পরিণামে ওরা বুঝবে। ৪. আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি না। ৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্টকালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না। ৬. ওরা বলে, 'ওহে যার প্রতি (তোমার নিকট নাকি) কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ' ৭ তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত করছ না কেন?' ৮. আমি ফিরিশ্‌তাদের হুকুম জারি করার জন্যই প্রেরণ করি, ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হলে ওরা অবকাশ পাবে না। ৯. নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব। ১০. তোমার পূর্বে অবশ্যই আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। ১১. তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না। ১২. এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপ-প্রবণতা সঞ্চার করি। ১৩. এরা কুরআনে বিশ্বাস করবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও (এরূপ) আচরণ ছিল। ১৪. যদি ওদের জন্য আকাশের এক দ্বার খুলে দিই এবং ওরা দিনের বেলা ওতে আরোহণ করে, ১৫. তবুও ওরা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হয়েছে, নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

২. রুকূ।। ১৬. আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য ওকে করেছি সুশোভিত। ১৭. প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। ১৮. আর কেউ চুরি করে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে প্রদীপ্ত শিখা তার পশ্চাদধাবন করে। ১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছি। ২০. এবং ওতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও। ২১. প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার নিকট আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। ২২. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারিবর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই। ওর ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই। ২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। ২৪. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদের জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও জানি। ২৫. তোমাদের প্রতিপালকই ওদের একত্র সমবেত করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৩. রুকূ।। ২৬. আমি তো ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি। ২৭. এবং এর পূর্বে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হতে জিন সৃষ্টি করেছি। ২৮. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বললেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করছি, ২৯. যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রুহ্ (প্রাণ) সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও'। ৩০. তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই সাজদা করল, ৩১. কিন্তু ইবলীস করল না, সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। ৩২. আল্লাহ্ বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে তুমি সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?' ৩৩. সে বলল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে

যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সাজদা করার জন্য নই।' ৩৪. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে তুমি এখান হতে বেরিয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। ৩৫. এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি অভিশাপ রইল।' ৩৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' ৩৭. আল্লাহ্ বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' ৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করলে তার শপথ, আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব।' ৪০. তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাসিত দাসগণকে নয়। ৪১. আল্লাহ্ বললেন, 'এটিই আমার নিকট পৌঁছানোর সরল পথ। ৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার দাসদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। ৪৩. অবশ্যই তোমার অনুসরণকারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। ৪৪. ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।'

৪. **রুকূ।।** ৪৫. সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে। ৪৬. (তাদের বলা হবে), 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ওতে প্রবেশ কর।' ৪৭. আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। ৪৮. সেখানে তাদের অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখানে হতে বহিষ্কৃত হবে না। ৪৯. আমার দাসদের বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫০. এবং আমার শাস্তি—সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। ৫১. এবং ওদের বল, ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা। ৫২. যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন সে বলেছিল 'আমরা তোমাদের ভয় করছি।' ৫৩. ওরা বলল, 'ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি'? ৫৪. সে বলল, 'তোমরা কি আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ?' ৫৫. ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' ৫৬. সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়?' ৫৭. সে বলল, 'হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে?' ৫৮. ওরা বলল, 'আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে— ৫৯. লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই ওদের সকলকে রক্ষা করব। ৬০. কিন্তু লূতের স্ত্রীকে নয়, আমরা জেনেছি যে যারা ধ্বংস হবে সে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

৫. **রুকূ।।** ৬১. ফিরিশ্‌তাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট এল, ৬২. তখন লূত বলল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।' ৬৩. তারা বলল, 'না, ওরা যে শাস্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি, ৬৪. আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বেরিয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন দিকে না চায়, তোমাদের যেখানে যেতে বলা হচ্ছে—সেখানে চলে যাও।' ৬৬. আমি লূতকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়ে দিলাম যে, প্রত্যুষে ওদের সমূলে বিনাশ করা হবে। ৬৭. নগরবাসীগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল। ৬৮. লূত বলল, 'ওরা আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা (অতিথিদের কষ্ট দিয়ে) আমাকে বেইজ্জত করো না। ৬৯. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করো না।'

৭০. ওরা বলল, 'আমরা কি পৃথিবীর লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?' ৭১. লূত বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও—তবে আমার এই কন্যাগণ[৭৭] রয়েছে।' ৭২. তোমার (হাযরাত লূতের) জীবনের শপথ! ওরা মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। ৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ আঘাত করল। ৭৪. এবং আমি নগরগুলিকে উল্টে দিলাম এবং ওদের উপর কাঁকর বর্ষণ করলাম। ৭৫. অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৭৬. যে পথে লোক চলাচল করে তার পার্শ্বে ওদের ধ্বংসস্তুপ এখনও বিদ্যমান। ৭৭. অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ৭৮. শোয়াইব সম্প্রদায়ও[৭৮] তো ছিল সীমালংঘনকারী। ৭৯. সুতরাং আমি ওদের শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়েরই ধ্বংসস্তুপ তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।

৬. রুকূ।। ৮০. হিজ্‌রবাসীগণও[৭৯] রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ৮১. আমি ওদের আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তা উপেক্ষা করেছিল। ৮২. ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। ৮৩. অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ ওদের আঘাত করল। ৮৪. সুতরাং ওরা যা করেছিল তা ওদের কোন কাজে আসেনি। ৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের উপেক্ষা কর। ৮৬. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। ৮৭. আমি অবশ্যই তোমাকে সূরা ফাতিহার সাত আয়াত (বাক্য) দিয়েছি যা পুণঃ পুণঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা-কুরআন। ৮৮. আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। এবং ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ করো না, তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হবে। ৮৯. বল, 'আমি নিশ্চয়ই এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।' ৯০. তোমার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি—যেভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম ওদের প্রতি যারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত।

৭. রুকূ।। ৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে। ৯২. সুতরাং, শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি ওদের প্রশ্ন করবই, ৯৩. সে বিষয়ে যা ওরা করে। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৯৪. অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর। ৯৫. আমিই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট। ৯৬. যারা আল্লাহ্‌র পাশে অন্য উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেছে! এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে। ৯৭. আমি তো জানি, ওরা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়, ৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর।

১৬. সূরা নাহল

১৬ রুকূ ।। ১২৮ আয়াত ।। ১৮৭১ শব্দ ।। ৭৯৭৪ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আকাশ-পৃথিবী, মানুষ এবং জীব-জন্তুর সৃষ্টি; জীব-জন্তুর উপকারিতা, সরল

পথ, ফল-ফসল, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজির উপকারিতা, সমুদ্রের উপকারিতা, আল্লাহ্‌র সম্পদ অগনিত, গোপন ও প্রকাশ্য সকলই আল্লাহ্‌র জানা, কিয়ামাতের কথা, পাপাত্মার অশুভ পরিণাম, পুণ্যাত্মার শুভ পরিণাম, পুণর্জীবন ও অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি, পুরুষেরাই নাবী হয়েছেন, কোন নারী কখনও নাবী হননি, বিপদে-সম্পদে আল্লাহ্‌কে ডাক, বিপদ-মুক্তির পর মানুষের অকৃতজ্ঞতা, কন্যা-সন্তান জন্মে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন, পানি, দুধ ও মধু আল্লাহ্‌র মহাসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশরক্ষা করেন আল্লাহ্। জীবিকা দিতে পারে না ও হিতাহিতের ক্ষমতা রাখে না এমন বস্তু ও ব্যক্তির পূজা-অর্চনার অযৌক্তিকতা। কিয়ামাতের বিচার দৃশ্য, ন্যায় বিচার, আত্মীয়দের প্রতি দান, অশ্লীলতা ও পাপাচার নিষিদ্ধ, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই পুণ্য পুরস্কার লাভ সুনিশ্চিত, কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের উক্তি, সুখ-সমৃদ্ধজনদের কাহিনী, পাপের জন্য অনুতাপ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান পদ্ধতি, প্রতিশোধ গ্রহণে সীমা-নির্দেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই, সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। ২. 'আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় কর'—এ মর্মে সতর্ক করার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী (প্রত্যাদেশ) সহ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। ৩. তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। ৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অথচ দেখ, সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে। ৫. তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। ৬. এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে ওদের চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন ওদের চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর। ৭. এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছুতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৮. তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বেতর (খচ্চর) ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও। ৯. সরল পথের নির্দেশ আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।

২. রুকূ।। ১০. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। ১১. তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা শস্য জন্মান, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে আছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন। ১২. তিনিই তোমাদের অধীন করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে, নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ১৩. এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪. তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মাছ আহার করতে পার এবং যাতে তা থেকে রত্নাবলী আহরণ করতে পার যা দিয়ে তোমরা অলঙ্কৃত হও এবং তোমরা দেখতে পাও—ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে এবং এ এজন্য যে

তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার। ১৬. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। ১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ১৮. তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা জানেন। ২০. ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদের আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরই সৃষ্টি করা হয়। ২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুণরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই।

৩. রুকূ।। ২২. এক উপাস্য, তিনিই তোমাদের উপাস্য, সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। ২৩. এ নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ২৪. যখন ওদের বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন?' তখন ওরা বলে, 'সেকালের উপকথা!' ২৫. ফলে শেষ বিচার দিনে ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদের ওরা তাদের অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, ওরা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট!

৪. রুকূ।। ২৬. ওদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ ওদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন, ফলে ইমারতের ছাদও ওদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং ওদের প্রতি এমন দিক হতে শাস্তি এল যা ছিল ওদের ধারণাতীত। ২৭. পরে কিয়ামাতের দিনে তিনি ওদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সে সমস্ত অংশী যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে?' যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল, ২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ, ওরা নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়'। অতঃপর ওরা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোন মন্দকর্ম করতাম না।' হ্যাঁ—তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। ২৯. সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় সেখানে চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য প্রবেশ কর। দেখ, অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। ৩০. এবং যারা সাবধানী ছিল তাদের বলা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন'? তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে মঙ্গল আছে এবং পরকালের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম। ৩১. তা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে, ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা যা কিছু কামনা করবে ওতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ্ সাবধানীদের পুরস্কৃত করেন। ৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ, ওরা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফিরিশ্‌তাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।' ৩৩. অবিশ্বাসীরা শুধু প্রতীক্ষা করে ওদের নিকট ফিরিশ্‌তা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। ওদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করত। আল্লাহ্ ওদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। ৩৪.

সুতরাং ওদের উপর ওদেরই মন্দকর্মের শাস্তি আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই ওদের পরিবেষ্টন করেছিল।

৫. রুকূ।। ৩৫. অংশীবাদীরা বলবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর উপাসনা করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' ওদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। ৩৬. আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও 'তাগুত' (অসৎ বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর ওদের কিছুকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওদের কতকের সঙ্গতভাবেই পথভ্রান্তি হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে? ৩৭. তুমি ওদের পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই। ৩৮. ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুণর্জীবিত করবেন না।' এ সত্য নয়। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ অবগত নয়। ৩৯. (তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই) যে বিষয়ে ওদের মতানৈক্য ছিল তা তাদের স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য এবং যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানতে পারে যে ওরাই ছিল মিথ্যাবাদী। ৪০. আমি কোন কিছু চাইলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও'—ফলে তা হয়ে যায়।

৬. রুকূ।। ৪১. যারা তাদের উপর অত্যাচার হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করেছে আমি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে উত্তম আবাস দেব এবং পরলোকে তাদের পুরস্কার সমধিক। যদি ওরা এ অনুধাবন করত। ৪২. আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল। ৪৩. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে ঐশীগ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। ৪৪. (আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণগ্রন্থসহ, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য, যাতে ওরা চিন্তা করে। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ ওদের ভূগর্ভে বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত? ৪৬. অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি ওদের বিধৃত করবেন না? ওরা তো এ ব্যর্থ করতে পারবে না। ৪৭. অথবা ওদের তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করবেন না? নিশ্চয়ই, তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৪৮. ওরা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যার ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীতভাবে সাজদাবনত থেকে ডাইনে ও বামে ঢলে পড়ে? ৪৯. যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে আছে আল্লাহ্‌কেই সাজদা করে, পৃথিবীতে যত কিছু জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশ্‌তাগণও, ওরা অহঙ্কার করে না। ৫০. ওরা ভয় করে ওদের উপর পরাক্রমশালী ওদের প্রতিপালককে এবং ওদের যা আদেশ করা হয় ওরা তা (পালন) করে **(সাজদা ঃ ৩)।**

৭. রুকূ।। ৫১. আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা দুটি উপাস্য গ্রহণ করো না, আমিই তো একমাত্র উপাস্য। সুতরাং আমাকেই ভয় কর'। ৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, এবং তাঁরই আনুগত্য শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে? ৫৩.

তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর। ৫৪. আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল ওদের প্রতিপালকের অংশী করে, ৫৫. আমি ওদের যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য! সুতরাং ভোগ করে নাও, পরে জানতে পারবে। ৫৬. আমি ওদের যে জীবনোপকরণ দান করি ওরা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। ৫৭. ওরা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা-সন্তান[৮০] নির্ধারণ করে, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং ওরা স্থির করে নিজেদের জন্য তাই যা ওরা কামনা করে! ৫৮. ওদের কাউকেও যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। ৫৯. ওকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে ওকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট। ৬০. যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না—তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্‌র ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. রুকূ।। ৬১. আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না। ৬২. যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাদেরই সর্বাগ্রে ওতে নিক্ষেপ করা হবে। ৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল, সুতরাং শাইতান আজ ওদের অভিভাবক এবং ওদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬৪. আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। ৬৫. আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য নিদর্শন আছে।

৯. রুকূ।। ৬৬. অবশ্যই পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের উদরস্থিত জিনিস হতে গোবর এবং রক্তের মধ্য হতে নিঃসৃত পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ তোমাদের পান করাই, যা পানকারীদের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু। ৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর হতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ওর অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে, ৬৯. এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ কর।' ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৭০. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি

তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জরাগ্রস্ত করা হবে। ফলে, ওরা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে ওরা সজ্ঞান থাকবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

১০. রুকূ।। ৭১. আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের নিজে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? ৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ৭৩. এবং ওরা কি উপাসনা করবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের, যাদের আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই! এবং ওরা কিছুই করতে সক্ষম নয়। ৭৪. সুতরাং আল্লাহ্র কোন সদৃশ স্থির করো না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ জানেন, বস্তুত তোমরা জান না। ৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। ওরা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। অথচ ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ৭৬. আল্লাহ্ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ঃ ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না, সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

১১. রুকূ।। ৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং কিয়ামাতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৭৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না বিহঙ্গের প্রতি যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্ই ওদের স্থির রাখেন, অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। ৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে তোমাদের আবাসস্থল করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার, এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী। ৮১. এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদের তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। ৮২. অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া। ৮৩. ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে, কিন্তু সেগুলি ওরা অস্বীকার করে এবং ওদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী।

১২. রুকূ।। ৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন অবিশ্বাসকারীদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং ওদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। ৮৫. যখন সীমালংঘনকারীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং ওদের কোন বিরাম দেওয়া হবে না। ৮৬. অংশীবাদীগণ, যাদের আল্লাহ্র অংশী করেছিল তাদের যখন দেখবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তো তারা, যাদের আমরা তোমার অংশী করেছিলাম, যাদের আমরা তোমার পরিবর্তে আহ্বান করতাম,' অতঃপর, তার উত্তরে ওরা বলবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে। ৮৮. আমি অবিশ্বাসীগণের ও আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীগণের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব, কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। ৮৯. সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক-একজনকে সাক্ষী উত্থিত করব এবং এদের বিষয়ে তোমাকে আমি সাক্ষীরূপে আনব। আমি আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলাম।

১৩. রুকূ।। ৯০. আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ৯১. তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের জামিন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমরা যা কর তা জানেন। ৯২. অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে সেই নারীর মত হয়ো না যে সূতা মজবুত হওয়ার পর তা খুলে ফেলে তার সূতা কাটা নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তো এ দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। ৯৩. ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। ৯৪. পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না, করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ৯৫. তোমরা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না, আল্লাহ্র নিকট যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে! ৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা থাকবে না এবং আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করবেন। ৯৭. বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করব। ৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহ্র শরণ নেবে। ৯৯. যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে তাদের উপর ওর (শাইতানের) কোন আধিপত্য নেই। ১০০. ওর আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্র অংশী করে।

১৪. রুকূ।। ১০১. আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন—কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। ১০২. বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিব্রীল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে যারা বিশ্বাসী তাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পথনির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।' ১০৩. আমি অবশ্যই জানি যে ওরা বলে, 'তাকে (মুহাম্মাদকে) শিক্ষা দেয় এক মানুষ'[৮১]। ওরা যার প্রতি এ আরোপ করে তার ভাষা তো আরাবী নয়, কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী ভাষা। ১০৪. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা তাদের আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১০৫. যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী। ১০৬. কেউ তার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্কে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহ্র ক্রোধ আপতিত হবে এবং তার জন্য মহাশাস্তি বর্তমান। যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয় তবে তার জন্য নয় (মহাশাস্তি) কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। ১০৭. এ এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এজন্য যে আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। ১০৮. ওরাই তো তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং ওরাই অচেতন। ১০৯. নিশ্চয়ই ওরা পরলোকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ১১০. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর দেশত্যাগ করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে এ সবের পর তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. রুকূ।। ১১১. স্মরণ কর, সেদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনে প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তি উপস্থিত করে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ১১২. আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সবদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত, অতঃপর ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তার জন্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষুধা ও ভীতির আস্বাদ গ্রহণ করালেন। ১১৩. তাদের নিকট অবশ্যই তাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল এসেছিল কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদের গ্রাস করল। ১১৪. আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্রই উপাসনা কর তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১১৫. আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শুকর-মাংস এবং যাকে জবাইকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১১৬. তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, 'এ বৈধ এবং এ অবৈধ।' যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. ওদের সুখ-সম্ভোগ সামান্য এবং ওদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ১১৮. তোমার নিকট পূর্বে যা উল্লেখ করেছি ইয়াহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং আমি ওদের উপর কোন জুলুম করিনি, কিন্তু ওরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। ১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত

খারাপ কাজ করে তারা পরে তাওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৬. রুকূ।। ১২০. নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ১২১. সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। ১২২. আমি তাকে পৃথিবীতে মঙ্গল দিয়েছিলাম এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। ১২৩. এখন আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, ইব্রাহীম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' ১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামাতের দিন সে-বিষয়ে ওদের বিচার মীমাংসা করে দেবেন। ১২৫. তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন। ১২৬. যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। ১২৭. ধৈর্য ধারণ কর, তোমার সহিষ্ণুতাও হবে আল্লাহ্রই সাহায্যে। ওদের আচরণে দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। ১২৮. যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (পরহেযগার) এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন।

১৪শ পারা সমাপ্ত

তৃতীয় মঞ্জিল সমাপ্ত

১৫শ পারা।। সুবহানাল্লাজী আস্‌রা বে আব্‌দেহি লায়লাম মিনাল

১৭. সূরা বনি ইস্রাঈল

১২ রুকূ ।। ১১১ আয়াত ।। ১৫৮২ শব্দ ।। ৬৭১০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মেরাজের কথা, হাযরাত মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়, কুরআনের বৈশিষ্ট্য, কৃতকর্মের বিচার, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, কারও ভার কেউ নেবে না, পূর্বে সতর্ক না করে আল্লাহ্ কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না, দুনিয়া-প্রীতির পরিণাম, পরলোকের কামনা, আল্লাহ্ ভিন্ন কারো উপাসনা করতে নেই, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, দুঃস্থ ও দরিদ্রের সাথে সদ্ব্যবহার, মিতব্যয়িতা, স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা সবই আল্লাহ্‌র হাতে, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা মহাপাপ, ব্যভিচার করতে নেই, নরহত্যা, অনাথের সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি, কথা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সঠিক ওজন ও পরিমাপ দেওয়ার নির্দেশ, যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কিছু বলতে নেই, দর্পভরে চলতে নেই, আল্লাহ্ একাধিক হলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত, পরলোকের জীবন, শাইতানের ধৃষ্টতা, মানুষ, আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা, মানব-দানব (জ্বিন) সকলে একজোট হলেও কুরআনের মত গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে তাঁর নিদর্শন দেখাবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন[৮১(ক)] মাসজিদুল হারাম (কা'বা শারীফ) হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ তিনি করেছিলেন আশিসপূত, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম ও তাকে বনি-ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। আমি আদেশ করেছিলাম, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করো না। ৩. তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।' ৪. এবং আমি তাওরাতে (ঐশীগ্রন্থে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বনি-ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহঙ্কারস্ফীত হবে'। ৫. অতঃপর এ দুয়ের প্রথমটির নির্ধারিতকাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদের, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, ওরা ঘরে-ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকর হয়েই থাকে। ৬. অতঃপর আমি তোমাদের পুণরায় ওদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদের ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। ৭. তোমরা সৎকাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর, পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করবার জন্য আমি আমার দাসদের প্রেরণ করলাম। প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুণরায় সেভাবেই ওতে প্রবেশ করবার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। ৮. সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব

আচরণের পুণরাবৃত্তি কর তবে তিনিও তাঁর আচরণের পুণরাবৃত্তি করবেন। জাহান্নামকে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার করেছি। ৯. এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। ১০. এবং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

২. রুকূ।। ১১. মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে, মানুষ তো তার মনে যা আসে চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে। ১২. আমি রাতকে ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। রাতকে করেছি আলোকহীন এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। ১৩. প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটি গ্রন্থ (আমলনামা) বার করে দেব যা সে উন্মুক্ত (অবস্থায়) পাবে। ১৪. আমি বলব, 'তুমি তোমার গ্রন্থ পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।' ১৫. যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দিই না। ১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎকাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকাজ করে, অতঃপর ওদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। ১৭. নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। ১৮. কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সেখানে সে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। ১৯. যারা বিশ্বাসী হয়ে পরলোক কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। ২০. তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদের (যারা পরলোক কামনা করে) এবং ওদের (যারা পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করে) সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবধারিত। ২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠত্বেও শ্রেষ্ঠতর। ২২. আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে, নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

৩. রুকূ।। ২৩. তোমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। ২৪. অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! ওঁদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে ওঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' ২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে, যারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। ২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও এবং কিছুতেই

অপব্যয় করো না। ২৭. যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শাইতানের ভাই এবং শাইতান তাব প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ২৮. এবং তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাক তখন ওদের (সাহায্যপ্রার্থীদের) যদি বিমুখই কর ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। ২৯. তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হয়ো না, হলে, তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। ৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন, তিনি তাঁর দাসদের ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

৪. রুকূ।। ৩১. তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ। ৩২. অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। ৩৩. আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত। ৩৪. পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ৩৫. মাপ দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। ৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়—ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। ৩৮. এ সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। ৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর (প্রত্যাদেশ) দ্বারা তোমাকে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন, এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ৪০. তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্রসন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক (গুরুতর গর্হিত) কথা বলে থাক।

৫. রুকূ।। ৪১. এ কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বার বার বিবৃত করেছি যাতে ওরা (অবিশ্বাসীরা) উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। ৪২. বল, 'ওদের কথামত যদি তাঁর সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। ৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে তা হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। ৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই। ৪৬. আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন ওরা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং ওদের বধির করেছি। 'তোমার প্রতিপালক এক'

এ যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন ওরা সরে পড়ে। ৪৭. যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শোনে তখন ওরা কেন কান পেতে তা শোনে আমি ভালভাবে জানি, এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে সীমালংঘনকারীরা বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।' ৪৮. দেখ, ওরা তোমায় কি উপমা দেয়—ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা পথ পাবে না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৪৯. ওরা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুণরুত্থিত হব?' ৫০. বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ। ৫১. অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন,' তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদের পুণরুত্থিত করবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর ওরা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'তা কবে?' বল, 'সম্ভবত শীঘ্রই হবে'। ৫২. যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।'

৬. রুকূ।। ৫৩. আমার দাসদের যা উত্তম তা বলতে বল। শাইতান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, নিশ্চয়ই শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ভালভাবে জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদের শাস্তি দেন। আমি তোমাদের ওদের অভিভাবক করে পাঠাই নি। ৫৫. যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদের তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নাবীগণের কিছুজনকে কিছুজনের ওপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি জবুর (গ্রন্থ) দিয়েছি। ৫৬. বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাস্য মনে কর তাদের আহ্বান কর, করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।' ৫৭. ওরা যাদের আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। ৫৮. এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না। অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না—এ তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনরূপে সামূদ-দের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। ৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তাও কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি ওদের ভীতি প্রদর্শন করি কিন্তু এ ওদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

৭. রুকূ।। ৬১. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হল। সে বলেছিল, 'আমি (কি) তাকে সাজদা করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন?' ৬২. সে বলেছিল, 'বলুন, ওকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কেন? কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে ফেলব।' ৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'চলে যা, জাহান্নামই তোর সম্যক শাস্তি এবং তাদের যারা তোর অনুসরণ করবে। ৬৪. তোর আহ্বানে

ওদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী দ্বারা ওদের আক্রমণ কর এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হয়ে যা, এবং ওদের প্রতিশ্রুতি দে।' ও (শাইতান) ওদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। ৬৫. আমার দাসদের ওপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ৬৬. তোমার প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদের আহ্বান করে থাক তারা তোমাদের মন হতে সরে যায় (তারা সকলেই তোমাকে ছেড়ে পালায়)। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন স্থলে এনে তোমাদের উদ্ধার করেন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (আল্লাহ্র কথা মনে রাখ না), মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ৬৮. তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের ওপর কাঁকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। ৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে তিনি তোমাদের আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদের নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৭০. আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, ওদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৮. রুকূ।। ৭১. স্মরণ কর, সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতাসহ আহ্বান করব। যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা (পাপ ও পুণ্যের হিসাব) দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ৭২. যে ইহলোকে অন্ধ—পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। ৭৩. আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটাবার জন্য ওরা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর—সফল হলে ওরা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। ৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি ওদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। ৭৫. তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না। ৭৬. ওরা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল—তোমাকে সেখান হতে বহিষ্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পরে ওরাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। ৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।

৯. রুকূ।। ৭৮. সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘণ অন্ধকার পর্যন্ত যথাযথভাবে নামায পড়বে এবং যথাযথভাবে পড়বে ফজরের নামায। বিশেষভাবে ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয়। ৭৯. এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[৮২] নামায পড়বে—এ তোমার এক অতিরিক্ত (নফল) কর্তব্য, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ৮০. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যেখানে গমণ শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে

নিয়ে যেয়ো এবং যেখান হতে নির্গমণ শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বার কব এবং তোমার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর।' ৮১. বল, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে,' নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে। ৮২. আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশমকারী ও দয়া, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ৮৩. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহঙ্কারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। ৮৪. বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তোমার প্রতিপালক (তা) সম্যক অবগত আছেন।

১০. রুকূ।। ৮৫. তোমাকে ওরা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত'। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। ৮৬. ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতাম, তা হলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। ৮৭. এ প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহ আছে। ৮৮. বল, 'যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না'। ৮৯. আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তাকে) অমান্য না করে থাকেনি। ৯০. এবং ওরা বলে, 'কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক পস্রবণ উৎসারিত করবে। ৯১. অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা. ৯২. অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তাদের আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। ৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে যা আমরা পাঠ করব।' বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।'

১১. রুকূ।। ৯৪. 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন,' ওদের এ উক্তিই লোকদের বিশ্বাসস্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন ওদের নিকট আসে পথনির্দেশ। ৯৫. বল, 'ফিরিশ্তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফিরিশ্তাকেই ওদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।' ৯৬. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' ৯৭. আল্লাহ্ যাদের পথ নির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদের তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভিভাবক পাবে না। কিয়ামাতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় ওদের সমবেত করব। ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। **(পারার অর্ধাংশ)**। ৯৮. এটিই ওদের প্রতিফল, কারণ ওরা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুণরুত্থিত হব?' ৯৯. ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন

তিনি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি ওদের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল স্থির করেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালংঘনকারীগণ অস্বীকার করেই যাচ্ছে। ১০০. বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও তোমরা 'ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশঙ্কায় তা ধরে রাখতে।' মানুষ অতিশয় কৃপণ!

১২. রুকূ।। ১০১. তুমি বনি-ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি[৮২(ক)] স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের নিকট এসেছিল ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।' ১০২. মূসা বলেছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। হে ফেরাউন! আমি তো দেখছি তুমি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে গেছ।' ১০৩. অতঃপর ফেরাউন তাদের দেশ হতে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করল, তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ১০৪. এর পর আমি বনি ইস্রাঈলকে বললাম, 'তোমরা এ দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।' ১০৫. আমি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো কেবল তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। ১০৬. আমি খণ্ড খণ্ড ভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। ১০৭. বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।' ১০৮. ও বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান।' ১০৯. এবং 'তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে' **(সাজদা ঃ ৪)**। ১১০. বল, 'তোমরা ''আল্লাহ্'' নামে আহ্বান কর, বা ''রহমান'' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সকল নামই তো সুন্দর। নামাযের স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।' ১১১. বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা কর।'

১৮. সূরা কাহাফ

১২ রুকূ ।। ১১০ আয়াত ।। ১২০১ শব্দ ।। ৬৬২০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ গুহাবাসীদের ঘটনা, দরিদ্র সজ্জনকে ত্যাগ করতে নেই, আল্লাহ্-বিস্মৃত ধনীর কথায় চলতে নেই, আল্লাহ্র বাধ্য ও অবাধ্য লোকের দৃষ্টান্ত, পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত, পরলোকের দৃশ্য, হাযরাত খিযিরের (আ) সন্ধানে হাযরাত মূসার অভিযান, হাযরাত খিযিরের (আ) সঙ্গে হাযরাত মূসার (আ) সাক্ষাৎকার, সহযাত্রা, বালক হত্যা, নৌকা ছিদ্র করা, প্রাচীর ঠিক করে দেওয়া, দুর্বোধ্য

ঘটনাবলীর রহস্য প্রকাশ, জুলকারনাইনের কথা, ইয়াযুয-মাযুয, লৌহ প্রাচীর, যারা পাপ করেও পুণ্য করছে বলে ভাবে তাদের সকল সাধনাই পণ্ড, আল্লাহ্র বাণী অনন্ত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং
এতে তিনি (কোন) অসঙ্গতি রাখেননি। ২. এটিকে তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিশ্বাসীগণ—যারা সৎকাজ করে তাদের এ সুসংবাদ দেবার জন্য যে
তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার। ৩. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে; ৪. এবং তাদের সতর্ক
করার জন্য যারা বলে, যে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, ৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই
এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না, তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট; তারা কেবল মিথ্যাই
বলে। ৬. তারা এ বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী
হয়ে পড়বে। ৭. পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এ
পরীক্ষা করার জন্য যে, ওদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ। ৮. ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই
আমি উদ্ভিদশূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত করব, ৯. তুমি মনে করো না যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা
আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর। ১০. যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল,
'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হতে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য
আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' ১১. অতঃপর আমি ওদের গুহায়
কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। ১২. পরে আমি ওদের জাগরিত করলাম জানবার জন্য
যে, দু দলের মধ্যে কোন্টি ওদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

২. রুকূ।। ১৩. আমি তোমার নিকট ওদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ঃ ওরা ছিল
কয়েকজন যুবক, ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি ওদের
সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। ১৪. এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, ওরা যখন
উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা
কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না; যদি করি তবে তা অতিশয় গর্হিত
হবে; ১৫. আমাদেরই এ স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এ সমস্ত
উপাস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তা
অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? ১৬. তোমরা যখন ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং
ওরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের হতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ
কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের
জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করবেন। ১৭. দেখতে দেখতে—তারা গুহার
প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করছে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং
অস্তকালে তাদের বামপার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছে। এ সমস্ত আল্লাহ্র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে
সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত (হয়) এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই
তার কোন পথপ্রদর্শনকারী, অভিভাবক পাবে না।

৩. রুকূ।। ১৮. তুমি মনে করতে, ওরা জাগ্রত কিন্তু ওরা ছিল নিদ্রিত। আমি ওদের ডাইনে

ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম এবং ওদের কুকুর সম্মুখে পা দুটি প্রসারিত করেছিল। তাকিয়ে ওদের দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও ওদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে; ১৯. এবং এভাবেই আমি ওদের জাগরিত করলাম, যাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের একজন বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ।' কেউ কেউ বলল, 'এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম ও সেখান থেকে তোমাদের জন্য যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। ২০. ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তাদের ওদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না।' ২১. এবং এভাবেই আমি মানুষকে ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'ওদের ওপর সৌধ নির্মাণ কর।' ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো অবশ্যই ওদের ওপর মাসজিদ নির্মাণ করব।' ২২. অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলবে—'ওরা ছিল তিনজন, ওদের চতুর্থটি ছিল ওদের কুকুর'। আবার কেউ কেউ বলে, 'ওরা পাঁচজন, ওদের ষষ্ঠটি ছিল ওদের কুকুর'। এবং কেউ কেউ বলে, 'ওরা ছিল সাতজন, ওদের অষ্টমটি ছিল ওদের কুকুর।' বল, 'আমার প্রতিপালকই ওদের সংখ্যা ভাল জানেন'; ওদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি ওদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং ওদের কাউকেও ওদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।

৪. রুকূ।। ২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না, 'আমি ওটি আগামীকাল করব, ২৪. ''আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে''—একথা না বলে।' যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো ও বল, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।' ২৫. ওরা ওদের গুহায় ছিল তিনশো বছর, আরও নয় বছর। ২৬. তুমি বল, 'তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত ওদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাকেও নিজ কর্তৃত্বের অংশী করেন না'। ২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থ আবৃত্তি কর। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তাঁর ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। ২৮. তুমি নিজেকে ওদেরই সংসর্গে রাখবে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে ওদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ২৯. বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা

অবিশ্বাস করুক'। আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনি ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর কি নিকৃষ্ট তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান। ৩০. যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম করে আমি তাদের পুরস্কৃত করি, যে সৎ কর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না; ৩১. ওদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে ওদের স্বর্ণ কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, ওরা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার আর কত সুন্দর আরামের স্থান।

৫. রুকূ।। ৩২. তুমি ওদের নিকট একটি উপমা বর্ণনা কর—দুই ব্যক্তির উপমা ঃ ওদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এ দুটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। ৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। ৩৪. এবং তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমাপেক্ষা শক্তিশালী।' ৩৫. এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল, সে বলল, 'আমি মনে করি না যে এ কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; ৩৬. আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' ৩৭. তদুত্তরে তার সঙ্গী তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? ৩৮. কিন্তু আমি বলি আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী করি না।' ৩৯. তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমাপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না 'আল্লাহ্ যা চাইছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। ৪০. সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নিবর্ষণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদ-শূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। ৪১. অথবা ওর পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না'। ৪২. তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে ওতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের অংশী না করতাম! ৪৩. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। ৪৪. এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৬. রুকূ।। ৪৫. ওদের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর ঃ এ পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার জন্য ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকর্ম যার স্থায়ী ফল, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। ৪৭.

(স্মরণ কর সেদিনের কথা) যেদিন আমি পর্বতকে উন্মূলিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূণ্য প্রান্তর; (সেদিন মানুষকে) আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। ৪৮. এবং তাদের তোমার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে এবং (বলা হবে), তোমাদের প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণ আমি উপস্থিত করব না। ৪৯. এবং (সে দিন) উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা' (মানুষের পাপ-পুণ্যের তালিকা গ্রন্থ) এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখবে এবং ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের। এ কেমন গ্রন্থ। এ তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না বরং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে।' ওরা ওদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না।

৭. রুকূ।। ৫০. এবং স্মরণ কর আমি যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি নত হও;' তখন ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই নত হল, সে জ্বিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে ওকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। সীমালংঘনকারীগণ যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তা কত নিকৃষ্ট! ৫১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি ওদের ডাকিনি এবং ওদের সৃজনকালেও নয়, এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করি না। ৫২. এবং (সেদিনের কথা স্মরণ কর), যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদের আমার অংশী মনে করতে তাদের আহ্বান কর।' ওরা তখন তাদের আহ্বান করবে কিন্তু তারা ওদের আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং ওদের উভয়ের মধ্যস্থলে এক ধ্বংসগহ্বর রেখে দেব। ৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে ওরা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং ওরা তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

৮. রুকূ।। ৫৪. আমি মানুষের জন্য কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রিয়। ৫৫. যখন ওদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন ওদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা ওদের কখন হবে অথবা কখন উপস্থিত হবে বিবিধ শাস্তি এ প্রতীক্ষাই ওদের বিশ্বাসস্থাপন হতে ও ওদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে ওদের বিরত রাখে। ৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দিয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছে সে সমস্তকে ওরা বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। ৫৭. কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি ওদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন কুরআন বুঝতে না পারে এবং ওদের বধির করেছি, তুমি ওদের সৎপথে আহ্বান করলেও ওরা কখনও সৎপথে আসবে না। ৫৮. এবং আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান, ওদের কৃতকর্মের জন্য তিনি ওদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি ওদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু ওদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রয়েছে, যা থেকে ওদের পরিত্রাণ নেই। ৫৯. ঐসব জনপদ—ওদের

অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন ওরা সীমালংঘন করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

৯. রুকূ।। ৬০. স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না—আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' ৬১. ওরা যখন উভয়ের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল ওরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; তা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। ৬২. যখন ওরা আরো অগ্রসর হল মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের প্রাতরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ৬৩. সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শাইতানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।' ৬৪. মূসা বলল, 'আমরা তো এ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।' অতঃপর ওরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। ৬৫. অতঃপর ওরা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের (হাযরাত খিযির আ) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম। ৬৬. মূসা তাকে বলল, 'সত্য-পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন—এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?' ৬৭. সে বলল, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না, ৬৮. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে?' ৬৯. মূসা বলল, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।' ৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করোই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।'

১০. রুকূ।। ৭১. অতঃপর ওরা যাত্রা করল, পরে যখন ওরা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে ওতে ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য ওতে ছিদ্র করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' ৭২. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' ৭৩. মূসা বলল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' ৭৪. অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে ওকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন? আপনি অবশ্যই এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।'

(১৫শ পারা সমাপ্ত)

১৬শ পারা ।। ক্বালা আলাম আকুল্লাকা ইন্নাকা লানতাস

৭৫. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না'? ৭৬. মূসা বলল, 'এর পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' ৭৭. অতঃপর ওরা চলতে লাগল, চলতে চলতে ওরা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে ওরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং মূসার সঙ্গী ওকে সুদৃঢ় করে দিল (প্রাচীর ঠিক করে দিল)। মূসা বলল, 'আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' ৭৮. মূসার সঙ্গী বলল, 'এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি, ৭৯. নৌকাটির ব্যাপারে—এ ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ঃ ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে, কারণ ওদের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বল প্রয়োগে নৌকা সকল ছিনিয়ে নিত। ৮০. আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল বিশ্বাসী—আমি আশঙ্কা করলাম যে, বিদ্রোহাচরণ ও অবিশ্বাস দ্বারা ওদের বিব্রত করবে। ৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে ওদের প্রতিপালক যেন ওদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। ৮২. আর প্রাচীরটি—এ ছিল নগরবাসী দুটি পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে ছিল ওদের গুপ্তধন এবং ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়া পরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হতে কিছু করিনি; এটিই, তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে তার ব্যাখ্যা।'

১১. রুকূ।। ৮৩. ওরা তোমাকে জুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব'। ৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। ৮৫. সে এক পথ অবলম্বন করল। ৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্তগমণ স্থানে পৌঁছাল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমণ করতে দেখল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমি বললাম, 'হে জুলকারনাইন! তুমি এদের শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।' ৮৭. সে বলল, 'যে কেউ সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। ৮৮. তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।' ৮৯. আবার সে এক পথ ধরল, ৯০. চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়-স্থলে পৌঁছাল তখন সে দেখল তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য-তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি; ৯১. প্রকৃত ঘটনা এই—তার ঘটনা আমি সম্যক অবগত আছি। ৯২. আবার সে এক পথ ধরল, ৯৩. চলতে চলতে সে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছাল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। ৯৪.ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াযুয ও মাযুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে

এই শর্তে কিছু করে দেব যে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে?' ৯৫. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং ওদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। ৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুটি পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, 'তোমরা হাপরে দম দিতে থাক।' যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ওর ওপর ঢেলে দেব।' ৯৭. এর পর ইয়াযুয ও মাযুয ওটি অতিক্রম করতে পারল না, বা ভেদ করতেও পারল না। ৯৮. জুলকারনাইন বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' ৯৯. সেদিন আমি ওদের দলে দলে, তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি ওদের সকলকেই একত্রিত করব। ১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট, ১০১. যাদের চক্ষু আমার নিদর্শনের প্রতি ছিল অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।

১২. রুকূ।। ১০২. যারা অবিশ্বাস করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি অবিশ্বাসীদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। ১০৩. বল, 'আমি কি তোমাদের তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত? ১০৪. ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়—যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ১০৫. ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়; ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামাতের দিন ওদের কোন গুরুত্ব রাখব না। ১০৬. জাহান্নাম—এটিই ওদের প্রতিফল, যেহেতু ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে বিদ্রুপের বিষয় স্বরূপ গ্রহণ করেছে। ১০৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের (জান্নাতের) উদ্যান, ১০৮. সেখানে ওরা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে অন্যস্থান কামনা করবে না'। ১০৯. বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে—সাহায্যার্থে এর মত (আরেকটি সমুদ্র) আনলেও।' ১১০. বল, 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেও অংশী না করে।'

১৯. সূরা মারইয়াম

৬ রুকূ ।। ৯৮ আয়াত ।। ৯৬৮ শব্দ ।। ৩৯৮৬ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হাযরাত যাকারিয়া (আ)-এর প্রার্থনা, এবং সন্তান লাভ, হাযরাত ইয়াহ্ইয়ার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ, হাযরাত মারইয়াম, হাযরাত ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, শিশু ঈসার (আ) বাকশক্তি

এবং আত্মপরিচয়, হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পিতা, হাযরাত মূসা, হাযরাত হারুন, হাযরাত ইসমাঈল (আ) প্রমুখের কথা, আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিশ্‌তার অক্ষমতা; কোন ফিরিশ্‌তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারে না, পার্থিব সম্পদ ও তার পরিণাম, কিয়ামাতের দৃশ্য।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. কাফ-হা-ইয়া-আঈন-স্বাদ; ২. এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি, ৩. যখন সে তার প্রতিপালককে নিভৃতে আহ্বান করেছিল, ৪. সে বলেছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি। ৫. আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা (ধর্মকে ধ্বংস করে দেবে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর, ৬. যে আমার উত্তরাধিকারীত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারীত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন।' ৭. তিনি বললেন, 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারও নামকরণ করিনি।' ৮. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' ৯. তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এ আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না!' ১০. যাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না।' ১১. অতঃপর সে কক্ষ হতে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট এল ও ইঙ্গিতে তাদের সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। ১২. আমি বললাম, 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এ গ্রন্থ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ কর।' আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান, ১৩. এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা (লাভ করেছিল); সে ছিল সাবধানী। ১৪. পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত অবাধ্য ছিলনা। ১৫. তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে ও (শান্তি) থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে ও যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুণরুত্থিত হবে।

২. রুকূ।। ১৬. বর্ণনা কর এ গ্রন্থে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিল, ১৭. অতঃপর ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার নিকট আমার (জিব্রীল) দূতকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। ১৮. মারইয়াম বলল, 'তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট হতে দয়াময়ের স্মরণ নিচ্ছি।' ১৯. সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।' ২০. মারইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি ও আমি ব্যাভিচারিণীও নই?' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ২১. সে বলল, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এ আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি ওকে এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এ তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' ২২. অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল; ২৩. প্রসব-বেদনা

তাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' ২৪. ফিরিশ্‌তা তার নিম্ন পার্শ্ব হতে আহ্বান করে তাকে বলল যে, 'তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন, ২৫. তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক-তাজা খর্জুর দান করবে। ২৬. সুতরাং, আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করব না।' ২৭.অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল ঃ ওরা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। ২৮. হে হারুন-ভাগিনী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলনা এবং তোমার মাতাও ছিলনা ব্যাভিচারিণী।' ২৯. অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখাল। ওরা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব।' ৩০. সে বলল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন, ৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে ও আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে, ৩২. এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি, ৩৩. আমার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে ও যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুণরুত্থিত হব।' ৩৪. এ মারইয়াম-তনয় ঈসা। (আমি বললাম সত্য কথা), যে বিষয়ে ওরা বিতর্ক করে। ৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। ৩৬. আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ। ৩৭. অতঃপর দলগুলির নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং মহাদিবস আগমণকালে অবিশ্বাসীদের দুর্ভোগ। ৩৮. ওরা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন ওরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ৩৯. ওদের পরিতাপের দিন সম্বন্ধে সতর্ক করে দাও, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন ওরা অনবধান এবং ওরা বিশ্বাস করবে না। ৪০. চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর ও তার ওপর যারা আছে তাদের, এবং ওরা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে।

৩. রুকূ।। ৪১. বর্ণনা কর এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী। ৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার উপাসনা কর কেন? ৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট তো জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। ৪৪. হে আমার পিতা! শাইতানের উপাসনা করো না। নিশ্চয়ই শাইতান দয়াময়ের অবাধ্য। ৪৫. হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে পড়বে।' ৪৬. পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও'। ৪৭. ইব্রাহীম বলল, 'তোমার নিকট হতে

বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। ৪৮. আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না'। ৪৯. অতঃপর সে যখন তাদের হতে ও তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের উপাসনা করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। ৫০. এবং তোমাদের আমি আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের দিলাম সমুচ্চ যশ।

৪. রুকূ।। ৫১. এ গ্রন্থে উল্লেখিত মূসার কথা বর্ণনা কর। সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। ৫২. তাকে আমি তূর পর্বতের ডান দিক হতে আহ্বান করেছিলাম এবং আমি গুঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। ৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুণকে নাবীরূপে তাকে দিলাম। ৫৪. এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী; ৫৫. সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। ৫৬. এ গ্রন্থে উল্লেখিত ইদ্‌রীসের কথা বর্ণনা কর। সে ছিল সত্যবাদী, নাবী; ৫৭. এবং আমি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। ৫৮. নাবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্‌ পুরস্কৃত করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদের তিনি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের বংশোদ্ভুত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভুত এবং যাদের তিনি পথ নির্দেশ করেছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট করুণাময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত **(সাজদা ঃ ৫)**। ৫৯. ওদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও লালসা-পরবশ হল। সুতরাং ওরা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ৬০. কিন্তু ওরা নয়—যারা তাওবা করেছে, বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে। ওরা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। ওদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ৬১. এ স্থায়ী জান্নাত—অদৃশ্য বিষয়; যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় তাঁর দাসদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় এসেই থাকে। ৬২. সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। ৬৩. এ-ই জান্নাত, আমার দাসদের মধ্যে সাবধানীদের যার অধিকারী করব। ৬৪. জিব্রীল বলল, 'আমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এ দু-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং তোমার প্রতিপালক কখনো ভুল করেন না।' ৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবীর ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু, তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর উপাসনায় ধৈর্যশীল হও। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকেও জান?

৫. রুকূ।। ৬৬. মানুষ বলে—'আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুণরুত্থিত হব।' ৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছু ছিল না? ৬৮. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তো ওদের শাইতানগণসহ একত্রে সমবেত করব এবং পরে নতজানু অবস্থায় আমি ওদের জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। ৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বার করবই। ৭০.

এবং আমি তো ওদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি। ৭১. এবং তোমাদের সকলকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে যেতে হবে, এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। ৭২. পরে আমি সাবধানীদের উদ্ধার করব এবং সীমালংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। ৭৩. ওদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হলে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'দু দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং সমাজ হিসাবে কোনটি উত্তম'? ৭৪.ওদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি—যারা ওদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ৭৫. বল, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রচুর অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না তারা সেটি প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে, শাস্তি হোক অথবা কিয়ামাতই হোক। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং শক্তিতে কে সবচেয়ে দুর্বল। ৭৬. এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্‌ তাদের পথনির্দেশে বৃদ্ধি দান করেন এবং সৎকর্ম, যার পরিণাম স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। ৭৭. তুমি কি লক্ষ্য করেছ ওকে, যে আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই।' ৭৮. সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? ৭৯. এ সত্য নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। ৮০. সে যা বলে তা আমার অধিকারে থাকবে এবং সে আমার নিকট আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ৮১. তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করে এ জন্যে যাতে ওরা তাদের সহায় হয়। ৮২. না, এ ধারণা অবাস্তব, ওরা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

৬. রুকূ।। ৮৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আমি অবিশ্বাসীদের নিকট ওদের মন্দ কাজে বিশেষভাবে উৎসাহদান করার জন্য শাইতান পাঠিয়েছি। ৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করো না। আমি তো গণনা করছি ওদের নির্ধারিত কাল, ৮৫. যেদিন দয়াময়ের নিকট সাবধানীদের সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করব, ৮৬. এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। ৮৭. যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। ৮৮. তারা বলে, 'আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' ৮৯. তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছ। ৯০. (যার জন্য) হয় তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ৯১. তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করত। ৯২. সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। ৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে দাসরূপে উপস্থিত হবে না। ৯৪. তাঁর জ্ঞান তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং তিনি তাদের বিশেষভাবে গণনা করেছেন, ৯৫. এবং কিয়ামাতের দিন ওদের সকলেই তাঁর কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসবে। ৯৬. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা। ৯৭. আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। ৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? **(পারার অর্ধাংশ)**।

২০. সূরা ত্বা-হা

৮ রুকূ ।। ১৩৫ আয়াত ।। ২৫১ শব্দ ।। ৫৪৬৬ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হাযরাত মূসার (আ) প্রত্যাদেশ লাভ, হাযরাত মূসার অলৌকিক ঘটনা, হাযরাত হারুণের নাবুয়্যত প্রাপ্তি; হাযরাত মূসার জন্ম প্রসঙ্গ, ফেরাউনের নিকট মূসা (আ) ও হারুণের যাত্রা; প্রকাশ্য মাঠে মূসা ও যাদুকরদের সাক্ষাৎকার; যাদুকরদের পরাজয় এবং মূসার জয়; যাদুকরদের আত্মসমর্পণ, ফেরাউনের হুমকি, বনি-ইস্রাঈলকে নিয়ে মূসার মিশর ত্যাগ, হাযরাত মূসার অনুপস্থিতিতে বনি-ইস্রাঈলের গো-বৎস পূজা; মূসার (আ) প্রত্যাবর্তন, হারুণকে ভর্ৎসনা, সামেরী ও তার পরিণাম, শিঙ্গার ফুৎকার, কিয়ামাতের দৃশ্য। হাযরাত আদম ও হাযরাত হাওয়া, জান্নাতে অবস্থান, পৃথিবীতে অবতরণ; আল্লাহ্-বিস্মৃতির পরিণাম; নামাযের নির্দেশ, কে পথপ্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট পরিণামেই তার প্রকাশ, মহা-প্রলয়কাল আসন্ন প্রায় অথচ মানুষ ঘুমের ঘোরে, আল্লাহ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. ত্বা-হা, ২. তোমাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। ৩. এ যারা ভয় করে কেবল তাদের উপদেশার্থে। ৪. যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ (কুরআন) তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ, ৫. দয়াময় আরশে সমাসীন। ৬. যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দু-এর অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। ৭. তুমি উচ্চকণ্ঠে যাই বল না কেন আল্লাহ্ তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত তা জানেন। ৮. আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই, ৯. মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁচেছে কি? ১০. সে যখন আগুন দেখল, তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে আগুন আনতে পারব অথবা আমি ওর নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাব'। ১১. অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এল তখন আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা! ১২. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল, কারণ, তুমি পবিত্র "তোয়া" উপত্যকায় রয়েছ। ১৩. এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। ১৪. আমিই আল্লাহ্, আমি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে যথাযথভাবে নামায পড়। ১৫. কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, আমি এর সংগঠন মুহূর্ত গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফললাভ করে। ১৬. সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামাতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে ওতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে ১৭. হে মূসা! তোমার ডান হাতে ঐটি কি?' ১৮. সে বলল, 'ঐটি আমার লাঠি, আমি এতে ভর দিই এবং এ দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পেড়ে থাকি এবং এ আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' ১৯. আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা তুমি এ নিক্ষেপ কর।' ২০. অতঃপর সে ঐটি নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল, ২১. তিনি বললেন, 'তুমি এটিকে ধর, ভয় করো না, আমি এটিকে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব। ২২. এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ এ

বেরিয়ে আসবে। ২৩. এ জন্য যে আমি তোমাকে আমার মহানিদর্শনগুলির কিছু দেখাব। ২৪. ফেরাউনের নিকট যাও সে সীমালংঘন করেছে।'

২. রুকূ।। ২৫. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও ২৬. এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। ২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। ২৮. যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। ২৯. আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী করে দাও। ৩০. আমার ভ্রাতা হারুণকে ৩১. তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর। ৩২. ও তাকে আমার কাজে অংশী কর। ৩৩. যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। ৩৪. এবং তোমাকে অধিক স্মরণ করতে পারি। ৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' ৩৬. তিনি বললেন, 'হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।' ৩৭. এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। ৩৮. যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা ছিল নির্দেশ করার, ৩৯. এ মর্মে যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু এবং ওর শত্রু নিয়ে যাবে। আমি আমার নিকট হতে মানুষের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করেছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। ৪০. যখন তোমার ভগিনী এসে বলল, 'আমি কি তোমাদের কে এই শিশুর ভার নেবে বলে দেব?' তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে; 'হে মূসা! এরপরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে, ৪১. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। ৪২. তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না, ৪৩. তোমরা দুজনে ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে। ৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে'। ৪৫. তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের যাওয়া মাত্রই শাস্তি দেবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে'। ৪৬. তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি এবং দেখি।' ৪৭. সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনি-ইস্রাঈলকে যেতে দাও এবং তাদের কষ্ট দিয়ো না, আমরা তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এনেছি এবং যারা অনুসরণ করে তাদের জন্য শান্তি (বহন করে এনেছি), ৪৮. আমাদের প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য শাস্তি'। ৪৯. ফেরাউন বলল, 'হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক'? ৫০. মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি—যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।' ৫১. ফেরাউন বলল, 'তা হলে অতীত যুগের লোকের অবস্থা কি?' ৫২. মূসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট এক গ্রন্থে আছে ঃ আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং তিনি ভুলেও যান না। ৫৩. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ হতে বারিবর্ষণ করেন এবং

তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।' ৫৪. তোমরা আহার কর ও তোমাদের পশু চরাও; অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন আছে।

৩. রুকূ।। ৫৫. মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, ওতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং ঐ হতে পুণর্বার তোমাদের বের করব। ৫৬. আমি অবশ্যই ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। ৫৭. সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা দেশ থেকে আমাদের বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট এসেছ? ৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট এর অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একাদিন ও এক মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ কর যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবে না!' ৫৯. মূসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত দিন উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে।' ৬০. অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, পরে তার যাদুকরদের জমা করল ও এরপর উপস্থিত হল। ৬১. মূসা ওদের বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদের শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে ব্যর্থ হয়।' ৬২. ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। এবং ওরা গোপনে পরামর্শ করল। ৬৩. ওরা বলল, 'এ দুজন অবশ্যই যাদুকর, তারা যাদু দ্বারা দেশ হতে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে চায়। এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে চায়। ৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংযত কর, তারপর সারবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।' ৬৫. ওরা বলল, 'হে মূসা— হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।' ৬৬. মূসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' ওদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল ওদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছোটাছুটি করছে। ৬৭. মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। ৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করো না, তুমিই প্রবল। ৬৯. তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এ ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।' ৭০. অতঃপর যাদুকরেরা সাজদাবনত হল ও বলল, 'আমরা হারুণ ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।' ৭১. ফেরাউন বলল, 'কি—আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাসস্থাপন করলে। দেখছি, এতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবই এবং আমি তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শুলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' ৭২. যাদুকরেরা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যা করবার করতে পার। ৭৩. আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি যাতে আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদের যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।** ৭৪. যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম আছে, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। ৭৫. এবং যারা তাঁর নিকট বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে উপস্থিত হবে ওদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত, ৭৬. যার

পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র।

৪. রুকূ।। ৭৭. আমি অবশ্যই মূসার প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, আমার দাসদের নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও এবং ওদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মান কর। পিছন থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে—এ আশঙ্কা করো না এবং ভয়ও করো না। ৭৮. অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র ওদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। ৭৯. এবং ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল, সৎপথ দেখায়নি। ৮০. 'হে বনি ইস্রাঈল, আমি তো শত্রু হতে তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, আমি তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদের তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং তোমাদের নিকট 'মান্না ও সালওয়া' প্রেরণ করেছিলাম, ৮১. (বলেছিলাম), তোমাদের যা দান করলাম তা থেকে ভাল ভাল বস্তু আহার কর। এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর ক্রোধ অবধারিত এবং যার ওপর ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। ৮২. এবং আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে তাওবা করে, বিশ্বাসস্থাপন করে, সৎকাজ করে, সৎপথে অবিচলিত থাকে। ৮৩. হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি (এখানে তূর পর্বতে) করতে বাধ্য করল কিসে?' ৮৪. সে বলল, 'ঐ তো ওরা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট (তূর পর্বতে) এলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্য।' ৮৫. তিনি বললেন, 'আমি তোমার চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং সামেরী তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।' ৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেল। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি অবধারিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে, তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?' ৮৭. ওরা বলল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি তবে আমাদের ওপর লোকের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে'। ৮৮. অতঃপর সে ওদের জন্য এক গো-বৎস গঠন করল—এক অবয়ব, যা গরুর শব্দ করত। ওরা বলল, 'এ তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।' ৮৯. তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে ওটি (গো-বৎস) তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না?

৫. রুকূ।। ৯০. হারুণ ওদের পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দ্বারা তো কেবল তোমাদের পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।' ৯১. ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।' ৯২. মূসা বলল, 'হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল। ৯৩. আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' ৯৪. হারুণ বলল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু(দাড়ি) ও কেশ ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, তুমি বলবে—তুমি বনি-ইস্রাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।'

৯৫. মূসা বলল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?' ৯৬. সে বলল, 'আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখেনি, অতঃপর আমি (জিব্রীলের) পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি (ধূলো) নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল।' ৯৭. মূসা বলল, 'দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্টকাল—যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা ওকে জ্বালিয়ে দেবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।' ৯৮. তোমাদের উপাস্য তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, সর্ববিষয় তাঁর জ্ঞানায়ত্ত; ৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করব এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে কুরআন দান করেছি। ১০০. এ হতে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামাতের দিনে মহাপাপভার বহন করবে। ১০১. ওতে ওরা চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামাতের দিন এ বোঝা ওদের জন্য হবে কত মন্দ। ১০২. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। ১০৩. ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' ১০৪. ওরা কি বলবে আমি তা ভাল জানি, ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

৬. রুকূ।। ১০৫. ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক ওদের সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।' ১০৬. অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন। ১০৭.যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না। ১০৮. সেদিন ওরা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক-ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। ১০৯. করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না। ১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তার জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। ১১১. চিরঞ্জীব, অনাদি, আল্লাহ্র নিকট সকলেই অধোবদন হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে। ১১২. এবং যে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে তার (পাপ) বৃদ্ধির এবং (পুণ্য) হ্রাসেরও আশঙ্কা নেই। ১১৩. এরূপেই আমি আরাবী ভাষায় কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং ওতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে ওরা ভয় করে অথবা এ হয় ওদের জন্য উপদেশ। ১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী (প্রত্যাদেশ) সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি তাড়াতাড়ি করো না এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।' ১১৫. আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে, আমি তাকে সঙ্কল্পে দৃঢ় পাইনি।

৭. রুকূ।। ১১৬. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাদের বললাম, 'আদমের প্রতি নত হও,' ইবলীস্ ব্যতীত সকলেই নত হল। সে অমান্য করল। ১১৭. অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! এ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। ১১৮. তোমার জন্য এটিই রইল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না; ১১৯. এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না' ১২০. অতঃপর

শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত-জীবনপ্রদ বৃক্ষেব কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা বলে দেব?' ১২১. অতঃপর তারা ওর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হল। ১২২. এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন। ১২৩. তিনি বললেন, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না। ১২৪. যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগসম্ভার সঙ্কুচিত হবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' ১২৫. সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।' ১২৬. তিনি বলবেন 'তুমি এরূপই ছিলে; আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি তা বর্জন করেছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বর্জন করা হল। ১২৭. এবং এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দিই যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনা। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর, অধিক স্থায়ী'। ১২৮. আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, একি তাদের সৎপথ দেখাল না? অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন আছে।

৮. রুকূ।। ১২৯. তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং এক নির্ধারিত কাল না হলে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত। ১৩০. সুতরাং ওরা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবাভাগে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। ১৩১. আমি অবিশ্বাসীদের কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করো না। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। ১৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক; আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম। ১৩৩. ওরা বলে, 'সে তার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' ওদের নিকট কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? ১৩৪. যদি আমি ওদের ইতিপূর্বে শাস্তিদ্বারা ধ্বংস করতাম তবে ওরা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে, আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম।' ১৩৫. বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা সরল পথে রয়েছে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে'।

১৬শ পারা সমাপ্ত

১৭শ পারা।। ইক্তারাবা লিন্নাসে হিসাবহুম ওয়াহুম ফি গাফ্লাতীম

২১. সূরা আম্বীয়া

৭ রুকূ ।। ১১২ আয়াত ।। ১১৮৭ শব্দ ।। ৫১৫৪ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আকাশমণ্ডল ও বিশ্বের সৃষ্টি অকারণ নয়, আল্লাহ্র কোন সন্তান-সন্ততি নেই, সকলেই তাঁর দাস, ইহজীবন ক্ষণস্থায়ী, হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর জাতি; মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা, ইব্রাহীমের অগ্নিপরীক্ষা, হাযরাত দাউদ ও সুলাইমানের ফায়সালা দান, হাযরাত ইউনুসের কথা, মানুষের ধর্ম মূলত এক; মানুষই তা বিভিন্ন করেছে; আল্লাহ্র পুণ্যাত্মা দাসেরাই শেষ পর্যন্ত ধরণীর হর্তাকর্তা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২. যখনই ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে ওরা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে, ৩. ওদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে?' ৪. রাসূল বলল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ।' ৫. বরং ওরা বলে, 'এ সমস্ত অলীক কল্পনা। হয় সে এ উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনুক যেরূপ নিদর্শনসহ পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিল।' ৬. এদের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা বিশ্বাস করত না; তবে কি এরা বিশ্বাস করবে? ৭. তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে গ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। ৮. এবং আমি তাদের এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে তারা আহার্য ভক্ষণ করত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। ৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, যথা ঃ আমি ওদের এবং যাদের ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছিলাম। ১০. আমি তো তোমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

২. রুকূ।। ১১. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। যার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী। এবং তাদের পরে অপর জাতি সৃষ্টি করেছি। ১২. অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই ওরা জনপদ হতে পলায়ন করতে লাগল। ১৩. (ওদের বলা হয়েছিল), 'পলায়ণ করো না এবং তোমাদের ভোগ-সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে ফিরে এসো যাতে এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।' ১৪. ওরা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী'। ১৫. আমি ওদের কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ না করা পর্যন্ত ওদের এ আর্তনাদ স্তব্ধ হয়নি। ১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। ১৭. আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি। ১৮. কিন্তু আমি সত্যদ্বারা মিথ্যার উপর

আঘাত হানি; মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিই এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। ১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহঙ্কার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। ২০. তারা দিবারাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। ২১. ওরা মাটি হতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? ২২. যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ওরা যা বলে তার থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না বরং ওদেরই প্রশ্ন করা হবে। ২৪. ওরা কি তাঁকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই, আমার সঙ্গে যা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটিই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৫. আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর'। ২৬. ওরা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। ২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। ২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু ওদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। ২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত,' তাকে আমি শাস্তি দেব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩. রুকূ।। ৩০. অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপোতভাবে মিশেছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু পানি হ'তে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না? ৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত সৃষ্টি করেছি যাতে পৃথিবী ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক চলে না যায় এবং আমি ওতে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারে। ৩২. এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু ওরা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. আল্লাহ্ই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। ৩৪. আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবী হবে? ৩৫. জীব মাত্রই মরণশীল; আমি তোমাদের মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। ৩৬. অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে। ওরা বলে, 'একি সে যে তোমাদের দেব-দেবীগুলির সমালোচনা করে'? ওরাই তো দয়াময়ের উল্লেখের বিরোধিতা করে। ৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না। ৩৮. এবং ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে? ৩৯. যদি অবিশ্বাসীরা সে সময়ের কথা জানত যখন ওরা ওদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং ওদের সাহায্যও করা হবে না। ৪০. বস্তুত তা ওদের ওপর অতর্কিতভাবে আসবে এবং ওদের হতবুদ্ধি করে দেবে; ফলে, ওরা তা রোধ করতে পারবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না। ৪১. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা

যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল।

৪. রুকূ।। ৪২. বল, 'তোমাদের রাত-দিন দয়াময়ের (আজাব) থেকে কে রক্ষা করবে?' তবুও ওরা ওদের প্রতিপালকের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৩. তবে কি আমার ছাড়া ওদের এমন কতগুলি দেব-দেবী আছে যারা ওদের রক্ষা করতে পারে? এরা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে ওদের সাহায্যকারীও থাকবে না। ৪৪. বস্তুত আমিই ওদের এবং ওদের পিতৃপুরুষকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম এবং ওদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। ওরা কি দেখছে না যে আমি ওদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে আনছি। তবুও কি ওরা বিজয়ী হবে? ৪৫. বল, 'আমি তো কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদের যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শোনে না। ৪৬. তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছু মাত্রও তাদের স্পর্শ করলে তারা বলে উঠবেই, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।' ৪৭. এবং কিয়ামাতের দিন আমি ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। ৪৮. আমি অবশ্যই মূসা ও হারুণকে ফুরকান দিয়েছিলাম, আলো ও উপদেশ, সাবধানীদের জন্য। ৪৯. যারা না দেখেও তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামাত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। ৫০. এ কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, তবুও কি তোমরা এটিকে অস্বীকার কর? **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

৫. রুকূ।। ৫১. আমি অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এ যে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলি কি?' ৫৩. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' ৫৪. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।' ৫৫. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ?' ৫৬. সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। ৫৭. শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' ৫৮. অতঃপর সে ওদের প্রধানটি ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, যাতে ওরা এর শরণাগত হয়। ৫৯. ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করলে কে? নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারী।' ৬০. কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' ৬১. ওরা বলল, 'তাকে লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।' ৬২. ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করেছ?' ৬৩. সে বলল, 'এদের এ প্রধানই এ করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না যদি এরা কথা বলতে পারে।' ৬৪. তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালংঘনকারী?' ৬৫. অতঃপর ওদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং ওরা বলল, 'তুমি তো ভালই জান যে এরা কথা বলে না।' ৬৬. ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ৬৭. ধিক তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের। তবুও কি

তোমরা বুঝবে না?' ৬৮. ওরা বলল, 'তবে ওকে (ইব্রাহীমকে) পুড়িয়ে দাও, তোমাদেব দেবতাগুলিকে সাহায্য কর, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।' ৬৯. আমি বললাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' ৭০. ওরা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে এক ফন্দি আঁটতে চাইল। কিন্তু আমি ওদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। ৭১. এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে সে দেশে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বাসীদের জন্য কল্যাণ রেখেছি। ৭২. এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক, আরও দান করেছিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করেছিলাম। ৭৩. এবং তাদের করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করত; তাদের সৎকাজ করতে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যথাযথভাবে নামায পড়তে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই উপাসনা করত। ৭৪. এবং লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাকে এমন এক জনপদ হতে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী, ৭৫. এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্গত।

৬. রুকূ।। ৭৬. স্মরণ কর নূহ্‌কে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসঙ্কট হতে উদ্ধার করেছিলাম, ৭৭. এবং আমি তাকে সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, ওরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এ জন্যই ওদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। ৭৮. এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিল; ওতে রাত্রিকালে সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির মেষ ঢুকে পড়েছিল, আমি তাদের বিচার দেখছিলাম। ৭৯. এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা জানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। ৮০. আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? ৮১. এবং উদ্দাম বায়ু সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; তা আদেশ ক্রমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। ৮২. এবং শাইতানদের মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ব্যতীত অন্য কাজও করত; আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। ৮৩. এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'! ৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, এবং আমার নিকট হতে দয়া ও উপাসনাকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেছিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম। ৮৫. এবং স্মরণ কর ইস্‌মাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফল-এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। ৮৬. এবং তাদের আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম; তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। ৮৭. এবং স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা, যখন সে ক্রোধ ভরে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবং মনে করেছিল আমি তাকে সঙ্কটে ফেলব না, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।' ৮৮. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করে থাকি। ৮৯. এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।' ৯০. অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে বন্ধ্যাত্ব মুক্ত করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। ৯১. এবং স্মরণ কর সে নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার (তরফ থেকে) এক আত্মাকে ফুঁকে দিয়েছিলাম, এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করেছিলাম। ৯২. এই যে তোমাদের জাতি—এ তো একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা কর। ৯৩. কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।

৭. রুকূ।। ৯৪. সুতরাং কেউ বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তা লিখে রাখি। ৯৫. এ সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসিবৃন্দ ফিরে আসবে, ৯৬. যে পর্যন্ত না ইয়াযুয ও মাযুযকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ওরা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। ৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল আসন্ন হলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম! বরং আমরা তো সীমালংঘনকারীই ছিলাম'। ৯৮. তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে। ৯৯. যদি ওরা উপাস্যই হত তবে ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; ওদের সকলেই ওতে চিরকাল থাকবে, ১০০. সেখানে অংশীবাদীরা চিৎকার করবে এবং সেখানে ওরা কিছুই শুনতে পাবে না; ১০১. যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে। ১০২. তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে (জান্নাতে) তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। ১০৩. মহাভীতি তাদের বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের এ বলে অভ্যর্থনা করবে, 'এ-ই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।' ১০৪. সেদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে লিখিত দফতর গুটান হয়; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুণরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এ পালন করবই। ১০৫. যবুর গ্রন্থে উপদেশ উল্লেখের পর আমি গ্রন্থে লিখে দিয়েছি যে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন দাসগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। ১০৬. এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য বাণী রয়েছে যারা উপাসনা করে। ১০৭. আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি। ১০৮. বল, 'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও।' ১০৯. তবে ওরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বল, 'আমি তোমাদের যথাযথভাবে সতর্ক করে দিয়েছি এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করা হয়েছে তা আসন্ন না দূরস্থিত। ১১০. তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত এবং যা তোমরা গোপন কর।' ১১১. আমি জানি না হয়ত এ অবকাশ তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ।' ১১২. রাসূল বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই সাহায্যস্থল'। **(পারার অর্ধাংশ)**।

২২. সূরা হাজ্জ

১০ রুকূ ।। ৭৮ আয়াত ।। ১২৮৩ শব্দ ।। ৫৪৩৩ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাতের কথা; মানুষের সৃষ্টি এবং জীবন; কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হতে নেই। জাহান্নামের-যন্ত্রণা, জান্নাতের সুখ; হাযরাত ইব্রাহীম (আ) ও হাজ্জ, মিথ্যা কখনও বলতে নেই, কুরবানীর জন্তু, তার মাংস; কুরবাণীর সার্থকতা; জিহাদের অনুমতি, রাষ্ট্রনেতা ও তার আদর্শ: আল্লাহ্‌র পথে শহীদ ব্যক্তিবর্গের মহাপুরস্কার; নিপীড়িতদের সাহায্য দান, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, নিখিল বিশ্ব এবং নৌকা-জাহাজ মানুষের বশ করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ই রাসূল নির্বাচন করেন।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, কিয়ামাতের ভূমিকম্প এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে মাতাল-সদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। ৩. মানুষের মধ্যে কিছু অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের অনুসরণ করে। ৪. শাইতান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে-কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। ৫. হে মানুষ! পুণরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও (তবে অনুধাবন কর)—আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তার পর শুক্র হতে, তার পর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করার জন্য; আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটে এবং তোমাদের মধ্যে কিছু কিছুকে জরাগ্রস্থ করা হয় যার ফলে তারা যা জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞানে থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর ওতে আমি বারিবর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; ৬. এটিই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ৭. কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদের আল্লাহ্ পুণরুত্থিত করবেন। ৮. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ। ৯. লোকদের আল্লাহ্‌র পথ হতে ভ্রষ্ট করবার জন্য সে দম্ভভরে বিতণ্ডা করে। তার জন্য ইহলোকে আছে লাঞ্ছনা, এবং কিয়ামাতের দিনে আমি তাদের দহন-যন্ত্রণা আস্বাদ করাব। ১০. সেদিন তাকে বলা হবে—'এ তোমার কৃতকর্মেরই ফল কারণ আল্লাহ্ দাসদের প্রতি জুলুম করেন না।'

২. রুকূ।। ১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধার সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটিই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১২. ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটিহ চরম বিভ্রান্তি! ১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর! ১৪. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। ১৫. যে-কেউ মনে করে, আল্লাহ্ রাসূলকে কখনই ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবে না সে গৃহের ছাদে রশি ঝুলিয়ে নিজেকে ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করুক[৮৩]; অতঃপর দেখুক তার প্রক্রিয়া তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা। ১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে কুরআন অবতীর্ণ করেছি; এবং স্মরণ রেখ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। ১৭. যারা বিশ্বাস করেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা অংশীবাদী হয়েছে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। ১৮. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সাজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে,—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সাজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না, আল্লাহ্ অবশ্যই যা ইচ্ছা তাই করেন **(সাজদা ঃ ৬)।** ১৯. এ দুটি দল, এরা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ২০. যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে, ২১. এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর। ২২. যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে; (ওদেরকে বলা হবে) 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।'

৩. রুকূ।। ২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন— যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদের স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে। এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২৪. তাদের সৎবাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্র পথে পরিচালিত হয়েছিল; ২৫. যারা অবিশ্বাস করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং যে মাসজিদুল-হারাম (কা'বা শারীফ) কে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি তা হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তাদের আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব এবং যে সীমালংঘন করে মাসজিদুল-হারামে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে তাকেও।

৪. রুকূ।। ২৬. এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য কা'বা গৃহের স্থান স্থির করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম আমার সঙ্গে কোন অংশী স্থির করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে এবং যারা নামাযে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সাজদা করে। ২৭. এবং মানুষের নিকট হাজ্ব ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার নিকট পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, এরা আসবে দূর দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। ২৮. যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে, ওদের তিনি পশু থেকে তার জবাইকালে (কুরবানী) যে জীবনোপকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। ২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ)

করে। ৩০. এটিই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটিই উত্তম। তোমাদের নিকট উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অন্যান্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যাকথন হতে দূরে থাক। ৩১. আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন অংশী না করে; এবং যে কেউ আল্লাহ্র অংশী করে তার অবস্থা ঃ সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। ৩২. এটিই আল্লাহ্র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্ভীতিপ্রসূত। ৩৩. এ সমস্ত পশুতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে; অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট ওদের কুরবানীর স্থান।

৫. রুকূ।। ৩৪. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ পশু দিয়েছি সেগুলি জবাইকালে আল্লাহ্র নাম নেয়। তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ্, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং বিনীতগণকে সুসংবাদ দাও, ৩৫. যাদের হৃদয় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। ৩৬. এবং উটকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনগুলির অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য ওতে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওদের জবাইকালে তোমরা আল্লাহ্র নাম নাও যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা হতে আহার কর এবং আহার করাও যে প্রার্থী নয় তাকে এবং প্রার্থীকে ; এভাবে আমি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৩৭. আল্লাহ্র কাছে ওদের মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌঁছায়। এভাবে তিনি ওদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে তিনি তোমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন সুতরাং তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও, ৩৮. আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের রক্ষা করেন। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৬. রুকূ।। ৩৯. তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। ৪০. তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত—যাতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁর ধর্মকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৪১. আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে এরা যথাযথভাবে নামায পড়বে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখ্তিয়ারভুক্ত। ৪২. এবং লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে ওদের পূর্বে তো নূহ, আ'দ এবং সামূদের সম্প্রদায়, ৪৩. ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়, ৪৪. মাদিয়ানবাসীরা তাদের নাবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মূসাকেও। আমি অবিশ্বাসীদের অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ঙ্কর ছিল আমার শাস্তি! ৪৫. আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ—যাদের অধিবাসীগণ সীমালংঘনকারী

ছিল, এসব জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ জনমানবশূন্য হয়েছে। ৪৬. যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এ উদ্দেশ্যে কি তারা দেশভ্রমণ করেনি? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। ৪৭. তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান; ৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন ওরা ছিল সীমালংঘনকারী; অতঃপর ওদের শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

৭. রুকূ।। ৪৯. বল (হে মুহাম্মাদ!), 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী'; ৫০. সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা আছে। ৫১. এবং যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। ৫২. আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে তখনই শাইতান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে; কিন্তু শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়; ৫৩. এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ-হৃদয়। সীমালংঘনকারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে; ৫৪. এবং এজন্যও যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর তারা যেন ওতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা বিশ্বাসী তাদের অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। ৫৫. অবিশ্বাসীরা ওতে সন্দেহ পোষণ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না ওদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামাত এসে পড়বে, অথবা এসে পড়বে এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তি! ৫৬. সেদিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্রই; তিনি ওদের বিচার করবেন। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা সুখকর কাননে অবস্থান করবে। ৫৭. এবং যারা অবিশ্বাস করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থাকবে।

৮. রুকূ।। ৫৮. যারা আল্লাহ্র পথে গৃহত্যাগ করেছে এবং পরে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। ৫৯. তিনি তাদের অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল। ৬০. এটিই হয়ে থাকে; কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে যথোপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুণরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। ৬১. এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৬২. এজন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। ৬৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারিবর্ষণ করেন যাতে পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। ৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত প্রশংসিত।

৯. রুকূ।। ৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে

এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ভিন্ন পতিত না হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। ৬৬. এবং তিনি তো তোমাদের জীবন দান করেছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুণরায় তোমাদের জীবন দান করবেন। মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ। ৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম-কানুন—যা ওরা পালন করে; সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদের তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর। তুমি তো সরল পথেই আছ। ৬৮. ওরা যদি তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে বল, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। ৬৯. তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।' ৭০. তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন? এ সবই এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; এ আল্লাহ্র নিকট সহজ। ৭১. এবং ওরা উপাসনা করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যার উপাসনার সমর্থনে তিনি কোন দলিল প্রেরণ করেননি, এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৭২. এবং ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। কেউ ওদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করলে তার প্রতি ওরা মারমুখো হয়ে ওঠে। বল, 'তবে কি আমি তোমাদের এ অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব?'—এ আগুন, এ বিষয়ে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। এবং এ কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

১০. রুকূ।। ৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় এ-ও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অক্ষম যাচ্ঞাকারী ও যার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তা! ৭৪. ওরা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। ৭৫. আল্লাহ্, ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য হতে বাণী বাহক মনোনীত করেন। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ৭৬. মানুষের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার **(সাজদা ঃ শাফেয়ী মতে)।** ৭৮. এবং আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তোমাদের তিনি মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোন বিধান দেননি; এ ধর্ম তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' (সদা অনুগত) এবং এ গ্রন্থেও করেছেন; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা মানবজাতির জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হও। সুতরাং তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

১৭শ পারা সমাপ্ত

১৮শ পারা।। ক্বাদ আফলাহাল মুমেনূন। আল্লাযীনা হুমফী

২৩. সূরা মুমেনূন

৬ রুকূ ।। ১১৮ আয়াত ।। ১০৭০ শব্দ ।। ৪৫৩৮ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ বিশ্বাসীরাই সফলকাম; মানুষের সৃষ্টি পর্ব; মানুষের জীবন ও জীবন-যাত্রার উপকরণ; হাযরাত নূহ (আ) ও তাঁর জাতি; নূহের নৌকা এবং নৌকার আরোহী; হাযরাত মূসা (আ) ও ফেরাউন সম্প্রদায়; পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিদর্শন নয়; চোখ, কান, জীবন-মৃত্যু, পৃথিবীতে অবস্থান সবই আল্লাহ্‌র দান; একাধিক উপাস্যের বর্তমানে পরস্পরের দ্বন্দ্ব; কিয়ামাতের দৃশ্য; বিচার; ওজন; কিয়ামাতের দিনে অবিশ্বাসীদের আক্ষেপ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, ২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, ৩. যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, ৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়, ৫. যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, ৬. তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না, ৭. এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে, ৮. এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৯. এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান, ১০. তারাই হবে অধিকারী, ১১. অধিকারী হবে ফিরদাউসের (জান্নাতের নাম) যাতে ওরা চিরস্থায়ী হবে। ১২. আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, ১৩. অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি, ১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! ১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে, ১৬. অতঃপর কিয়ামাতের দিন তোমাদের পুণরুত্থিত করা হবে। ১৭. আমিই তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তাকাশ এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নই। ১৮. এবং আমি আকাশ হতে পরিমিতভাবে বারিবর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম। ১৯. অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে, যার থেকে তোমরা আহার করে থাক। ২০. এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা সিনাই পর্বতে জন্মায়, এতে মানুষের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন হয়। ২১. এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই চতুষ্পদ জন্তুতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে; তোমাদের আমি ওদের উদরে যা আছে তা হতে পান করাই এবং ওতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। তোমরা পশুর মাংসও ভক্ষণ কর, ২২. এবং তোমরা উটে ও জলযানে আরোহণও করে থাক।

২. রুকূ।। ২৩. আমি অবশ্যই নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না!' ২৪. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল,

তারা লোকদের বলল, 'এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চাইছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্‌তাই পাঠাতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে, এ কথা শুনিনি। ২৫. এ-তো এক উন্মাদ, সুতরাং এর বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর।' ২৬. নূহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।' ২৭. অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর', অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ব্যতীত, এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা নিমজ্জিত হবে। ২৮. যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা জলযানে আরোহণ করবে তখন বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদের অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে উদ্ধার করেছেন'। ২৯. আরও বলো—'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে নামিয়ে দাও যা হবে কল্যাণকর; এ ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' ৩০. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো ওদের পরীক্ষা করেছিলাম। ৩১. পরে অন্য এক সম্প্রদায়কে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম; ৩২. এবং ওদেরই একজনকে ওদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

৩. রুকূ।। ৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদের আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল, 'এ-তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। ৩৪. যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; ৩৫. সে কি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদের পুণরুত্থিত করা হবে? ৩৬. তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কদাচ ঘটবে না, কদাচ ঘটবে না! ৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুণরুত্থিত হব না! ৩৮. সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তার ওপর বিশ্বাস রাখি না।' ৩৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর! কারণ, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।' ৪০. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরে সকালবেলা ওরা অনুতপ্ত হবেই।' ৪১. অতঃপর সত্য সত্যই এক মহাগর্জন ওদের আঘাত করল এবং আমি ওদের তরঙ্গতাড়িত আবর্জনাসদৃশ করে দিলাম। সুতরাং সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। ৪২. অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। ৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিত করতেও পারে না। ৪৪. অতঃপর আমি একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি ওদের একের পর একেকে ধ্বংস করলাম। আমি ওদের কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হোক! ৪৫.

অতঃপর আমি আমার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারুণকে পাঠালাম, ৪৬. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু ওরা অহঙ্কার করল; ওরা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। ৪৭. ওরা বলল, 'আমরা কি এমন দু ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত? এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?' ৪৮. অতঃপর ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। ৪৯. আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, যাতে ওরা সৎপথ পায়। ৫০. এবং আমি মারইয়াম-তনয় ও তার জননীকে এক নিদর্শন করেছি, তাদের এক নিরাপদ ও পস্রবণবিশিষ্ট উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম।

৪. রুকূ।। ৫১. আমি বলেছিলাম, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। ৫২. এবং তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক! অতএব আমাকে ভয় কর'। ৫৩. কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। ৫৪. সুতরাং ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। ৫৫. ওরা কি মনে করে যে আমি ওদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দিই বলে ওদের জন্য ৫৬. সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করব? বরং ওরা বোঝে না। ৫৭. যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, ৫৮. যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে, ৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের অংশী-স্থাপন করে না, ৬০. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে দান করে, ৬১. তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তারা ওতে অগ্রগামী হয়। ৬২. আমি কাকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট একগ্রন্থ আছে যা প্রকৃত সাক্ষ্য দেয় এবং ওদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ৬৩. বরং, এ বিষয়ে ওদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া আরও মন্দ কাজ আছে যা ওরা করে থাকে। ৬৪. আমি যখন ওদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করি তখনই ওরা আর্তনাদ করে ওঠে। ৬৫. (তাদের বলা হবে), 'আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। ৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হত। কিন্তু তোমরা সরে পড়তে ৬৭. দম্ভ-ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে।' ৬৮. তবে কি ওরা এ বাণী-বিষয়ে অনুধাবন করে না? না ওদের নিকট এমন কিছু এসেছে যা ওদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? ৬৯. অথবা ওরা কি ওদের রাসূলকে চেনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? ৭০. অথবা ওরা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বরং সে ওদের নিকট সত্য এনেছে এবং ওদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। ৭১. সত্য যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ওদের উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু ওরা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৭২. অথবা তুমি কি ওদের নিকট কোন প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। ৭৩. তুমি অবশ্যই ওদের সরল পথে আহ্বান করছ। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ৭৪. নিশ্চয়ই যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত; ৭৫. আমি ওদের দয়া করলেও এবং ওদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও ওরা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। ৭৬. আমি ওদের শাস্তি দ্বারা আঘাত করলাম, কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি নত হল না

এবং কাতর প্রার্থনাও করল না। ৭৭. যখন আমি ওদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দিই তখনই ওরা এতে হতাশ হয়ে পড়ে।

৫. রুকূ।। ৭৮. তিনিই তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। ৭৯. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তোমাদের বংশবিস্তার করেছেন এবং তোমাদের তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। ৮০. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই বিধানে রাত ও দিনের আবর্তন ঘটে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ৮১. এ সত্ত্বেও ওরা ওদের পূর্ববর্তীগণের মত বলে, ৮২. ওরা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলেও আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুণরুত্থিত হব? ৮৩. আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও, এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।' ৮৪. জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার'? ৮৫. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' ৮৬. জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' ৮৭. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' ৮৮. জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁর উপর (কোন) রক্ষক নেই?' ৮৯. ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?' ৯০. বরং আমি তো ওদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু ওরা তো মিথ্যাবাদী। ৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত। ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র। ৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৬. রুকূ।। ৯৩. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তুমি যদি তা আমাকে দেখাতে চাও, ৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে অনাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।' ৯৫. নিশ্চয়ই আমি তাদের যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করছি আমি তা তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। ৯৬. যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ কথার জবাব দাও; ওরা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। ৯৭. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শাইতানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি,' ৯৮. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওদের উপস্থিতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি,' ৯৯. যখন ওদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুণরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ কর, ১০০. যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' না, এ হবার নয়। এ তো ওর একটি কথার কথা। ওদের সম্মুখে পুণরুত্থান দিন পর্যন্ত যবনিকা থাকবে। ১০১. এবং যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না, ১০২. এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ১০৩. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; ওরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। ১০৪. 'অগ্নি' ওদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং ওদের মুখমণ্ডল হবে বীভৎস; ১০৫. তোমাদের নিকট

কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়নি? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করেছিলে। ১০৬. ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের ঘিরেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। ১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! এ অগ্নি হতে আমাদের উদ্ধার কর, অতঃপর আমরা যদি পুণরায় অবিশ্বাস করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব'। ১০৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না।' ১০৯. আমার দাসদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' ১১০. কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা হাসি-ঠাট্টা করতে এত বিভোর ছিলে যে, তা তোমাদের আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে। ১১১. আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদের এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। ১১২. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে?' ১১৩. ওরা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন।' ১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। ১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না'? ১১৬. মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি। ১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, যার নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে; নিশ্চয়ই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা সফলকাম হবে না। ১১৮. বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

২৪. সূরা নূর

৯ রুকূ।। ৬৪ আয়াত ।। ১৪২ শব্দ ।। ৬৪১ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ ব্যভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গ; হাযরাত আয়েশার (রা) প্রতি কপটদের ভিত্তিহীন কলঙ্ক আরোপ প্রসঙ্গ; অশ্লীল কাজ ও অশ্লীল কথা প্রচারে ভয়াবহ পরিণাম, অন্যের ঘরে প্রবেশ সংক্রান্ত নিয়ম-নীতি, দৃষ্টি এবং পর্দা, বিপত্নীক ও বিধবা বিবাহের নির্দেশ; আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি ঃ সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র আলোতে আলোকিত; আকাশমণ্ডলী ও নিখিল বিশ্বের কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই; আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্র; প্রকৃত বিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব ও আধিপত্য প্রদানে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি; গৃহে প্রবেশের সময় সালাম করা ভদ্রতা; বিশ্বাসীদের আদর্শ; নাবীদের নির্দেশ অমান্য করার পরিণাম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. এ একটি সূরা যা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এতে দিয়েছি অবশ্য পালনীয় বিধান, এতে আমি সুস্পষ্ট বাক্যসমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা সতর্ক হও। ২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত করবে; আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহ্তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও;

বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদের বিবাহ করা অবৈধ। ৪. যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনা তাদের আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। ৫. যদি এরপর ওরা তাওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, ৭. এবং পঞ্চমবার বলবে, 'সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ নেমে আসবে।' ৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামীই মিথ্যাবাদী, ৯. এবং পঞ্চমবার বলে, 'তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ্র ক্রোধ নেমে আসবে।' ১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময় না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না।

২. রুকূ।। ১১. যারা মিথ্যা অপবাদ রটণা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য ওদের কৃত পাপকর্মের ফল আছে এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। ১২. এ কথা শোনার পর বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি 'এ তো নির্জলা অপবাদ।' ১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী। ১৪. ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। ১৫.যখন তোমরা মুখে মুখে এ (কথা) প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। ১৬. এবং যখন তোমরা এ শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ই পবিত্র, মহান। এ তো এক গুরুতর অপবাদ।' ১৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনও এরূপ আচরণের পুণরাবৃত্তি করো না।' ১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। ২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৩. রুকূ।। ২১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শাইতান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ-ই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ্ যাকে

ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৩. যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। ২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের রসনা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে— ২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। ২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে এরা তা হতে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৪. রুকূ।। ২৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। ২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তা হলে তোমাদের যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না; যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। ২৯. যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য উপকার থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। ৩০. বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত। ৩১. বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে; তারা যা সাধারণত প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৩২. তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান ওদের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা ওদের দান করবে। তোমাদের দাসীগণ সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের

ধন-লালসায় তাদের ব্যভিচারিনী হতে বাধ্য করো না; তবে কেউ যদি তাদের বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে তাদের ওপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৪. আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট বাক্য অবতীর্ণ করেছি এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও সাবধানীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ।

৫. রুকূ।। ৩৫. আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি; তাঁর জ্যোতির উপমা যেন সেই তাকের মত যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; পবিত্র জয়তূন বৃক্ষের (তৈল হতে) এ প্রজ্জ্বলিত হয়, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় ওর তৈল যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৩৬. আল্লাহ্ তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নত করেছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, ৩৭. সে সব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং নামায পড়তে ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। ৩৮. (তারা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করে) যাতে তারা যে সৎকাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদের উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। ৩৯. যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সে সেখানে আল্লাহ্কে পাবে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেবেন, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। ৪০. অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অন্ধকার, তরঙ্গের পর তরঙ্গ যাকে উদ্বেলিত করে, যার ঊর্ধ্বদেশে ঘণ মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, হাত বার করলে তা একেবারেই দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে আলোক দান করেন না তার জন্য কোনও আলোক নেই।

৬. রুকূ।। ৪১. তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ৪২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন। ৪৩. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাদের একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, অতঃপর তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এ (শিলা) অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়। ৪৪. আল্লাহ্ দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। ৪৫. আল্লাহ্ সমস্ত জীবের পা সৃষ্টি করেছেন; ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু পায়ে চলে এবং কতক চার পায়ে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪৬. আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। ৪৭. ওরা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলে

বিশ্বাসী এবং আমরা আনগত্য করি; কিন্তু এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত ওরা বিশ্বাসী নয়। ৪৮. ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ওদের আহ্বান করলে ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে ওরা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে। ৫০. ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৭. রুকূ।। ৫১. যখন বিশ্বাসীদের তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' ওরাই সফলকাম। ৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। ৫৩. ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, তুমি ওদের আদেশ করলে ওরা জিহাদের (ধর্মযুদ্ধ) জন্য বার হবেই; তুমি বল, 'শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে! তোমরা যা কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' ৫৪. বল, 'আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি অবশ্যই তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোন অংশী করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী। ৫৬. যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও (দান কর) এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। ৫৭. তোমরা অবিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

৮. রুকূ।। ৫৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৫৯. এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৬০. বৃদ্ধ নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,

সর্বজ্ঞ। ৬১. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও তোমাদেব সন্তানদের গৃহে আহার করা দোষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমার হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে—এ হবে আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৯. রুকূ।। ৬২. তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তার অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬৩. রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে। ৬৪. জেনে রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি, তারা যা করত তাদের জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৫. সূরা ফুরকান

৬ রুকূ॥ ৭৭ আয়াত॥ ৯০৬ শব্দ।। ৩৯১৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ; কুরআন ও নাবীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের উক্তি; কিয়ামাতের দিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দুরবস্থা, হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) কে যাদুকর আখ্যাদান; প্রিয় নাবীর পারলৌকিক বৈশিষ্ট্য; সৎ ও অসৎ লোকদের পরকাল; কিয়ামাতে অবিশ্বাসীদের অনুতাপ, কুরআন শারীফ বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ; সংক্ষিপ্ত ইতিকথা; পাপিগণ জন্তুবৎ; আল্লাহ্‌র অসামান্য কার্যাবলী যথা ঃ ছায়া, চন্দ্র-সূর্য, দিন ও রাত ইত্যাদি।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১ রুকূ॥ ১. কত মহান তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমিকত্বে তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত প্রকৃতি দান করেছেন। ৩. তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্যরূপে অপরকে গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা

নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না। ৪. অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়; মুহাম্মাদ এ উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। ৫. ওরা বলে, 'এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে; এগুলি সকাল সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়।' ৬. বল, 'এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। নিশ্চয়ই, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৭. ওরা বলে, 'এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার নিকট কেন কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হল না যে তার সঙ্গে সতর্ককারীরূপে থাকত? ৮. তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে?' সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।' ৯. দেখ, ওরা তোমার কি উপমা দেয়, ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং ওরা পথ পাবে না।

২ রুকূ ।। ১০. কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু দিতে পারেন—উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। ১১. কিন্তু ওরা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। ১২. দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে তখন ওরা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে; ১৩. এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। ১৪. (ওদের বলা হবে), 'আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক।' ১৫. ওদের জিজ্ঞাসা কর, এটিই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদের? এটিই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। ১৬. সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং স্থায়ী হবে; এ প্রতিশ্রুতিপূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। ১৭. এবং যেদিন তিনি অংশীবাদীদের একত্রিত করবেন এবং ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করত তাদের, সেদিন তিনি ওদের উপাস্যগুলিকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরাই কি আমার এ দাসদের বিভ্রান্ত করেছিলে, না ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?' ১৮. ওরা বলবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না; তুমিই তো এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের ভোগসম্ভার দিয়েছিলে; পরিণামে ওরা তোমাকে বিস্মৃত হয়েছিল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল'। ১৯. আল্লাহ্ অংশীবাদীদের বলবেন, 'তোমরা যা বলতে ওরা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব। ২০. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন'।

১৮শ পারা সমাপ্ত

১৯শ পারা।। ওয়াকালাল্লাজীনা লা য়্যারজূনা লিকায়ানা

৩ রুকূ ॥ ২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন'? ওরা ওদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে। ২২. যেদিন ওরা ফিরিশ্‌তাদের প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, 'রক্ষা কর।' ২৩. আমি ওদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দেব। ২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। ২৫. যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাদের নামিয়ে দেওয়া হবে— ২৬. সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। ২৭. সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! ২৮. হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শাইতানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! ২৯. আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছানোর পর।' শাইতান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে। ৩০. রাসূল বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।' ৩১. (আল্লাহ্ বলেন) 'এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। ৩২. অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ হল না কেন? এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। ৩৩. ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলে আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। ৩৪. যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং ওরাই পথভ্রষ্ট।

৪ রুকূ ॥ ৩৫. আমি অবশ্যই মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম এবং তার ভ্রাতা হারুণকে করেছিলাম তার সাহায্যকারী। ৩৬. এবং বলেছিলাম, 'তোমরা সে সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' অতঃপর আমি সে সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম। ৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদের নিমজ্জিত করলাম এবং ওদের মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম। সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ৩৮. আমি আ'দ, সামূদ, রসবাসী (কূপবাসী) এবং ওদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছিলাম। ৩৯. আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করেছিলাম, এবং (অবাধ্যতার জন্য) ওদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। ৪০. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর শাস্তি বর্ষিত হয়েছিল, তবে কি ওরা এ প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত ওরা পুনরুত্থানের আশংকা করে না। ৪১. ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন ওরা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? ৪২. সে

তো আমাদের দেবতাগণ থেকে আমাদের দূরে সরিয়েই দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।' যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। ৪৩. তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? ৪৪. তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম।

৫ রুকূ॥ ৪৫. তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন; বরং তিনি সূর্যকে এর নির্দেশক করেছেন। ৪৬. অতঃপর তিনি একে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন। ৪৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ করেছেন, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং কর্মের জন্য দিয়েছেন দিন। ৪৮. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন—৪৯. এ দ্বারা মৃত ভুখণ্ডকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য; ৫০. এবং আমি এ ওদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে ওরা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। ৫২. সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে ওদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। ৫৩. তিনিই দুটি সাগরকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, বক্ষজ্বলনকারী (ক্ষারবিশিষ্ট), উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক সীমারেখা, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। ৫৪. এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি মানবজাতির মধ্যে রক্তগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। ৫৫. ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা ওদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অবিশ্বাসীরা তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। ৫৬. আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। ৫৭. বল, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; কেবল এ-ই চাই প্রত্যেকে যেন স্বইচ্ছায় তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করে'। ৫৮. তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। ৫৯. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছ'দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দয়াময়, তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। ৬০. যখন ওদের বলা হয় 'দয়াময়ের প্রতি সাজদাবনত হও'। তখন ওরা বলে, 'দয়াময় আবার কে? তুমি কাকেও সাজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদা করব?' এতে ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায় **(সাজদা ঃ ৭)।**

৬ রুকূ॥ ৬১. কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। ৬২. এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত তাদের জন্য রাত এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে। ৬৩. তারাই দয়াময়ের দাস যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্তভাবে

জবাব দেয়; ৬৪. এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে রাতকে অতিবাহিত করে; ৬৫. এবং তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি নিবৃত্ত কর; জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ', ৬৬. আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট! ৬৭. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। ৬৮. এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ্ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। ৬৯. কিয়ামাতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। ৭০. তারা নয়, যারা তাওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ পুণ্যের দ্বারা ওদের পাপ ক্ষয় করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়। ৭২. যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে, ৭৩. যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। ৭৪. যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদের সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।' ৭৫. তাদের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত দেওয়া হবে। যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদের সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। ৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত উৎকৃষ্ট। ৭৭. বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে, তাঁর কিছু আসে যায় না। তোমরা ধর্মকে অস্বীকার করেছ, ফলে অনিবার্য শাস্তি নেমে আসবে।' **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

চতুর্থ মঞ্জিল সমাপ্ত

২৬. সূরা শোয়া'রা

১১ রুকূ॥ ২২৭ আয়াত॥ ১৩৪৭ শব্দ।। ৫৬৮৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসীদের পথ-প্রদর্শন ও তাদের আচরণ; মূসাকে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ ও তার সাথে আলোচনা; যাদুকর দ্বারা তাকে পরীক্ষা; যাদুকরদের আত্মসমর্পণ ও ফেরাউনের ক্রোধ; ইস্রাঈলীগণকে উদ্ধার, পিতা ও প্রতিবেশীর সাথে ইব্রাহীমের আলাপ, আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় দান; হাযরাত নূহের উপদেশ; তাঁর সম্প্রদায়ের অসামান্যতা; অমান্যকারী আ'দ জাতির ধ্বংস সাধন; হাযরাত সালেহ নাবীর উপদেশ; তাঁর সম্প্রদায় সামূদ জাতির ধ্বংস; হাযরাত শোয়াইব নাবীর উপদেশ; তাঁর উপদেশ অমান্যকারী আইকাবাসীর ধ্বংস; কুরআন ও হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ॥ ১. তা, সীন, মীম। ২. এগুলি গ্রন্থের আয়াত। ৩. ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি

হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে। ৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে ওদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতে পারি, ফলে, ওরা তার প্রতি নত হয়ে পড়বে। ৫. যখনই ওদের নিকট দয়াময়ের কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৬. ওরা অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থতা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৭. ওরা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি ওতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি! ৮. নিশ্চয়ই ওতে আছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। ৯. এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

২ রুকূ॥ ১০. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের নিকট যাও, ১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; ওরা কি ভয় করে না?' ১২. তখন সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। ১৩. এবং আমার হৃদয় হতবল হয়ে পড়বে, আমার জিহ্বা তো জড়তাগ্রস্থ। সুতরাং হারুণের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও। ১৪. আমার বিরুদ্ধে তো ওদের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি ওরা আমাকে হত্যা করবে।' ১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'না কিছুতেই পারবে না, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে শুনব।' ১৬. অতএব তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। ১৭. সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনি-ইস্রাঈলকে যেতে দাও।' ১৮. ফেরাউন বলল, 'যখন তুমি শিশু ছিলে আমি কি তোমাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমার মধ্যে কাটাওনি? ১৯. তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, তুমি অকৃতজ্ঞ।' ২০. মূসা বলল, 'যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম তখন তো আমি এ করেছিলাম। ২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন। ২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ তা তো এ যে তুমি বনি-ঈস্রাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।' ২৩. ফেরাউন বলল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি?' ২৪. মূসা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। ২৫. ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা শুনছ তো!' ২৬. মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক।' ২৭. ফেরাউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো এক বদ্ধ পাগল।' ২৮. মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝতে।' ২৯. ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।' ৩০. মূসা বলল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?' ৩১. ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর।' ৩২. অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হল। ৩৩. এবং মূসা হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

৩ রুকূ॥ ৩৪. ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, 'এ-তো এক সুদক্ষ যাদুকর। ৩৫. এ

দেশ হতে তার যাদুবলে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে চায়! এখন তোমরা কি করবে বল'? ৩৬. ওরা বলল, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও। ৩৭. যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।' ৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল, ৩৯. এবং লোকদের বলা হল, 'তোমরাও একত্র হও, ৪০. যেন ওরা বিজয়ী হলে আমরা ওদের সমর্থন করতে পারি।' ৪১. যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই, আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' ৪২. ফেরাউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তোমরা আমার পারিষদবর্গের সামিল হবে।' ৪৩. মূসা ওদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।' ৪৪. অতঃপর ওরা ওদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং ওরা বলল, 'ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।' ৪৫. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা তা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। ৪৬. তখন যাদুকরেরা সাজদাবনত হল, ৪৭. এবং বলল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম— ৪৮. যিনি মূসা এবং হারুণেরও প্রতিপালক।' ৪৯. ফেরাউন বলল, 'কি! আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা ওতে বিশ্বাস করলে? দেখছি এ-তো তোমাদের প্রধান। এ-ই তো তোমাদের যাদুশিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব। এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।' ৫০. ওরা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ৫১. আমরা আশাকরি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন; কারণ আমরা বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী।'

৪ রুকূ॥ ৫২. আমি মূসার প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলাম; 'আমার দাসদের নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও, তোমাদের অবশ্য পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।' ৫৩. অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল, ৫৪. এ বলে যে, 'বনি ইস্রাঈল তো ক্ষুদ্র একটি দল, ৫৫. ওরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে; ৫৬. এবং আমরা তো একদল, সদা সতর্ক।' ৫৭. পরিণামে আমি ফেরাউন-গোষ্ঠীকে ওদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে বহিষ্কৃত করলাম, ৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। ৫৯. এরূপই ঘটেছিল এবং বনি ঈস্রাঈলকে এ সমুদয়ের অধিকারী করেছিলাম। ৬০. ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। ৬১. অতঃপর যখন দু দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।' ৬২. মূসা বলল, 'কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' ৬৩. অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তোমার যষ্টিদ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে, তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল; ৬৪. আমি অপর দলটিকে সেখানে উপনীত করলাম। ৬৫. এবং মূসা ও তার সঙ্গীসকলকে আমি উদ্ধার করলাম। ৬৬. তারপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। ৬৭. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। ৬৮. তোমার প্রতিপালক তিনি অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৫ রুকূ॥ ৬৯. ওদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। ৭০. সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর'? ৭১. ওরা বলল, 'আমরা প্রতিমা পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজায় নিরত থাকব।' ৭২. সে বলল, 'তোমরা আহ্বান

করলে ওরা কি শোনে? ৭৩. অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?' ৭৪. ওরা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপই করতে দেখেছি।' ৭৫. 'তোমরা কি যার পূজা করছ তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ? ৭৬. তোমরা, এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা যার পূজা করত?' ৭৭. বিশ্বজগতের প্রতিপালক ব্যতীত তারা সকলেই আমার শত্রু, ৭৮. তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। ৭৯. তিনিই আমাকে আহার্য ও পানীয় দান করেন। ৮০. এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; ৮১. এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন। ৮২. এবং আশা করি, তিনি কিয়ামাতের দিন আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন। ৮৩. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। ৮৪. আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর, ৮৫. এবং আমাকে সুখকর উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। ৮৬. আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্ট। ৮৭. এবং আমাকে পুনরুত্থানদিবসে লাঞ্ছিত করো না।' ৮৮. যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; ৮৯. সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে যে আল্লাহ্র নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে। ৯০. জান্নাত সাবধানীদের নিকটবর্তী করা হবে, ৯১. পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম; ৯২. ওদের বলা হবে, 'তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে, ৯৩. আল্লাহ্র পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না, ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?' ৯৪. অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ৯৫. এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ৯৬. ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, ৯৭. 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম, ৯৮. যখন আমরা তোমাদের বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। ৯৯. আমাদের দুষ্কৃতিকারীরা বিভ্রান্ত করেছিল। ১০০. পরিণামে, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই! ১০১. এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। ১০২. হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তা হলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম।' ১০৩. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশ বিশ্বাসী নয়। ১০৪. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৬ রুকূ॥ ১০৫. নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১০৬. যখন ওদের ভ্রাতা নূহ ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১০৭. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, ১০৮. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১০৯. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। ১১০. সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।' ১১১. ওরা বলল 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যখন দেখছি ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?' ১১২. নূহ বলল, 'ওরা কি করত তা আমি জানি না। ১১৩. ওদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! ১১৪. বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। ১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।' ১১৬. ওরা বলল, 'হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে।' ১১৭. নূহ্ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে **(পারার অর্ধাংশ)**। ১১৮. সুতরাং আমার ও

ওদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে এবং আমার সাথে যেসব বিশ্বাসী আছে তাদেব রক্ষা কর।' ১১৯. অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের পরিপূর্ণ নৌকায় রক্ষা করলাম। ১২০. তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ১২১. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। ১২২. এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৭ রুকূ॥ ১২৩. আ'দ সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১২৪. যখন ওদের ভ্রাতা হুদ ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১২৫. আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ১২৬. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আছে। ১২৮. তোমরা তো অযথা প্রতিটি উচ্চস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছ; ১২৯. তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এ মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে। ১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনে থাক। ১৩১. তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১৩২. ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদের সে সমস্ত শিখিয়েছেন যা তোমরা জান। ১৩৩. তোমাদের দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি, ১৩৪. উদ্যান ও পস্রবণ; ১৩৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি।' ১৩৬. ওরা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদের নিকট সমান। ১৩৭. আমাদের এ সব কাজ পূর্বপুরুষদেরই রীতিনীতি মাত্র, ১৩৮. আমরা শাস্তি পাব না'! ১৩৯. অতঃপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি ওদের ধ্বংস করলাম। এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৪০. এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৮ রুকূ॥ ১৪১. সামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১৪২. যখন ওদের ভ্রাতা সালেহ্ ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৪৩. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ১৪৪. অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, ১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। ১৪৬. তোমাদের কি পার্থিব ভোগ সম্পদের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে, ১৪৭. উদ্যান, পস্রবণ, ১৪৮. ও শস্য ক্ষেত্র এবং নরম ফলবিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? ১৪৯. তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। ১৫০. তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১৫১. এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; ১৫২. এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।' ১৫৩. ওরা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্ত। ১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও কোন একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।' ১৫৫. সালেহ বলল, 'এ যে উষ্ট্রী, এর জন্য এবং তোমাদের জন্য নির্ধারিত এক এক দিনে পানি পানের স্বতন্ত্র পালা আছে; ১৫৬. এবং ওকে কোন ক্লেশ দিয়ো না; দিলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।' ১৫৭. কিন্তু ওরা ওকে বধ করল, পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হল। ১৫৮. অতঃপর শাস্তি ওদের গ্রাস করল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৫৯. নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনি

তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৯ রুকূ॥ ১৬০. লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, ১৬১. যখন ওদের ভ্রাতা লূত ওদের বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৬২. আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। ১৬৫. মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও; ১৬৬. এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদের তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' ১৬৭. ওরা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।' ১৬৮. লূত বলল, 'আমি তো তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি। ১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, ওরা যা করে তা হতে রক্ষা কর।' ১৭০. অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম, ১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত (লূতের স্ত্রী), যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ১৭২. অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। ১৭৩. তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলাম, যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! ১৭৪. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৭৫. নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক; তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১০ রুকূ॥ ১৭৬. শোয়াইব সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, ১৭৭. যখন শোয়াইব ওদের বলেছিল 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৭৮. নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ১৭৯. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। ১৮০. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আছে। ১৮১. মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়ো না; ১৮২. এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। ১৮৩. লোকদের তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। ১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সৃষ্টি করেছেন।' ১৮৫. ওরা বলল, 'তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত; ১৮৬. তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। ১৮৭. তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একখন্ড আকাশ আমাদের উপর ফেলে দাও।' ১৮৮. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যা কর।' ১৮৯. অতঃপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে ওদের মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল। এ ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। ১৯০. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। ১৯১. এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১১ রুকূ॥ ১৯২. নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। ১৯৩. জিব্রীল এ অবতীর্ণ করেছে, ১৯৪. তোমার হৃদয়ে যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। ১৯৫. (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়। ১৯৬. পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। ১৯৭. বনিঈস্রাঈলের পন্ডিতগণ এ অবগত আছে—এ কি ওদের নিদর্শন নয়? ১৯৮. যদি এ কোন 'আজমীর' (বিদেশীর) প্রতি অবতীর্ণ করা হত। ১৯৯. এবং তা সে ওদের

নিকট পাঠ করত তবে ওরা ওতে বিশ্বাস করত না; ২০০. এভাবেই আমি অপরাধীগণের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। ২০১. ওরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না যতক্ষণ না ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে; ২০২. এ ওদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। ২০৩. তখন ওরা বলবে, 'আমাদের কি তবে অবকাশ দেওয়া হবে না?' ২০৪. ওরা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? ২০৫. আচ্ছা তুমি দেখ তো, যদি আমি তাদের দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই, ২০৬. এবং পরে ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা ওদের নিকট এসে পড়ে, ২০৭. তখন ওদের ভোগ বিলাসের উপকরণ ওদের কোন কাজে আসবে কি? ২০৮. আমি কোন জনপদ সতর্ককারী প্রেরণ না করে ধ্বংস করিনি, ২০৯. এ উপদেশস্বরূপ, কেননা আমি অন্যায় করতে পারি না, ২১০. শাইতান কুরআন অবতীর্ণ করেনি। ২১১. ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না। ২১২. অবশ্যই ওদের (শাইতানদের) ফিরিশ্তাগণের কথা শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয়নি। ২১৩. অতএব তুমি অন্য কোন উপাস্যকে আল্লাহ্র অংশী করো না; করলে তুমি শাস্তি পাবে। ২১৪. তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করে দাও। ২১৫. এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সে সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। ২১৬. ওরা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তুমি বলবে—'তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই।' ২১৭. তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র উপর, ২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে)। ২১৯. এবং তোমাকে দেখেন সাজদাকারীদের সাথে উঠতে বসতে। ২২০. নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২১. তোমাকে কি জানাব কার নিকট শাইতান অবতীর্ণ হয়? ২২২. ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ২২৩. ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। ২২৪. এবং তারা কবিদের অনুসরণ করে যারা বিভ্রান্ত। ২২৫. তুমি কি দেখনা ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? ২২৬. এবং যা বলে, তা করে না। ২২৭. তবে তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহ্কে বার বার স্মরণ করে এবং কেবলমাত্র অত্যাচারিত হওয়ার পর (আত্মরক্ষা) প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা জানবে ওদের গন্তব্যস্থল কোথায়।

২৭. সূরা নমল্

৭ রুকূ।। ৯৩ আয়াত।। ১১৬৭ শব্দ।। ৪৮৭৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হাযরাত মূসার আল্লাহ্ দর্শন ও অলৌকিক ঘটনা; ফেরাউনের অবিশ্বাস; সুলাইমান ও দাউদের বিবরণ; পিপীলিকার ঘটনা; হুদ-হুদ কর্তৃক বিলকিসের খবর ও চিঠি প্রেরণ; বিলকিসের পরামর্শ ও উপঢৌকন, হাযরাত সুলাইমান (আ) এর অগ্রাহ্য; বিলকিসের আগমন ও তার আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ; এ ব্যাপারে তিনটি আশ্চর্য ঘটনা; হাযরাত লূত (আ)-এর উপদেশ; অমান্যতার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্তি। আল্লাহ্র অনুগ্রহরাশি, পুনরুত্থান ও শাস্তি; দাব্বাতুল আরজ্ বা এক জাতীয় জীব যা মানুষের সাথে কথা বলবে, কিয়ামাতের অবস্থা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ॥ ১. ত্বা, সীন; এগুলি কুরআনের বাক্য, —(উজ্জ্বল) গ্রন্থের সুস্পষ্ট বাক্য; ২.

বিশ্বাসীদের জন্য (এ) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ। ৩. যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী। ৪. যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে ওরা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়; ৫. এদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ৬. নিশ্চয়ই তোমাকে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হতে কুরআন দেওয়া হয়েছে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৭. স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, 'আমি আগুন দেখেছি, সম্ভত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব, অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারি জলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।' ৮. অতঃপর সে যখন আগুনের নিকট এল তখন তাকে ডেকে বলা হল, 'ধন্য তারা যারা অগ্নিদ্বারা আলোকিত স্থানে এবং ওর চতুস্পার্শে আছে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। ৯. হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১০. তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে ওকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল। (বলা হল), হে মূসা! ভীত হয়ো না, আমার সাহায্যে তো রাসূলেরা ভয় পায় না। ১১. তবে ভয় পায় অত্যাচারী মানুষ, তথাপি তারা যদি মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎকাজ করে তবে নিশ্চয়ই তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২. এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। এ হাত নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ১৩. অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এল, ওরা বলল, এ সুস্পষ্ট যাদু।' ১৪. ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?

২ রুকূ॥ ১৫. আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' ১৬. সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, 'হে মানুষ আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হয়েছে, এ অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' ১৭. সুলাইমানের সম্মুখে তার বাহিনীকে—জ্বিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে সমবেত করা হল এবং ওদের বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হল। ১৮. যখন ওরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা সকল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, না করলে, সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পদতলে পিষে ফেলবে।' ১৯. সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি—আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত কর।' ২০. সুলাইমান বিহঙ্গকুলকে পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, 'হূদ-হূদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি? ২১. সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা হত্যা করব।' ২২. অনতিবিলম্বে হূদ-হূদ এসে পড়ল, এবং বলল,

আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। ২৩. আমি এক নারীকে দেখলাম যে সে জাতির (সাবাবাসীর) উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। ২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সাজদা করছে। শাইতান ওদের নিকট ওদের কার্যাবলীকে শোভন করেছে এবং ওদের সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে ওরা সৎপথ পায় না; ২৫. নিবৃত্ত করেছে এই জন্য যে, ওরা যেন আল্লাহ্‌কে সাজদা না করে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। ২৬. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি মহাকাশের অধিপতি' **(সাজদা ঃ ৮)**। ২৭. সুলাইমান বলল, 'আমি দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? ২৮. তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও, এ তাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি উত্তর দেয়।' ২৯. বিল্‌কীস (সাবার রানীর নাম) বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। ৩০. এ সুলাইমানের নিকট হতে এবং তা এই ঃ অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে,— ৩১. অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।'

৩ রুকূ॥ ৩২. বিল্‌কীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি যা করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।' ৩৩. ওরা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।' ৩৪. সে বলল, 'রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অপদস্ত করে। এরাও এরূপই করবে; ৩৫. আমি তার নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি দেখি, দূতেরা কি উত্তর আনে।' ৩৬. দূত সুলাইমানের নিকট এলে সুলাইমান বলল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তা হতে শ্রেষ্ঠ, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। ৩৭. ওদের নিকট তোমরা ফিরে যাও। আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব যার প্রতিরোধ করার শক্তি ওদের নেই। আমি অবশ্যই ওদের সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বহিষ্কৃত করব এবং ওরা হবে অবনমিত।' ৩৮. সুলাইমান আরো বলল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?' ৩৯. এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান হতে ওঠবার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।' ৪০. গ্রন্থেরজ্ঞান যার ছিল সে বলল, 'আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দেব।' সুলাইমান যখন তা সম্মুখে রক্ষিত দেখল তখন সে বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।' ৪১. সুলাইমান বলল, 'তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও; দেখি সে সঠিক ধরতে পারে কিংবা সে বিভ্রান্ত হয়'? ৪২.

বিল্‌কীস যখন পৌঁছাল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' সে বলল 'এ তো ঐরূপই। আমরা ইতিপূর্বেই সমস্ত কিছুই অবগত হয়েছি এবং আত্মসমর্পনও করেছি।' ৪৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে (বিল্‌কীস) ছিল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ৪৪. তাকে বলা হল, 'এ প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করল তখন তার মনে হলে এ এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরল। সুলাইমান বলল, 'এ তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ।' বিল্‌কীস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পন করছি।'

৪ রুকূ॥ ৪৫. আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম, এ আদেশসহ যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর,' কিন্তু ওরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। ৪৬. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছ না যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার?' ৪৭. ওরা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।' সালেহ্ বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র এখ্‌তিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।' ৪৮. আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করত না। ৪৯. ওরা বলল, 'চল, আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে (হাযরাত সালেহ্) ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই হত্যা করব; অতঃপর তার দাবীদারকে নিশ্চয়ই বলব, 'তার পরিবার পরিজনকে হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী'। ৫০. ওরা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। ৫১. অতএব দেখ ওদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে— আমি অবশ্যই ওদের এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। ৫২. এই তো ঘর-বাড়িগুলি—সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ৫৩. এবং যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছি। ৫৪. স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ। ৫৫. তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।' ৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।' ৫৭. অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। ৫৮. তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক!

৫ রুকূ॥ ৫৯. বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁর মনোনীত দাসদের প্রতি শান্তি! শ্রেষ্ঠ কে—আল্লাহ্, না ওরা যাদের শরীক করে তারা?

১৯শ পারা সমাপ্ত

২০শ পারা।। আম্মান খালাক্বাশ-সামাওয়াতে ওয়াল আরজ্বা

৬০. অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন, ওর বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়। ৬১. কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী নালা এবং ওতে সুদৃঢ় পর্বত এবং দুই সাগরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তবুও ওদের অনেকেই তা জানে না। ৬২. অথবা তিনি, আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। ৬৩. কিংবা তিনি, যিনি তোমাদের জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে অংশী করে আল্লাহ্ তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। ৬৪. অথবা তিনি, যিনি তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' ৬৫. বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তা) ওরা জানে না। ৬৬. বরং পরলোক সম্পর্কে তো ওদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; ওরা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ।'

৬ রুকূ॥ ৬৭. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? ৬৮. আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।' ৬৯. বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছে।' ৭০. ওদের আচরণে তুমি দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। ৭১. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ শাস্তি কখন ঘটবে?' ৭২. বল, 'তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাইছ সম্ভত তার কিছু শীঘ্রই তোমাদের উপর এসে পড়বে।' ৭৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। ৭৪. ওদের অন্তর যা গোপন করে এবং ওরা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। ৭৫. আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। ৭৬. নিশ্চয়ই এ কুরআন বনি ইস্রাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে। ৭৭. এবং নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। ৭৮. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। ৭৯. অতএব আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর; নিঃসন্দেহে তুমি স্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ৮০. মৃতকে তুমি তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও না। তোমার আহ্বান যখন শোনে তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৮১. তুমি অন্ধদের ওদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে

বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে। কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী। ৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি ওদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকার গর্ভ হতে এক (প্রকার) জীবকে নির্গত করব যা মানুষের সাথে কথা বলবে। বস্তুত ওরা আমার নিদর্শনে ছিল অবিশ্বাসী।

৭ রুকূ॥ ৮৩. (স্মরণ কর) সেদিনের কথা, যেদিন আমি এক একটি দলকে সে সমস্ত সম্প্রদায় হতে সমবেত করব যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং ওদের বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হবে। ৮৪. যখন ওরা সমাগত হবে তখন আল্লাহ্ ওদের বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, যদিও এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানগম্য ছিল না? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে?' ৮৫. সীমালংঘন হেতু ওদের ওপর (ঘোষিত শাস্তি) এসে পড়বে; ফলে ওরা বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়বে। ৮৬. ওরা কি অনুধাবন করে না যে, আমি ওদের বিশ্রামের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছি এবং দিনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল। এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ৮৭. এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদের ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর নিকট লাঞ্ছিত অবস্থায় আসবে। ৮৮. তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ কিন্তু সেদিন ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মত চলমান। এ আল্লাহ্রই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবগত। ৮৯. যে কেউ সৎকাজ করবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন ওরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে। ৯০. যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং ওদের বলা হবে 'তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমরা ভোগ করছ। ৯১. আমি তো এ নগরীর রক্ষকের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পনকারীদের একজন হই। ৯২. এবং আরও আদিষ্ট হয়েছি, কুরআন আবৃত্তি করতে; অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করলে তুমি বলো—'আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।' ৯৩. বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই, তিনি সত্বরই তোমাদের তাঁর নিদর্শন দেখাবেন; তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন'।

২৮. সূরা ক্বাসাস

৯ রুকূ॥ ৮৮ আয়াত॥ ৪৫৪ শব্দ॥ ৬০১১ অক্ষর॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মূসার শিশুকাল ও ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালন; হাযরাত মূসার যৌবনকালের ঘটনা; মূসার মাদিয়ান নগরে গমন ও হাযরাত শোয়াইব-এর কন্যাকে বিবাহ; আল্লাহ্ কর্তৃক মূসাকে ফেরাউনের প্রতি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ; ফেরাউনের অবিশ্বাস ও স্তম্ভে উঠে আল্লাহ্র সম্মুখীন হওয়ার সঙ্কল্প ও তার পরিণাম; অংশীবাদীদের পরিণাম; আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতা; কারূণের ইতিকথা; বিশ্বাসীদের ধৈর্য; জান্নাতের অধিকারী বিশ্বাসী পরহেজগার ব্যক্তিগণ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ॥ ১. ত্বা-সীন্-মীম; ২. এগুলি সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য। ৩. আমি তোমার নিকট বিশ্বাসী

সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। ৪. ফেরাউন আপন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল। ওদের পুত্রদের সে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিঃসন্দেহে সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। ৫. সে দেশে যাদের হীনবল করা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা করলাম। ৬. ইচ্ছা করলাম, দেশে তাদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান (ফেরাউনের মন্ত্রী) ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সে সম্প্রদায় হতে ওরা আশংকা করত। ৭. মূসার জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, 'শিশুটিকে স্তন্যদান কর। যখন তুমি এর সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন একে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না, আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং একে রাসূলদের একজন করব।' ৮. অতঃপর ফেরাউনের লোকজন মূসাকে উঠিয়ে নিল। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফেরাউন, হামান ও ওদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ৯. ফেরাউনের স্ত্রী (আসিয়া) বলল, 'এ শিশু আমার এবং তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে ওরা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। ১০. মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় সেজন্য তার হৃদয়কে আমি দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত। ১১. সে মূসার ভগিনীকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও।' সে ওদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। ১২. এবং আমি পূর্ব হতেই ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে (মূসাকে) বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, 'তোমাদের কি আমি এমন এক পরিবারের কথা বলব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?' ১৩. অতঃপর আমি তাকে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ বোঝে না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)** ।

২ রুকূ॥ ১৪. যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম; এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১৫. সে নগরীতে প্রবেশ করল এমন এক সময়ে যখন এর অধিবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় (দুপুর বেলায় দিবা নিদ্রায় মশগুল) ছিল, সেখানে সে দুটি লোককে মারামারি করতে দেখল—একজন তার নিজ দলের (বনি ইস্রাঈল গোত্রের) এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা ওকে (অন্য দলের লোককে) ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মূসা বলল, 'শাইতানের প্ররোচনায় এ ঘটল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।' ১৬. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭, সে আরও বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, তার শপথ, আমি কখনও অপরাধীকে সাহায্য করব না।' ১৮. অতঃপর ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, পূর্বদিন যে ব্যক্তি

তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।' ১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হল তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাইছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চলেছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না!' ২০. নগরীর দূরপ্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এল ও বলল, 'হে মূসা! ফেরাউনের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।' ২১. ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে সেখান হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।'

৩ রুকূ॥ ২২. যখন মূসা মাদিয়ান অভিমুখে যাত্রা করল তখন বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।' ২৩. যখন সে মাদিয়ানের কূপের নিকট পৌঁছাল, সে দেখল একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দুজন রমণী তাদের পশুগুলিকে আগলে আছে। মূসা বলল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' ওরা বলল, 'রাখালেরা ওদের জানোয়ারগুলিকে নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের জানোয়াগুলিকে পানি খাওয়াতে পারি না। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।' ২৪. মূসা তখন ওদের জানোয়ারগুলিকে পানি খাওয়াল। তারপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার প্রার্থী।' ২৫. তখন রমণী দুজনের একজন লজ্জা-জড়িত চরণে তার নিকট এল এবং বলল, 'আমার পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন, কেননা তুমি আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি খাইয়েছ।' অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, 'ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গিয়েছ।' ২৬. ওদের একজন বলল, 'হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তেমার মজুর হিসাবে সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' ২৭. পিতা মূসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।' ২৮. মূসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দুটি মিয়াদের (সময়কাল) কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

৪ রুকূ॥ ২৯. মূসা যখন তার মিয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি, সম্ভত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনতে পারব অথবা একখন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।' ৩০. যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছাল তখন উপত্যকার ডান পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' ৩১. আরও বলা হল, 'তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে একে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনে না তাকিয়ে সে বিপরীত দিকে ছুটতে লাগল। তাকে বলা হল, 'হে মূসা! ফিরে এস, ভয় করো না; নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদে রয়েছ। ৩২. তোমার হাত তোমার বগলে রাখ,

এ নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় বুকের উপব চেপে ধর। এদুটি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ! ওরা অবশ্যই সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' ৩৩. মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ওদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে, আমি আশংকা করছি ওরা আমাকে হত্যা করবে। ৩৪. আমার ভ্রাতা হারুণ আমার থেকে বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহয্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি অবশ্য আশংকা করি ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।' ৩৫. আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে ওদের ওপর প্রবল হবে।' ৩৬. মূসা যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি আনল, ওরা বলল, 'এ তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনও এরূপ ঘটতে শুনিনি।' ৩৭. মূসা বলল, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হবেই না।' ৩৮. ফেরাউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ। আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; হয়ত আমি এতে মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। তবে, আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী।' ৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহঙ্কার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। ৪০. অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কি হয়ে থাকে! ৪১. ওদের আমি নেতা করেছিলাম। ওরা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাতের দিন ওরা কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না। ৪২. এ পৃথিবীতে আমি ওদের অভিশপ্ত করেছিলাম এবং কিয়ামাতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত!

৫ রুকূ॥ ৪৩. আমি অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম মানব-জাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ যাতে এরা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৪. মূসাকে যখন আমি ভ্রাতার বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (মুহাম্মাদ) পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত মূসার পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর ওদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুমি তো মাদিয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না ওদের নিকট আমার বাক্য আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূলপ্রেরণকারী। ৪৬. মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এ সংবাদ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদরে নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি যেন ওরা উপদেশ গ্রহণ করে; ৪৭. রাসূল না পাঠালে ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোন বিপদ হলে ওরা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে, আমরা তোমার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা বিশ্বাসী হতাম।' ৪৮. অতঃপর আমার নিকট হতে ওদের নিকট সত্য এল ওরা বলতে লাগল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মাদকে সেরূপ দেওয়া হল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া

হয়েছিল তা কি ওরা অস্বীকার করেনি? ওরা বলেছিল, 'উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে।' এবং ওরা বলেছিল, 'আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।' ৪৯. বল, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক গ্রন্থ আনয়ন কর যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে গ্রন্থ অনুসরণ করব।' ৫০. অতঃপর ওরা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করেন না!

৬ রুকূ॥ ৫১. আর আমি অবশ্যই ওদের নিকট বার বার আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। ৫২. এর পূর্বে আমি যাদের গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারাও এতে বিশ্বাস করেছে **(পারার অর্ধাংশ)**। ৫৩. যখন তাদের নিকট এ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা অবশ্য পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; ৫৪. ওদের দুবার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল এবং ওরা ভালর দ্বারা মন্দকে দূর করে ও আমি ওদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। ৫৫. ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী; তোমাদের প্রতি 'সালাম' (শান্তি)। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।' ৫৬. কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্‌ই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী। ৫৭. ওরা বলে, 'আমরা যদি তোমার পথ ধরি তবে আমাদের দেশ হতে আমরা উৎখাত হব।' আমি কি ওদের জন্য (মাক্কায়) এক নিরাপদ 'হার্‌ম' (পবিত্র কেন্দ্রস্থল) প্রতিষ্ঠিত করিনি যেখানে আহারের জন্য আমার নিকট থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ৫৮. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগ-সম্পদের জন্য মদমত্ত ছিল। এগুলিই তো ওদের ঘরবাড়ি; ওদের পর এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী! ৫৯. তোমার প্রতিপালক তাঁর বাক্য আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না এবং তিনি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করেন যখন এর অধিবাসীরা সীমালংঘন করে। ৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

৭ রুকূ॥ ৬১. যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে পাবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামাতের দিন অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হবে? ৬২. এবং সেদিন ওদের আহ্বান করে বলা হবে 'তোমরা যাদের অংশী গণ্য করতে, তারা কোথায়?' ৬৩. যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যাদের আমরা পথভ্রান্ত করেছিলাম—এরা তারা। এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, এদের জন্য আমরা দায়ী নই। এরা কেবল আমাদেরই পূজা করত না (নিজেদের প্রবৃত্তিরও পূজা করত)।' ৬৪. ওদের বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর।' তখন ওরা ওদের ডাকবে। কিন্তু ওরা ওদের ডাকে সাড়া দেবে না। এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়, এরা যদি

সৎপথ অনুসরণ করত! ৬৫. এবং সেদিন আল্লাহ্ এদের ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে?' ৬৬. সেদিন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না। এবং এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। ৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সফলকাম হবে। ৬৮. তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। ৬৯. এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে তোমার প্রতিপালক তা জানেন। ৭০. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, ইহ্‌কাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭১. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ্ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন—আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?' ৭২. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি—আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে যখন তোমরা বিশ্রাম করতে পার। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?' ৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন। যাতে রাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৭৪. সে দিন ওদের আহ্বান করে বলা হবে, 'তোমরা যাদের অংশী গণ্য করতে তারা কোথায়?' ৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাব এবং বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন ওরা জানতে পারবে উপাস্য হওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং ওরা যা উদ্ভাবন করেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে (সে সব ওদের পরিত্যাগ করে চলে যাবে।)

৮ রুকূ॥ ৭৬. কারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি জুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। ৭৭. আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করো না; তুমি সদাশয় হও, যে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' ৭৮. সে বলল 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের ওদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। ৭৯. কারূণ তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা, কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমরা পেতাম! প্রকৃতই তিনি মহাভাগ্যবান।' ৮০. এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এ কেউ পাবে না।' ৮১. অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। ৮২. পূর্বদিন যারা তার মত হওয়ার কামনা

করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখ, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা এ হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরও তিনি ভূগর্ভস্থ করতেন। দেখ, অবিশ্বাসীরা সফলকাম হয় না।'

৯ রুকূ।। ৮৩. এ পরলোক—যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। ৮৪. যে কেউ সৎকাজ করে সে তার কর্ম অপেক্ষা অধিক ফল পাবে আর যে মন্দ কাজ করে সে তো কেবল তার কর্মের অনুপাতে শাস্তি পাবে। ৮৫. যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন তিনি তোমাকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' ৮৬. তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে। এ তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সহায় হয়ো না। ৮৭. তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৮৮. তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

২৯. সূরা আ'নকাবূত

৭ রুকূ।। ৬৯ আয়াত।। ৯৯০ শব্দ।। ৪৪১০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ পূণ্য সাধনার পরিণাম, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব, কেউ কারও পাপের দায়িত্ব নিজের মাথায় নেবে না, হাযরাত নূহ নাবীর বয়স, হাযরাত নূহ ও তাঁর জাতি, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্য গ্রহণ করে যারা মুক্তির আশা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে মাকড়সার জাল বোনে, নামায এবং কুরআনের মহিমা, জীবিকা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা সবই আল্লাহ্‌র হাতে।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১ রুকূ।। ১. আলীফ্-লাম্, মীম; ২. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি', এ কথা বলে ওদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে; ৩. (আল্লাহ্) অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলেন; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। ৪. যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! ৫. যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬. যে কেউ সংগ্রাম করে সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ্ অবশ্যই বিশ্বজগতের ওপর নির্ভরশীল নন। ৭. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের দোষত্রুটিগুলি দূর করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব। ৮. আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুর অংশী করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর

তোমরা যা কিছু ভালমন্দ করেছ আমি তা তোমাদের জানিয়ে দেব। ৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। ১০. মানুষের মধ্যে কিছু বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন ওরা কষ্ট পায় তখন ওরা মানুষের পীড়নকে—আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে ওরা বলতে থাকে 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।' মানুষের অন্তকরণে যা আছে আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? ১১. আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক। ১২. অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'আমাদের পথ ধর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১৩. ওরা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের বোঝা; এবং ওরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামাতের দিনে অবশ্যই ওদের প্রশ্ন করা হবে।

২ রুকূ॥ ১৪. আমি অবশ্যই নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে ওদের মধ্যে অবস্থান করেছিল সাড়ে ন'শো বছর। অতঃপর প্লাবন ওদের গ্রাস করে। কারণ ওরা ছিল সীমালংঘনকারী। ১৫. অতঃপর আমি তাকে এবং যারা তরণীতে আরোহণ করেছিল তাদের রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন। ১৬. স্মরণ কর, ইব্রাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং তাঁকে ভয় কর; তোমাদের জন্য এটিই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। ১৭. তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ; তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই উপাসনা কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৮. তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তবে জেনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও নাবীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়াই রাসূলের কাজ।' ১৯. ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন? নিশ্চয়ই এ আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। ২০. বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন'? অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ২২. তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না—স্থলে অথবা অন্তরীক্ষে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

৩ রুকূ॥ ২৩. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ২৪. উত্তরে ইব্রাহীমের সম্প্রদায় শুধু বলল যে, 'একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। ২৫. ইব্রাহীম বলল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ; কিয়ামাতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম (নরক) এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।' ২৬. লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ

করেছি। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। ২৭. আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবূয়্যত ও গ্রন্থ এবং আমি তাকে পৃথিবীতে পুরস্কৃত করেছিলাম; পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। ২৮. স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। ২৯. তোমরা কি পুরুষে উপগত হচ্ছনা? তোমরা রাহাজানি করে থাক এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্য ঘৃণ্য কাজ করে থাক।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এ বলল যে, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর—যদি তুমি সত্যবাদী হও।' ৩০. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।'

৪ রুকূ॥ ৩১. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট এল, তারা বলেছিল, 'আমরা এ জনপদবাসীদের ধ্বংস করব, এর অধিবাসীগণ ছিল অবশ্যই সীমালংঘনকারী।' ৩২. ইব্রাহীম বলল, 'এ জনপদে তো লূত রয়েছে।' ওরা বলল, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই—তার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' ৩৩. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট এল তখন তাদের আগমনে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। ওরা বলল, 'ভয় করো না, দুঃখ করো না; আমরা, তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব—তোমার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত; ৩৪. আমরা এ জনপদবসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করব, কারণ এরা সত্যত্যাগী।' ৩৫. আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি। ৩৬. আমি মাদিয়ান অধিবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, শেষ দিনকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।' ৩৭. ওরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর ওরা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে ওরা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। ৩৮. এবং আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; ওদের ঘর বাড়িই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শাইতান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং ওদের সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ। ৩৯. এবং আমি সংহার করেছিলাম কারূণ, ফেরাউন ও হামানকে; মূসা ওদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু ওরা আমার শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ৪০. ওদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; ওদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, কাকেও আঘাত করেছিল মহাগর্জন, কাকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাকেও করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।' ৪১. যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত। ৪২. ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছু আহ্বান করে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪৩. মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ বুঝতে পারে। ৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২০শ পারা সমাপ্ত

২১শ পারা।। উত্‌লো মা উহিয়্যা ইলায়কা মিনাল কিতাবে ওয়া

৫ রুকূ॥ ৪৫. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আবৃত্তি কর এবং নামায যথাযথভাবে পড়। (কারণ) নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমরা যা কর আল্লাহ্ জানেন। ৪৬. তোমরা গ্রন্থধারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে—তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘনকারী তাদের সাথে নয়। এবং বল, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমবা বিশ্বাস করি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।' ৪৭. এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদের আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। ৪৮. তুমিতো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন গ্রন্থ লেখনি যে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে। ৪৯. বস্তুত যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। ৫০. ওরা বলে, 'তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার কাছে অলৌকিক নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।' ৫১. এ কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

৬ রুকূ।। ৫২. বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।' ৫৩. ওরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি শাস্তির কাল নির্ধারিত না থাকত তবে ওদের ওপর শাস্তি আসত। নিশ্চয়ই ওদের ওপর আকস্মিকভাবে, ওদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসবে। ৫৪. ওরা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টন করবেই। ৫৫. সেদিন শাস্তি ওদের গ্রাস করবে ঊর্ধ্ব এবং অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।' ৫৬. হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর। ৫৭. জীব মাত্রই মরণশীল; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ৫৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই জান্নাতে তাদের চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সৎকর্মপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার! ৫৯. যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। ৬০. এমন বহু প্রাণী আছে যারা নিজেদের খাদ্য জমা করে রাখে না; আল্লাহ্ই ওদের এবং তোমাদের জীবনোপকরণ দান করেন; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬১. যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তা হলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে! ৬২. আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্

সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ৬৩. যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, 'ভূমি মৃত হওয়ার পর কে আকাশ হতে বারিবর্ষণ করে সঞ্জীবিত করে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই' কিন্তু এ ওদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।

৭ রুকূ॥ ৬৪. এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি ওরা জানত! ৬৫. ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন ওরা বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন ওদের উদ্ধার করে স্থলে নামিয়ে নিরাপদ করে দেন তখন ওরা তাঁর অংশী করে। ৬৬. ফলে,ওরা ওদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই ওরা জানতে পারবে। ৬৭. ওরা কি দেখে না আমি হার্‌ম-কে[৮৪] নিরাপদস্থান করেছি অথচ এর চারপাশে যে সব মানুষ আছে তাদের ওপর হামলা করা হয়। তবে কি ওরা অসত্যেই বিশ্বাস করবে? ৬৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আশ্রয়স্থল তো জাহান্নামই। ৬৯. যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।

৩০. সূরা রুম

৬ রুকূ ॥ ৬০ আয়াত॥ ৮২৭ শব্দ।। ৩৫৪৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচীঃ পৌত্তলিক পার্শীদের উপর রোমীয় খৃষ্টানদের বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী। পূর্ববর্তী নাবীদের নজীর, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পরকাল, পুনরুত্থান, অংশীবাদীগণের দৃষ্টান্ত, নামায, অংশীবাদীদের কৃতঘ্নতা, দান, সুদ, সাদকা, আল্লাহ্‌র আধিপত্য, দুর্ভিক্ষের কারণ, পূর্বকালের উক্তি, ভাল-মন্দের পরিণাম, বায়ুর উপকারিতা, অপাত্রে উপদেশ বিফল, মানুষের ক্রমবিবর্তন, কিয়ামাতের অবস্থা ও নিশ্চয়তা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১ রুকূ ॥ ১. আলীফ লাম, মীম; ২. রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, ৩. (আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, ৪. কয়েক বছরের মধ্যেই, অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। সেদিন বিশ্বাসীরা হর্ষোৎফুল্ল হবে; ৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৬. এ আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক বোঝে না। ৭. ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্যদিক সম্বন্ধে অবগত, পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা অনবধান। ৮. ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্‌ই আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতের অবিশ্বাসী। ৯. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করত, এরা যা আবাদ করে তার চেয়ে তারা বেশী আবাদ করত এবং তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল।

বস্তুত ওদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ১০. অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহ্‌র বাক্য প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

২ রুকূ।। ১১. আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনি একে পুণরায় সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ১২. যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীগণ হতাশ হয়ে পড়বে। ১৩. ওদের দেব-দেবীগুলি ওদের সুপারিশ করবে না এবং ওরাই ওদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে। ১৪. যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। ১৫. যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে থাকবে; ১৬. এবং যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করবে। ১৭. সুতরাং, তোমরা সন্ধ্যায় ও প্রভাতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, ১৮. এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই। ১৯. তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুণর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

৩. রুকূ।। ২০. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। ২১. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ২২. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ২৩. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন ঃ রাত্রে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২৪. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন ঃ তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তা দিয়ে ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ঃ তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদের মৃত্তিকা হতে ওঠার জন্য আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। ২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলে তাঁর আজ্ঞাবহ। ২৭. আর তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি পুণর্বার একে সৃষ্টি করবেন; এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**।

৪. রুকূ।। ২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন ঃ তোমাদের আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসিগণ কি তাতে অংশীদার? যাতে ওরা তোমাদের সমান হতে পারে এবং তোমরা তোমাদের সমকক্ষদের যেরূপ ভয় কর তোমরা কি ওদের সেরূপ ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের

নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। ২৯. অজ্ঞানতাবশত সীমালংঘনকারীগণ তাদের খেয়াল-খুশীব অনুসরণ করে থাকে; সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে! তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৩০. তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ৩১. বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৩২. যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। ৩৩. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে ওদের প্রতিপালককে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন ওদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের অংশীস্থাপন করে থাকে, ৩৪. ওদের আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই জানতে পারবে। ৩৫. আমি কি ওদের নিকট এমন কোন দলিল অবতীর্ণ করেছি যা ওদের আমার কোন অংশীস্থাপন করতে বলে? ৩৬. আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই—ওরা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং ওদের কৃতকর্মের ফলে ওরা দুর্দশাগ্রস্ত হলেই ওরা হতাশ হয়ে পড়ে। ৩৭. ওরা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা তা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৩৮. অতএব আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং পথের কাঙালকে তাদের প্রাপ্য দেবে। এ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। ৩৯. মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; ওরাই সমৃদ্ধশালী। ৪০. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের দেবদেবীসমূহের এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্তের কোন একটি করতে পারে? ওরা যাদের অংশীস্থাপন করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

৫. রুকূ।। ৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুণ জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদের আস্বাদন করান হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। ৪২. বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে?' ওদের অধিকাংশই ছিল অংশীবাদী। ৪৩. যে দিবস অনিবার্য, আল্লাহ্র নির্দেশে তা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তুমি স্থিতিশীল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর; সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! ৪৪. যে অবিশ্বাস করে অবিশ্বাসের জন্য সে-ই দায়ী; যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করে। ৪৫. কারণ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের ভালবাসেন না। ৪৬. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তোমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করাবার জন্য বায়ু প্রেরণ করেন এবং যাতে তাঁর বিধানে জলযানগুলি বিচরণ করে, তোমরা যাতে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও সেজন্য (বায়ু প্রেরণ করেন)। ৪৭. আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারা ওদের নিকট সুস্পষ্ট

নিদর্শন এনেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলাম, বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। ৪৮. আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা (বায়ু) মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়; তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা এ দান করেন; ওরা তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়। ৪৯. ওরা অবশ্যই ওদের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ থাকে। ৫০. আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুণর্জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৫১. এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে ওরা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখন তো ওরা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। ৫২. তুমি তো মৃত্যুকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও তোমার আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৫৩. এবং অন্ধকেও ওদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তারাই তোমার কথা শুনবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

৬. রুকূ।। ৫৪. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৫৫. যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যবিমুখ হয়। ৫৬. কিন্তু যাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটিই তো পুণরুত্থান দিবস কিন্তু তোমরা জানতে না।' ৫৭. সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কাজে আসবে না এবং ওদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হবে না। ৫৮. আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তুমি যদি ওদের নিকট কোন নিদর্শনও উপস্থিত কর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।' ৫৯. আল্লাহ্, এভাবে যাদের জ্ঞান নেই তাদের হৃদয় মোহর করে দেন। ৬০. অতএব ধৈর্যশীল হও, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

৩১. সূরা লুক্বমান

৪ রুকূ ।। ৩৪ আয়াত ।। ৫৫৪ শব্দ ।। ২২১৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, নামায, যাকাত, পরকাল, আল্লাহ্র অনুপম সৃষ্টি, লুক্বমানের উপদেশ, মাতাপিতার আনুগত্য বাঞ্ছনীয়, আল্লাহ্র ক্ষমতা, অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা, সমুদ্রের পানিতেও আল্লাহ্র গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না, সকল পদার্থই তাঁর বাধ্য, প্রকৃতির বাধ্যতা, পরকাল ভীতি, পঞ্চ অব্যক্ত বিষয়।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ্, লাম, মীম; ২. এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য, ৩. সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ; ৪. যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫. ওরাই ওদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে আছে এবং ওরাই সফলকাম। ৬. মানুষেব মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে। ৭. যখন ওদের নিকট আমার বাক্য আবৃত্তি করা হয় তখন ওরা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা এ শুনতে পায়নি, যেন ওদের কান দুটি বধির; অতএব ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে সুখ-উদ্যান; ৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১০. তিনি আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভবিহীন নির্মাণ করেছেন তোমরা এ দেখছ; তিনিই পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে এ তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু; তিনিই আকাশ হতে বারিবর্ষণ করে এতে সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজী উৎপাদন করেন। ১১. এ আল্লাহ্র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও? বরং সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

২. রুকূ।। ১২. আমি লুক্বমানকে এ মর্মে জ্ঞান দান করেছিলাম, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা নিজেরই জন্য করে এবং কেউ অবিশ্বাস করলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ১৩. স্মরণ কর লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে বৎস! আল্লাহ্র কোন অংশী করো না। আল্লাহ্র অংশী করা তো চরম সীমালংঘন।' ১৪. আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য পান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট তো প্রত্যাবর্তন। **(পারার অর্ধাংশ)**। ১৫. তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করব। ১৬. 'হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে থাকে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, সকল বিষয়ের খবর রাখেন। ১৭. হে বৎস! যথারীতি নামায পড়বে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সঙ্কল্পজনের কাজ। ১৮. অহঙ্কার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। ১৯. তুমি সংযতভাবে পদক্ষেপ কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর'।

৩. রুকূ।। ২০. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক এবং না আছে কোন দীপ্তিমান (বিজ্ঞানময়) গ্রন্থ। ২১. আর যখন তাদের বলা হয়,

'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সে বস্তুর অনুসরণ কর,' তারা বলে, 'আমাদের বাপ দাদাকে যাতে পেয়েছি—আমরা তো তাই মেনে চলব।' যদি শাইতান তাদের জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে তথাপি কি তারা বাপ দাদার অনুসরণ করবে? ২২. যদি কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে সে তো এক মজবুত হাতল ধরেছে, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র অধীনে। ২৩. কেউ অবিশ্বাস করলে তা যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর, ওরা যা করত আমি ওদের (তা) অবহিত করব। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। ২৪. আমি স্বল্পকালের জন্য ওদের জীবনোপকরণ ভোগ করতে দেব। অতঃপর ওদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। ২৫. তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করো 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্রই', কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। ২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত, ২৭. পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুণরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুণরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ২৯. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন? তিনি চন্দ্রসূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আপন পথে আবর্তন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে অবহিত। ৩০. এগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্ই ধ্রুব সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আল্লাহ্ তিনি তো সুউচ্চ, মহান।

৪. **রুকূ**।। ৩১. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জলযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য? প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ৩২. পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা যখন ওদের ওপর ভেঙ্গে পড়ে তখন ওরা আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি ওদের কূলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করেন তখন ওদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে, কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। ৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেদিনের ভয় কর যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের প্রতারিত না করে এবং শাইতান যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে। ৩৪. কখন কিয়ামাত হবে তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

৩২. সূরা সাজদাহ্

৩ রুকূ ।। ৩০ আয়াত ।। ৩৭৪ শব্দ ।। ১৫৭৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, বিশ্বসৃষ্টি, আল্লাহ্র অনুপম কার্যাবলী, মানুষের সৃষ্টি পর্যায়, কিয়ামাত,

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিচয় ও পরিণাম, মূসা ও অন্যান্যদের দুঃখ কষ্ট, অবিশ্বাসীগণের ধ্বংস, কিয়ামাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আলীফ, লাম, মীম; ২. বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। ৩. কিন্তু ওরা বলে, 'এ তো তার নিজের রচনা।' বরং এ তোমার প্রতিপালক হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো ওরা সৎপথে চলবে। ৪. আল্লাহ্, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছ দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ৫. তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই বিচারের জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে—যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। ৬. তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন। ৮. অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। ৯. পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১০. ওরা বলে, 'আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদের আবার নূতন করে সৃষ্টি করা হবে?' বস্তুত ওরা ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। ১১. বল, 'মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।'

২. রুকূ।। ১২. যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবন করলাম; এখন তুমি আমাদের পুণরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ কর, আমরা সৎকাজ করব—নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হব।' ১৩. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; আমার একথা অবশ্যই সত্য। আমি নিশ্চয়ই মানব ও জ্বিন উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। ১৪. ওদের বলা হবে শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করতে থাক। ১৫. কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহঙ্কার করে না **(সাজদা ৪ ৯)।** ১৬. তারা শয্যা ত্যাগ করে আশায় ও আশঙ্কায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। ১৭. কেউ জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার রক্ষিত আছে। ১৮. বিশ্বাসী কি সত্যত্যাগীর মতই? ওরা কখনও সমান হতে পারে না। ১৯. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। ২০. এবং যারা

সত্যত্যাগ করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদের তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ওদের বলা হবে, 'যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তোমরা তা আস্বাদন কর।' ২১. গুরু শাস্তির পূর্বে ওদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে ওরা (আমার দিকে) ফিরে আসে। ২২. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩. রুকূ।। ২৩. আমি তো মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার গ্রন্থপ্রাপ্তির বিষয়ে সন্দেহ করো না। আমি একে বনি ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম। ২৪. ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল তার জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। ২৫. ওরা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামাতের দিন তার মীমাংসা করে দেবেন। ২৬. আমি তো এদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি—যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি এরা শুনবে না? ২৭. ওরা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে শস্য উদ্‌গত করি, যা থেকে ওরা এবং ওদের জীবজন্তুসমূহ আহার্য্য গ্রহণ করে। ওরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না? **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ২৮. ওরা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, 'এ বিচার-মীমাংসা কবে হবে?' ২৯. বল, 'বিচার-মীমাংসার দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ওদের কোন কাজে আসবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না।' ৩০. অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, ওরাও অপেক্ষা করছে।

৩৩. সূরা আহ্‌যাব

৯ রুকূ ।। ৭৩ আয়াত ।। ১২১০ শব্দ ।। ৫৯০৯ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ যিহার (স্ত্রীকে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের সাথে তুলনা দেওয়া), রাসূলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, মিরাস (সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ), নাবীদের অঙ্গীকার দান, খন্দক যুদ্ধ, যুদ্ধের ফল, নাবী-পত্নীগণের প্রতি আদেশ, উপদেশ, নারী-পুরুষকে উপদেশ, পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ, আল্লাহ্‌র দয়া, সঙ্গমের পূর্বে তালাক, মোহর, রাসূলুল্লাহ্‌র বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য, রাসূলুল্লাহ্‌র গৃহে গমনের আদব, নারীর পর্দা, বিবাহ, মূসার কষ্টের দৃষ্টান্ত, মহাগ্রন্থ কুরআন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে নাবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ২. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়, তার অনুসরণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। ৩. তুমি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের দুটি

হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' (মা বলে সম্বোধন) করেছ, তাদের তোমাদের জননী করেননি এবং পোষ্যপুত্র—যাদের তোমরা পুত্র বল আল্লাহ্ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলি তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহ্ই বলেন এবং তিনিই সরলপথ নির্দেশ করেন। ৫. তোমরা ওদের পিতৃপরিচয়ে ওদের ডাক; আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান তবে ওদের তোমরা ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধুরূপে গণ্য করবে। এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু এ ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়াল। ৬. নাবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তাঁর (নাবীর) পত্নীগণ তাদের (বিশ্বাসীদের) মাতাস্বরূপ। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে বিশ্বাসী ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও—তা করতে পার। এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ (লওহে মাহ্ফূযে) আছে। ৭. স্মরণ কর, আমি নাবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, মারইয়াম-তনয় ঈসার নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম—গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার—৮. সত্যবাদীদের ওদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

২. রুকূ।। ৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার দ্রষ্টা। ১০. যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল—তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানা সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলে। ১১. তখন বিশ্বাসীরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ১২. এবং কপটাচারীগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।' ১৩. এবং ওদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরীব (মাদীনা) বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল' এবং ওদের মধ্যে একদল নাবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। ১৪. যদি শত্রুগণ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে ওদের সাথে মিলিত হত এবং ওদের বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, ওরা অবশ্যই বিদ্রোহ করে বসত, ওরা এতে বিলম্ব করত না। ১৫. এরা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র সাথে এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। ১৬. বল, 'তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এতে তোমাদের কোন লাভ হবে না এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।' ১৭. বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন কে তোমাদের রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদের বঞ্চিত করবে?' ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে

বলে, 'আমাদের সঙ্গে এসো,' ওরা অল্পই যুদ্ধ করে। ১৯. তোমাদের সাফল্য কামনায় ওরা কুণ্ঠিত, যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উলটিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন ওরা যুদ্ধলব্ধ ধনের লালসায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী করে। ওরা বিশ্বাসী নয়; এ জন্য আল্লাহ্ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহ্র জন্য এ সহজ। ২০. ওরা মনে করে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে তখন ওরা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত।

৩. রুকূ।। ২১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। ২২. বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল ওরা বলে উঠল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তো এ কথাই বলেছেন।' এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। ২৩. বিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি; ২৪. কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা হলে কপটাচারীদের শাস্তি দেন অথবা ওদের ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৫. আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ২৬. গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল তাদের তিনি দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা ওদের কিছুকে হত্যা করেছ এবং কিছুকে বন্দী করেছ। ২৭. এবং তোমাদের ওদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী করলেন এবং এমন এক দেশের যেখানে তোমরা এখনও অভিযান করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪. রুকূ।। ২৮. হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই। ২৯. তোমরা আল্লাহ্কে, তাঁর রাসূলকে এবং পরকালকে কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। ৩০. হে নাবী-পত্নীগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং এ আল্লাহ্র জন্য সহজ'।

২১শ পারা সমাপ্ত

২২শ পারা ।। ওয়া মাই-য়্যাক্বনুত্ মিনকুন্না লিল্লাহে ওয়া রাসূলেহি ওয়া

৩১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি পুরস্কার দুবার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি। ৩২. হে নাবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। এবং তোমরা সদালাপ করবে। ৩৩. এবং তোমরা গৃহে অবস্থান করবে; প্রাক-ইসলামী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায পড়বে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে। হে নাবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে (চান)। ৩৪. আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের।

৫. রুকূ।। ৩৫. নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাব্রত পালনকারী পুরুষ ও রোযাব্রত পালনকারী নারী, যৌনঅঙ্গ হিফাজতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনঅঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। ৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। ৩৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহ্কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করছিলে অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিক সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন য্যায়নাবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম[৮২(খ)] যাতে বিশ্বাসী পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় বিশ্বাসীদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। ৩৮. আল্লাহ্ নাবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নাবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত। ৩৯. ওরা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করত; ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাকেও ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৬. রুকূ।। ৪১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে। ৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। ৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন

এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদের আলোকে আনার জন্য এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। ৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম' (শান্তি)। তিনি তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। ৪৫. হে নাবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। ৪৬. আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। ৪৭. তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট মহা অনুগ্রহ রয়েছে। ৪৮. এবং তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা শুনো না: ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর কর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ৪৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীকে বিবাহ করার পর ওদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে ওদের ইদ্দত পালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা ওদের কিছু দেবে এবং সৌজন্যের সাথে ওদের বিদায় করবে। ৫০. হে নাবী! আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি যাদের তুমি দেন-মোহর প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি, তোমার চাচাতো ভগিনী ও ফুফুতো ভগিনীকে, মামাতো ভগিনী, খালাতো ভগিনীকে যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ (হিজরাত) করেছে। এবং কোন বিশ্বাসী নারী নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নাবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও বৈধ—এ বিশেষ করে তোমারই জন্য; অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী এবং তাদের দাসীগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫১. তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এজন্য যে, এতে ওদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং ওরা দুঃখ পাবে না এবং ওদের তুমি যা দেবে তাতে ওদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। ৫২. এরপর, তোমার কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও ওদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

৭. রুকূ।। ৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নাবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে, তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না, কারণ এ নাবীর জন্য কষ্টদায়ক, সে তোমাদের উঠে যাবার জন্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। ৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ—আল্লাহ্ অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৫৫. নাবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। হে নাবী-পত্নীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন। ৫৬. আল্লাহ্ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। ৫৭. যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ বলে ও রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তো তাদের ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন। এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। ৫৮. বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদের কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।

৮. রুকূ।। ৫৯. হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬০. কপটাচারীগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব, এরপর এ নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে অল্পসংখ্যকই থাকবে। ৬১. অভিশপ্ত অবস্থায়; ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। ৬২. পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহ্র বিধান। তুমি কখনও আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)** । ৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই আছে।' তুমি এ কি করে জানবে? সম্ভবত কিয়ামাত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে। ৬৪. আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন—৬৫. যেখানে ওরা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ৬৬. যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলকে মান্য করতাম!' ৬৭. তারা আরও বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। ৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহাঅভিসম্পাত কর।'

৯. রুকূ।। ৬৯. হে বিশ্বাসীগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না; ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন! এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সে মর্যাদাবান। ৭০. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; ৭১. তা হলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। ৭২. নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল। মানুষ তো নিজের প্রতি অতিশয় জুলুম করে থাকে এবং সে অতিশয় অজ্ঞ। ৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারীকে শাস্তি দেবেন এবং বিশ্বাসী নর ও বিশ্বাসী নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৪. সূরা সা-বা

৬ রুকূ ।। ৫৪ আয়াত ।। ৮৯৬ শব্দ ।। ৩৬৩৬ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলী, কিয়ামাত ও নাবূয়্যতে অবিশ্বাস, হাযরাত দাউদ ও হাযরাত সুলাইমান, 'সা-বা'[৮২(গ)] গোত্রের বাগানের ধ্বংস ও দূরত্ব, অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম, ঔদ্ধত্য ও তদুত্তর, সাধু ও অসাধুর ঝগড়া, পুণ্যই পরকালের পাথেয়—ধন ও পুত্র নয়; জীবিকার মালিক, অবিশ্বাসীগণকে রাসূলুল্লাহ্ সম্বন্ধে গভীর চিন্তার উপদেশ, অবিশ্বাসীদের পরিণাম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে
সমস্ত কিছুরই মালিক এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।
২. তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয়
ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। ৩. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা
কিয়ামাতের সম্মুখীন হবো না'। বল, 'কেন হবে না? নিশ্চয়ই তোমাদের ওর সম্মুখীন হতেই
হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ, যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে
অণু-পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু যাঁর অগোচর নয়; ওর প্রত্যেকটি
সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।' ৪. এ এজন্য যে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদের পুরস্কৃত
করবেন। এদেরই জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা বর্তমান। ৫. যারা প্রবল হওয়ার উদ্দেশ্যে
আমার বাক্যকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ৬. যাদের
জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ
হয়েছে তা সত্য; এ মানুষকে পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ করে। ৭. অবিশ্বাসীরা
বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদের বলে যে তোমাদের দেহ
সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে?' ৮. হয় সে আল্লাহ্
সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে উন্মাদ। বস্তুত যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি
এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। ৯. ওরা কি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবী আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদেরসহ ভূমি ধ্বসিয়ে (প্রোথিত
করে) দেব অথবা ওদের ওপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাব, আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি দাসের
জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২. রুকূ।। ১০. 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং
হে বিহঙ্গকুল তোমরাও'—এ আদেশ দান করে আমিই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং
লৌহকে তার জন্য নমনীয় করেছিলাম। ১১. এবং তাকে বলেছিলাম, 'পূর্ণমাপের বর্ম তৈরী কর
এবং ওগুলির কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকাজ কর, তোমরা যা কিছু কর আমি
ওর সম্যক দ্রষ্টা'। ১২. আমি বাতাসকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম, তার প্রাতঃকালের ভ্রমণ
এক মাসের পথ ছিল এবং সন্ধ্যাকালের ভ্রমণও এক মাসের পথ ছিল। আমি তার জন্য গলিত
তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কতক জ্বিন কিছু তার সম্মুখে

কাজ করত, ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাদের আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। ১৩. ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিমা, বৃহদাকার হাউজ-সদৃশ (পুকুরের ন্যায়) পাত্র (থালা) এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার দেগ্ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম), 'হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!' ১৪. যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদের তার মৃত্যু বিষয় জানাল কেবল ঘুন-পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে ওরা এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না। ১৫. সাবাবাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে এক নিদর্শন ছিল—দুটি উদ্যান—একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে; ওদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত আহার্য ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এ স্থান উত্তম এবং তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল।' ১৬. পরে ওরা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি ওদের ওপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং ওদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুলগাছ। ১৭. আমি ওদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম ওদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকেও শাস্তি দিইনা। ১৮. ওদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐসকল জনপদে ভ্রমণকালে বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে বিশ্রামস্থান নির্ধারিত করেছিলাম এবং ওদের বলেছিলাম, 'তোমরা এ সব জনপদে দিবস ও রজনীতে নিরাপদে ভ্রমণ কর।' ১৯. কিন্তু ওরা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের বিশ্রামস্থান দূরে দূরে স্থাপন কর।' এভাবে ওরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে, আমি ওদের কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং ওদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২০. ওদের সম্বন্ধে ইবলীসের প্রত্যাশা সফল হল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল। ২১. ওদের ওপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

৩. **রুকূ**।। ২২. বল, 'তোমরা তাদের আহ্বান কর, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাস্য মনে করতে। ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু-পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতে ওদের কোন অংশও নেই এবং ওরা আল্লাহ্‌র কাজে সাহায্যকারীও নয়।' ২৩. যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে; 'তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম করেছেন?' তদুত্তরে তারা বলবে, 'যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, মহান'। ২৪. বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদের জীবিকা সরবরাহ করে?' বল, 'আল্লাহ্।' হয় আমরা সৎপথে স্থিত এবং তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ, না হয় তোমরা সৎপথে আছ এবং আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি।' ২৫. বল, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের জবাবদিহি

করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরও জবাবদিহি করতে হবে না।' ২৬. বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে মীমাংসা করে দেবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ;' ২৭. বল, 'তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করেছ, তাদের আমাকে দেখাও। বরং তাঁর কোন অংশী নেই, বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' ২৮. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা উপলব্ধি করে না। ২৯. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিজ্ঞা কখন বাস্তবায়িত হবে?' ৩০. বল, 'তোমাদের জন্য এক নির্ধারিত দিবস বর্তমান যা তোমরা মুহূর্তকালও বিলম্বিত করতে পারবে না, ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৪. **রুকূ**।। ৩১. অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা এ কুরআনে কখনও বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও নয়।' এবং তুমি যদি সীমালংঘনকারীদের দেখতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যারা দুর্বল ছিল তারা দাম্ভিকদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।' ৩২. যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল উদ্ধত প্রধানেরা তাদের বলবে, 'আমরা কি তোমাদের কাছে সৎপথের উপদেশ আসবার পর তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো পাপী ছিলে।' ৩৩. আর যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহঙ্কারী প্রধানদের বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে; আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর অংশী স্থাপন করি।' যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে এবং আমি অবিশ্বাসীদের গলদেশে শৃঙ্খল পরাব। ওরা যা করত তারই প্রতিফল ওদের দেওয়া হবে। ৩৪. যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' ৩৫. ওরা আরও বলত, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না।' ৩৬. বল, 'আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা এ সীমিত করেন'; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ বোঝে না।

৫. **রুকূ**।। ৩৭. তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য লাভের সহায়ক হবেনা; আমার নৈকট্য লাভ করবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে। ৩৮. যারা আমার বাক্যকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। ৩৯. বল, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'। ৪০. যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশ্‌তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত'? ৪১. ফিরিশ্‌তারা বলবে, 'তুমি পবিত্র, মহান, আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়, ওরা তো পূজা করত শাইতানদের এবং ওদের অধিকাংশই ছিল শাইতানদের ভক্ত।' ৪২. (তখন আমি বলব), 'আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই।' যারা সীমালংঘন

করেছিল তাদের বলব, 'তোমরা যে অগ্নির শাস্তি অস্বীকার করতে আজ তা আস্বাদন কর।' ৪৩. এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন এরা বলে, 'এ ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ্ সা) তো তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত, তার উপাসনায় তোমাদের বাধা দিতে চায়।' এরা আরও বলে, 'এ (কুরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছুই নয়,' এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট যখন সত্য আসে তখন ওরা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু।' ৪৪. আমি পূর্বে এদের কোন গ্রন্থ দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করতে পারে এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। ৪৫. এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদের আমি যা দিয়েছিলাম এরা (মাক্কার অধিবাসীরা) তার দশমাংশও পায়নি, তবুও ওরা আমার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে আমার শাস্তি কত ভয়ঙ্কর হয়েছিল।

৬. **রুকূ**।। ৪৬. বল, 'আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি—তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুজন করে অথবা একা একা দাঁড়াও এবং চিন্তা করে দেখ তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ) উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।' ৪৭. বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার পুরস্কার আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।' ৪৮. বল, 'আমার প্রতিপালক সত্য দ্বারা মিথ্যাকে চূর্ণ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।' ৪৯. বল, 'সত্য এসেছে এবং অসত্য একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।' ৫০. বল, 'আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সকলের অতি নিকটে বর্তমান।' ৫১. তুমি যদি দেখতে যখন এরা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। এরা অব্যাহতি পাবে না এবং এরা অদূরেই ধৃত হবে। ৫২. এবং এরা বলবে, 'আমরা সত্যে বিশ্বাস করলাম।' কিন্তু এখন এতদূর হতে ওর নাগাল পাবে কিরূপে? ৫৩. ওরা তো পূর্বে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; ওরা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে কথাবার্তা বলত। ৫৪. এদের এবং এদের কামনার মধ্যে অন্তরাল রয়েছে যেমন ছিল এদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। ওরা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সন্দিহান।

৩৫. সূরা ফাত্বির

৫ রুকূ ।। ৪৫ আয়াত ।। ৭৯১ শব্দ ।। ৩২৮৯ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলী, ফিরিশ্‌তা, আল্লাহ্‌ই উপাসনার ও প্রশংসার একমাত্র যোগ্য, পরকাল, শাইতান, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ো না, আল্লাহ্‌র জীবনদান শক্তি, একত্ববাদের বাণী, সৎকাজ, মানুষ সৃষ্টি, গর্ভ প্রসব ও আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি, তকদীরে বিশ্বাস, সত্য-মিথ্যায় পার্থক্য, প্রকৃতির আনুগত্য, মানুষের অভাব আছে ঃ আল্লাহ্ অভাবশূণ্য, কেউ কারও পাপ বহন করবে না, রাসূলুল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, জান্নাতের অলঙ্কার ও পোষাক, অবিশ্বাসের সাজা, অবিশ্বাসীদের উপদেশ দান, ইহকালে পাপীদের অবসর দেওয়া হয়েছে।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই—যিনি

ফিরিশ্‌তাদের বাণী-বাহক করেন যারা দুই, তিন অথবা চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ করলে কেউ নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি অনুগ্রহ করতে না চাইলে কেউ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সুতরাং কিরূপে তোমরা সত্যবিমুখ হচ্ছ? ৪. এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কাছেই সবকিছু প্রত্যানীত হবে। ৫. হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে। ৬. শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহ্বান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। ৭. যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

২. **রুকূ**।। ৮. কাকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখান হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ করে)? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয়ই, ওরা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন। ৯. আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তিনি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করেন। অতঃপর তিনি তা দিয়ে ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। পুণরুত্থান এরূপেই হবে। ১০. কেউ ক্ষমতা চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌রই। তিনি সৎবাক্য ও সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং যারা মন্দ কার্যের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই। ১১. আল্লাহ্ তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, তোমাদের করেছেন যুগল। আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না অথবা সন্তানও প্রসব করে না। কারও পরমায়ু বৃদ্ধি হলে অথবা তার পরমায়ু হ্রাস পেলে তা তো সংরক্ষিত ফলক অনুসারে হয়। আল্লাহ্‌র জন্য এ সহজ। ১২. দুটি সাগর একরূপ নয়—একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা ও বিস্বাদ। প্রত্যেকটি হতে তোমরা মৎসাহার কর এবং তোমাদের ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ ওর বুক চিরে জলযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ১৩. তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন; প্রত্যেকে এক নির্দিষ্টকাল আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো অতি তুচ্ছ কিছুরও অধিকারী নয়। ১৪. তোমরা তাদের আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদের যে অংশী করেছ তা ওরা কিয়ামাতের দিন অস্বীকার করবে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৩. রুকূ।। ১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ্ তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। ১৭. এ আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়। ১৮. কেউ কারো পাপের ভার বহন করবে না; কারও পাপের বোঝা গুরুভার হলে সে যদি অন্যকে তা বহন করতে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না—নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায পড়ে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্রই নিকট। ১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, ২০. অন্ধকার ও আলো, ২১. ছায়া ও রৌদ্র; ২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎবাক্য শ্রবণে সমর্থ করেন; তুমি মৃতকে সৎবাক্য শোনাতে সমর্থ হবে না। ২৩. তুমি একজন সতর্ককারীমাত্র। ২৪. আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। ২৫. এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্বে যে সকল রাসূল, স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং দীপ্তিমান গ্রন্থসমূহ এসেছিল তাদের প্রতিও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল। ২৬. অতঃপর আমি অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ঙ্কর আমার শাস্তি!

৪. রুকূ।। ২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন এবং এ দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-মূল উদগত করেন। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। ২৮. এভাবে রং-বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও পশু রয়েছে। আল্লাহ্র দাসদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। ২৯. যারা আল্লাহ্র গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই আশা করতে পারে—তাদের ব্যবসা ব্যর্থ হবে না—৩০. এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের আরও বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। ৩১. আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, এ পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সমস্ত কিছু জানেন এবং দেখেন। ৩২. অতঃপর আমি দাসদের মধ্যে তাদের গ্রন্থের অধিকারী করলাম যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী এবং কেউ আল্লাহ্র নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটিই মহাঅণুগ্রহ। ৩৩. তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত, মুক্তাখচিত কঙ্কন দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাকপরিচ্ছদ হবে রেশমের। ৩৪. এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; ৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে আমাদের ক্লেশ ও ক্লান্তি স্পর্শ করে না।' ৩৬. কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন বর্তমান। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের নিষ্কৃতি দাও, আমরাও সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি কি

তোমাদের এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে না? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

৫. রুকূ।। ৩৮. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত। ৩৯. তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ অবিশ্বাস করলে তার অবিশ্বাসের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস কেবল ওদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং ওদের অবিশ্বাস ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ৪০. বল, 'তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাক সে সকল দেব-দেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ওদের কোন অংশ আছে কি? না, আমি তাদের এমন কোন গ্রন্থ দিয়েছি যার ওপর এরা নির্ভর করে? বস্তুত সীমালংঘনকারীরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।' ৪১. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থির করে রেখেছেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়, ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওগুলিকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ৪২. এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলত যে, এদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর আনুগত্যের সঙ্গে সৎপথ অনুসরণ করবে; কিন্তু এদের নিকট যখন সতর্ককারী এল তখন তা কেবল এদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল। ৪৩. কারণ, এরা পৃথিবীতে ছিল উদ্ধত এবং কূট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কূট ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিবেষ্টন করে। এদের পূর্ববর্তীদের যা ঘটেছিল এরা তারই প্রতীক্ষা করছে; কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না। ৪৪. এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি দেখেনি? ওরা তো এদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারবে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'। ৪৫. আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাদের সময় পূর্ণ হলে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন।

৩৬. সূরা ইয়াসীন

৫ রুকূ ।। ৮৩ আয়াত ।। ৭৩৯ শব্দ ।। ৩০৯০ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, হাযরাত মুহাম্মাদ ও অবিশ্বাসীগণ, ইন্তাকিয়ায় নাবী প্রেরণ ও তাদের হঠকারিতা, কিয়ামাতের তিনটি নিদর্শন, অবিশ্বাসীদের দানের প্রতিকূলে যুক্তি, ইস্রাঈলের ফুৎকার, কিয়ামাতের অবস্থা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য, আকার বিকৃতি, রাসূলুল্লাহ্ ও কবিত্ব প্রসঙ্গ, আল্লাহ্র পুণর্জীবন ক্ষমতা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. ইয়া-সীন, ২. জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ, ৩. তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত;

৪. তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত। ৫. কুরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। ৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে ওরা অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছে। ৭. ওদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। ৮. আমি ওদের গলদেশে মোটা বেড়ী (শিকল) পরিয়েছি—তা ওদের চিবুক পর্যন্ত বর্তমান, ফলে ওরা মাথা উঁচু করে আছে। ৯. আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। ১০. তুমি ওদের সতর্ক কর বা না কর ওদের পক্ষে উভয়ই সমান; ওরা বিশ্বাস করবে না। ১১. তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাদের তুমি ক্ষমা কর এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কুকর্ম এবং যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

২. **রুকূ**।। ১৩. ওদের নিকট এক জনপদের (সম্ভবত ইন্তাকিয়া ঃ শাম দেশের একটি প্রাচীন নগরী) অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর যাদের নিকট রাসূল এসেছিল। ১৪. ওদের নিকট দুজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদের তৃতীয় একজন (তিনজনের নাম যথাক্রমে সাদেক, সদূক ও শালূম বা শামঊন) দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।' ১৫. ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।' ১৬. তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ—আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। ১৭. স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।' ১৮. ওরা বলল, 'আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদের অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং তোমাদের আমরা মর্মন্তুদ শাস্তি দেব।' ১৯. তারা বলল, 'এ কি এজন্য যে, আমরা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি? তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই, বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' ২০. নগরীর একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (হাবীব নাজ্জারী) ছুটে এল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর, ২১. অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।

২২শ পারা সমাপ্ত

২৩শ পারা ।। ওয়ামালিয়া লা আ'বো দুল্লাজ্বী ফাতারাণী ওয়া ইলাইহে

২২. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর উপাসনা করব না কেন? ২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। ২৪. এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। ২৫. আমি তো তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব আমার কথা শোন।' ২৬ (তখন তারা হাবীব নাজ্জারীকে নিহত করল—মৃত্যুর পর তার প্রতি নির্দেশ এল) তাকে বলা হল 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলে উঠল 'হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত— ২৭. কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।' ২৮. আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। ২৯. কেবলমাত্র এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ৩০. পরিতাপ আমার দাসদের জন্য; ওদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। ৩১. ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না। ৩২. এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৩. **রুকূ**।। ৩৩. মৃত ধরিত্রী ওদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে। ৩৪. ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ; ৩৫. যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? ৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। ৩৭. রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ৩৮. এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। ৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা শুকনো বাঁকা খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। ৪০. সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না; রজনী দিবসকে অতিক্রম করে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। ৪১. ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদের বোঝাই জলযানে আরোহন করিয়েছিলাম; ৪২. এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে। ৪৩. আমি ইচ্ছা করলে ওদের নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং ওরা পরিত্রাণও পাবে না—৪৪. ওদের প্রতি আমার অনুগ্রহ না হলে এবং ওদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। ৪৫. যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা পার্থিব শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তিকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ-ভাজন হতে পার; (তখন ওরা তা অগ্রাহ্য করে)'। ৪৬. যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৭. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর' তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন

তাকে খাওয়াব'? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ। ৪৮. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?' ৪৯. এরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা এদের বাক-বিতণ্ডাকালে এদের আঘাত করবে। ৫০. ওরা ওসীয়ত করতে (শেষ কথা বলতে) সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না।

৪. **রুকূ**।। ৫১. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। ৫২. ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের। কে আমাদের সুপ্তোত্থিত করল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এটিরই কথা বলেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।' ৫৩. এ হবে এক মহানাদ; তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। ৫৪. এবং বলা হবে, 'আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'। ৫৫. এ দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। ৫৬. তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। ৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম' (শান্তি), ৫৯. এবং আরও বলা হবে, 'হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। ৬০. হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের শত্রু, ৬১. এবং আমার অনুসরণ কর। আর এটিই সরল পথ। ৬২. শাইতান তো তোমাদের পূর্বে বহুজনকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বোঝ না? ৬৩. এটিই জাহান্নাম, যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিল। ৬৪. আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা এটিকে অবিশ্বাস করেছিলে।' ৬৫. আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের চরণ এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। ৬৬. আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম। তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? ৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব-স্ব স্থানে স্তম্ভিত করে দিতে পারতাম, ফলে এদের অগ্রে-পশ্চাতে চলাফেরা করবার সামর্থ্য থাকত না।

৫. **রুকূ**।। ৬৮. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে তো জরাগ্রস্ত করে দিই। তবুও কি ওরা বোঝে না? ৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শেখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; ৭০. যা দ্বারা রাসূল জাগ্রত চিত্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়। ৭১. ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলির অধিকারী? ৭২. এবং আমি এগুলিকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলির কিছু ওদের বাহক এবং কিছু ওদের খাদ্য। ৭৩. ওদের জন্য এগুলিতে বহু উপকারিতা আছে; আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি ওরা কৃতজ্ঞ হবে না? ৭৪. ওরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, ওরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ৭৫. কিন্তু এ সব উপাস্য ওদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এ সমস্ত উপাস্য যাদের ওরা ওদের সাহায্যকারী মনে করে তাদের উপস্থিত করা হবে (জাহান্নামে)। ৭৬. অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা ব্যক্ত করে। ৭৭. মানুষ কি দেখে না আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্য

বিতণ্ডাকারী হয়ে পড়ে। ৭৮. মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন তা পচে গলে যাবে?' ৭৯. বল, 'ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এ প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত'। ৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। ৮১. যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮২. তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। ৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

পঞ্চম মঞ্জিল সমাপ্ত

৩৭. সূরা সাফ্ফাত

৫ রুকূ ।। ১৮২ আয়াত ।। ৮৭৩ শব্দ ।। ৩৯৫১ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ একত্ববাদ, আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতা, শাইতানকে উল্কা নিক্ষেপ, পুণর্জীবনে অনাস্থা, কিয়ামাত, অবিশ্বাসীদের ভীষণ শাস্তি, বিশ্বাসীদের সুখ ও শান্তি, জান্নাত-জাহান্নাম, হাযরাত নূহ, হাযরাত ইব্রাহীম (আ), ইবাহীমের পুত্র কুরবানী, হাযরাত মূসা, হাযরাত হারূণ, হাযরাত ইল্‌য়াস, হাযরাত লূত, হাযরাত ইউনুস, 'আল্লাহ্র কন্যা' আছে একথা মিথ্যা, কিয়ামাতের প্রতীক্ষা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. তাদের শপথ যারা (যে ফিরিশ্‌তারা) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, ২. ও যারা সজোরে ধমক দিয়ে থাকে, ৩. এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত— ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। ৫. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর রক্ষক, রক্ষক পূর্বাচলের। ৬. আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭. ও একে প্রত্যেক অবাধ্য শাইতান হতে রক্ষা করেছি। ৮. ফলে, শাইতানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়, ৯. ওদের বিতাড়ণের জন্য। ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। ১০. তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। ১১.অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা কর, ওদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অবশিষ্ট যা সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ওদের আমি আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। ১২. তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ, আর ওরা করছে বিদ্রূপ। ১৩. এবং যখন ওদের উপদেশ দেওয়া হয় ওরা তা মানে না; ১৪. ওরা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে, ১৫. এবং বলে, 'এ তো এক স্পষ্ট যাদু। ১৬. আমরা মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও আমাদের পুণরুত্থিত করা হবে? ১৭. এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরও।' ১৮. বল, 'হ্যাঁ। এবং তোমরা হবে

লাঞ্ছিত।' ১৯. মাত্র একটি প্রচণ্ড শব্দ হবে—তখন ওরা প্রত্যক্ষ করবে। ২০. এবং ওরা বলবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! এটিই তো কর্মফল দিবস।' ২১. ওদের বলা হবে, 'এটিই মীমাংসার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।'

২. রুকূ।। ২২. ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে, 'একত্র কর সীমালংঘনকারী ও ওদের সহচরদের এবং তাদের যাদের ওরা উপাসনা করত ২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। এবং ওদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর।' **(পারার এক চতুর্থাংশ)**। ২৪. অতঃপর ওদের থামাও, কারণ ওদের প্রশ্ন করা হবে; ২৫. 'তোমাদের কি হল যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না?' ২৬. বস্তুত সেদিন ওরা আত্মসমর্পণ করবে। ২৭. এবং ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—২৮. ওরা বলবে, 'তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।' ২৯. শক্তিশালীরা বলবে, 'তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না ৩০. এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়; ৩১. আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে; আমাদের অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। ৩২. আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।' ৩৩. ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে। ৩৪. অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। ৩৫. ওদের নিকট 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত। ৩৬. এবং বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের বর্জন করব?' ৩৭. বরং (মুহাম্মাদ), তো সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সমস্ত রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছিল। ৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে, ৩৯. এবং তোমরা যা করতে তারই শাস্তি ভোগ করবে—৪০. তবে যারা আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাস, তারা নয়। ৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ—৪২. ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, ৪৩. সুখদ কাননে ৪৪. তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। ৪৫. তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সূরা, ৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ৪৭. ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জা-নম্র, আয়াতলোচনা তন্বিগণ। ৪৯. সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। ৫০. তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৫১. তাদের কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল; ৫২. সে বলত, 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, ৫৩. আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে?' ৫৪. তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? ৫৫. অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং ওকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে; ৫৬. বলবে, 'তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। ৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকে তো শাস্তি দেওয়া হত, ৫৮. আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না ৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না!' ৬০. নিশ্চয়ই, এ মহাসাফল্য। ৬১. এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের সাধনা করা উচিত, ৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটিই শ্রেয় না (যন্ত্রণাদায়ক) যাক্কুম বৃক্ষ? ৬৩. সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ; ৬৪. এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়। ৬৫. এর গুচ্ছ শাইতানের মাথার মত। ৬৬. সীমালংঘনকারীরা এ ভক্ষণ করবে এবং এ দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। ৬৭.

তদুপরি, ওর সঙ্গে ওদের ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। ৬৮. পরে ওদের নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামেব দিকে। ৬৯. ওরা ওদের পিতৃপুরুষদের বিপথগামী হিসেবে পেয়েছিল, ৭০. এবং নির্বিচারে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। ৭১. ওদের পূর্বে এবং পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল, ৭২. এবং আমি ওদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। ৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? ৭৪. তবে আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র।

৩. রুকূ।। ৭৫. নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল এবং আমি কত উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম। ৭৬. তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি মহাসঙ্কট হতে রক্ষা করেছিলাম। ৭৭. তারই বংশধরদের আমি রক্ষা করেছি বংশ পরম্পরায়; ৭৮. আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি, ৭৯. সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! ৮০. এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি; ৮১. সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। ৮২. অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম; ৮৩. ইব্রাহীম ছিল তার উত্তরসূরী। ৮৪. স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল; ৮৫. তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করছ? ৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক উপাস্যকে চাও? ৮৭. বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?' ৮৮. অতঃপর ইব্রাহীম তারকারাজির দিকে একবার তাকাল, ৮৯. এবং বলল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করছি।' ৯০. অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। ৯১. পরে সে সন্তর্পণে ওদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন? ৯২. তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা কথা বল না?' ৯৩. অতঃপর সে ওদের ওপর সবলে আঘাত হানল। ৯৪. তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল। ৯৫. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা যাদের প্রস্তর খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? ৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।' ৯৭. ওরা বলল, 'এর জন্য এক অগ্নিকুণ্ড তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।' ৯৮. ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি ওদের হীন করে দিলাম। ৯৯. ইব্রাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন? ১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ পুত্রসন্তান দান কর।' ১০১. অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ (হাযরাত ইসমাঈল আ) দিলাম। ১০২. অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম তাকে বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' ১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শায়িত করল, ১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! ১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১০৬. নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি তার পরিবর্তে কুরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম। ১০৮. আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ১০৯. ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ১১০. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১১১. সে ছিল আমার এক বিশ্বাসী দাস; ১১২. আমি

তাকে ইস্হাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সে ছিল একজন নাবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম, ১১৩. তাকে এবং ইস্হাককে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম; তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

৪. রুকূ।। ১১৪. আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূণের প্রতি, ১১৫. এবং তাদের ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি মহাসঙ্কট হতে উদ্ধার করেছিলাম। ১১৬. আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল। ১১৭. আমি উভয়কে বিশদ গ্রন্থ দিয়েছিলাম। ১১৮. এবং তাদের আমি সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। ১১৯. আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ১২০. মূসা ও হারূণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ১২১. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১২২. এরা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী দাস। ১২৩. ইল্য়াসও ছিল রাসূলদের একজন; ১২৪. স্মরণ কর সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? ১২৫. তোমরা কি বা'আলকে (দেবতা) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—১২৬. আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের,—তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের।' ১২৭. কিন্তু ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই ওরা অবশ্যই দণ্ডযোগ্য। ১২৮. তবে আল্লাহ্র বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের কথা স্বতন্ত্র। ১২৯. আমি এ পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ১৩০. ইল্য়াসের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ১৩১. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১৩২. সে ছিল আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম। ১৩৩. লূতও ছিল রাসূলদের একজন। ১৩৪. আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম। ১৩৫. কিন্তু উদ্ধার করিনি এক বৃদ্ধাকে, যে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদের আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। ১৩৭. তোমরা তো ওদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে ১৩৮. এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

৫. রুকূ।। ১৩৯. ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন। ১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ণ করে বোঝাই জলযানে পৌঁছাল। ১৪১. অতঃপর (নৌকা অচল হয়ে যাওয়ায়) নৌকার আরোহীদের মধ্যে কে অলক্ষুণে তা পরীক্ষা করা হল এবং সেই (পলাতক গোলাম হিসেবে) অলক্ষুণে সাব্যস্ত হল। ১৪২. পরে (তাকে নৌকা হতে সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া হল) এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার করতে লাগল। ১৪৩. সে যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, ১৪৪. তা হলে তাকে পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত মৎসগর্ভে থাকতে হত। **(পারার অর্ধাংশ)**। ১৪৫. অতঃপর ইউনুসকে আমি এক তৃনহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল রুগ্ন। ১৪৬. পরে আমি তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য এক লাউ গাছ উদ্গত করলাম; ১৪৭. আমি তাকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। ১৪৮. এবং তারা বিশ্বাস করেছিল; ফলে আমি তাদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম, ১৪৯. ওদের জিজ্ঞাসা কর, ওরা কি মনে করে যে, আল্লাহ্র জন্য রয়েছে কন্যাসন্তান এবং ওদের নিজেদের জন্য রয়েছে পুত্রসন্তান? ১৫০. অথবা ওরা কি উপস্থিত ছিল যখন আমি ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করেছিলাম? ১৫১. দেখ, ওরা মনগড়া উক্তি করে থাকে; যখন বলে, ১৫২. 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' ওরা তো মিথ্যাবাদী। ১৫৩. তিনি কি পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ

করেছেন? ১৫৪. তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? ১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ১৫৬. তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আছে? ১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের গ্রন্থ উপস্থিত কর। ১৫৮. ওরা আল্লাহ্ এবং জ্বিন জাতির মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে তাদেরও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. ওরা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। ১৬০. আল্লাহ্র বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণ শাস্তি পাবে না, ১৬১. অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা—১৬২. তাদের কাউকেও তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। ১৬৩. কেবল তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে যারা জাহান্নামী। ১৬৪. (জিব্রীল বলেছিল), 'আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে; ১৬৫. আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ১৬৬. এবং আমরা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।' ১৬৭.অবিশ্বাসীরা বলত, ১৬৮. 'পূর্ববর্তীদের গ্রন্থের মত যদি আমাদের কোন গ্রন্থ থাকত, ১৬৯. আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র বিশুদ্ধচিত্ত দাস হতাম।' ১৭০. কিন্তু ওরা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই ওরা এর পরিণাম জানতে পারবে। ১৭১. আমার প্রেরিত দাসদের সম্পর্কে আমার এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে যে ১৭২. অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ১৭৩. এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। ১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্য ওদের উপেক্ষা কর। ১৭৫. তুমি ওদের পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা সত্যপ্রত্যাখ্যানের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। ১৭৬. ওরা কি তবে আমার শাস্তি তরান্বিত করতে চায়? ১৭৭. যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন ওদের প্রভাত হবে কত মন্দ! ১৭৮. অতএব কিছুকালের জন্য তুমি ওদের উপেক্ষা কর! ১৭৯. ওদের পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা সত্যপ্রত্যাখ্যানের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। ১৮০. ওরা যা যা আরোপ করে তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। ১৮১. শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি! ১৮২. সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য?

৩৮. সূরা স্বোয়াদ

৫ রুকূ ।। ৮৮ আয়াত ।। ৭৩৮ শব্দ ।। ৩১০৭ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসীগণের উক্তি, রাসূলুল্লাহ্কে যাদুকর বলা, হাযরাত দাউদ সমীপে দুজন মেষপালকের নালিশ, সুলাইমান ও অশ্বযূথ, বায়ু ও জ্বিন সুলাইমানের বাধ্য ছিল, হাযরাত আইউব, হাযরাত রাহীমার শাস্তি, সৎ-অসৎ, জান্নাত-জাহান্নাম, একত্ববাদ, হাযরাত আদম সম্বন্ধে শাইতানের বেয়াদবী প্রকাশ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. স্বোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)। ২. কিন্তু অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। ৩. এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি; তখন ওরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। কিন্তু ওদের পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না। ৪. এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল। এতে এরা বিস্ময় বোধ করছে এবং

অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। ৫. সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' ৬. ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ে 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। মুহাম্মাদের কথায় নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে। ৭. আমরা তো শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটি এক মনগড়া উক্তি। ৮. আমরা এতো লোক থাকতে তারই ওপর কুরআন অবতীর্ণ হল?' ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার কুরআনে সন্ধিহান, ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। ৯. ওদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাদাতা? ১০. ওদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর (উপর)? থাকলে, ওরা আকাশে আরোহণের ব্যবস্থা করুক! ১১. বহু দলের মত এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। ১২. এদের পূর্বেও রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ, আ'দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউন সম্প্রদায়। ১৩. সামূদ, লূত ও শোয়াইব সম্প্রদায়, ওরাও ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। ১৪. ওদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, ওদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি বাস্তব হয়েছে।

২. রুকূ।। ১৫. এরা তো অপেক্ষা করছে এক মহাগর্জনের, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। ১৬. এরা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার-দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদের দিয়ে দাও না!' ১৭. এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার বলবান দাস দাউদের কথা; সে ছিল সতত আমার প্রতি নির্ভরশীল। ১৮. আমি পর্বতমালাকে বশীভূত করেছিলাম, ঐগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। ১৯. এবং বশীভূত করেছিলাম বিহঙ্গকুলকেও, যারা তার নিকট সমবেত হত, সকলেই ছিল তার অনুসারী। ২০. আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা। ২১. তোমার নিকট বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁচেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে উপাসনালয়ে প্রবেশ করল, ২২. এবং দাউদের নিকট পৌঁছাল তখন সে ভীত হয়ে পড়ল। ওরা বলল, 'ভীত হবেন না, আমরা দুটি বিবাদমান দল—আমাদের একে অপরের উপর জুলুম (অত্যাচার) করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না, সঠিক পথনির্দেশ করুন। ২৩. এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে একটি; তবুও সে বলে, আমাকে এটি দাও এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।' ২৪. দাউদ বলল, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে'। যৌথ বিষয়ে অংশীদারগণ অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে—করে না কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সাজদায় লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল **(সাজদা ঃ ১০)**। ২৫. অতঃপর আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা ও শুভ পরিণাম। ২৬. (আমি তাকে বললাম), 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না, করলে, এ তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে

বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিনকে বিস্মৃত হয়ে থাকে।'

৩. রুকূ।। ২৭. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই,—সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ২৮. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদের সমান গণ্য করব? সাবধানীগণ ও অপরাধীগণ কি সমান হতে পারে? ২৯. আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। ৩০. আমি দাউদকে সুলাইমানের ন্যায় পুত্র দান করলাম। সে ছিল উত্তম দাস এবং সতত আমার প্রতি নির্ভরশীল। ৩১. যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল, ৩২. সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে অশ্ব-প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি— এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে; ৩৩. এইগুলিকে পুণরায় আমার সম্মুখে আন।' অতঃপর সে সেগুলির পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।[৮৫] ৩৪. আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়[৮৬]; সুলাইমান তখন আমার অভিমুখী হল। ৩৫. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর—আমি ছাড়া কেউ যার অধিকারী হতে পারবে না। তুমি নিশ্চয়ই মহাদাতা।' ৩৬. তখন আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে (বায়ু) প্রবাহিত হত। ৩৭. আরও অধীন করে দিলাম জ্বিনকে, যারা ছিল সকলেই প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, ৩৮. এবং শৃঙ্খলিত আরও অনেককে। ৩৯. এই সব আমার অনুগ্রহ, এ হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। ৪০. এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

৪. রুকূ।। ৪১. স্মরণ কর আমার দাস আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'শাইতান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে'। ৪২. আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার পদদ্বারা ভূমিতে আঘাত কর[৮৭], এ তো স্নান ও পান করার জন্য সুশীতল পানি।' ৪৩. আমি আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও (অনেক কিছু)। ৪৪. আমি তাকে আদেশ করলাম 'এক মুষ্টি তৃণ নাও, তা দিয়ে আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না[৮৮]।' আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম দাস সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। ৪৫. স্মরণ কর আমার দাস ইব্রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কথা, ওরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। ৪৬. আমি তাদের এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম—তা ছিল পরলোকের স্মরণ। ৪৭. অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৮. স্মরণ কর ইসমাঈল, আল্‌-ইয়াসাআ ও জুলকিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। ৪৯. এ এক মহৎ দৃষ্টান্ত। সাবধানীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস—৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত—যার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাদের জন্য। ৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে। সেখানে তারা যত খুশী ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে। ৫২. এবং তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ। ৫৩. বিচার-দিনের জন্য তোমাদের এটিরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হচ্ছে। (**পারার তিন চতুর্থাংশ**)। ৫৪. এটিই আমার জীবনোপকরণ যা নিঃশেষ হবে না। ৫৫. এ সাবধানীদের জন্য, এবং সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম—৫৬. জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সে স্থান! ৫৭. এ সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। ৫৮. এ ছাড়া রয়েছে এরূপ আরও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। ৫৯. জাহান্নামীদের দলপতিদের বলা হবে, 'এ তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে।' দলপতিরা বলবে, 'ওদের জন্য অভিনন্দন নেই, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।' ৬০. অনুসারীরা বলবে, 'তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের শাস্তির সম্মুখীন করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।' ৬১. ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদের এর সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।' ৬২. ওরা আরও বলবে, 'আমাদের কি হল যে, আমরা যাদের মন্দ বলে মনে করতাম তাদের দেখতে পাচ্ছি না। ৬৩. তবে কি আমরা ওদের অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, কেন, আমাদের চোখ ওদের দেখতে পাচ্ছে না'? ৬৪. জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

৫. **রুকূ**।। ৬৫. বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি এক, পরাক্রমশালী, ৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।' ৬৭. বল, 'এ এক মহাসংবাদ। ৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।' ৬৯. ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশ্‌তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। ৭০. আমার নিকট তো ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছে যে, আমি একজন সতর্ককারী।' ৭১. স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলেন; 'আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করছি। ৭২. যখন আমি ওকে সুঠাম করব এবং ওতে আমার রূহ্ (জীবন) সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হয়ো।' ৭৩. তখন ফিরিশ্‌তারা সকলেই সাজদাবনত হল—৭৪. ইবলীস ছাড়া, সে অহঙ্কার করল এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৭৫. তোমার প্রতিপালক বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত হতে কে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?' ৭৬. ইবলীস বলল, 'আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে'। ৭৭. তিনি বললেন, 'তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। ৭৮. এবং তোমার উপর আমার এ অভিশাপ কর্মফল দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।' ৭৯. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুণরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।' ৮০. তিনি বললেন, 'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হলে—৮১. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' ৮২. ইবলীস বলল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি ওদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব, ৮৩. তবে ওদের মধ্যে আপনার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের নয়।' ৮৪. তিনি বললেন, 'আমিই সত্য—এবং আমি সত্যই বলছি—৮৫. যে, তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।' ৮৬. বল, 'আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।' ৮৭. এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ৮৮. এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই জানবে।

৩৯. সূরা যুমার

৮ রুকূ ।। ৭৫ আয়াত ।। ১১৮৪ শব্দ ।। ৪৯৬৫ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** একত্ববাদ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, প্রকৃতির বাধ্যতা, পর পাপ বহনে অক্ষমতা, হিজরাতের (দেশত্যাগের) প্রেরণা, কর্ম নষ্টের উদাহরণ, কুরআন, কিয়ামাত, ঈমানের জন্য উপদেশ, নিদ্রা পুণরুত্থানের নিদর্শন, আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন কৃত্রিম উপাস্যের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়, আল্লাহ্‌র দয়া হতে নিরাশ হয়ো না, পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুষ্টিগত, শিঙ্গায় ফুৎকার, আমলনামা, নাবীগণের সাক্ষ্য ও বিচার, বিচারান্তে ভাল মন্দের পরিচয়।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। ২. আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর। ৩. জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে এরা আমাদের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্‌ তার ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৪. আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ্‌, এক, পরাক্রমশালী। ৫. তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। ৬. তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? ৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদের তা অবগত করাবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে যা আছে তা সম্যক অবগত। ৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে তাঁকে বিস্মৃত হয়ে যায়, যাকে সে ডেকেছিল এবং সে আল্লাহ্‌র পথ হতে অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র অংশী ঠিক করে নেয়। বল, 'অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তুমি কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও, বস্তুত তুমি জাহান্নামী।' ৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে আনুগত্য করে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে তা করে না?) বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

২. রুকূ।। ১০. ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা),--'হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে

কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী, ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। ১১. বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর দাসত্ব করতে; ১২. আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।' ১৩. বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।' ১৪. বল, 'আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরই দাসত্ব করি। ১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার দাসত্ব কর।' বল, 'কিয়ামাতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' ১৬. ঊর্ধ্বদেশ ও নিম্নদেশ হতে জাহান্নামের আগুন ওদের ঘিরে ফেলবে। এ শাস্তি হতে আমি আমার দাসদের সতর্ক করি, হে আমার দাসগণ! আমাকে ভয় কর। ১৭. যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদের—১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে। ওদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বোধশক্তিসম্পন্ন। ১৯. যার ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে তুমি কি সেই জাহান্নামীকে রক্ষা করতে পারবে? ২০. তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ আছে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। ২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারিবর্ষণ করেন অতঃপর ভূমিতে স্রোতরূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর এ শুকিয়ে যায় এবং তোমরা এ পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

৩. রুকূ।। ২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এবং যে তার প্রতিপালক প্রদর্শিত পথে আছে সে কি তার সমান—যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে পরান্মুখ, ওরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ যাতে একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার মুখ দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মত যে নিরাপদ? সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।' ২৫. ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল ফলে শাস্তি ওদের গ্রাস করল ওদের অজ্ঞাতসারে; ২৬. ফলে, আল্লাহ্ ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করলেন এবং ওদের পরলোকের শাস্তি হবে কঠিনতর। যদি এরা জানত! ২৭. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে, ২৮. আরাবী ভাষায় এ কুরআন যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। ২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন, এদের দুজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। ৩০. তোমার তো মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে। ৩১. অতঃপর কিয়ামাতের দিনে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে।

২৩শ পারা সমাপ্ত

২৪শ পারা।। ফামান আয্‌লামু মিম্মান কাজ্বাবা আলাল্লাহে ওয়া

৪. রুকূ।। ৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল তো জাহান্নামই। ৩৩. যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো সাবধানী। ৩৪. এদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই এদের প্রতিপালকের নিকট বর্তমান, এটিই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। ৩৫. কারণ, এরা যেসব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন এবং সৎকাজের জন্য এদের পুরস্কৃত করবেন। ৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদের আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। ৩৭. এবং যাকে আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? ৩৮. তুমি যদি এদের জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্।' বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে'? বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহ্‌রই ওপর নির্ভর করুক।' ৩৯. বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে—৪০. কার ওপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসবে এবং কার প্রতি স্থায়ী শাস্তি অবশ্যম্ভাবী'। ৪১. আমি তোমার প্রতি মানুষের জন্য সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা নিজেরই কল্যাণের জন্য করে এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

৫. রুকূ।। ৪২. মৃত্যু এলে আল্লাহ্ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৪৩. তবে কি ওরা আল্লাহ্‌কে ভুলে সুপারিশ ধরেছে? বল, 'ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও'? ৪৪. বল 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই এখ্‌তিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' ৪৫. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, 'আল্লাহ্ এক'—একথা বলা হলে তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। ৪৬. বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা হে আল্লাহ্! তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার মধ্যে ওর ফায়সালা তুমি করে দেবে'। ৪৭. যারা সীমালংঘন করেছে যদি কিয়ামাতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ তাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও (তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না)। এবং তাদের ওপর আল্লাহ্‌র নিকট হতে এমন শাস্তি এসে পড়বে যা ওরা কল্পনাও করেনি। ৪৮. ওদের কৃতকর্মের মন্দ ফল ওদের নিকট প্রকাশ

হয়ে পড়বে এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা ওদের পরিবেষ্টন করবে। ৪৯. মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি।' বস্তুত এ এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বোঝে না। ৫০. এদের পূর্ববর্তীগণও এটিই বলত, কিন্তু ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসেনি। ৫১. ওরা ওদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে, এদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে তারাও তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে এবং এরা আল্লাহ্‌র শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না। ৫২. এরা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৬. রুকূ।। ৫৩. ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), 'হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৫৪. তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। ৫৫. তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর। ৫৬. যাতে কাউকেও বলতে না হয় 'হায়, আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম।' ৫৭. অথবা কেউ না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদের অন্তর্গত হতাম।' ৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয় 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।' ৫৯. (আল্লাহ্ বলবেন), 'প্রকৃত ব্যাপার তো এ যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে; আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন।' ৬০. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামাতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? ৬১. আল্লাহ্ সাবধানীদের তাদের সাফল্যসহ উদ্ধার করবেন; অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না। ৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। ৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে (বাক্যকে) মিথ্যা বলে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৭. রুকূ।। ৬৪. বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের দাসত্ব বরণ করতে বলছ। ৬৫. তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী (প্রত্যাদেশ) হয়েছে যে তুমি আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করলে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং কৃতজ্ঞ হও।' ৬৭. ওরা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি। ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। ৬৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে; তবে যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। ৬৯. বিশ্বপ্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত

হবে বিশ্ব, আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং নাবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়-বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। ওরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৮. রুকূ।। ৭১. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশ দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত (বাক্য) আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' বস্তুত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তির বাক্য বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭২. ওদের বলা হবে, 'জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য ওখানে প্রবেশ কর'। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল। ৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম' (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।' ৭৪. তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম। ৭৫. এবং তুমি ফিরিশ্তাদের দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে ওদের প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; বলা হবে—প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য। (পারার এক চতুর্থাংশ)।

৪০. সূরা মূমিন

৯ রুকূ ।। ৮৫ আয়াত ।। ১২৪২ শব্দ ।। ৫২১৩ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্র গুণাবলী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় দশা, তাদের পাপ স্বীকার ও প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা, পরকাল, পূর্ববর্তীগণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, মূসাকে যাদুকর বলা ও হত্যার ষড়যন্ত্র, ফেরাউনের আকাশে ওঠার সঙ্কল্প, ফেরাউন দলের পরিণাম, অত্যাচারে ধৈর্যের আদেশ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ মানুষ ভোগ করেই চলেছে, মানুষের বিরুদ্ধাচরণ শোভা পায় না।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হা-মীম,[৮৯] ২. এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে—৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ৪. কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নাবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে নিরস্ত করার অভিসন্ধি করেছিল এবং ওরা সত্যকে

ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, ফলে আমি ওদের প্রতি শাস্তির আঘাত হানলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি। ৬. এভাবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হল—এরা জাহান্নামী। ৭. যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। ৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশদান কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছিলে (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে তাদেরও (জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং তুমি তাদের শাস্তি হতে রক্ষা কর, সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটিই তো মহাসাফল্য'।

২. রুকূ।। ১০. অবিশ্বাসীদের উচ্চকণ্ঠে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছিল এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।' ১১. ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রাণহীন অবস্থায় দুবার রেখেছ এবং দুবার আমাদের প্রাণ দিয়েছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি'? ১২. ওদের বলা হবে, 'তোমাদের এ শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে'। বস্তুত সুউচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব। ১৩. তিনিই তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও অবিশ্বাসীগণ এ অপছন্দ করে। ১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, যাতে সে কিয়ামাত-দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। ১৬. যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট ওদের কিছুই গোপন থাকবে না। বলা হবে, 'আজ কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।' ১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। ১৮. ওদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। ১৯. চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। ২০. আল্লাহ্ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৩. রুকূ।। ২১. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত—এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? পৃথিবীতে ওরা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ ওদের অপরাধের জন্য ওদের শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে ওদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। ২২. এ এজন্য যে, ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ

আসার পর ওরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর। ২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম, ২৪. ফেরাউন, হামান ও কারুণের নিকট, কিন্তু ওরা বলেছিল, 'এ তো এক যাদুকর, ভণ্ড।' ২৫. অতঃপর মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে সাধারণ্যে উপস্থিত হলে ওরা (ফেরাউন, হামান ও কারুণ) বলল, 'মূসাসহ যারা বিশ্বাস করেছে তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখ।' কিন্তু অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। ২৬. ফেরাউন বলল, 'আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্মের পরিবর্তন সাধন করবে। অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।' ২৭. মূসা বলল, 'যারা বিচার-দিনে বিশ্বাস করে না সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি।'

৪. রুকূ।। ২৮. ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি, যে বিশ্বাসী ছিল[৯০] এবং নিজ বিশ্বাস গোপন রাখত, বলল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্যই হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্।' যদিও সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় সে তোমাদের যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবেই। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ২৯. হে আমার ভাই সকল! আজ তোমাদের দেশে তোমরাই রাজত্ব করছ; কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদের সাহায্য করবে'? ফেরাউন বলল, 'আমি যা বুঝি আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।' ৩০. বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের মত দিনের আশঙ্কা করি—৩১. যেমন ঘটেছিল নূহ, আ'দ, সামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ দাসদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না। ৩২. হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের জন্য কিয়ামাত দিনের আশঙ্কা করি। ৩৩. যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। ৩৪. পূর্বেও তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ ইউসুফ এসেছিল; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, 'ইউসুফের পর আল্লাহ্ আর কাউকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেন না।' এভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদিগণকে বিভ্রান্ত করেন। ৩৫. যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়—তাদের এ কাজ আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। ৩৬. ফেরাউন বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর যাতে আমি পাই অবলম্বন, ৩৭. আকাশে আরোহণের অবলম্বন এবং মূসার উপাস্যকে দেখতে পাই; তবে আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি; এভাবেই ফেরাউনের নিকট তার নিকৃষ্ট কাজকে শোভন প্রতীয়মান করা হয়েছিল ও সরল পথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

৫. রুকূ।। ৩৮. বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করব। ৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।' ৪০. কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদের দেওয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। ৪১. 'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদের আহ্বান করছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে! **(পারার অর্ধাংশ)**। ৪২. তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে যার সমর্থনে আমার কোন দলিল নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদের আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। ৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে এমন একজনের প্রতি আহ্বান করছ যে ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও এর যোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। ৪৪. আমি তোমাদের যা বলছি তোমরা তা ভবিষ্যতে স্মরণ করবে এবং আমি আমার সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌তে অর্পণ করছি; আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।' ৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল। ৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় ওদের আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামাত ঘটবে সেদিন ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। ৪৭. যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা প্রবলদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?' ৪৮. প্রবলেরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের বিচার করেছেন।' ৪৯. জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদের বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদের একদিনের শাস্তি লাঘব করেন।' ৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি?' জাহান্নামীরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল'। প্রহরীরা বলবে, 'তবে তোমরা তাদের আহ্বান কর। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান ব্যর্থই হয়।'

৬. রুকূ।। ৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের ও বিশ্বাসীদের পার্থিব জীবনে ও কিয়ামাতের দিনে সাহায্য করব—৫২. যেদিন সীমালংঘনকারীদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস। ৫৩. আমি মূসাকে অবশ্যই পথ-নির্দেশিকা দান করেছিলাম এবং ইস্রাঈল বংশধরদের গ্রন্থ দান করেছিলাম, ৫৪. বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। ৫৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ৫৬. যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ওদের অন্তরে আছে কেবল অহঙ্কার যা সফল হওয়ার নয়। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ৫৭. মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ

মানুষই এ জানে না। ৫৮. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। ৫৯. কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না। ৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেন 'তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহঙ্কারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৭. রুকূ।। ৬১. আল্লাহ্‌ই রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? ৬৩. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তারা এভাবে ফিরে যায়। ৬৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ; এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্! ৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। ৬৬. বল, 'আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে আহ্বান কর তার উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। ৬৭. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে, তারপর তোমাদের শিশুরূপে বের করেন, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। তোমাদের মধ্যে কারও কারও পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এ এজন্য যে যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিতকাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।'

৮. রুকূ।। ৬৯. তুমি কি ওদের লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ৭০. ওরা গ্রন্থ ও আমার রাসূলদের যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তা অস্বীকার করে—সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে—৭১. যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদের অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে; ৭৩. পরে ওদের বলা হবে, 'আল্লাহ্ ভিন্ন যাদের তোমরা তাঁর শরীক করতে কোথায় তারা?' ৭৪. ওরা বলবে, 'ওরা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করিনি যার কোন সত্তা ছিল।' এভাবে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করেন। ৭৫. এ একারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে। ৭৬. ওদের বলা হবে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থিতির জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল! ৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি ওদের যে শাস্তির কথা বলছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাই—সর্বাবস্থায় ওদের

প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। ৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। আল্লাহ্‌র আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৯. রুকূ।। ৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য ও কতক আহার করার জন্য। ৮০. এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকার রয়েছে। তোমরা যা প্রয়োজন বোধকর এদের দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক। ৮১. তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? ৮২. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং ওদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখেনি? পৃথিবীতে তারা ছিল ওদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি। ৮৩. ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের রাসূল এল তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদের বেষ্টন করল। ৮৪. অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদের অংশী করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।' ৮৫. ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে এল না। আল্লাহ্‌রই এ বিধান পূর্ব হতেই তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে এবং তখন অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪১. সূরা হা-মীম্‌-সাজদাহ

৬ রুকূ ।। ৫৪ আয়াত ।। ৮০৯ শব্দ ।। ৩৪০৬ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, অবিশ্বাসীগণের হঠকারিতা, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর ভবিষ্যৎ, বিশ্ব সৃষ্টির বিবরণ, সপ্তাকাশ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে বাধ্য, সামূদ ও আদ জাতি, কিয়ামাত দিনে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সাক্ষী দেবে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী, কুরআন, কর্মফল, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র, অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের উত্তর।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হা-মীম, ২. এ অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ—৩. এ এক গ্রন্থ আরাবী কুরআন রূপে অবতীর্ণ, এর বাক্যসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। ৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শুনবে না। ৫.ওরা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল, সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।' **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ৬. বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের

উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য! ৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং ওরা পরকালে অবিশ্বাসী। ৮. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে'।

২. রুকূ।। ৯. বল, 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ১০. তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যারা এর অনুসন্ধান করে। ১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় প্রস্তুত হও।' ওরা বলল, 'আমরা তো অনুগত হয়ে থাকতে প্রস্তুত আছি।' ১২. অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। ১৩. এর পরও, এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে এদের বল, 'আমি তো তোমাদের এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আ'দ ও সামূদ; ১৪. যখন ওদের নিকট এবং ওদের পূর্ববর্তীদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল এবং তারা বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করো না।' তখন ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফিরিশ্তা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।' ১৫. আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এ যে, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' ওরা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ্ যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের অপেক্ষাও শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। ১৬. অতঃপর আমি ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য ওদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে[৯১] প্রেরণ করেছিলাম। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং ওদের সাহায্য করা হবে না। ১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এ যে, আমি ওদের পথনির্দেশ করেছিলাম কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর আমি ওদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ ওদের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কশাঘাত হানলাম। ১৮. যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী আমি তাদের উদ্ধার করলাম।

৩. রুকূ।। ১৯. যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে সেদিন ওদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। ২০. পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছাবে তখন ওদের কর্ণ, চক্ষু, ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। ২১. জাহান্নামীরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' উত্তরে ত্বক বলবে, 'আল্লাহ্, যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ২২. তোমাদের কর্ণ, চক্ষু, এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না—এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে

না; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। ২৩. তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ।' ২৪. এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস এবং ওরা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না। ২৫. আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং ওদের ব্যাপারেও ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

৪. রুকূ।। ২৬. অবিশ্বাসীরা বলে, 'তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে, তোমরা (অবিশ্বাসীরা) জয়ী হতে পার।' ২৭. আমি অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব—২৮. জাহান্নাম, এটিই আল্লাহ্র শত্রুদের পরিণাম; আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী আবাস রয়েছে। ২৯. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জ্বিন ও মানব আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা ওদের পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।' ৩০. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' এবং অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ৩১. ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্খা কর।' ৩২. ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হতে এ হবে সাদর আপ্যায়ন।

৫. রুকূ।। ৩৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার? ৩৪. ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; ফলে, যারা তোমার সাথে শত্রুতায় আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। ৩৫. এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান। ৩৬. যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ নেবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৭. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সাজদা কর আল্লাহ্কে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। ৩৮. ওরা অহঙ্কার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিন ও রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তবোধ করে না **(সাজদা ঃ ১১)**। ৩৯. এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর, অতঃপর আমি ওতে বারিবর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪০. যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে; না যে কিয়ামাতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর, তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা। ৪১. যারা ওদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে; এবং এ

অবশ্যই এক মহাগ্রন্থ—৪২. পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হবে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ। ৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমতাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা। ৪৪. আমি যদি আজমী ভাষায় (আরাবী ভাষা ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায়) কুরআন অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে এর ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়।' বল, 'বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহ্বান করা হয়।

৬. রুকূ।। ৪৫. আমি অবশ্যই মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছিলাম অতঃপর এতে মতভেদ ঘটিয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের মীমাংসা হয়ে যেত। ওরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। ৪৬. যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের প্রতি কোন জুলুম করেন না।

(২৪শ পারা সমাপ্ত)

২৫শে পারা ।। ইলায়হে য়োরাদ্দো য়ি'লমুস্-সায়া'তে ওয়ামা তাখ্রুয়ু

৪৭. কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট আছে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ ওদের ডেকে বলবেন, 'আমার অংশীদাররা কোথায়?' তখন ওরা বলবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।' ৪৮. পূর্বে ওরা যাদের আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে ওদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। ৪৯. মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; ৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত সংঘঠিত হবে। আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং ওদের আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি। ৫১. মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহঙ্কারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। ৫২. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এ কুরআন আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা এ প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?' ৫৩. আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত? ৫৪. জেনে রাখ, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান, জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৪২. সূরা শূরা

৫ রুকূ ।। ৫৩ আয়াত ।। ৮৬৯ শব্দ ।। ৩৫৮৫ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র আধিপত্য, কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য, আল্লাহ্‌র সৃজন ও জীবিকাদানের শক্তি, সলামই সনাতন ধর্ম, কর্মফল, নৌকার নিদর্শনত্ব, আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা স্থায়ী ও উত্তম, সাধুসজ্জন ণের লক্ষণ, পুত্র-কন্যা যমজ হওয়া ও বন্ধ্যাত্ব আল্লাহ্‌র হাতে, আল্লাহ্‌র উপদেশ দানের নিয়ম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. হা-মীম, ২. আয়ীন-সীন-ক্বাফ্। ৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এভাবে তামার প্রতি প্রত্যাদেশ করছেন এবং এভাবেই তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ রেছিলেন। ৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। ৫.

আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং তখন ফিরিশ্‌তা তাদের প্রতিপালকেব সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জেনে রাখ যে, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। ৭. এভাবে আমি তোমার প্রতি আরাবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কাবাসীদের এবং ওর আশেপাশে যারা বাস করে তাদের আর সতর্ক করতে পার কিয়ামাত দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করতে পারতেন; বস্তুত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী মনে করেন; সীমালংঘনকারীদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। ৯. ওরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. রুকূ।। ১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন—ওর মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট, বল, ইনিই আল্লাহ্—আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁর ওপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। ১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১৩. আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি (সুপ্রতিষ্ঠিত) ধর্ম যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে—যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি অংশীবাদীদের যার প্রতি আহ্বান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করেন। ১৪. ওদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবল মাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশত ওরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পর যারা গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। ১৫. সুতরাং তুমি আহ্বান কর এ ধর্মের দিকে এবং তোমাকে যেভাবে ওতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলা হয়েছে সেভাবে তুমি ওতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বল, 'আল্লাহ্ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের নিকট এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের নিকট (প্রিয়); আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।' ১৬. আল্লাহ্‌র ধর্ম গৃহীত হওয়ার পর যারা ও সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তিতর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং ওরা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং ওদের জন্য রয়েছে

কঠিন শাস্তি। ১৭. আল্লাহ্ই সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং দিয়েছেন ন্যায়নীতি। তুমি কি জান—সম্ভবত কিয়ামাত আসন্ন? ১৮. যারা এ বিশ্বাস করে না তারাই কামনা করে যে, এ ত্বরান্বিত হোক, কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে তা সত্য। জেনে রাখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ১৯. আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী।

৩. রুকূ।। ২০. যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দিই, পরলোকে এদের জন্য কিছুই থাকবে না। ২১. এদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ্ এদের দেননি? কিয়ামাতের ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো মীমাংসা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। ২২. তুমি সীমালংঘনকারীদের ওদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে; ওদের ওপর আপতিত হবে এর শাস্তি। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারা জান্নাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে, তারা যা কিছু চাইবে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাই পাবে। এটিই তো মহাঅনুগ্রহ। ২৩. আল্লাহ্ এ সংবাদই তাঁর দাসদের দেন যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। বল, 'আমি আমার আহ্বানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। ২৪. ওরা কি বলতে চায় যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে; যদি তাই হত তবে, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সবিশেষ অবহিত। ২৫. তিনি তাঁর দাসদের অনুশোচনা গ্রহণ করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। ২৬. তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ২৭. আল্লাহ্ তাঁর সকল দাসকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদের সম্যক জানেন এবং দেখেন। ২৮. ওরা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত। ২৯. তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদের সমবেত করতে সক্ষম। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**।

৪. রুকূ।। ৩০. তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। ৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। ৩২. তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রগামী পর্বত-সদৃশ পোতসমূহ। ৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে জলযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৩৪. তিনি আরোহীদের কৃতকর্মের জন্য

জলযানগুলিকে নিমজ্জিত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। ৩৫. যাতে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। ৩৬. বস্তুত তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে তাদের জন্য, ৩৭. যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়, ৩৮. যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, ৩৯. এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; ৪২. কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। ৪৩. কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা করে দিলে তা হবে বীরত্বের কাজ।

৫. রুকূ।। ৪৪. আল্লাহ্ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই। সীমালংঘনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি ওদের বলতে শুনবে, 'আমাদের কি প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় নেই।' ৪৫. ওদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদের দেখতে পাবে, অপমানে অবনত এবং ভয়ে ওরা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বিশ্বাসীরা কিয়ামাতের দিন বলবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে।' জেনে রেখ যে, সীমালংঘনকারীরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। ৪৬. আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ্ কাকেও পথভ্রষ্ট করলে তার কোন গতি নেই। ৪৭. আল্লাহ্র নির্ধারিত সে দিন আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও যা অবশ্যম্ভাবী। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা রোধ করার কেউ থাকবে না। ৪৮. ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে তো আমি এদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ। ৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, ৫০. অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা জিব্রীল প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে (জিব্রীল) আল্লাহ্ যা চান তা ব্যক্ত করে তাঁর অনুমতিক্রমে; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। ৫২. এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি গ্রন্থ তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, বিশ্বাস কি? পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর—৫৩. আল্লাহ্র পথ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকল পরিণাম আল্লাহ্র নিকট।

৪৩. সূরা যুখ্রোফ্

৭ রুকূ ।। ৮৯ আয়াত ।। ৮৪৮ শব্দ ।। ৩৬৫২ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচীঃ** কুরআন, পূর্ব্ব কাহিনী, আল্লাহ্র এহ্সান (অনুগ্রহ), শির্ক, আল্লাহ্র কন্যা, হাযরাত ইব্রাহীমের উক্তি, অবিশ্বাসীদের ঐশ্বর্য্য দান, আল্লাহ্ বিস্মরণকারী, শাইতানের আশ্রয়, রাসূলুল্লাহ্ সা-কে সান্ত্বনা ও উপদেশ, হাযরাত মূসা আ ও ফিরাউন, হাযরাত ঈসা আ ও ইস্রাঈলগন, জান্নাত, জাহান্নাম, মুশরেক, আল্লাহ্র রহমত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হা-মীম, ২. সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, ৩. আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে, আরাবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৪. এ গ্রন্থ মহান, সারগর্ভ—আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে আছে। ৫. তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের হতে কুরআন প্রত্যাহার করে তোমাদের অব্যাহতি দেব?[৯২] ৬. পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। ৭. এবং যখনই ওদের নিকট কোন নাবী এসেছে ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। ৮. ওদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম; এ প্রকার ঘটনা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ৯. তুমি যদি ওদের জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে, 'এগুলি তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্,' ১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পার। ১১. তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে এবং তা দিয়ে সঞ্জীবিত করেন নির্জীব ভূখণ্ডকে। এভাবেই তোমাদের পুণরুত্থিত করা হবে। ১২. তিনি সমস্ত কিছুই যুগলরূপে সৃষ্টি করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন জলযান ও পশু যাতে তোমরা আরোহণ কর। ১৩. যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার এবং বসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর ও বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদের আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা এদের বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। ১৪. আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব'। ১৫. অংশীবাদীগণ তাঁর দাসদের মধ্য হতে কাকেও কাকেও তাঁর সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

২. রুকূ।। ১৬. তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন পুত্র সন্তান? ১৭. ওরা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি যে কন্যা সন্তান আরোপ করে ওদের কাকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। ১৮. ওরা কি আল্লাহ্র প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট যুক্তি দানে অসমর্থ? ১৯. ওরা দয়াময় আল্লাহ্র ফিরিশ্তাদের নারী বলে স্থির করে, এদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে। ২০. ওরা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আমরা এদের পূজা করতাম না।' এ বিষয়ে ওদের কোন

জ্ঞান নেই; ওরা তো কেবল মিথ্যাই বলে। ২১. আমি কি ওদের কুরআনের পূর্বে কোন গ্রন্থ দান করেছি যা ওরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? ২২. বরং ওরা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি'। ২৩. এভাবে, তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' ২৪. প্রত্যেক সতর্ককারী বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?' প্রত্যুত্তরে তারা বলত, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' ২৫. অতঃপর আমি ওদের কর্মের প্রতিফল ওদের দিলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে? **(পারার অর্ধাংশ)**।

৩. রুকূ।। ২৬. স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই; ২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।' ২৮. এ ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণী রূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গিয়েছে যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। ২৯. বস্তুত আমিই ওদের এবং ওদের পূর্বপুরুষদের ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল এল। ৩০. যখন ওদের কাছে সত্য এল, ওরা বলল, 'এ তো যাদু এবং আমরা এ প্রত্যাখ্যান করি'। ৩১. এবং এরা বলে, কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুটি জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ওপর? ৩২. এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করে ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। ৩৩. সত্যপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কা না থাকলে দায়ময় আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে তাদের (অবিশ্বাসীদের) তিনি দিতেন ওদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত সিঁড়ি; ৩৪. দিতেন রৌপ্যনির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক, ৩৫. এবং স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু এ সব তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। সাবধানীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পরলোকের কল্যাণ।

৪. রুকূ।। ৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তার জন্য এক শাইতানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর। ৩৭. শাইতানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৮. যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে শাইতানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' কত নিকৃষ্ট সহচর সে! ৩৯. ওদের বলা হবে, 'তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; আজ তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, কারণ তোমাদের উভয়েই তো একত্রে শাস্তি ভোগ করছ'। ৪০. তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে? ৪১. আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি ওদের শাস্তি দেব; ৪২. অথবা আমি ওদের যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি তোমাকে তা দেখিয়ে দেব। ওদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। ৪৩.

সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেহ রয়েছ। ৪৪. এবং কুরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ৪৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ্ কি তিনি ব্যতীত ওদের জন্য কোন দেবতা স্থির করেছিলেন যার উপাসনা করা হত?

৫. রুকূ।। ৪৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত।' ৪৭. সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। ৪৮. আমি ওদের যে নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমি ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। ৪৯. ওরা বলেছিল, 'হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর; অঙ্গীকার পূর্ণ করলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।' ৫০. অতঃপর যখন আমি ওদের ওপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ৫১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এ দেখ না কেন? ৫২. আমি তো এ হীন ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ যে স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম? ৫৩. সে নাবী হলে তাকে কেন কোন স্বর্ণবলয় দেওয়া হল না অথবা তার সঙ্গে কোন দলবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণ এল না?' ৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে, ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ৫৫. যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের শাস্তি দিলাম এবং ওদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ৫৬. পরবর্তীদের জন্য আমি ওদের অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

৬. রুকূ।। ৫৭. যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়, ৫৮. এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা?' এরা কেবল বাক বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। ৫৯. সে তো ছিল আমারই এক দাস যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনি ইস্রাঈলের জন্য আদর্শস্বরূপ। ৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশ্‌তাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম। ৬১. ঈসা তো কিয়ামাতের অগ্রদূত; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ। ৬২. শাইতান যেন তোমাদের কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল সে বলেছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাসহ এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। ৬৪. আল্লাহ্‌ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ।' ৬৫. অতঃপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং সীমালংঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিনের শাস্তির। ৬৬. ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামাতই আসার অপেক্ষা করছে। ৬৭. বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়।

৭. রুকূ।। ৬৮. হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও

হবে না। ৬৯. তোমরাই তো আমার আয়াতে (বাক্যে) বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে; ৭০. তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। ৭১. ওদের খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্রে, সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সমস্ত কিছু। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ৭২. এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। ৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। ৭৪. অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। ৭৫. ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। ৭৬. আমি ওদের প্রতি জুলুম করিনি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। ৭৭. ওরা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা), তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে।' ৭৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলে।' ৭৯. ওরা কি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? সিদ্ধান্ত তো আমারও রয়েছে। ৮০. ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্তাগণ তো ওদের নিকট থেকে সব লিপিবদ্ধ করে। ৮১. বল, 'দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী;' ৮২. ওরা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। ৮৩. অতএব, ওদের যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওদের বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। ৮৪. তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে, তিনিই উপাস্য ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ৮৬. আল্লাহ্র পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয় তাদের কথা স্বতন্ত্র। ৮৭. যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর কে ওদের সৃষ্টি করেছে? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ৮৮. আমি রাসূলের এ উক্তি অবগত আছি—'হে আমার প্রতিপালক! এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করবে না।' ৮৯. সুতরাং তুমি ওদের উপেক্ষা কর এবং বল, শান্তির সম্ভাষণ (সালাম)। ওরা শীঘ্রই (এর শেষ ফল) বুঝতে পারবে।

৪৪. সূরা দোখান

৩ রুকূ ।। ৫৯ আয়াত ।। ৩৪৯ শব্দ ।। ১৪৯৫ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, পবিত্র রাত, কিয়ামাত, ইস্রাঈলীদের উদ্ধার, ফিরাউন ধ্বংস, কওমে তুব্বা, কিয়ামাত, জাহান্নাম, জান্নাত।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হা-মীম, ২. সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, ৩. নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ

করেছি এক আশিসপূত (শবে ক্বাদ্‌র) রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী। ৪. এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়—৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি; ৬. এ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৭. (যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও, তোমরা জেনে রাখ), তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। ৮. তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। ৯. বস্তুত ওরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এ বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। ১০. অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন স্পষ্টই আকাশ ধূম্রাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হবে, ১১. এবং মানবজাতিকে তা গ্রাস করে ফেলবে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১২. তখন ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে শাস্তি রহিত কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব।' ১৩. ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি করে? ওদের নিকট তো স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল এসেছে; ১৪. অতঃপর ওরা তাকে অমান্য করে বলে, 'সে তো শেখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।' ১৫. আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করলে তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। ১৬. যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করব সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই। ১৭. এদের পূর্বে আমি তো ফেরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং ওদের নিকটও এক মহান রাসূল এসেছিল। ১৮. আল্লাহ্‌র দাসদের (বনি ইস্রাঈলদের) সে বলত, 'আমার নিকট প্রত্যাবর্তন কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।' ১৯. এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না, আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি। ২০. তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা না করতে পার তার জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিচ্ছি। ২১. যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তবে তোমরা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করো না।' ২২. অতঃপর মূসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল, 'এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়'। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**। ২৩. আমি বলেছিলাম, 'তুমি আমার দাসদের নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।' ২৪. সমুদ্র যেমন শান্ত আছে ওকে তেমনি থাকতে দাও, ওরা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে। ২৫. ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, ২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, ২৭. কত বিলাস উপকরণ, যা ওদের আনন্দ দিত। ২৮. এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। ২৯. আকাশ ও পৃথিবী কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।

২. **রুকূ**।। ৩০. আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনি ইস্রাঈলকে, ৩১. ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে; ফেরাউন ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে প্রবল, পরাক্রান্ত। ৩২. আমি জেনেশুনেই ওদের বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, ৩৩. এবং ওদের দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা; ৩৪. অবিশ্বাসীগণ বলেই থাকে, ৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু এবং আমরা আর পুণরুত্থিত হবো না? ৩৬. অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর।' ৩৭. শ্রেষ্ঠ কারা? ওরা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও ওদের পূর্ববর্তীরা; আমি ওদের ধ্বংস করেছিলাম, কারণ ওরা ছিল অপরাধী। ৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের

মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; ৩৯. আমি এ দুটিকে অযথা সৃষ্টি করিনি; কিন্তু ওদেব অধিকাংশই এ জানে না। ৪০. সকলের জন্য ওদের বিচার দিন নির্ধারিত রয়েছে। ৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যও পাবে না। ৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩. **রুকূ**।। ৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে ৪৪. পাপীর খাদ্য; ৪৫. গলিত তাম্রের মত, তা উদরে ফুটতে থাকবে, ৪৬. ফুটন্ত পানির মত। ৪৭. আমি বলব, 'ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে। ৪৮. অতঃপর ওর মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও'—৪৯. এবং বল, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। ৫০. তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।' ৫১. সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে— ৫২. পস্রবণবহুল জান্নাতে। ৫৩. ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। ৫৪. এরূপই ঘটবে ওদের; আয়াতলোচনা হূর (জান্নাতি নারী) দেব। ৫৫. সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। ৫৬. ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। ৫৭. নিজ অনুগ্রহে। এটিই তো মহাসাফল্য। ৫৮. আমি তোমার (মুহাম্মাদের) ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, ওরাও তো প্রতীক্ষা করছে।

সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেহ রয়েছ। ৪৪. এবং কুরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ৪৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ্ কি তিনি ব্যতীত ওদের জন্য কোন দেবতা স্থির করেছিলেন যার উপাসনা করা হত?

৫. রুকূ।। ৪৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত।' ৪৭. সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। ৪৮. আমি ওদের যে নিদর্শন দেখিয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমি ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। ৪৯. ওরা বলেছিল, 'হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর; অঙ্গীকার পূর্ণ করলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।' ৫০. অতঃপর যখন আমি ওদের ওপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ৫১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এ দেখ না কেন? ৫২. আমি তো এ হীন ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ যে স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম? ৫৩. সে নাবী হলে তাকে কেন কোন স্বর্ণবলয় দেওয়া হল না অথবা তার সঙ্গে কোন দলবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণ এল না?' ৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে, ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। ৫৫. যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের শাস্তি দিলাম এবং ওদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ৫৬. পরবর্তীদের জন্য আমি ওদের অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।

৬. রুকূ।। ৫৭. যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়, ৫৮. এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা?' এরা কেবল বাক বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। ৫৯. সে তো ছিল আমারই এক দাস যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনি ইস্রাঈলের জন্য আদর্শস্বরূপ। ৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশ্‌তাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম। ৬১. ঈসা তো কিয়ামাতের অগ্রদূত; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ। ৬২. শাইতান যেন তোমাদের কিছুতেই এ হতে নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল সে বলেছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাসহ এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। ৬৪. আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁর উপাসনা কর, এটিই সরল পথ।' ৬৫. অতঃপর ওদের বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং সীমালংঘনকারীদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিনের শাস্তির। ৬৬. ওরা তো ওদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামাতই আসার অপেক্ষা করছে। ৬৭. বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়।

৭. রুকূ।। ৬৮. হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও

৪৫. সূরা জাষীয়া

৪ রুকূ ।। ৩৭ আয়াত ।। ৪৯২ শব্দ ।। ২১৩১ অক্ষর।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, প্রাকৃতিক নিদর্শন, অবিশ্বাসী, সমুদ্র, আকাশ, জমিন, মানুষের অনুগত, কর্মফল, বনি ইস্রাঈল, রাসূলুল্লাহ্-কে উপদেশ, পুণরুত্থান, কিয়ামাত, পাপ ও পুণ্যবান ব্যক্তি।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হা-মীম, ২. এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। ৩. বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে। ৪. তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বংশবিস্তারে বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে। ৫. নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যে বারিবর্ষণ দ্বারা আল্লাহ্ পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে। ৬. এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত যা তিনি তোমার নিকট আবৃত্তি করছেন যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ্‌র আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কার বাণীতে বিশ্বাস করবে? ৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, ৮. যে আল্লাহ্‌র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নিজ মতবাদে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। ওকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির; ৯. যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে তা নিয়ে পরিহাস করে। ওদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১০.ওদের জন্য জাহান্নাম প্রতীক্ষা করছে; ওদের কৃতকর্ম ওদের কোন কাজে আসবে না, ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়।

ওদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১১. কুরআন সৎপথের দিশারী, যারা তাদের প্রতিপালকেব নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

২. রুকূ।। ১২. আল্লাহ্ তো সাগরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানসমূহ চলাচল করতে পারে সমুদ্রবক্ষে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ১৩. তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। ১৪. বিশ্বাসীদের বল, 'তারা যেন ক্ষমা করে ওদের—যারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে না; এজন্য যে আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেবেন। ১৫. যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৬. আমি তো বনি-ইস্রাঈলকে গ্রন্থ, কর্তৃত্ব ও নাবূয়্যত দান করেছিলাম এবং ওদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। ১৭. ধর্ম সম্পর্কে ওদের সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম। জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করেছিল, ওরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামাতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন। ১৮. এর পর, আমি তোমাকে ধর্মের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। ১৯. আল্লাহ্‌র সামনে ওরা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; সীমালংঘনকারীরা একে অপরের বন্ধু; কিন্তু আল্লাহ্ সাবধানীদের অভিভাবক। ২০. এ কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ। ২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদের তাদের সমান গণ্য করব যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে? ওদের ধারণা কত নিকৃষ্ট!

৩. রুকূ।। ২২. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ২৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, আল্লাহ্ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ২৪. ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই; মহাকাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।' বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। ২৫. ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এ উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর। ২৬. বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদের জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান'। অতঃপর তিনি তোমাদের কিয়ামাতের দিনে একত্রিত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৪. রুকূ।। ২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ী হবে ক্ষতিগ্রস্থ। ২৮. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু

হতে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে আহ্বান করা হবে এবং বলা হবে, 'তোমরা যা করতে আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।' ২৯. আমার নিকট সংরক্ষিত এ আমলনামা যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্যভাবে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম; ৩০. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের প্রতিপালক তাদের জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবেন। এটিই মহাসাফল্য। ৩১. কিন্তু যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাদের বলা হবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।' ৩২. যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র কথা সত্য এবং কিয়ামাত সংঘটিত হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই,' তখন তোমরা বলে থাক 'কিয়ামাত কি? আমরা জানিনা; আমরা এ বিষয়ে ঘোর সন্দিহান এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।' ৩৩. ওদের মন্দ কর্মগুলি ওদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা ওদের পরিবেষ্টন করবে। ৩৪. ওদের বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদের বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ৩৫. এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং সেদিন ওদের জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হবে না। ৩৬. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৩৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৫শ পারা সমাপ্ত

২৬শ পারা ।। হ্বা-মীম, তানযীলুল-কিতাবে মিনাল্লাহিল্ আযীযিল

৪৬. সূরা আহ্কাফ

৪ রুকূ ।। ৩৫ আয়াত ।। ৭৫০ শব্দ ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, মুশরেক, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, পরহেজগার, তাওরাত, পিতা-মাতার সেবা করা ও কর্কশ না বলা, দুআ, অবিশ্বাসী, আদ জাতির পতন, জ্বিনের কুরআন শ্রবণ, পুণরুত্থান, কিয়ামাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হ্বা-মীম, ২. এ গ্রন্থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ! ৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করে। ৪. বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ওদের কোন অংশ আছে কি? এর সমর্থনে পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ৫. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত ডাকলেও সাড়া দেবে না তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? এগুলি ওদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। ৬. যখন কিয়ামাতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ওদের দেবতাগুলি ওদের শত্রু হবে এবং এ দেবতাগুলি ওরা যে উপাসনা করেছিল তা অস্বীকার করবে। ৭. যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং ওদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, ' এ তো সুস্পষ্ট যাদু।' ৮. ওরা কি তবে বলে যে, মুহাম্মাদ এ উদ্ভাবন করেছে। বল, 'যদি আমি এ উদ্ভাবন করে থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা এ বিষয়ে যা আলোচনা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৯. বল, 'আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' ১০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনি ইস্রাঈলদের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তা হলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সৎপথে পরিচালিত করেন না'।

২. রুকূ।। ১১. বিশ্বাসীদের সম্পর্কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'এ ভাল হলে আমরাহ তো এদের পূর্বে গ্রহণ করতাম।' ওরা এ দ্বারা পরিচালিত নয় বলে তারা বলে, 'এতো এক সনাতন মিথ্যা।' ১২. এর পূর্বে মূসার গ্রন্থ আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ ছিল। এ (কুরআন) গ্রন্থ মূসার গ্রন্থের সমর্থক, আরাবী ভাষায়; এ সীমালংঘনকারীদের সতর্ক করে এবং যারা সৎকাজ করে তাদের সুসংবাদ দেয়। ১৩. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্ এবং এ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৪. এরাই জান্নাতের অধিকারী, যেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটিই তাদের কর্মফল'। ১৫. আমি মানুষকে তাঁর মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস। ক্রমে সে যোগ্য বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার সন্তান-সন্ততিদের সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম'। ১৬. আমি এদেরই তো সুকৃতিগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি উপেক্ষা করি, এরা হবে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। ১৭. এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে, 'তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুণরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহুপুরুষ গত হয়েছে এবং তারা পুণরুত্থিত হয়নি।' তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য, বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র কথা অবশ্যই সত্য।' কিন্তু সে বলে, 'এ তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।' ১৮. এদের পূর্বে যে সব জ্বিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র শাস্তি অবধারিত। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানুযায়ী। এ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। ২০. যেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদের বলা হবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

৩. রুকূ।। ২১. স্মরণ কর আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হূদের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল, সে তার আহ্কাফবাসা[৯৩] সম্প্রদায়কে এ বলে সতর্ক করেছিল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কারও উপাসনা করো না। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' ২২. ওরা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের দেব-দেবীগুলির পূজা হতে আমাদের নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' ২৩. সে বলল, 'এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে; আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়!' ২৪.

অতঃপর যখন ওদের উপত্যকার দিকে মেঘরূপে শাস্তি আসন্ন হল তখন ওরা বলতে লাগল, 'এ মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে।' হুদ বলল, 'এটিই তো সে যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক মর্মন্তুদ শাস্তিবহনকারী ঝড়। ২৫. আল্লাহ্র নির্দেশে এ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর ওদের পরিণাম এ হল যে, ওদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ২৬. আমি ওদের যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদের তা দিইনি, আমি ওদের দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; কিন্তু ওদের কান, চোখ ও হৃদয় ওদের কোন কাজে আসেনি; কেননা ওরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত ঐটিই ওদের পরিবেষ্টন করল।

৪. **রুকূ**।। ২৭. আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদ-সমূহ; আমি ওদের বার বার আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়েছিলাম যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে। ২৮. ওরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তারা ওদের সাহায্য করল না কেন? বস্তুত ওদের উপাস্যগুলি ওদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। ওদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই। ২৯. স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হল, ওরা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল ওরা ওদের সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল[৯৪]—৩০. ওরা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ ওর পূর্ববর্তী গ্রন্থকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন'। ৩২. কেউ যদি আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্র কাছে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ওরাই তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ৩৩. ওরা কি অনুধাবণ করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম! বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪. যে দিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে সেদিন ওদের বলা হবে, 'একি সত্য নয়?' ওরা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এ সত্য।' তখন ওদের বলা হবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে অবিশ্বাসী।' ৩৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। ওদের বিষয়ে অধৈর্য হয়ো না। ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন ওরা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন ওদের মনে হবে ওরা যেন এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও ধ্বংস করা হবে না। **(পারার এক চতুর্থাংশ)**।

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ

৪ রুকূ ।। ৩৮ আয়াত ।। ৫৫৮ শব্দ ।। ২৪৭৫ অক্ষর।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসী, মুমিন, জিহাদ, মাক্কার সাথে আদ, সামূদ দেশের তুলনা, জান্নাত, মুনাফিক, মাক্কার অবিশ্বাসীগন।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. যারা অবিশ্বাস করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ২. যারা বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে এবং মুহাম্মাদের[৯৫] প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। ৩. এ এজন্য যে, যারা অবিশ্বাস করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ৪. অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসকারীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে, অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার।[৯৬] তোমরা যুদ্ধ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সমর্পন করবে। এটিই বিধান। এ এজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না। ৫. তিনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। ৬. তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ৭. হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কর আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়সঙ্কল্প করবেন। ৮. যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। ৯. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন ওরা তা পছন্দ করে না। সুতরাং আল্লাহ্ ওদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। ১০. ওরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? তিনি ওদের ধ্বংস করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের অবস্থা অনুরূপই হবে। ১১. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই।

২. রুকূ।। ১২. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নাম। ১৩. ওরা তোমার যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্বংস করেছি এবং ওদের সাহায্য করবার কেউ ছিল না। ১৪. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত নিদর্শন অনুসরণ করে সে কি তার সমান যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং নিজ খেয়াল-

খুশীর[৯৭] অনুসরণ করে? ১৫. সাবধানীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সূরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে ওদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। সাবধানীরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদের পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে? ১৬. ওদের মধ্যে কিছু তোমার কথা শ্রবণ করবার পর তোমার নিকট হতে বার হয়ে তোমার সহচরদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের ঠাট্টা করে বলে, 'এই মাত্র সে কি না বলল!' এদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন। ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। ১৭. যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের সাবধানী হওয়ার শক্তি দান করেন। ১৮. ওরা কি কেবল এজন্যই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত ওদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক! কিয়ামাতের লক্ষণসমূহ তো এসে পড়েছে![৯৮] কিয়ামাত এসে পড়লে ওরা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? ১৯. সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমার এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ তোমাদের দিনের গতিবিধি এবং রাত্রির অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

৩. রুকূ।। ২০. বিশ্বাসীরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হলে এবং ওতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি দেখবে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। ২১. ওদের আনুগত্যের ও ওদের সুমিষ্ট বাক্যের। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে ওদের পক্ষে আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা মঙ্গলজনক। ২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ২৩. আল্লাহ্ এদেরই অভিশপ্ত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। ২৪. তবে কি ওরা কুরআন সম্বন্ধে মনোনিবেশসহকারে চিন্তা করে না? না ওদের অন্তর তালাবদ্ধ? ২৫. যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শাইতান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়। ২৬. এ এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপছন্দ করে তাদের ওরা বলে, 'আমরা কোন-কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আল্লাহ্ ওদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। ২৭. ফিরিশ্তারা যখন ওদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন ওদের দশা কেমন হবে? ২৮. এ এজন্য যে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় ওরা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিলাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

৪. রুকূ।। ২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ ওদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন না? ৩০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ওদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি ওদের আকৃতি দেখে ওদের চিনতে পারতে, তবে তুমি অবশ্যই ওদের কথার ভঙ্গিতে ওদের চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। ৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের সঙ্গে জিহাদ করে এবং কে কে অবিচলিত থাকে এবং যতক্ষণ না আমি

তোমাদের অবস্থানসমূহ পরীক্ষা করি। ৩২. যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে ওরা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। ৩৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করো না। ৩৪. যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে ও আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে অতঃপর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ৩৫. সুতরাং তোমরা বলহীন হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুন্ন করবেন না। ৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধূলা, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও সাবধানতা অবলম্বন কর আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না। ৩৭. তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে এবং তার জন্য তোমাদের ওপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে, এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন। ৩৮. দেখ, তোমরাই তো তারা যাদের আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে[৯৯] প্রতিষ্ঠিত করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।

৪৮. সূরা ফাতাহ্

৪ রুকূ ।। ২৯ আয়াত ।। ৫৬৮ শব্দ ।। ২৫৫৫ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হুদাইবিয়া সন্ধির উপকারিতা, মাক্কা বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী, মুনাফিকদের আচরন, খায়বার যুদ্ধ, মাজুর (প্রতিবন্ধী), বাইয়াত-এ রিদ্‌ওয়ান, মাক্কা প্রবেশ, রাসূলুল্লাহ্ সা ও সাহাবা রা-দের বৈশিষ্ট্য।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আল্লাহ্ তোমার জন্য নিশ্চিত বিজয় অবধারিত করেছেন। ২. এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। ৩. এবং তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্যদান করবেন। ৪. তিনিই তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ তাঁরই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৫. (তিনি 'জিহাদে'র নির্দেশ দিয়েছেন) এজন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন— যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, এটিই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য। ৬. এবং কপট পুরুষ ও কপট নারী, অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারী যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাদের উচিত শাস্তি দেবেন। মন্দ পরিণাম ওদের জন্য। আল্লাহ্ ওদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের অভিশপ্ত করেছেন

এবং ওদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, তা কত নিকৃষ্ট আবাস। ৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৮. আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, ৯. যাতে তোমরা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ১০. যারা তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। আল্লাহ্ ওদের শপথের সাক্ষী। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

২. রুকূ।। ১১. যে সকল মরুবাসী জিহাদে অংশগ্রহণ না করে গৃহে থেকে গিয়েছে তারা তোমাকে বলবে, 'আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' ওরা মুখে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ওদের বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কারও ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুত তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। ১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও বিশ্বাসীগণ তাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের নিকট প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তোমরা ভ্রান্ত ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।' ১৩. যারা আল্লাহ্‌তে ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। ১৪. আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, 'তোমাদের সঙ্গে আমাদের যেতে দাও।' ওরা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।' ওরা বলবে, 'তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।' বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য ছিল। ১৬. যেসব মরুবাসী গৃহে থেকে গিয়েছিল তাদের বল, 'তোমরা আহূত হবে এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ওরা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ নির্দেশপালন করলে আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন'। ১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই যদি তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। **(পারার অর্ধাংশ)**।

৩. রুকূ।। ১৮. বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট তোমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন;

তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয়,[১০০] ১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যা ওরা লাভ করবে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২০. আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এ তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুহস্ত নিবারিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও, এবং বিশ্বাসীদের জন্য এ হবে এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন। ২১. আরও বহু সম্পদ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২২. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পরিণামে ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন ওদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকত না। ২৩. এটিই আল্লাহ্‌র বিধান—প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহ্‌র এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। ২৪. আমি মাক্কা অঞ্চলে ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করবার পর ওদের হস্ত তোমাদের হতে নিবারিত করেছি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ২৫. ওরাই তো সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তোমাদের নিবৃত্ত করেছিল 'মাসজিদুল-হারাম' (পবিত্র মাসজিদ) হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছাতে। মাক্কায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী না থাকলে—যাদের অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে—(তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হত); যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি ওরা পৃথক হত আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম; ২৬. কেননা, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অন্তরে অজ্ঞ যুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করত; আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের প্রশান্তি দান করলেন; তাদের তাওহীদের নীতিতে সুদৃঢ় করলেন, তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য এবং উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

৪. রুকূ।। ২৭. আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন[১০১] বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই 'মাসজিদুল-হারামে' (কা'বা শারীফে) নিরাপদে প্রবেশ করবে—কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। ২৮. তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত ধর্মের ওপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল; তাঁর সহচরগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এ শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪৯. সূরা হুজুরাত

২ রুকূ ।। ১৮ আয়াত ।। ৩৫০ শব্দ ।। ১৫৭৩ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্ ও রাসূলের আগে গমন, বড় কথা, ডাকাডাকি করা, ফসেকের কথায় আস্থা, মুসলিমদের পরস্পরে বিবাদ, অপরকে ঘৃণা ও কু-আখ্যা পদান, বদগুমানী (সন্দেহপোষণ), দোষ-সন্ধান, গীবত, আভিজাত্য, বেঈমান, খাঁটি মুসলিম, ঈমানের জন্য কৃতজ্ঞতা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অপেক্ষা না করে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে সেভাবে উচ্চৈস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে। ৩. যারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে পরিশোধিত করেছেন যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে। ৪. হে নাবী! যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। ৫. তুমি বের হয়ে ওদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্যধারণ করত তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। ৭. তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন; তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ধর্মবিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন; এবং ওকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; অবিশ্বাস, সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তোমরাই সৎপথ অবলম্বনকারী। ৮. এ আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯. বিশ্বাসীদের দু দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; অতঃপর তাদের এক দল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে—যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করবে এবং সুবিচার করবে। যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন। ১০. বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তিস্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

২. রুকূ।। ১১. হে বিশ্বাসীগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী। ১২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান পাপ এবং তোমরা

একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না ও একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। ১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধানী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। ১৪. মাক্কাবাসীগণ বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম'। বল, 'তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি', বরং বল, 'বাহ্যিকভাবে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি' কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায়নি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ১৫. তারাই বিশ্বাসী যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। ১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তা জানেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। ১৭. ওরা মনে করে ওরা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না। বরং আল্লাহ্ই বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১৮. নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

ষষ্ঠ মঞ্জিল সমাপ্ত

৫০. সূরা ক্বাফ

৩ রুকূ ॥ ৪৫ আয়াত ॥ ৩৭৬ শব্দ ॥ ১৫২৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, রাসূল, পুণরুত্থান, আল্লাহ্‌র রহমত ও এহ্‌সান, পূর্ব্ব নজীর, আমল-নামা, লেখক, কিয়ামাত, আকাশ-জমি সৃষ্টি, সবর, তাসবীহ্।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ ॥ ১. ক্বাফ। সম্মানিত কুরআনের শপথ, (তুমি অবশ্যই একজন সত্যবাদী)। ২. কিন্তু অবিশ্বাসীরা ওদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময়বোধ করে এবং বলে, 'এ তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। ৩. আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুণরুত্থিত হব? এ সুদূরপরাহত।' ৪. আমি তো জানি মৃত্তিকা ওদের কতটুকু গ্রাস করে এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক। ৫. বস্তুত ওদের নিকট সত্য আসার পর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে, ওরা সংশয়ে দোদুল্যমান। ৬. ওরা কি ওদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই? ৭. আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা ও তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন-

প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্ ৮. আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। ৯. আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি উপকারী বৃষ্টি এবং তা দিয়ে আমি উদ্যান, শস্যরাজি সৃষ্টি করি, ১০. ও সমুন্নত খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর, ১১. আমার দাসদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুণরুত্থান ঘটবে। ১২. ওদের পূর্বেও অবিশ্বাস করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌সের অধিবাসী (কূপবাসী) ও সামূদ সম্প্রদায়। ১৩. আ'দ্, ফেরাউন ও লূতসম্প্রদায় ১৪. এবং শোয়াইব ও তুব্‌বা সম্প্রদায়, ওরা সকলেই রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে ওদের ওপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। ১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুণঃ সৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?

২. রুকূ।। ১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের নিভৃত কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। ১৭. স্মরণ রেখ, দুটি ফিরিশ্‌তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে;[১০২] ১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে। ১৯. মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে; এ হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ। ২০. একদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ঐটিই শাস্তির দিন। ২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। ২২. (ওদের বলা হবে), তোমরা এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমাদের সম্মুখ হতে যবনিকা অপসৃত করেছি। আজ তোমরা স্পষ্ট দেখছ। ২৩. তার সঙ্গী ফিরিশ্‌তা বলবে, 'এই তো আমার নিকট আমলনামা।' ২৪. (আদেশ করা হবে), নিক্ষেপ কর, নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে, ২৫. যে বাধা দিত কল্যাণকর কাজে, সীমালংঘন করত ও সন্দেহ পোষণ করত। ২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তি দাও। ২৭. তার সহচর শাইতান বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত'। ২৮. আমি বলব, 'আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করো না; তোমাকে তো আমি পূর্বেই সতর্ক করেছি।' ২৯. আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার দাসদের প্রতি কোন অবিচার করি না।

৩. রুকূ।। ৩০. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরও আছে কি?' ৩১. জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে সাবধানীদের সন্নিকটে। ৩২. বলা হবে, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুরাগী ও সাবধানীদের প্রত্যেককে এটিরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।' ৩৩. যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীতচিত্তে উপস্থিত হত তাঁরই নিকট। ৩৪. তাদের বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা ওতে প্রবেশ কর; এদিন হতেই অনন্ত জীবন।' ৩৫. সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক। ৩৬. আমি তাদের পূর্বে আরও বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল ওদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, ওরা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত; পরে ওদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল রইল না। ৩৭. এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যে বোধশক্তিসম্পন্ন অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে। ৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। ৩৯. অতএব, ওরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, ৪০. তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাযের পরেও। ৪১. শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী

নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে, ৪২. যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহাগর্জন, সেদিনই উত্থানের দিন। ৪৩. আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে! ৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে, এটিই সমবেত করার দিন এবং সমবেত করা আমার জন্য অতি সহজ। ৪৫. ওরা যা বলে আমি তা জানি, তোমাকে ওদের জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দান কর।

৫১. সূরা যারিয়াত

৫১. সূরা যারিয়াত

৩ রুকূ ॥ ৬০ আয়াত ॥ ৩৬ শব্দ ॥ ১৫৫৯ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হিসাব, অবিশ্বাসী, মুমিন, হাযরাত ইব্রাহীম সমীপে ফিরিশতা, হাযরাত লূত, মুসা আ, ফিরাউন, আদ ও সামূদ, হাযরাত নূহ্ আ, সর্ব বস্তু সৃজন ও পালন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর, ২. শপথ মেঘপুঞ্জের, ৩. শপথ স্বচ্ছগতি জলযানের, ৪. শপথ কর্মসম্পাদনকারী ফিরিশ্‌তাগণের—৫. তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। ৬. কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী। ৭. শপথ তরঙ্গিত আকাশের, ৮. তোমরা তো পরস্পরবিরোধী কথা বলছ। ৯. যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে কুরআন পরিত্যাগ করে, ১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা ১১. যারা অজ্ঞ ও উদাসীন! ১২. ওরা পরিহাসভরে জিজ্ঞাসা করে—'কর্মফল দিবস কবে হবে?' ১৩. বল, 'সেদিন যখন ওদের শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে' ১৪. এবং বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।' ১৫. সেদিন সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে, ১৬. উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদের দেবেন কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। ১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত, ১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, ১৯. এবং তাদের ধনসম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক আদায় করত। ২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে, ২১. এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবণ করবে না? ২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু। ২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, তোমাদের বাক্‌স্ফূর্তির মতই এ সকল সত্য।

২. রুকূ।। ২৪. তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? ২৫. যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলল, 'সালাম'। তার মনে হল, 'এরা তো অপরিচিত লোক।' ২৬. অতঃপর ইব্রাহীম তাদের কিছু না বলে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা নিয়ে এল, ২৭. ও তাদের সামনে রাখল এবং পরে বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' ২৮. এতে ওদের সম্পর্কে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। ওরা বলল, 'ভীত হয়ো না'। অতঃপর ওরা তাকে এক গুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। ২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে এল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, 'এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যার সন্তান হবে?' ৩০. ওরা বলল, 'তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'

২৬শ পারা সমাপ্ত

৩১. ইব্রাহীম বলল, 'হে ফিরিশ্তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কি?' ৩২. ওরা বলল, 'আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৩. ওদের ওপর মাটির ঢিল নিক্ষেপ করার জন্য, ৩৪. যা সীমালংঘনকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত আছে।' ৩৫. সেখানে যে সব বিশ্বাসী ছিল আমি তাদের উদ্ধার করেছিলাম, ৩৬. এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। ৩৭. যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি। ৩৮. এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ৩৯. তখন সে ক্ষমতায় মত্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।' ৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং ওদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম; সে ছিল দণ্ডযোগ্য। ৪১. এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বিধ্বংসী বায়ু। ৪২. এ যা কিছুর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। ৪৩. আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদের বলা হয়েছিল, 'ভোগ করে নাও স্বল্পকাল।' ৪৪. কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে ওদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং অসহায় অবস্থায় ওরা তা দেখছিল। ৪৫. ওরা উঠে দাঁড়াতে পারল না, এবং তা (বজ্রাঘাত) প্রতিরোধও করতে পারল না। ৪৬. আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৩. রুকূ।। ৪৭. আমি আমার ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই মহাক্ষমতাশালী। ৪৮. এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। এ আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। ৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৫০. অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন উপাস্য স্থির করো না; নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের প্রকাশ্য সতর্ককারী। ৫২. এরূপে এদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে ওরা তাকে বলেছে, 'তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।' ৫৩. মনে হয়, ওরা একে অপরকে এ যন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে। বস্তুত ওরা এক সীমালংঘনলকারী সম্প্রদায়। ৫৪. অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না। ৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ, উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে। ৫৬. আমার দাসত্বের জন্যই আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি; ৫৭. আমি ওদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এ-ও চাই না যে, ওরা আমার আহার্য যোগাবে। ৫৮. আল্লাহ্‌ই জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত! ৫৯. সীমালংঘনকারীদের প্রাপ্য তাই যা অতীতে ওদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং ওরা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে। ৬০. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ সেদিনের যেদিনের বিষয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছে।

৫২. সূরা তূর

২ রুকূ ॥ ৪৯ আয়াত ॥ ৩১৯ শব্দ ॥ ১৩৩৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** আজাবের নিশ্চয়তা ও সময়, জান্নাত, মুশরিকদের সমুদয় যুক্তি খণ্ডন ও আখিরাতের ভীতি, অসবীহ্।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. শপথ তূর পর্বতের, ২. শপথ গ্রন্থের যা লিখিত আছে, ৩. উন্মুক্ত পত্রে, ৪. শপথ 'বায়তুল মামূরের', ৫. শপথ সমুন্নত আকাশের, ৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের—৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, ৮. এ অনিবার্য। ৯. যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে ১০. এবং পর্বতমালা হবে উন্মূলিত—১১. সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের জন্য দুর্ভোগ! ১২. যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ১৩. যেদিন ওদের ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, ১৪. (এবং বলা হবে), 'এটিই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ১৫. একি যাদু? না কি তোমরা দেখছ না? ১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে'। ১৭. সাবধানীরা থাকবে জান্নাতে এবং ভোগ বিলাসে। ১৮. তাদের প্রতিপালক তাদের যা দেবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, ১৯. এবং তাদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।' ২০. তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে,—আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়াতলোচনা হূরের সঙ্গে; ২১. এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হলে তাদের মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে এবং তাদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ২২. আমি তাদের দেব ফলমূল এবং মাংস যা তারা পছন্দ করে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে দেবে পানপাত্র যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না। ২৪. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। ২৫. তারা একে অপরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ২৬. এবং বলবে 'পার্থিব জীবনে আমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করতাম। ২৭. আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। ২৮. আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে আহ্বান করতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু'।

২. রুকূ॥ ২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি বাক-চতুর কাহিনীকার নও, উন্মাদও নও। ৩০. ওরা কি বলতে চায় ঃ 'সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।' ৩১. বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' ৩২. তবে কি ওদের বুদ্ধি ওদের এ বিষয়ে প্ররোচিত করে, না ওরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? ৩৩. ওরা কি বলে, 'এ কুরআন তার নিজের রচনা?' বরং ওরা অবিশ্বাসী! ৩৪. ওরা যদি সত্যবাদী হয় এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না। ৩৫. ওরা কি

নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? ৩৬. না কি ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? ওরা তো অবিশ্বাসী। ৩৭. ওরা কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারের অধিকারী না ওরা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? ৩৮. না, ওদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ করে ওরা শ্রবণ করে? থাকলে, ওদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক! ৩৯. তোমরা কি মনে কর যে, কন্যাসন্তান আল্লাহ্‌র জন্য এবং পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য! ৪০. তুমি কি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চাইছ যে, ওরা এটিকে দুর্বহ বোঝা মনে করবে? ৪১. অদৃশ্য বিষয়ে কি ওদের কোন জ্ঞান আছে যে, ওরা এ বিষয়ে কিছু লিখবে? ৪২. ওরা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। ৪৩. আল্লাহ্ ব্যতীত ওদের কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে অংশী স্থাপন করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র! ৪৪. ওরা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙে পড়তে দেখলে বলবে, 'এ তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।' ৪৫. ওদের উপেক্ষা করে চল সেদিন পর্যন্ত, যেদিন ওরা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। ৪৬. সেদিন ওদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং ওদের সাহায্যও করা হবে না। ৪৭. এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না। ৪৮. তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, ৪৯. এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও রাত্রিশেষে।

৫৩. সূরা নাজ্‌ম

৩ রুকূ ॥ ৬২ আয়াত ॥ ৩৬৫ শব্দ ॥ ১৪৫০ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কুরআন, জিব্রীল দর্শন, নাবূয়্যত, মিরাজ, লাত, মানাত ও ওজ্জা, 'আল্লাহ্‌র কন্যা', বিশ্বাস, অহঙ্কার, পরপাপ বহন, চেষ্টা, সকল অবস্থা আল্লাহ্ প্রদত্ত।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত। ২. তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, ৩. এবং সে নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলে না। ৪. (কুরআন তো) ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। ৫. তাকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী, ৬. সহজাত জিব্রীল, যে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল ৭. ঊর্ধ্ব দিগন্তে। ৮. অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ৯. ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল। ১০. তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। ১১. যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; ১২. সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? ১৩. নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল ১৪. প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট, ১৫. যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। ১৬. তখন বৃক্ষটি, যা দিয়ে শোভিত হওয়ার তা দিয়ে মণ্ডিত ছিল। ১৭. তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষচ্যুতও হয়নি। ১৮. সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেই ছিল; ১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত ও ওয্যা' (দেবতা) সম্বন্ধে, ২০. এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত'

(দেবতা) সম্বন্ধে? ২১. তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যাসন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? ২২. এপ্রকার বন্টন তো অসঙ্গত বন্টন। ২৩. এগুলিতো কেবল নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ও তোমরা রেখেছ এবং এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলিল প্রেরণ করেননি। তোমরা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রকৃতিরই অনুসরণ কর যদিও তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশ এসেছে। ২৪. মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? ২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

২. রুকূ।। ২৬. আকাশে কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে! ওদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। ২৭. যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই ফিরিশ্‌তাদের কন্যা (নারীবাচক) নামে অবহিত করে। ২৮. অথচ এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের কোন মূল্য নেই। ২৯. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। ৩০. ওদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত। **(পারার এক চতুর্থাংশ)।** ৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কাজ করে তাদের তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকাজ করে তাদের দেন উত্তম পুরস্কার। ৩২. ওরাই তো গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে, ছোটখাটো অপরাধ করলেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্ম-প্রশংসা করো না, তিনিই সাবধানীকে সম্যক জানেন।

৩. রুকূ।। ৩৩. তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়? ৩৪. এবং দান করে সামান্যই, পরে হয়ে পড়ে পাষাণ-হৃদয়। ৩৫. তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? ৩৬. তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার গ্রন্থে, ৩৭. এবং ইব্রাহীমের গ্রন্থে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? ৩৮. তা (কোন মানুষ) একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না, ৩৯. এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। ৪০. তার কর্ম পরীক্ষিত হবে। ৪১. অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। ৪২. সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো আমার প্রতিপালকের নিকট। ৪৩. তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, ৪৪. তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, ৪৫. তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল—পুরুষ ও নারী ৪৬. স্খলিত শুক্রবিন্দু হতে। ৪৭. পুণরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। ৪৮. তিনিই অভাব মুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন, ৪৯. তিনি 'শে'রা'[১০৩] নক্ষত্রের মালিক। ৫০. তিনিই আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন ৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, কাকেও তিনি অব্যাহতি দেননি। ৫২. এবং ধ্বংস করেছিলেন এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, ওরা ছিল অতিশয় সীমালংঘনকারী, অবাধ্য। ৫৩. তিনিই লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমিকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছিলেন। ৫৪. সর্বগ্রাসী শাস্তি ওদের আচ্ছন্ন করল; ৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? ৫৬. অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এ নাবীও সতর্ককারী। ৫৭. কিয়ামাত আসন্ন ৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই এ ঘটাতে সক্ষম নয়। ৫৯. তোমরা কি এ বৃত্তান্তে বিস্ময়বোধ করছ! ৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? ৬১. তোমরা তো উদাসীন, ৬২. আল্লাহ্‌কে সাজদা কর এবং তাঁর উপাসনা কর **(সাজদা ঃ ১২)।**[১০৪]

৫৪. সূরা ক্বামার

৩ রুকূ ॥ ৫৫ আয়াত ॥ ৩৪৮ শব্দ ॥ ১৮৪২ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ড করণ, কিয়ামাত, হাযরাত নূহ্ আ, আদ, সামূদ, লূত, ফেরাউন, অবিশ্বাসী, মুমিন, তাক্দীর।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। ২. ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এ তো চিরাচরিত যাদু।' ৩. ওরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, প্রত্যেক কাজের গতি তার নির্ধারিত পরিণামের দিকে। ৪. ওদের নিকট সংবাদ এসেছে, যাতে আছে সাবধানবাণী; ৫. এ পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী ওদের কোন উপকারে আসে না। ৬. অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, ৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন ওরা কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে। ৮. ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, 'ভয়াবহ এ দিন!' ৯. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার দাস নূহের প্রতি এবং বলেছিল, 'এ তো এক পাগল।' ওরা তাকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল, ১০. তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি দণ্ড বিধান কর।' ১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে, ১২. এবং মাটি হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর আকাশের পানি ও ভূমণ্ডলের পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে মিলিত হল। ১৩. তখন নূহকে আরোহণ করালাম এক জলযানে, ১৪. যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত। এ পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৫. আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে; কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য? ১৬. কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। ১৭. উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে উপদেশগ্রহণের জন্য? ১৮. আ'দ সম্প্রদায় সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। ১৯. ওদের ওপর আমি এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম। ২০. মানুষকে তা উন্মূলিত খেজুর গাছের মত উৎখাত করেছিল। ২১. কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! ২২. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

২. রুকূ॥ ২৩. সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। ২৪. তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই একজনের আনুগত্য স্বীকার করব? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদরূপে গণ্য হব। ২৫. আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'। ২৬. ভবিষ্যতে ওরা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। ২৭. আমি ওদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী, অতএব, তুমি ওদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও। ২৮. এবং ওদের জানিয়ে দাও যে, ওদের জন্য পানি পান করার পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পানি পানের জন্য প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হবে। ২৯.অতঃপর ওরা ওদের এক

সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে (উষ্ট্রীকে) ধরে হত্যা করল। ৩০. কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! ৩১. আমি ওদের আঘাত হেনেছিলাম এক মহাগর্জন দ্বারা, ফলে, ওরা হয়ে গেল ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর বহু বিখণ্ডিত বিক্ষিপ্ত শুষ্ক শাখা-পল্লবের ন্যায়। ৩২. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; তা হতে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? ৩৩. লূত সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ৩৪. আমি ওদের ওপর প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু লূত পরিবারের ওপর নয়; তাদের আমি রাত্রি শেষে উদ্ধার করেছিলাম। ৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদের পুরস্কৃত করে থাকি। ৩৬. আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে লূত ওদের সতর্ক করেছিল; কিন্তু ওরা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। ৩৭. ওরা লূতের নিকট হতে তার অতিথিদের (দুইজন ফিরিশ্‌তা) দাবী করল, তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আমার শাস্তি আস্বাদন কর এবং আমার সতর্কবাণীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম ভোগ কর।' ৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদের আঘাত করল। ৩৯. এবং আমি বললাম, 'আমার শাস্তি আস্বাদন কর, এবং আমার সতর্কবাণীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম ভোগ কর।' ৪০. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

৩. **রুকূ**।। ৪১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী; ৪২. কিন্তু ওরা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল। পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি ওদের সুকঠিন শাস্তি দিলাম। ৪৩. তোমাদের মধ্যকার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ কি তোমাদের পূর্ববর্তী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ পূর্ববর্তী গ্রন্থে রয়েছে? ৪৪. ওরা কি বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল'? ৪৫. এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। ৪৬. কিয়ামাত ওদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর; ৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত। ৪৮. যেদিন ওদের উপুড় করে ফেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।' ৪৯. নিশ্চয়ই, আমি প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি। ৫০. আমার আদেশ তো এক কথায়, চোখের পলকের মত। ৫১. এবং আমি তোমাদের মত বহু দলকে বিনাশ করেছি, তা হতে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? ৫২. ওদের সমস্ত কার্যকলাপ আমলনামায় আছে। ৫৩. আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ; ৫৪. সাবধানীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে, ৫৫. যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

৫৫. সূরা রাহ্‌মান

৩ রুকূ ।। ৭৮ আয়াত ।। ৩৫১ শব্দ ।। ১৮৬৩ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** আল্লাহ্‌র এহ্‌সান (অনুগ্রহ), মাহাত্ম্য, ওজন, বদকার, নেককার, জান্নাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. **রুকূ**।। ১. পরম করুণাময় আল্লাহ্ ২. তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, ৩. তিনিই সৃষ্টি

করেছেন মানুষ, ৪. তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, ৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে। ৭. তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য। ৮. যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ৯. ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। ১০. তিনি পৃথিবীকে সৃষ্ট জীবের জন্য স্থাপন করেছেন; ১১. এতে রয়েছে ফলমূল এবং নতুন ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ, ১২. খোসা এবং দানাবিশিষ্ট শস্য। ১৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ১৪. মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, ১৫. এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। ১৬. সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। ১৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া (সমুদ্র) যারা পরস্পর মিলিত হয়, ২০. কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। ২১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ২২. উভয় দরিয়া (সমুদ্র) হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। ২৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ অর্ণবপোত (জাহাজ) সমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রনাধীন। ২৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? **(পারার অর্ধাংশ)।**

২. রুকূ।। ২৬. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, ২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। ২৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর প্রার্থী, তিনি প্রতিমুহূর্তে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে রত। ৩০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৩১. হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব নিকাশ নেব। ৩২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম করো, কিন্তু তোমরা আমার অনুমতি ছাড়া নিজ শক্তিতে তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৩৫. তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে—তখন তোমরা হয়ে পড়বে নিরুপায়। ৩৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৩৭. কতই না ভয়াবহ হবে সেদিন যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে। ৩৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৩৯. সেদিন কোন মানুষকে কিংবা কোন জ্বিনকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ৪০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেহারা হতে; ওদের কেশাগ্র এবং পা ধরে ওদের নিক্ষেপ করা হবে। ৪২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৪৩. এটিই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত, ৪৪. ওরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। ৪৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৩. রুকূ।। ৪৬. কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। ৪৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয়ই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। ৪৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৫০. সেখানে থাকবে প্রবহমান দুই পস্রবণ। ৫১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৫২. সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দু' প্রকার। ৫৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৫৪. সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে তাদের নিকট। ৫৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৫৬. সেখানে থাকবে আয়তনয়না রমণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। ৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৫৮. প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ এ সকল রমণীগণ। ৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? ৬১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৬২. এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুটি উদ্যান[১০৫] রয়েছে। ৬৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৬৪. ঘন-সবুজ এ উদ্যান দুটি। ৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৬৬. সেখানে আছে উচ্ছলিত দুই পস্রবণ। ৬৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৬৮. সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার। ৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭০. সেখানে থাকবে সুশীলা ও সুন্দরী রমণীগণ। ৭১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭২. সুলোচনা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী এ সকল রমণী। ৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭৪. এদের ইতিপূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। ৭৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭৬. ওরা সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরের উপর হেলান দিয়ে বসবে। ৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৭৮. কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

৫৬. সূরা ওয়াক্বিয়া

৩ রুকূ ॥ ৯৬ আয়াত ॥ ৩৮৪ শব্দ ॥ ১৭৬৮ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী : কিয়ামাত, মানুষের তিন দল, জাহান্নাম, বিশেষ এহ্‌সান সমূহ, কুরআন, মৃত্যুকালে দলত্রয়ের অবস্থা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. যখন কিয়ামাত ঘটবে, ২. তখন এর সংগঠন মিথ্যা—এ কথা বলার কেউ থাকবে না। ৩. ফলে, কিয়ামাত কাকেও নীচ, কাকেও করবে সমুন্নত। ৪. প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত

হবে পৃথিবী। ৫. এবং পর্বতমালাচূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ৬. ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়, ৭. এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।[১০৬] ৮. যারা, ডান দিকে থাকবে (ডান হাতে যারা আমলনামা পাবে) কত ভাগ্যবান তারা, ৯. এবং যারা বাম দিকে থাকবে (বাম হাতে যারা আমলনামা পাবে) কত হতভাগ্য তারা। ১০. অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, ১১. ওরাই হবে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য প্রাপ্ত—১২. (ওরা থাকবে) সুখদ-উদ্যানে; ১৩. এদের বৃহৎ দলটি হবে অগ্রগামীদের মধ্য হতে; ১৪. আর এদের কিছু লোক পশ্চাদগামীদের মধ্যেও থাকবে; ১৫. তারা স্বর্ণখচিত আসনে বসবে। ১৬. ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। ১৭. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরেরা, ১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও পস্রবণ-নিঃসৃত সূরাপূর্ণ পেয়ালা (বাটি) নিয়ে। ১৯. সেই সূরাপানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না। ২০. ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমত ফলমূল, ২১. এবং তাদের ইপ্সিত পাখির মাংস। ২২. সেখানে তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর, ২৩. (তাঁরা দেখতে) সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ, ২৪. তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। ২৫. সেখানে তারা অসার অথবা পাপবাক্য শুনবে না, ২৬. কেবল শুনবে 'সালাম' আর 'সালাম' (শান্তি আর শান্তি)। ২৭. যারা ডান পার্শ্বে থাকবে কত ভাগ্যবান তারা। ২৮. তারা থাকবে এক উদ্যানে, যেখানে থাকবে কন্টকহীন বদরি বৃক্ষ, ২৯. কাঁদি কাঁদি কলা, ৩০. সম্প্রসারিত ছায়া, ৩১. প্রবহমান পানি, ৩২. ও পর্যাপ্ত ফলমূল, ৩৩. যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। ৩৪. তাদের জন্য থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী। ৩৫. ওদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে—৩৬. ওদের করেছি চিরকুমারী, ৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা, ৩৮. ডান পার্শ্বস্থ লোকদের জন্য।

২. রুকূ।। ৩৯. তাদের অনেকে হবে অগ্রগামীদের মধ্য হতে, ৪০.এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। ৪১. যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা! ৪২. ওরা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, ৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়া, ৪৪. যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ৪৫. পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল। ৪৬. এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। ৪৭. ওরা বলত 'আমরা মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলে কি পুণরুত্থিত হব? ৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও?' ৪৯. বল, 'পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ ৫০. সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে; ৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীগণ! ৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, ৫৩. এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, ৫৪. তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। ৫৫. পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। ৫৬. কিয়ামাতের দিন এটিই হবে ওদের আপ্যায়ন।' ৫৭. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না পুণরুত্থানে? ৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ৫৯. তা থেকে তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? ৬০. আমি তোমাদের মৃত্যুকাল স্থির করেছি এবং আমি অক্ষম নই। ৬১. তোমাদের স্থলে অপরকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে এবং তোমাদের এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না। ৬২. তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রাথমিক সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? ৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? ৬৪. তোমরাই কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি তা করি? ৬৫. আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। ৬৬. বলবে 'আমাদের তো

সর্বনাশ হয়েছে! ৬৭. আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।' ৬৮. তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? ৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? ৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? ৭১. তোমরা যে আগুন প্রজ্জ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? ৭২. তোমরাই কি অগ্নি-উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি? ৭৩. আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। ৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। **(পারার তিন চতুর্থাংশ)।**

৩. রুকূ।। ৭৫. আমি শপথ করছি অস্তাচলের নক্ষত্ররাজির। ৭৬. অবশ্যই এ এক মহাশপথ যদি তোমরা জানতে—৭৭. নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কুরআন, ৭৮. যা আছে সুরক্ষিত গ্রন্থে, ৭৯. যারা পুত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করবে না। ৮০. এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, ৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? ৮২. এবং তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ! ৮৩. কারও প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় ৮৪. এবং তোমরা অসহায়ভাবে তাকাতে থাক ৮৫. তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার (মুমূর্ষু ব্যক্তির) নিকটতর হলেও তোমরা দেখতে পাও না। ৮৬. তোমরা যদি অক্ষমই না হও, ৮৭. এবং সত্যবাদী হও তোমরা তা (মৃত ব্যক্তির প্রাণকে) ফিরাও না কেন? ৮৮. যদি সে (মৃত লোকটি) নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয় ৮৯. তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ-উদ্যান। ৯০. আর যদি সে দক্ষিণ দিকের একজন হয় ৯১. তাকে বলা হবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।' ৯২. কিন্তু সে যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও বিভ্রান্ত হয় ৯৩. তাকে আপ্যায়ন করা হবে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা, ৯৪. এবং প্রবেশ করান হবে জাহান্নামে; ৯৫. এ-তো ধ্রুব সত্য। ৯৬. অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৭. সূরা হাদীদ[১০৭]

৪ রুকূ ।। ২৯ আয়াত ।। ৫৮৬ শব্দ ।। ২৫৯৯ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ও রহমত, মাক্কা-বিজয়ের পূর্ব্বে ও পরে দানের তারতম্য, কার্জে হাসানা, কিয়ামাতে মুমিন ও মুনাফিক, তাদের অনুতাপ, সিদ্দিক, শহীদ, পার্থিব জীবন ও তার উপমা, জান্নাত, তাক্‌দীর (ভাগ্য), অনুতাপ ও অহঙ্কার না করা, কৃপণ, সন্ন্যাস, কিতাব, ন্যায় বিচার, লোহা, হাযরাত ঈসা, মূসা, নূহ্, ঈমানের প্রতিদান।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।[১০৮] ৪. তিনিই ছ দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু

ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। ৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা তাঁরই নিকট। ৬. তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাতে, তিনি অন্তর্যামী। ৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে ধন সম্পদের অধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। ৮. যখন রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আহ্বান করছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হতে পূর্বেই যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কিসে তোমাদের বাধা দেয়? ৯. তিনিই তাঁর দাসের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদের অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য; আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। ১০. তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে না কেন যখন আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিকারী? তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

২. রুকূ।। ১১. কে আছে যে আল্লাহ্কে দেবে উত্তম ঋণ (কার্জে হাসানা) তা হলে তিনি বহু গুণে তার জন্য একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১২. সেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীগণকে, তাদের সম্মুখভাবে ও দক্ষিণপার্শ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটিই মহাসাফল্য।' ১৩. সেদিন কপটাচারী পুরুষ ও কপটাচারী নারী বিশ্বাসীদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু পাই।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরভাগে আশিস এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। ১৪. কপটাচারীরা বিশ্বাসীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'ছিলে তো, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহপোষণ করেছিলে। মোহ তোমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আল্লাহ্ সম্পর্কে মহাপ্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল—১৫. আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যোগ্য স্থান; কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম।' ১৬. যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি? পূর্বে যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের মত যেন ওরা না হয়—বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী! ১৭. জেনে রাখ, আল্লাহ্ই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ১৮. দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১৯. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে তারাই তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্দিক ও শহীদ সদৃশ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৩. রুকূ।। ২০. তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ওর উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কটায় পরিণত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে মশগুল রয়েছে, তার জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। ২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন, আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল। ২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘঠিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ হয়; আল্লাহ্র পক্ষে এ খুবই সহজ; ২৩. এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছো তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য হর্যোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ ভালবাসেন না উদ্ধত, অহঙ্কারীদের—২৪. যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি গ্রন্থ ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এ এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪. রুকূ।। ২৬. আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুয়্যত ও গ্রন্থ। কিন্তু ওদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশ ছিল সত্যত্যাগী। ২৭. অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মার্ইয়াম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ (বৈরাগ্য)—এ তো ওরা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমি ওদের এর বিধান দিইনি, অথচ এটিও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল ওদের আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। ২৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন এবং তিনি তোমাদের দেবেন আলো যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৯. এ এজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও ওদের কোন অধিকার নেই, অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে রয়েছে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল।

২৭শ পারা সমাপ্ত

২৮শ পাব ।. ক্ব দ-স্‌মিয-ল্লাহু ক্বওলাল্লাতী তুজাদেলুকা ফি

৫৮. সূরা মূজাদালা

৩ রুকূ ॥ ২২ আয়াত ॥ ৪৭৯ শব্দ ॥ ২১০৩ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ 'জিহার' ও তার কাফ্ফারা, রাসূলুল্লাহ্ সা-কে 'সাম' বলা, সৎপরামর্শ, নিজে সঙ্কুচিত হয়ে অপরকে স্থান দান, মুনাফিক, মুমিন, অবিশ্বাসীদের সাথে সদ্ভাব।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে রাসূল! তোমার সাথে যে নারী তাঁর স্বামীর বিষয়ে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্ তার কথা শুনছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণকে যিহার[১০৯] করে, তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়, যারা তাদের জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা; ওরা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ-মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। ৩. যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে এবং পরে ওদের উক্তি প্রত্যাহার করে তাদের প্রায়শ্চিত্ত যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান; এ নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৪. কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না তার প্রায়শ্চিত্ত যৌনকামনায় একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধিক্রমে দু মাস রোযা পালন; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এ এজন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি, এবং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অপদস্থ করা হবে তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬. স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন ওদের সকলকে একত্রে পুণরুত্থিত করা হবে এবং ওদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা ওরা করত; আল্লাহ্ ওর হিসাব রেখেছেন যদিও ওরা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।

২. রুকূ।। ৭. তুমি কি অনুধাবন কর না আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন; তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; পাঁচজনের মধ্যেও হয় না যেখানে তিনি ষষ্ঠজনরূপে থাকেন না; সংখ্যায় ওরা এর থেকে কম হোক বা বেশী হোক; ওরা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ ওদের সঙ্গে আছেন। ওরা যা করে তিনি ওদের কিয়ামাতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। ৮. তুমি কি তাদের লক্ষ্য কর না যাদের গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর ওরা যা নিষিদ্ধ তারই পুণরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। ওরা যখন তোমার নিকট আসে তখন ওরা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। ওরা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদের শাস্তি দেন না

কেন?' জাহান্নামই ওদের উপযুক্ত শাস্তি। যেখানে ওরা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! ৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে। ১০. শাইতানের প্ররোচনায় হয় এ পরামর্শ; বিশ্বাসীদের দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শাইতান তাদের সামান্যতমও ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়। বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। ১১. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দিও', আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ১২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদকা (দান-খায়রাত) প্রদান করবে (যাতে এ নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়)। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাতে অক্ষম হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা সাদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন তা হলে তোমরা নামায যথাযথভাবে পড়, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত।

৩. রুকূ।। ১৪. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে? ওরা বিশ্বাসীদের দলভুক্ত নয়, এদের দলভুক্তও নয় এবং ওরা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে। ১৫. আল্লাহ্ ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ওরা যা করে তা কত মন্দ! ১৬. ওরা ওদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। এভাবে ওরা আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; ওদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৭. আল্লাহ্র শাস্তির মোকাবিলায় ওদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ওদের কোন কাজে আসবে না, ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে ওরা স্থায়ী হবে। ১৮. কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ পুণরুত্থিত করবেন ওদের সকলকে, তখন ওরা তোমাদের নিকট যেরূপ শপথ করে আল্লাহ্র নিকটও সেরূপ শপথ করবে এবং ওরা মনে করবে এতে ওরা উপকৃত হবে। সাবধান! ওরাই তো মিথ্যাবাদী। ১৯. শাইতান ওদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এবং ওদের, আল্লাহ্কে স্মরণ করা ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা শাইতানেরই দল। সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। ২০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। ২১. আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এ যে, তিনি এবং তাঁর রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। ২২. তুমি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকে—হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরকে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন, বিশ্বাস এবং নিজ জ্যোতি দ্বারা ওদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি এদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে এরা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ এদের প্রতি প্রসন্ন এবং এরাও আল্লাহ্র অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

৫৯. সূরা হাশ্‌র[১১০]

৩ রুকূ ॥ ২৪ আয়াত ॥ ৪৫৫ শব্দ ॥ ২০১৬ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ ইয়াহুদী গোত্র বনী নুযায়েরের নির্বাসন, বিনা যুদ্ধে লব্ধ মালের বন্টন, মুহাজির, আনসার ও তাবেঈগন, বনী নুযায়েরের সাথে মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা, আমলের দিকে লক্ষ্য কর, অবিশ্বাসী ও মুমিনের তুলনা, আল্লাহ্‌র গুণাবলী।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. তিনিই গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, ওরা নির্বাসিত হবে এবং ওরা মনে করেছিল ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি আল্লাহ্‌র বাহিনী হতে ওদের রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে এল যা ছিল ওদের ধারণাতীত। এবং ওদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। বিশ্বাসীদের নিয়ে ওরা নিজেদের বাড়ী-ঘর নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলল;[১১১] অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৩. আল্লাহ্‌ ওদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করলে ওদের পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; ৪. পরকালে ওদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত করলেন এ-কারণে যে, ওরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তি দানে কঠোর। ৫. তোমরা যে কতক খেজুর গাছ কর্তন করেছ এবং কতক কর্তন না করে রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে। এ এজন্য যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগীদের লাঞ্ছিত করবেন। ৬. আল্লাহ্‌ নির্বাসিত ইয়াহুদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্‌ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৭. আল্লাহ্‌ এ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল যার অনুমতি দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর। ৮. এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে; ওরাই তো সত্যাশ্রয়ী। ৯. মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে এ নগরীর যে সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। তারা মুহাজিরদের নিজেদের ওপর স্থান দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। ১০. যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে

হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু' **(পারার এক চতুর্থাংশ)।**

২. রুকূ।। ১১. তুমি কি কপটাচারীদের দেখনি? ওরা গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ওদের সে সব সঙ্গীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১২. বস্তুত ওরা বহিষ্কৃত হলে কপটাচারীগণ তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং ওরা আক্রান্ত হলে এরা ওদের সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা কোন সাহায্যই পাবে না। ১৩. প্রকৃতপক্ষে তোমরাই (মুসলমানগণ) তাদের (অবিশ্বাসীদের) অন্তরে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ের কারণ কেননা তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায় বলে আল্লাহ্‌কে ভয় না করে তোমাদের অধিক ভয় করে। ১৪. এরা সকলে সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না; এরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, তবে এরা নিজেদের মধ্যে যখন যুদ্ধ করে তখন সে যুদ্ধ হয় প্রচণ্ড। তুমি মনে কর ওরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ওদের মনের মিল নেই। এ এ-কারণে যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ১৫. এদের তুলনা—এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৬. এদের তুলনা— শাইতান— যে মানুষকে বলে, 'সত্যপ্রত্যাখ্যান কর।' অতঃপর যখন সে সত্যপ্রত্যাখ্যান করে শাইতান তখন বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।' ১৭. ফলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারী উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে এরা স্থায়ী হবে এবং এটিই সীমালংঘনকারীদের কর্মফল।

৩. রুকূ।। ১৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেরই উচিত সে তার ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু করে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করা। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে অবহিত; ১৯. এবং তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্‌ ওদের আত্মবিস্মৃত করেছেন। ওরাই তো সত্যত্যাগী। ২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। ২১. যদি আমি এ কুরআন পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে তা নত হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য উপস্থিত করছি যাতে তারা চিন্তা করে। ২২. তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। ২৩. তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের অধিকারী; ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ্‌ তা হতে পবিত্র, মহান। ২৪. তিনিই আল্লাহ্‌, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬০. সূরা মুম্‌তাহিনা

২ রুকূ ॥ ১৩ আয়াত ॥ ৩৭০ শব্দ ॥ ১৫৯৩ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসীদের সাথে সহযোগ না রাখা, মাক্কা আক্রমণ-রহস্য ভেদ, কিয়ামাতে আপনজনও কাজে আসবে না, হাযরাত ইব্রাহীম আ, মাক্কাবাসীদের ঈমানের ভবিষ্যৎবাণী, হুদাইবিয়ার শর্ত, 'মহাজেরা' ও 'মোরতেদা' স্ত্রীর মোহর, নারীদের বাইয়াৎ, ইয়াহুদীর সহযোগ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, যদিও ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে, এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ?[১১২] তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ করে সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। ২. তোমাদের কাবু করতে পারলে ওরা হবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরাও সত্যপ্রত্যাখ্যান কর। ৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। ৪. তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার উপাসনা কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন কর। তবে উক্ত আদর্শের ব্যতিক্রম এই যে, ইব্রাহীম তার পিতাকে বলেছিল, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব; এ ছাড়া তোমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আর কিছু করার নেই।' ইব্রাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। ৫. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পীড়নের পাত্র করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' ৬. তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় কর তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

২. রুকূ॥ ৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৮. ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। ৯. আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে

নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে; ওদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো সীমালংঘনকারী। ১০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদের পরীক্ষা করো, আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসী তবে তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিও না। বিশ্বাসী নারীগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য বৈধ নয় এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যা ব্যয় করেছে তা তাদের ফিরিয়ে দিও। অতঃপর তোমরা তাদের বিবাহ্ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদের মোহর দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটিই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের, স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাদের তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। ভয় কর আল্লাহ্কে তোমরা যারা বিশ্বাসী। ১২. হে নাবী! বিশ্বাসী নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন অংশী স্থাপন করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না, এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, ওরা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সমাধিস্থদের বিষয়ে হতাশ হয়েছে **(পারার অর্ধাংশ)**।

৬১. সূরা স্বাফ্

২ রুকূ ॥ ১৪ আয়াত ॥ ২২৩ শব্দ ॥ ৯৯১ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ তাসবীহ্, কথায় কাজে সামঞ্জস্য, জিহাদ, ইস্রায়ঈলীদের ভ্রষ্টতা, হাযরাত ঈসা আ এর তাওরাত স্বীকার ও 'আহ্মাদ' আগমন সংবাদ, পাদ্রীদের গোপনে ইসলাম ধ্বংসের চেষ্টা ও মহান আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বদান, আজাব হতে বাঁচার পথ, ঈমান ও জিহাদ, জান্নাত, আল্লাহ্র সহানুভূতি ও বিজয় লাভ, ''হাওয়ারীদের মত সহায়ক হও''।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? ৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয়

অসন্তোষজনক। ৪. যারা আল্লাহ্‌র পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন। ৫. স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত।' অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। ৬. স্মরণ কর, মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বনি ইস্রাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং পরে 'আহ্‌মাদ' নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ওদের নিকট এল ওরা বলতে লাগল, 'এ তো এক স্পষ্ট যাদু।' ৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৮. ওরা আল্লাহ্‌র আলো ফুৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তা অপছন্দ করে। ৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ সকল ধর্মের ওপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও অংশীবাদীগণ তা অপছন্দ করে।

২. রুকূ।। ১০. হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে! ১১. তা এ যে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। ১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহা সাফল্য। ১৩. এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়, বিশ্বাসীদের এর সুসংবাদ দাও। ১৪. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা তার শিষ্যগণকে বলেছিল; 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?' শিষ্যগণ বলেছিল, 'আমরাই তো আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বনি ইস্রাঈলদের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল সত্যপ্রত্যাখ্যান করল। পরে আমি বিশ্বাসীদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করলাম; ফলে তারা বিজয়ী হল।

৬২. সূরা জুমুয়া

২ রুকূ ।। ১১ আয়াত ।। ১৭৬ শব্দ ।। ৭৮৭ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ তাসবীহ্, রাসূলুল্লাহ্ সা, নাবূয়্যত, তাওরাত-অভিজ্ঞদের গাধার সাথে তুলনা, ইয়াহুদীদের দাবী ও উত্তর, মৃত্যু, জুমুআর সময় বেচা-কেনা বন্ধ কর, খুতবা ছেড়ে যেও না।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

---

১. রুকূ।। ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও

মহিমা ঘোষণা করে, যিনি রাজা, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. তিনিই নিরক্ষরদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা; ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। ৩. যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি ওদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪. এটিই আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এ দান করেন। আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল। ৫. যাদের তাওরাতের বিধান দেওয়া হলে তা অনুসরণ করেনি তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তকবহনকারী গাধা! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে! আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৬. বল, 'হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ৭. কিন্তু ওরা ওদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৮. বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও তোমাদের সে মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট এবং তোমাদের দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।

২. **রুকূ**।। ৯. হে বিশ্বাসীগণ! জুমুয়া'র দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। ১০. নামায সমাপ্ত হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও ১১. ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখলে তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে ওরা সেদিকে ছুটে যায়।[১১৩] বল, 'আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণদাতা।

৬৩. সূরা মুনাফেকূন

২ রুকূ ।। ১১ আয়াত ।। ১৮৩ শব্দ ।। ৮২১ অক্ষর ।। মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মুনাফিক, মিথ্যা শপথ, তাদের সুন্দর আকৃতি ও মধুর আলাপ, তাবুক যুদ্ধে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা, "মাল ও সন্তানের মোহে আল্লাহ্কে ত্যাগ কোর না", জিহাদ, দান, মৃত্যু।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. **রুকূ**।। ১. যখন মুনাফিকগণ তোমার নিকট আসে তারা বলে, 'আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১১৪] ২. ওরা ওদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে এভাবে ওরা আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। ওরা যা করে তা কত মন্দ! ৩. এ এ-কারণে যে, ওরা বিশ্বাসস্থাপন করার পর সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে, ওদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে ওরা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ৪. তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও

ওদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং ওরা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে ওদের কথা শ্রবণ কর যদিও ওরা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; যে কোন শোরগোল শুনলে ওরা মনে করে তা ওদেরই বিরুদ্ধে। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্ ওদের ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে ওরা কোথায় চলেছে। ৫. যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা এস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।' তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি দেখতে পাও, ওরা দম্ভভরে ফিরে যায়। ৬. তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই ওদের জন্য সমান। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। ৭. ওরাই বলে, 'আল্লাহ্র রাসূলদের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, তা হলে ওরা সরে পড়বে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তা বোঝে না। ৮. ওরা বলে, 'আমরা মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল (আমরা-মুনাফিকগণ) দুর্বলকে (মুসলমানদের) বহিষ্কৃত করবই।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদেরই। তবে মুনাফিকগণ এ জানে না।

২. রুকূ।। ৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে—যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই তা হতে ব্যয় করবে, অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান-খায়রাত করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' ১১. কিন্তু নির্ধারিতকাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ কখনও কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৬৪. সূরা তাগাবুন

২ রুকূ ॥ ১৮ আয়াত ॥ ২৪৭ শব্দ ॥ ১১২২ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ তাসবীহ্, আল্লাহ্র বিশিষ্ট গুণ, পূর্ববর্তীদের হঠকারীতা, কিয়ামাত, জান্নাত, জাহান্নাম, বিপদ আল্লাহ্র প্রদত্ত, আনুগত্য, নির্ভরশীলতা, স্ত্রী পুত্র ধর্মে বিঘ্ন উৎপাদক তবুও সদ্ব্যবহার করা চাই, মাল ও সন্তান জঞ্জাল বিশেষ, সখি (দানবীর), 'কার্জে হাসানা' (উত্তম প্রতিদান)।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্বাসী এবং কেউ কেউ বিশ্বাসী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছেন—তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন, এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। ৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী। ৫. তোমাদের নিকট কি পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বৃত্তান্ত পৌঁছায়নি? ওরা ওদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছিল

এবং ওদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ৬. তা এজন্য যে, ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলে ওরা বলত, 'মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে?' অতঃপর ওরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। ৭. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ধারণা করে যে, ওরা কখনও পুণরুত্থিত হবে না। বল, 'নিশ্চয়ই হবে', আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুণরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে।' এ আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। ৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও যে কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। ৯. স্মরণ কর, কিয়ামাতের দিনে তিনি তোমাদের সমবেত করবেন, সেদিন হবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটিই মহাসাফল্য। ১০. কিন্তু যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

২. রুকূ।। **১১.** আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। ১২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা। ১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; সুতরাং বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করুক। ১৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৬. তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোন, তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর; এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে, যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। ১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৫. সূরা ত্বালাক্ব

২ রুকূ ॥ ১২ আয়াত ॥ ২৯৮ শব্দ ॥ ১২৩৭ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ তালাক, রেজাআত, ইদ্দাত, বৃদ্ধা, নাবালিকা ও গর্ভবতীর ব্যয়বহন, বিধ্বস্ত পল্লীসমূহের কথা, কুরআন, রাসূল, সপ্ত আসমান ও জমীন সৃজন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে নাবী; 'তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর ইদ্দতের

প্রতি লক্ষ্য রেখে ওদের তালাক দিও, ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; তোমরা ওদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও যেন বের না হয় যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলি আল্লাহ্‌র বিধান, যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দেবেন। ২. ওদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি ওদের রেখে দেবে, না হয় ওদের যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণে রেখে সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে; যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দেবেন, ৩. এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে জীবনোপকরণ দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। ৪. তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতি হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে—জেনে রাখ তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও ইদ্দতকাল অনুরূপ এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমাধান সহজ করে দেবেন। ৫. এ আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেবেন। ৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ বাড়ীতে বাস কর তাদের সেরূপ বাড়ীতে বাস করতে দিও; তাদের উত্যক্ত করে সঙ্কটে ফেলো না, তারা গর্ভধারণ করলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দান করে তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তা হলে অন্য নারী স্তন্য দান করবে। ৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।

২. রুকূ।। ৮. কত জনপদের অধিবাসী তাদের প্রতিপালক ও রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে, আমি ওদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং ওদের দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। ৯. অতঃপর ওরা ওদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ওদের কর্মের পরিণাম। ১০. আল্লাহ্ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব হে বিশ্বাসী বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তিনি তোমাদের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, ১১. প্রেরণ করেছেন রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। যে কেউ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দেবেন। ১২. আল্লাহ্‌ই সপ্তাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বস্তরে নেমে আসে তার নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞানগোচর।

৬৬. সূরা তাহ্‌রীম

২ রুকূ ॥ ১২ আয়াত ॥ ২৫৩ শব্দ ॥ ১১২৪ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ হালালকে হারাম জানা, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করায় হযরত হাফসা রা-কে সতর্ক, ''পরিজনকে বাঁচাও'', জাহান্নাম, কসম, 'তাওবাতুন নাসূহা', জিহাদ, হযরত নূহ্ আ, লূত, আষিয়া, মার্‌ইয়াম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে নাবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা তোমার জন্য নিষিদ্ধ করছ কেন?[১১৫] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২. আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৩. স্মরণ কর—নাবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নাবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নাবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না, নাবী যখন তা তাকে জানাল তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এ অবগত করল?' নাবী বলল, 'আমাকে অবহিত করেছেন—তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত'। ৪. তোমাদের দুজনের হৃদয় অন্যায়প্রবণ হয়েছে বলে এখন যদি তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ্, জিব্রীল এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ তার সাহায্যকারী, উপরন্তু ফিরিশ্‌তাগণও তার সাহায্য করবে। ৫. যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুশোচনাকারী, উপাসনাকারী, রোযাব্রত পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী। ৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশ্‌তাগণের ওপর, যারা আল্লাহ্ তাদের যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। ৭. হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

২. রুকূ।। ৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর—বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলি মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্, নাবী এবং তার বিশ্বাসী সঙ্গীদের অপদস্ত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে এবং তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণত্ব দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' ৯. হে নাবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। ওদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল! ১০. আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নূহ্ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন, ওরা ছিল

আমার দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু ওরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে, নূহ্ ও লূত ওদের আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং ওদের বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও ওতে প্রবেশ কর।' ১১. আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন-পত্নীর (আযিয়া) দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় হতে আমাকে উদ্ধার কর।' ১২. আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরাণ-তনয়া মার্ইয়ামের—যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল; ফলে, আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর নিদর্শনাবলী বাস্তবায়িত করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন।

২৮শ পারা সমাপ্ত

৬৭. সূরা মুল্‌ক

২ রুকূ ।। ৩০ আয়াত ।। ৩৩৫ শব্দ ।। ১৩৫৯ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আল্লাহ্‌র রহমত, সপ্ত আকাশ, 'রজম', জান্নাত, নেক্‌কার, অদৃশ্যের জ্ঞান, পুণরুত্থাপনের প্রমাণ ও ক্ষমতা, আল্লাহ্‌র এহ্‌সান, কিয়ামাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. যিনি মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। ৩. যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি না? ৪. অতঃপর তুমি বার বার তাকাও—তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। ৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওদের করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। ৬. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! ৭. যখন ওরা নিক্ষিপ্ত হবে, ওরা লেলিহান জাহান্নাম হতে উদ্ভূত একটি বিকট শব্দ শুনবে, ৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের রক্ষীরা ওদের জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?' ৯. ওরা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা ওদের মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।' ১০. এবং ওরা আরও বলবে, 'যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তা হলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।' ১১. ওরা ওদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! ১২. যারা দৃষ্টির অগোচর তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১৩. তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

২. রুকূ।। ১৫. তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুণরুত্থানের পর প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ১৬. তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ আকস্মিকভাবে ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না আর তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে না? ১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর কঙ্কর উৎক্ষেপক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কি কঠোর

ছিল আমার সতর্কবাণী। ১৮. এদের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে, কত কঠোর হয়েছিল ওদের প্রতি আমার শাস্তি! ১৯. ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের ঊর্ধ্বদেশে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই ওদের স্থির রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। ২০. দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কি কোন সৈন্যবাহিনী আছে যারা তোমাদের সাহায্য করবে? সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ২১. তিনি যদি জীবনোপকরণ সরবরাহ বন্ধ করেন এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে? বস্তুত ওরা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে। ২২. যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, নাকি সে ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে? ২৩. বল, 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি ও অন্তঃকরণ।' তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের বংশ বিস্তার করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সমবেত হবে।' ২৫. ওরা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?' ২৬. বল, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই নিকট আছে; আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' ২৭. যখন শাস্তি আসন্ন দেখবে তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং ওদের বলা হবে, 'এ-ই তো তোমরা চেয়েছিলে।' ২৮. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি—যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, (তাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কি?) কে ওদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে?' ২৯. বল, 'তিনি দয়াময়; আমরা তাতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই ওপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' ৩০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কে তোমাদের এনে দেবে প্রবহমান পানি?'

৬৮. সূরা ক্বালাম

২ রুকূ ॥ ৫২ আয়াত ॥ ৩০৬ শব্দ ॥ ১২৯৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা-এর প্রশংসা, অবিশ্বাসী, জনৈক বাগানপতির কাহিনী, অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ ও প্রবোধ, হাযরাত ইউনুস আ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. নূন— শপথ কলমের এবং শপথ ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার। ২. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। ৩. তোমার জন্য রয়েছে অবশ্যই অশেষ পুরস্কার, ৪. তুমি অবশ্যই মহৎ চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত। ৫. শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং ওরাও দেখবে, ৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। ৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদের—যারা সৎপথপ্রাপ্ত। ৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের কথামত চলো না। ৯. ওরা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তা হলে ওরাও নমনীয় হবে, ১০. এবং অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, ১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী,

যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়, ১২. যে কল্যাণকর কার্যে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, ১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি জারজ; ১৪. সে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী বলেই তার অনুসরণ করো না। ১৫. ওর নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।' ১৬. আমি ওর নাকে দাগ করে দেব। ১৭. আমি ওদের পরীক্ষা করব, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন ওরা শপথ করেছিল যে, ওরা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল, ১৮. 'আল্লাহ্ চাইলে'—এ না বলে। ১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সে উদ্যানে, যখন ওরা নিদ্রিত ছিল। ২০. ফলে তা দগ্ধ হয়ে অমানিশার মত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। ২১. প্রত্যুষে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল, ২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।' ২৩. অতঃপর ওরা নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে চলল, ২৪. 'আজ যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।' ২৫. অতঃপর ওরা অভাবগ্রস্তদের নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। ২৬. অতঃপর ওরা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল ওরা বলল, 'আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি, ২৭. বরং আমরা তো বঞ্চিত।' ২৮. ওদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন'? ২৯. তখন ওরা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা নিঃসন্দেহে সীমালংঘনকারী ছিলাম।' ৩০. অতঃপর ওরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। ৩১. ওরা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী। ৩২. আমরা আশা রাখি—আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদের দেবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।' ৩৩. শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি কঠিনতর। যদি ওরা জানত।[১১৬]

২. **রুকূ**।। ৩৪. সাবধানীদের জন্য রয়েছে ভোগবিলাসপূর্ণ জান্নাত তাদের প্রতিপালকের নিকট। ৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সদৃশ গণ্য করব? ৩৬. তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? ৩৭. তোমাদের নিকট কি কোন গ্রন্থ আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর—৩৮. নিশ্চয়ই তাতে তোমরা তাই পাবে যা তোমরা পছন্দ কর। ৩৯. আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে? ৪০. হে রাসূল! তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর ওদের মধ্যে এ দাবীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ৪১. ওদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকলে ওরা ওদের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক যদি ওরা সত্যবাদী হয়। ৪২. স্মরণ কর সে চরম সঙ্কট দিনের কথা যেদিন ওদের সাজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না। ৪৩. হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে, অথচ যখন ওরা নিরাপদ ছিল তখন তো ওদের আহ্বান করা হয়েছিল সাজদা করতে। ৪৪. যারা এ কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি ওদের এমনভাবে ক্রমে ক্রমে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, ওরা জানতে পারবে না। ৪৫. আমি ওদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ৪৬. তুমি কি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চাইছ যে, ওরা একে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করবে? ৪৭. ওদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, ওরা তা লিখে রাখে? ৪৮. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের

নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। তুমি ইউনুসের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ-আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। ৪৯. তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। ৫০. পুণরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ৫১. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন ওরা তোমার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করে যেন ওরা তোমাকে আছড়িয়ে মেরে ফেলবে এবং বলে, 'এ-তো এক পাগল'। ৫২. কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ **(পারার এক চতুর্থাংশ)**।

৬৯. সূরা হা'ক্কাহ্

২ রুকু ॥ ৫২ আয়াত ॥ ২৬০ শব্দ ॥ ১১৩৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাত, আদ, সামূদ, ফিরাউন ও কাওমে নূহ্, কিয়ামাতের বিস্তত বিবরণ, পাপী ও পূণ্যবান, কুরআন শারীফ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত। ২. সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত কি? ৩. সত্যাসত্য বিচারের মুহূর্ত সম্পর্কে তুমি কি জান? ৪. আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয় অস্বীকার করেছিল। ৫. সামূদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ে, ৬. আ'দ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে, ৭. যা তিনি ওদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে; তুমি তখন উপস্থিত থাকলে দেখতে ওরা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে অন্তঃসারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। ৮. ওদের কারও অস্তিত্ব তুমি দেখতে পাও কি? ৯. পাপাসক্ত ছিল ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীগণ এবং লূত সম্প্রদায়। ১০. ওরা ওদের প্রতিপালকের রাসূলগণকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি ওদের শাস্তি দিলেন, কঠোর শাস্তি। ১১. জলোচ্ছ্বাসকালে আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের আরোহণ করিয়েছিলাম জলযানে। ১২. আমি এ করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং যারা শ্রুতিধর তারা যাতে এ স্মরণ রাখে। ১৩. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার,[১১৭] ১৪. পর্বতমালাসমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় ওরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ১৫. সেদিন সংঘঠিত হবে মহাপ্রলয়। ১৬. এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ১৭. ফিরিশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা[১১৮] তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে ঊর্ধ্বদেশে। ১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদের এবং তোমাদের কিছুই আর গোপন থাকবে না। ১৯. তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে (আনন্দে অপর লোককে) বলবে, 'নাও আমলনামা এবং পড়ে দেখ; ২০. আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' ২১. সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবন যাপন করবে; ২২. সুমহান জান্নাতে ২৩. যার ফলরাজি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। ২৪. তাদের বলা হবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সঙ্গে

, কারণ, তোমরা পার্থিব জীবনে সৎকর্ম করেছিলে।' ২৫. কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত, ২৬. এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! ২৭. হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। ২৮. আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এল না। ২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।' ৩০. ফিরিশ্‌তাদের বলা হবে, 'ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও ৩১. এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। ৩২. পুণরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। ৩৩. সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না, ৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে অন্যকে উৎসাহিত করত না,' ৩৫. অতএব এইদিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না, ৩৬. এবং ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না, ৩৭. যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না।

২. রুকূ।। ৩৮. আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও, ৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না—৪০. নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরিত। ৪১. এ কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ৪২. এ কোন বাক-চতুর কথিত কাহিনীও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ৪৩. এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। ৪৪. সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, ৪৫. আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম, ৪৬. এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম; ৪৭. তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। ৪৮. এ সাবধানীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। ৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। ৫০. নিশ্চয়ই এ অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কারণ হবে; ৫১. নিশ্চয়ই এ সন্দেহাতীত সত্য। ৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৭০. সূরা মায়া'রিজ

২ রুকূ ।। ৪৪ আয়াত ।। ২৬০ শব্দ ।। ৯৭৭ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাত, পাপাত্মা ও পূণ্যাত্মার পরিচয়, অবিশ্বাসী।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. এক ব্যক্তি চাইল অবধারিত শাস্তি সংঘঠিত হোক— ২. যা অবধারিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য, এ প্রতিরোধ করার কেউ নেই। ৩. এ আসবে আল্লাহ্‌র নিকট হতে, যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ৪. ফিরিশ্‌তা এবং রূহ (জীবন) আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে (কিয়ামাতের দিনে) যে দিনটি পার্থিব হাজার বছরের সমান। ৫. সুতরাং তুমি পূর্ণ ধৈর্য ধারণ কর। ৬. ওরা শাস্তিকে সুদূরপরাহত মনে করে ৭. কিন্তু আমি দেখছি, এ আসন্ন। ৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। ১০. সেদিন সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নেবে না, ১১. যদিও ওদের একে অপরের দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখা হবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, ১২. তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, ১৩. তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যারা তাকে আশ্রয় দিত, ১৪. এবং পৃথিবীর সমস্ত

কিছু যদি এ মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারত। ১৫. না, কখনই নয়, এগুলি তাকে রক্ষা করবে না, এ-তো লেলিহান অগ্নি, ১৬. যা চামড়া ঝলসিয়ে (তার) গাত্র হতে খসিয়ে দেবে। ১৭. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং তা আঁকড়িয়ে ধরে রাখত। ১৯. মানুষ তো স্বভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত ২০. সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে, ২১. এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে। ২২. তবে তারা নয় যারা নামায পড়ে ২৩. যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান, ২৪. যাদের সম্পদের মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে ২৫. প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বঞ্চিতের), ২৬. এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। ২৭. যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত—২৮. তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয় যা হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায়। ২৯. এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, ৩০. কিন্তু তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় হবে না। ৩১. এবং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। ৩২. এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৩৩. যারা সাক্ষ্যদানে অটল, ৩৪. এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান—৩৫. তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।

২. রুকূ।। ৩৬. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে আসছে ৩৭. ডান ও বাম দিক হতে, দলে দলে?—৩৮. ওদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করান হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? ৩৯. না, তা হবে না, আমি ওদের যা হতে সৃষ্টি করেছি তা ওরা জানে। ৪০. আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির—'নিশ্চয়ই আমি সক্ষম' যে, ৪১. ওদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে ওদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমি অক্ষম নই। ৪২. অতএব ওদের যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক। ৪৩. সেদিন ওরা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে, মনে হবে ওরা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হয়েছে। ৪৪. হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে; এটিই সেদিন যার বিষয়ে ওদের সতর্ক করা হয়েছিল।

৭১. সূরা নূহ্

২ রুকূ ।। ২৮ আয়াত ।। ২৩১ শব্দ ।। ৭৯৭ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ হাযরাত নূহ্ আ-এর নসীহত, কওমের অভিযোগ ও অভিশাপ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. নূহ্‌কে আমি তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ প্রেরণ করেছিলাম ঃ 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে সতর্ক কর।' ২. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। ৩. এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে ও তাঁকে ভয় করবে এবং আমার আনুগত্য করবে; ৪. তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদের অবকাশ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দেবেন। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা এ জানতে!' ৫. সে বলেছিল, 'হে

আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত আহ্বান করছি, ৬. কিন্তু আমাব আহ্বান ওদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। ৭. আমি যখনই ওদের আহ্বান করি যাতে তুমি ওদের ক্ষমা কর ওরা কানে অঙ্গুলী দেয় এবং ওদের মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানে জিদ করতে থাকে ও অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ৮. অতঃপর আমি ওদের প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। ৯. পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি এবং নির্জনে উপদেশ দিয়েছি। ১০. বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহাক্ষমাশীল, ১১. তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। ১২. তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও নদী-নালা প্রবাহিত করবেন। ১৩. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না? ১৪. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে ১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী, ১৬. এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে, ১৭. তিনি তোমাদের উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে। ১৮. অতঃপর ওতে তিনি তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুণরুত্থিত করবেন। ১৯. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত—২০. যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।'

২. রুকূ।। ২১. নূহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করছে এমন লোকদের যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে।' ২২. ওরা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। ২৩. ওরা বলল, 'তোমরা তোমাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো না; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়ায়ূক ও নাস্‌রকে' (দেবতাদের নাম) ২৪. ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং সীমালংঘনকারীদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করে দাও। ২৫. ওদের অপরাধের জন্য ওদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে ওদের প্রবেশ করান হয়েছিল জাহান্নামে; অতঃপর ওরা আল্লাহ্ ছাড়া কাকেও সাহায্যকারী পায়নি। ২৬. নূহ আরও বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। ২৭. তুমি ওদের অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার দাসদের বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী। ২৮. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের ক্ষমা কর এবং সীমালংঘনকারীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস কর' **(পারার অর্ধাংশ)।**

৭২. সূরা জ্বিন

২ রুকূ ॥ ২৮ আয়াত ॥ ২৮৭ শব্দ ॥ ১১২৬ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ জ্বীনের ঈমান ও তাওবা, অবিশ্বাসীকে উপদেশ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বল, 'ওহীর (প্রত্যাদেশের) মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জ্বিনদের একটি

দল কুরআন পাঠ শ্রবণ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কব কুরআন শ্রবণ করেছি, ২. যা সঠিক পথনির্দেশ করে; ফলে, আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন অংশী স্থাপন করব না। ৩. এবং এটিও বিশ্বাস করেছি যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সুউচ্চ; তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। ৪. আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত। ৫. অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জ্বিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। ৬. ওহীর মাধ্যমে আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কোন কোন মানুষ কিছু জ্বিনের শরণ নিত, ফলে, ওরা জ্বিনদের আত্মম্ভারিতা বাড়িয়ে দিত।' ৭. জ্বিনেরা বলেছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাকেও পুণরুত্থিত করবেন না'। ৮. এবং ওরা পরস্পর বলাবলি করেছিল যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ ৯. পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসে থাকতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। ১০. আমরা জানি না জগতের প্রতিপালক জগদ্বাসীর অমঙ্গল চান, না তাদের মঙ্গল কামনা করেন? ১১. এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর বিপরীত, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী; ১২. এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁর ক্ষমতাকে ব্যর্থ করতে পারব না। ১৩. আমরা যখন পথনির্দেশক কুরআনের বাণী শুনলাম তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার পুরস্কার লাঘবের বা শাস্তি বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা থাকবে না। ১৪. আমাদের কিছু আত্মসমর্পণকারী এবং কিছু সীমালংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। ১৫. কিন্তু যারা অত্যাচারী তারা অবশ্য জাহান্নামেরই ইন্ধন। ১৬. ওরা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত ওদের আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। ১৭. যা দিয়ে আমি ওদের পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তার দুঃসহ শাস্তির বিধান করবেন। ১৮. এবং আমার নিকট এ প্রকার ওহীও এসেছে যে, সাজদার স্থানসমূহ (মাসজিদ) আল্লাহ্‌র জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাকেও ডেকো না। ১৯. ওহীর মাধ্যমে আমি এও অবগত হয়েছি যে, যখন আল্লাহ্‌র দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন বিপুলসংখ্যক জ্বিন কুরআন শ্রবণ করার জন্য তার চারদিকে ভিড় জমাল।

২. রুকূ।। ২০. বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাকেও শরীক করি না।' ২১. বল, 'আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই।' ২২. বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতিকূলে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। ২৩. কেবল আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর আদেশ প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে।' যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। ২৪. যখন ওরা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা বুঝতে পারবে, কোন পক্ষের সমর্থনকারী দুর্বলতর এবং কোন পক্ষ সংখ্যায় স্বল্প। ২৫. বল, 'আমি জানি না তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন না

আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘমিয়াদ স্থির করবেন। ২৬. তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না। ২৭. তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। ২৮. রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কি না দেখার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন'।

৭৩. সূরা মুয্‌যাম্‌-মেল

২ রুকূ ॥ ২০ আয়াত ॥ ২০০ শব্দ ॥ ৮৬৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ ইবাদত, অবিশ্বাসী, কিয়ামাত, ফিরাউনের দৃষ্টান্ত, রুগ্ন পথিক ও যোদ্ধার জন্য ক্বেরাআত লাঘব, নামাজ, জাকাত, 'কার্জে হাসানা' (উত্তম প্রতিদান)।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী![১১৯] ২. উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; ৩. অর্ধ রাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প ৪. অথবা তদপেক্ষা বেশী। কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। ৫. আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ৬. উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। ৭. দিবাভাগে রয়েছে তোমার জন্য অতিশয় কর্মব্যস্ততা। ৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। ৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিকর্তা; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর। ১০. লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে ওদের পরিহার করে চল। ১১. বিলাস-সামগ্রীর অধিকারী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং কিছুকালের জন্য ওদের অবকাশ দাও। ১২. আমার নিকট আছে শৃঙ্খল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ১৩. গলায় আটকিয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৪. শাস্তি-দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। ১৫. আমি তোমাদের নিকট এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ পাঠিয়েছি, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের নিকট, ১৬. কিন্তু ফেরাউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। ১৭. অতএব তোমরা কি করে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সে দিনকে অস্বীকার কর যেদিনের ভয়াবহতা তরুণকে পরিণত করবে বৃদ্ধে ও ১৮. আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর বিঘোষিত প্রতিজ্ঞা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ১৯. নিশ্চয়ই এ এক অনুশাসন, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

২. রুকূ॥ ২০. তোমার প্রতিপালক তো জানেন তুমি কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ উপাসনার জন্য জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দল জাগে; দিবস ও রাত্রির পরিমাণের সঠিক হিসাব আল্লাহ্ রাখেন; তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ

হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে, কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে! কাজেই কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। নামায যথাযথভাবে পড়, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্নে সঞ্চয় করবে তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট উৎকৃষ্টতর রূপে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিত পরিমাণে পাবে। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকট; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৪. সূরা মুদ্দাস্‌সির

২ রুকূ ॥ ৫৬ আয়াত ॥ ২৫৬ শব্দ ॥ ১১৪৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা-কে আদেশ, অবিশ্বাসী, জাহান্নাম, জাহান্নামী ও জান্নাতির আলাপ, পাপীদের স্বীকারোক্তি ও অবস্থা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (চাদরাবৃত)! ২. ওঠ ও সতর্কবাণী প্রচার কর, ৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার ভূষণ পবিত্র কর, ৫. অপবিত্রতা হতে দূরে থাক, ৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দিয়ো না, ৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। ৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ৯. সেদিন হবে এক সঙ্কটের দিন—১০. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য এ কঠিন। ১১. আমার হাতে ছেড়ে দাও তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। ১২. তাকে আমি দিয়েছি বিপুল ধনসম্পদ ১৩. এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ, ১৪. এবং তাকে দিয়েছিলাম স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। ১৬. না—তা হবে না, জেনে শুনে সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর। ১৭. আমি তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। ১৮. সে-তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। ১৯. অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল! ২০. আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল; ২১. সে আবার চেয়ে দেখল। ২২. অতঃপর সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। ২৩. অতঃপর সে একবার পিছিয়ে গেল এবং পরে দম্ভভরে ফিরে আসল, ২৪. এবং ঘোষণা করল, 'এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। ২৫. এ-তো মানুষেরই কথা।'[১২০] ২৬. আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার-এ, ২৭. তুমি কি জান সাক্বার কি? ২৮. তা ওদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। ২৯. এ গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। ৩০. 'সাক্বার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী।[১২১] ৩১. আমি ফিরিশ্‌তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী; সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি ওদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে গ্রন্থধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা এবং গ্রন্থধারীগণ সন্দেহ পোষণ করে না। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, 'আল্লাহ্

এ অভিনব উক্তি দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন'? এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধানবাণী।

২. রুকূ।। ৩২. না, ওরা এতে কর্ণপাত করবে না, চন্দ্রের শপথ, ৩৩. শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে। ৩৪. শপথ প্রভাত কালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল—৩৫. এ জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। ৩৬. এ মানুষকে সতর্ক করার জন্য—৩৭. তোমাদের মধ্যে যে-কেউ কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে চায় এবং যে কেউ কল্যাণের পথ হতে পিছিয়ে পড়ে, এ সতর্কবাণী তাদের উভয়ের জন্য। ৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দুষ্কৃতির জন্য দায়ী থাকবে, ৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থরা নয়। ৪০. তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে—৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. এবং বলবে, 'তোমাদের কিসে সাক্বার-এ নিক্ষেপ করেছে?' ৪৩. ওরা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না ৪৪. আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না, ৪৫. এবং যারা অন্যায় আলোচনা করত তাদের আলোচনায় যোগ দিতাম। ৪৬. আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করেছি। ৪৭. আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।' ৪৮. ফলে, সুপারিশকারীদের সুপারিশ ওদের কোন কাজে আসবে না। ৪৯. ওদের কি হয়েছে যে, ওরা অনুশাসন হতে দূরে সরে পড়ে? ৫০. ওরা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ ৫১. যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। ৫২. বস্তুত ওদের প্রত্যেকেই কামনা করে—ওদের প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে এক একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হোক। ৫৩. না, এ হওয়ার নয়। ওরা তো পরকালের ভয় পোষণ করে না। ৫৪. না, এ হওয়ার নয়, কুরআনই সকলের জন্য একটি অনুশাসন। ৫৫. অতএব যার ইচ্ছা সে এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করুক। ৫৬. আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ এ হতে গ্রহণ (শিক্ষা) করবে না, একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৭৫. সূরা ক্বিয়ামাহ্

২ রুকূ ।। ৪০ আয়াত ।। ১৬৪ শব্দ ।। ৬৮২ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাত, তার সময়, কুরআন, পাপাত্মা ও পূণ্যাত্মা, পাপের পরিচয়, 'মনির' কাতরা হতে মানুষ সৃষ্টি, পুনরুত্থান।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিনের, ২. আরও শপথ করছি সে আত্মার যে নিজ কর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়—(তোমরা পুণরুত্থিত হবেই)। ৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? ৪. বস্তুত আমি ওর অঙ্গুলীগুলি পর্যন্ত পুণর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ৫. তবুও যা অবশ্যম্ভাবী মানুষ তা অস্বীকার করতে চায়; ৬. মানুষ প্রশ্ন করে 'কখন কিয়ামাত দিন আসবে?' ৭. যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ৮. এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, ৯. যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?' ১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। ১২. সেদিন ঠাঁই হবে তোমার

প্রতিপালকেরই নিকট। ১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি করেছে ও কি করেনি। ১৪. বস্তুত মানুষ নিজেই তার কর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবগত, ১৫. যদিও সে নিজের দোষ-ত্রুটি ঢাকতে চায়। ১৬. তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য তুমি ওহী (প্রত্যাদেশ) দ্রুত আবৃত্তি করো না, ১৭. এ সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। ১৮. সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, ১৯. অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। ২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস; ২১. এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। ২২. সেদিন কোন কোন মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। ২৩. তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ২৪. কারও কারও মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ। ২৫. এ আশঙ্কায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। ২৬. যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, ২৭. তখন বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে'? ২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এ বিদায়ক্ষণ। ২৯. এবং বিপদের পর বিপদ এসে পড়বে। ৩০. সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।

২. রুকূ।। ৩১. সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায ঠিকমত পড়েনি ৩২. বরং সে অবিশ্বাস করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ৩৩. অতঃপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট দম্ভভরে ফিরে গিয়েছিল, ৩৪. অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত। ৩৫. অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত! ৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? ৩৭. সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? ৩৮. অতঃপর সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? তারপর আল্লাহ্ তাকে কি আকৃতি দান করেননি ও সুঠাম করেননি? ৩৯. অতঃপর তিনি কি তা হতে সৃষ্টি করেননি যুগল নর ও নারী? ৪০. তবুও কি স্রষ্টা মৃতকে পুণর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

৭৬. সূরা দাহ্‌র

২ রুকূ ॥ ৩১ আয়াত ॥ ২৪৬ শব্দ ॥ ১০৯৯ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ 'মনি' (বীর্য) হতে মানুষের সৃষ্টি ও পর্যায়, পূণ্যাত্মাদের লক্ষণ ও জান্নাত, রাসূলুল্লাহ্ সা-কে প্রবোধ ও উপদেশ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. জীবন লাভের পূর্বে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য ছিল না। ২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন। ৩. আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। ৪. আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি ৫. সৎকর্মশীলেরা পান করবে কর্পূরের পানি মিশ্রিত শরাব। ৬. এ (কর্পূর) একটি প্রস্রবণ বিশেষ—যা হতে আল্লাহ্‌র দাসগণ পান করবে—তারা এ প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। ৭. তারা তাদের মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে যেদিন ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। ৮. আহার্যের প্রতি আশক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত পিতৃহীন ও বন্দীকে আহার্য দান করে, ৯. এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। ১০. আমরা

আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর দিনের।' ১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদের দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। ১২. আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদের দেবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। ১৩. সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হবে। তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। ১৪. সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। ১৫. তাদের পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে; স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে—১৬. রজত-শুভ্র স্ফটিক-পাত্রে। পবিশেনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। ১৭. সেখানে তাদের পান করতে দেওয়া হবে 'যান-যাবীল'-এর পানি মিশ্রিত পানীয়, ১৮. এ জান্নাতের 'সাল্‌সাবীল' নামক এক পস্রবন। ১৯. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরগণ, ওদের দেখে মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। ২০. তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। ২১. তাদের আভরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণে, তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। ২২. বলা হবে, 'এটিই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মের স্বীকৃতি।'

২. রুকূ।। ২৩. আমি পর্যায়ক্রমে তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি। ২৪. সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং ওদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তার আনুগত্য করো না। ২৫. এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। ২৬. রাত্রিতে তাঁর প্রতি সাজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ২৭. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং ওরা পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে। ২৮. আমি ওদের সৃষ্টি করেছি এবং ওদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব ওদের পরিবর্তে ওদের অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। ২৯. এ এক অনুশাসন, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। ৩০. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু সীমালংঘনকারীগণ—ওদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

৭৭. সূরা মূরসালাত

২ রুকূ ।। ৫০ আয়াত ।। ১৮১ শব্দ ।। ৮৪৬ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** কিয়ামাতের সময়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, মানব সৃষ্টি রহস্য, পাপাত্মা ও পূণ্যাত্মা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. কল্যাণবাহী বায়ুর শপথ, ২. এবং প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার শপথ, ৩. মেঘসঞ্চালনকারী বায়ুর শপথ, ৪. এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ। ৫. শপথ বায়ুর যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়—৬. যাতে ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে এবং তোমরা

সতর্ক হও। ৭. নিশ্চয়ই তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। ৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে, ৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, ১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে, ১১. এবং রাসূলগণের উপস্থিতির সময় নিরূপণ করা হবে, ১২. এ সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? ১৩. বিচার দিনের জন্য। ১৪. বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি কি জান? ১৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি! ১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদের পূর্ববর্তীদের মতই ধ্বংস করব। ১৮. অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। ১৯. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ২০. আমি কি তোমাদের তুচ্ছ তরল পদার্থ হতে সৃষ্টি করিনি? ২১. অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে, ২২. এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। ২৩. আমি এটিকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা। ২৪. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধরিত্রীরূপে, ২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য? ২৭. আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদের দিয়েছি সুপেয় পানি। ২৮. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ২৯. তোমরা যাকে অস্বীকার করতে আজ তোমরা চল তারই দিকে। ৩০. তিনটি কুণ্ডলীর আকারে উত্থিত ধূম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে চল, ৩১. যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে রক্ষা করে না। ৩২. এ উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য স্ফুলিঙ্গ, ৩৩. অথবা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। ৩৪. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৩৫. এ এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফূর্তি হবে না, ৩৬. এবং কাকেও দেওয়া হবে না অপরাধ স্খালনের অনুমতি, ৩৭. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৩৮. সেদিন বলা হবে 'এটিই বিচারের দিন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্রিত করেছি। ৩৯. তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর'। ৪০. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে।

২. **রুকূ**।। ৪১. সাবধানীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে, ৪২. তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। ৪৩. তাদের বলা হবে, 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।' ৪৪. এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। ৪৫. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৪৬. হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ! তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও কিছুদিনের জন্য, তোমরা তো অপরাধী। ৪৭. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৪৮. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও' ওরা নত হয় না। ৪৯. সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৫০. সুতরাং ওরা কুরআনের বাণীর পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাসস্থাপন করবে!

২৯শ পারা সমাপ্ত

৭৮. সূরা নাবা

২ রুকূ ।। ৪০ আয়াত ।। ১৭৪ শব্দ ।। ৮০১ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ রহমত ও অনুগ্রহ, কিয়ামাত, জাহান্নামী, মুত্তাকী (ধর্মভীরু), অবিশ্বাসীদের মাটি হওয়ার বাসনা!**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. ওরা একে অপরের নিকট কি বিষয় জানতে চায়? ২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে, ৩. যে বিষয়ে ওদের মতানৈক্য আছে। ৪. না, ওদের ধারণা অবাস্তব, ওরা এ জানতে পারবে; ৫. না, ওদের ধারণা অবাস্তব; ওরা এ সত্বরই জানতে পারবে। ৬. আমি কি ভূমিকে বিছানা, ৭. ও পর্বতকে কীলক-সদৃশ করিনি? ৮. আমি তোমাদের জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি, ৯. তোমাদের নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্য, ১০. রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ, ১১. এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। ১২. আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্তাকাশ নির্মাণ করেছি, ১৩. এবং প্রোজ্জ্বল-দ্বীপ সৃষ্টি করেছি। ১৪. জলাধার হতে আমি প্রচুর বৃষ্টিপাত করি; ১৫. তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ১৬. ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান। ১৭. বিচার-দিন নির্ধারিত আছে; ১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, ১৯. আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বহু ফাটল হবে, ২০. এবং পর্বত উন্মূলিত হয়ে মরীচিকাবৎ হবে, ২১. জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে; ২২. এ হবে সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। ২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, ২৪. সেখানে ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়—২৫. আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের; ২৬. এটিই উপযুক্ত প্রতিফল, ২৭. কারণ ওরা হিসাবের আশঙ্কা করত না, ২৮. এবং ওরা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২৯. সব কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছি। ৩০. অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব।

২. রুকূ।। ৩১. সাবধানীদের জন্য আছে সাফল্য, ৩২. উদ্যান, দ্রাক্ষা, ৩৩. সমবয়স্কাপূর্ণ উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী, ৩৪. এবং পূর্ণ পানপাত্র। ৩৫. সেখানে তারা অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না; ৩৬. এ পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের, ৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না। ৩৮. সেদিন জিব্রীল ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। ৩৯. এ দিন সুনিশ্চিত; অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। ৪০. আমি তোমাদের আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলবে হায়, 'আমি যদি মাটি হতাম!'

৭৯. সূরা নাযেয়াত

২ রুকূ ।। ৪৬ আয়াত ।। ১৮১ শব্দ ।। ৭৯১ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচীঃ পুনরুত্থান, হাযরাত মূসা আ, প্রাকৃতিক ক্ষমতা, অনুগ্রহ, জান্নাতী-জাহান্নামীর লক্ষণ।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ তাদের যাবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর প্রাণ নির্মমভাবে উৎপাটন করে, ২ শপথ তাদের যারা বিশ্বাসীর প্রাণ মৃদুভাবে বের করে নেয়, ৩. শপথ তাদের যারা তীব্রগতিতে বিচরণ করে, ৪. শপথ তাদের যারা দ্রুততর কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়, ৫. এবং শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—তোমরা পুণরুত্থিত হবেই। ৬. সেদিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে, ৭. পরে দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি হবে। ৮. সেদিন হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে, ৯. মানুষের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। ১০. তারা বলে 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই—১১. গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?' ১২. তারা বলে 'তাই যদি হয় তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে।' ১৩. এ-তো কেবল এক মহাগর্জন, ১৪. এবং তখনই ময়দানে ওদের আবির্ভাব হবে। ১৫. মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁচেছে কি? ১৬. তার প্রতিপালক পবিত্র 'তোয়া' উপত্যকায় তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, ১৭. 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে, ১৮. এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও, ১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' ২০. অতঃপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখায়, ২১. কিন্তু সে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং বিদ্রোহাচরণ করল। ২২. অতঃপর সে এর প্রতিবিধান প্রচেষ্টায় চলে গেল। ২৩. সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল, ২৪. 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' ২৫. অতঃপর আল্লাহ্ ওকে পরলোকে ও ইহলোকে কঠিন শাস্তি দেন। ২৬. যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

২. রুকূ।। ২৭. তোমাদের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের? তিনিই এ নির্মাণ করেছেন; ২৮. তিনি এটিকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। ২৯. তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনে প্রকাশ করেন সূর্যালোক; ৩০. অতঃপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন; ৩১. তিনি তা হতে ওর পস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন, ৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন; ৩৩. এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য। ৩৪. অতঃপর যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হবে, ৩৫. মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে, ৩৬. এবং সকলের নিকট জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। ৩৭. তখন যে সীমালংঘন করেছে ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে ৩৯. জাহান্নামই হবে তার আশ্রয়স্থল। ৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখত এবং খেয়াল-খুশী হতে নিজেকে বিরত রাখত ৪১. জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল। ৪২. ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামাত কখন ঘটবে?' ৪৩. তুমি এ বিষয়ে কি জান? ৪৪. এর চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট; ৪৫. যে ওর ভয় রাখে তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করবে। ৪৬. যেদিন ওরা এ প্রত্যক্ষ করবে সেদিন ওদের মনে হবে যেন ওরা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!

৮০. সূরা আ'বাসা

১ রুকূ ।। ৪২ আয়াত ।। ১৩৩ শব্দ ।। ৭০৩ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ জনৈক অন্ধ সাহাবী রা-র প্রতি অমনোযোগীতা, কিয়ামাত, কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও পুনরুত্থান, অনুগ্রহ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. সে (মুহাম্মাদ) ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, ২. কারণ তার নিকট এক অন্ধ [১২২] এল। ৩. কে তোমাকে ওর সম্বন্ধে জ্ঞান দিল? সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত, ৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দ্বারা উপকৃত হত। ৫. যে বৈভবশালী ৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগী; ৭. সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন অপরাধ নেই; ৮. যে তোমার নিকট সোৎসাহে এল ৯. এবং সে সশঙ্ক চিত্ত, ১০. তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে; ১১. এ প্রকার আচরণ অনুচিত; এ উপদেশবাণী; ১২. যে ইচ্ছা করবে সে এ স্মরণ রাখবে। ১৩. এ আছে মহান, ১৪. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র গ্রন্থে, ১৫. তা এরূপ লিপিকারের হাতে আছে ১৬. যারা পূত-চরিত্র ফিরিশ্‌তা। ১৭. হতভাগ্য মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি ওকে কি হতে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. শুক্র হতে তিনি ওকে সৃষ্টি করেন, পরে ওর বিকাশ সাধন করেন, ২০. অতঃপর ওর জন্য পথ সহজ করে দেন; ২১. তারপর ওর মৃত্যু ঘটান এবং ওকে সমাধিস্থ করেন। ২২. এর পর যখন ইচ্ছা তিনি ওকে পুণর্জীবিত করবেন। ২৩. এ প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি ওকে যা আদেশ করেছেন সে এখনও তা পুরোপুরি করেনি। ২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। ২৫. আমি প্রচুর বারি বর্ষণ করি, ২৬. অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি; ২৭. এবং ওতে আমি শস্য, ২৮. দ্রাক্ষা, শাক্, সবজী ২৯. জায়তুন, খেজুর, ৩০. বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ৩১. ফল এবং গবাদির খাদ্য উৎপন্ন করি; ৩২. এ তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য। ৩৩. যে দিন কিয়ামাত উপস্থিত হবে, ৩৪. মানুষ তার ভ্রাতা, ৩৫. তার মাতা, তার পিতা, ৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। ৩৭. সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ৩৮. অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, ৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল, ৪০. এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর ৪১. ও কালিমাচ্ছন্ন হবে। ৪২. এরাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও দুষ্কৃতিকারী।

৮১. সূরা তাক্‌ভীর

১ রুকূ ।। ২৯ আয়াত ।। ১০৪ শব্দ ।। ৪৩৬ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কন্যা হত্যা, কিয়ামাতের অবস্থা, কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সা, জিব্রীল।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, ২. যখন নক্ষত্র খসে পড়বে, ৩. পর্বতসমূহ যখন

অপসারিত হবে, ৪. যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী (তার দুধ ও বাচ্চাকে কিয়ামাতের ভয়ে ত্যাগ করা হবে) উপেক্ষিত হবে, ৫. যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে, ৬. সমুদ্র যখন স্ফীত হবে, ৭. দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে, ৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ৯. কি অপরাধে ওকে হত্যা করা হয়েছিল? ১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে, ১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, ১২. জাহান্নামে যখন অগ্নি উদ্দীপিত হবে, ১৩. এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী হবে, ১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি কি নিয়ে এসেছে। ১৫. আমি শপথ করি—ভ্রাম্যমান গ্রহ নক্ষত্রের, ১৬. যা প্রত্যাগমণ করে ও অদৃশ্য হয়, ১৭. শপথ নিশা অবসান কাল ১৮. ও ঊষা আবির্ভাব কালের, ১৯. নিশ্চয়ই পবিত্র কুরআন সম্মানিত রাসূলের [১২৩] আনীত বাণী ২০. যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা-সম্পন্ন, ২১. যাঁর আজ্ঞা সেখানে পালিত হয় এবং যিনি বিশ্বাসভাজন। ২২. এবং তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়। ২৩. সে তো ওকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে, ২৪. সে ওহী প্রকাশে কার্পণ্য করে না, ২৫. এবং এ অভিশপ্ত শাইতানের কথা নয়। ২৬. সুতরাং তোমরা কোন্ পথে চলেছ? ২৭. সে তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ, ২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। ২৯. বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র অনুমতি না হলে তোমাদের মতি হয় না।

৮২. সূরা ইন্‌ফিত্বার

১ রুকূ ॥ ১৯ আয়াত ॥ ৮০ শব্দ ॥ ৩২৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাতের অবস্থা, সৃজন, কর্মফল দিবস।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, ২. যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত হবে, ৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে, ৪. এবং যখন কবর উন্মোচিত হবে, ৫. তখন প্রত্যেকে জানবে সে কি করেছে ও কি করেনি। ৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস্য করেছেন, ৮. তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। ৯. বিভ্রান্তির কিছুই নেই। তোমরাই ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে থাক; ১০. অবশ্যই আছে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক; ১১. সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ; ১২. ওরা জানে যা তোমরা কর। ১৩. সুকৃতিকারীগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে ১৪. এবং দুষ্কৃতিকারীগণ তো থাকবে জাহান্নামে; ১৫. ওরা কর্মফল দিনে ওতে প্রবেশ করবে; ১৬. সেথায় ওরা স্থায়ী হবে। ১৭. কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? ১৮. অতঃপর কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কি জান? ১৯. সেদিন একে অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র **(পারার এক চতুর্থাংশ)**।

৮৩. সূরা তাত্বফিফ্ বা মুতাফ্ফেফিন

১ রুকূ ॥ ৩৬ আয়াত ॥ ১৭২ শব্দ ॥ ৭৫৮ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ ওজন হ্রাস বৃদ্ধি, ইল্লীয়্যীন, সিজ্জিন।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ। ২. যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেবার সময় গ্রহণ করে পূর্ণমাত্রায় ৩. এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। ৪. ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওরা পুণরুত্থিত হবে ৫. মহাদিনে? ৬. যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে! ৭. এ প্রকার আচরণ অনুচিত; দুষ্কৃতিকারীদের কর্মবিবরণী তো সিজ্জীনে আছে। ৮. সিজ্জীন[১২৪] সম্পর্কে তুমি কি জান? ৯. এ লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী। ১০. সেদিন মিথ্যাচারীদের হবে মন্দ পরিণাম, ১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে; ১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী এ অস্বীকার করে; ১৩. ওর নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ সেকালের উপকথা।' ১৪. এ সত্য নয়, ওদের কৃতকর্মই ওদের হৃদয়ে জঙ (মরিচা) ধরিয়েছে। ১৫. অবশ্যই সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে; ১৬. অতঃপর ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে; ১৭. তারপর বলা হবে, 'এটিই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে।' ১৮. অবশ্যই সুকৃতিকারীদের কর্মবিবরণী আছে ইল্লিয়্যীনে; ১৯. তুমি জান ইল্লিয়্যীন কি?[১২৫] ২০. এ লিপিবদ্ধ কর্মবিবরণী ২১. যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে। ২২. সুকৃতিকারীরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, ২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। ২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে। ২৫. তাদের মোহর করা পাত্র হতে বিশুদ্ধ সূরা পান করানো হবে; ২৬. যার দ্বারা তা মোহর করা থাকবে তা কস্তুরী, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগীতা করুক। ২৭. ওতে যা মিশানো হবে তা 'তাসনীমের' পানি, ২৮. এ একটি প্রস্রবন, যা হতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। ২৯. দুষ্কৃতিকারীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত ৩০. এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত তখন বক্রদৃষ্টিতে ইশারা করত। ৩১. ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন ফিরত উৎফুল্ল হয়ে, ৩২. এবং যখন ওদের দেখত তখন বলত, 'এরাই তো পথভ্রষ্ট।' ৩৩. ওদের তো তাদের (বিশ্বাসীদের) তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠান হয়নি। ৩৪. আজ বিশ্বাসীগণ উপহাস করছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের, ৩৫. সুসজ্জিত আসন হতে ওদের অবলোকন করে। ৩৬. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ওদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেল তো?

৮৪. সূরা হন্‌শক্কাক্

১ রুকূ ॥ ২৫ আয়াত ॥ ১০৮ শব্দ ॥ ৪৪৮ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাতের হালত, হিসাব নিকাশ, অবস্থান্তর।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, ২. ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে

এবং এটিই তার প্রকৃতিগত কর্তব্য, ৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করে সমতল করা হবে, ৪. ও পৃথিবী তার গর্ভে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে, ৫. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর এটিই তার প্রকৃতিগত কর্তব্য, তখন তোমরা পুণরুত্থিত হবেই। ৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কৃচ্ছ সাধন করে থাক পরে তুমি তা দেখতে পাবে। ৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে ৮. তার হিসাবনিকাশ সহজেই হয়ে যাবে, ৯. এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। ১০. এবং যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক হতে দেওয়া হবে ১১. সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে; ১২. এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে; ১৩. সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল, ১৪. সে ভাবত যে সে কখনই আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যাবে না; ১৫. নিশ্চয়ই ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের, ১৭. রাত্রির এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার, ১৮. এবং শপথ করি চন্দ্রের, যখন তা হয় পূর্ণচন্দ্র। ১৯. নিশ্চয়ই তোমরা একের পর আরেক অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। ২০. সুতরাং ওদের কি হল যে ওরা বিশ্বাস করে না? ২১. যখন ওদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন ওরা সাজদা করে না, **(সাজদা ঃ ১৩)।** ২২. বরং অবিশ্বাসীগণ ঐটিকে মিথ্যা বলে ২৩. এবং ওরা অন্তরে যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। ২৪. সুতরাং ওদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও; ২৫. কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

৮৫. সূরা বুরূজ

১ রুকূ ।। ২২ আয়াত ।। ১০৯ শব্দ ।। ৪৭৫ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসী, মুমিন, আল্লাহ্‌র গুণ, ফেরাউন, সামূদ, কুরআন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের, ২. এবং অঙ্গীকৃত দিনের, ৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—৪. গর্ত খননকারীগণ অবশ্য অভিশপ্ত হয়ে মারা গেছে। ৫. তারা জ্বালানীকাঠপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডের খনন করেছিল, ৬. যখন ওরা এর কিনারায় বসেছিল ৭. এবং ওরা বিশ্বাসীদের প্রতি যা করছিল তা দেখছিল, ৮. ওরা তাদের দণ্ড দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত[১২৬] পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌তে—৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। ১০. যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে নির্যাতন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা। ১১. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটিই মহাসাফল্য। ১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন। ১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুণরাবর্তন ঘটান। ১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, ১৫. সম্মানিত আরশের অধিকারী। ১৬. তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, ১৭. তোমার নিকট সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত পৌঁচেছে? ১৮. ফেরাউন ও সামূদের (বৃত্তান্ত)। ১৯. তবুও অবিশ্বাসীরা মিথ্যা আরোপ করায় রত; ২০. এবং আল্লাহ্ ওদের অলক্ষ্যে ওদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ২১. বস্তুত এ সম্মানিত কুরআন, ২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

৮৬. সূরা ত্বারিক্

১ রুকূ ।। ১৭ আয়াত ।। ৬১ শব্দ ।। ২৯৯ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ প্রত্যেক বস্তুরই রক্ষক আছে, সৃষ্টি, পুনঃ সৃষ্টি, কুরআন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার; ২. রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় ওর সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩. তা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৪. প্রত্যেকেরই একজন তত্ত্বাবধায়ক আছে। ৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, ৭. এ নির্গত হয় নরের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাশির মধ্য হতে, ৮. নিশ্চয়ই তিনি তার প্রত্যাবর্তনে ক্ষমতাবান। ৯. যেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষিত হবে ১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না, এবং সাহায্যকারীও নয়। ১১. শপথ চক্রশীল আকাশের ১২. এবং শপথ উদ্ভিদ-সম্মিলিত পৃথিবীর, ১৩. নিশ্চয়ই কুরআন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসাকারী। ১৪. এবং এ প্রহসন নয়। ১৫. ওরা ভীষণ কৌশল করে ১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। ১৭. অতএব সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবকাশ দাও, ওদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও।

৮৭. সূরা আলা

১ রুকূ ।। ১৯ আয়াত ।। ৭২ শব্দ ।। ২৯৯ অক্ষর ।। মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ সৃষ্টি, অনুগ্রহ, রাসূলুল্লাহ্ সা-কে উপদেশ, উপদেশ গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্যকারী, মুক্তিপ্রাপ্ত ও দুনিয়াদার, হাযরাত ইব্রাহীম আ ও মূসা আ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন (সব কিছু)। ৩. এবং যিনি ওদের বিকাশসাধন ও পথনির্দেশ করেন, ৪. এবং যিনি ভূচরের খাদ্য তৃণাদি উৎপন্ন করেন, ৫. পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। ৬. আমি তোমাকে পাঠ করাতে থাকব যাতে তুমি তা বিস্মৃত না হও, ৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ছাড়া। নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা ব্যক্ত এবং যা অব্যক্ত। ৮. আমি তোমার পথ সহজতম করে দেব। ৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও; ১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ১১. তা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য, ১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না। ১৪. নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্র। ১৫. এবং (যে) তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে। ১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, ১৭. যদিও পরবর্তী জীবন উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। ১৮. এ তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—১৯. ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

৮৮. সূরা গাষীয়াহ্

১ রুকূ ॥ ২৬ আয়াত ॥ ৯৩ শব্দ ॥ ৩৮৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** জাহান্নামী, জান্নাতী, জান্নাত, ''প্রচারক দারোগা নয়''।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. তোমার কাছে কি কিয়ামাতের সংবাদ এসেছে? ২. সেদিন অনেকেই হবে অধোবদন, ৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, ৪. ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; ৫. ওদের অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে; ৬. ওদের জন্য থাকবেনা খাদ্য—'যারী'[১২৭] ব্যতীত। ৭. যা ওদের পুষ্ট করবে না এবং ওদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না। ৮. অনেকের বদনমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, ৯. নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। ১০. তারা থাকবে সুমহান জান্নাতে—১১. সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না, ১২. সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, ১৩. উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা, ১৪. প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, ১৫. সারি সারি উপাদান ১৬. এবং বিছানা, গালিচা; ১৭. তবে কি ওরা লক্ষ্য করে না উষ্ট্র কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? ১৮. কিভাবে আকাশ ঊর্ধ্বে স্থাপিত হয়েছে? ১৯. পর্বতমালা কিভাবে সংস্থাপিত হয়েছে? ২০. এবং ভূতলকে কিভাবে সমতল করা হয়েছে? ২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, ২২. ওদের কর্মনিয়ন্তা নও। ২৩. কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে ২৪. আল্লাহ্ ওদের দেবেন মহাশাস্তি। ২৫. ওদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট; ২৬. অতঃপর ওদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ (পারার অর্ধাংশ)।

৮৯. সূরা ফাজ্‌র

১ রুকূ ॥ ৩০ আয়াত ॥ ১৩৭ শব্দ ॥ ৫৮৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ** আদ, সামূদ, ফেরাউন, ঐশ্বর্য্য, অভাব, ইয়াতীম, মিসকিন, আত্মসাৎ, কিয়ামাত, পাপ ও পূণ্য, অর্থগৃধ্নতা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ ঊষার, ২. শপথ দশ রজনীর, ৩. শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড় ৪. এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হয়ে থাকে—৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য। ৬. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি? ৭. যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?—৮. যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি; ৯. এবং সামূদের প্রতি?—যারা 'কুরা' উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল? ১০. এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি?— ১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল, ১২. এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল। ১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক ওদের উপর শাস্তির কশাঘাত

হানলেন। ১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তাব প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।' ১৬. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন জীবনোপকরণ সঙ্কুচিত করে তখন সে বলে 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।' ১৭. এ প্রকার ধারণা অমূলক। বস্তুত তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, ১৮. তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, ১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিত্যক্তসম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল, ২০. এবং তোমরা ধনসম্পদ অতিশয় ভালবাস; ২১. এ সঙ্গত নয়। পৃথিবী যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, ২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত হবেন, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি পূর্ব হতে কিছু সৎকাজ করে রাখতাম।' ২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি দেবার কেউ থাকবে না, ২৬. এবং তাঁর মত দৃঢ়-বন্ধনে বন্ধন করার কেউ থাকবে না। ২৭. হে প্রশান্তচিত্ত! ২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, ২৯. আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৯০. সূরা বালাদ

১ রুকূ ॥ ২০ আয়াত ॥ ৮২ শব্দ ॥ ৩৪৭ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ মানুষের অবস্থা, আল্লাহ্র মহিমাময় অনুগ্রহ, অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া, দাসত্ব ও ঋণ মুক্ত করা, ইয়াতীম, মিসকিনকে অন্নদান।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ এ নগরের (মাক্কা), ২. যেহেতু তুমি এ নগরের অধিবাসী, ৩. শপথ জনকের ও তার জাতকের, ৪. মানুষকে আমি শ্রমনির্ভর করেই সৃষ্টি করেছি। ৫. সে কি মনে করে যে কখনও তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? ৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থের অপচয় করেছি।' ৭. সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখেনি? ৮. আমি তাকে কি দিইনি চক্ষুদ্বয়, ৯. জিহ্বা এবং অধরোষ্ঠ? ১০. এবং আমি তাকে কি দুটি পথই দেখাইনি? ১১. সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। ১২. তুমি কি জান—কষ্টসাধ্য পথ কি? ১৩. এ হচ্ছে ঃ দাসমুক্তি ১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ১৫. পিতৃহীন আত্মীয়কে। ১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে, ১৭. তদুপরি বিশ্বাসীদের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয় ও দয়া-দাক্ষিণ্যের; ১৮. এরাই সৌভাগ্যশালী। ১৯. এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে ওরাই হতভাগ্য, ২০. ওরা হবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত যা হতে ওদের বের হওয়ার উপায় থাকবে না।

৯১. সূরা শাম্‌স

১ রুকূ ॥ ১৫ আয়াত ॥ ৫৬ শব্দ ॥ ২৫৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ সৎ-অসৎ ব্যক্তি, সামূদ জাতি ও উট।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ সূর্যের এবং ওর কিরণের, ২. শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়, ৩. শপথ দিনের যখন সে ওকে প্রকাশ করে, ৪. শপথ রজনীর যখন সে ওকে আচ্ছাদিত করে, ৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর, ৬. শপথ পৃথিবীর যিনি ওটিকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর, ৭. শপথ মানুষের এবং যিনি ওকে সুঠাম করেছেন, ৮. ওকে ওর অসৎকাজ ও ওর সৎকাজের জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর— ৯. যে নিজেকে পবিত্র করবে সেই সফলকাম হবে, ১০. এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। ১১. সামূদ জাতি অবাধ্যতাবশত তাদের নাবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ১২. ওদের মধ্যে যে সকল রকমে হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠল, ১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ওদের বলল, 'ও আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, ওকে পানি পান করানো বিষয়ে যত্নবান হও।' ১৪. কিন্তু ওরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং ওকে কেটে ফেলল। ওদের পাপের জন্য ওদের প্রতিপালক ওদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন। ১৫. এবং এই পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশঙ্কা করবার কিছু নেই।

৯২. সূরা লায়িল

১ রুকূ ॥ ২১ আয়াত ॥ ৭১ শব্দ ॥ ৩১৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কর্মপ্রচেষ্টা, সুখদ ও কঠোর পরিণাম, জাহান্নামীদের সতর্কীকরণ, দান, তাকওয়া।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ রজনীর যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, ২. শপথ দিনের যখন তা আবির্ভূত হয় ৩. এবং শপথ তাঁর যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন—৪. অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। ৫. সুতরাং কেউ দান করলে, সাবধানী হলে ৬. এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে ৭. আমি তার জন্য সুখদ পরিণামের পথ সহজ করে দেব। ৮. এবং কেউ ব্যয়কুণ্ঠ হলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ৯. ও যা উত্তম তা বর্জন করলে ১০. তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ করে দেব। ১১. এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন তার অধঃপতন ঘটবে। ১২. আমার কর্তব্য তো কেবল পথনির্দেশ করা। ১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। ১৪. আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি; ১৫. ওতে প্রবেশ করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্য, ১৬. যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; ১৭. তা হতে দূরে রাখা হবে সাবধানীকে ১৮. যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য ১৯. এবং কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, ২০. কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য; ২১. সে তো সন্তোষলাভ করবেই।

৯৩. সূরা যোহা

১ রুকূ ॥ ১১ আয়াত ॥ ৪০ শব্দ ॥ ১৬৬ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা-কে উৎসাহদান, তিনি ইয়াতীম, অজ্ঞ ও নিঃস্ব ছিলেন, পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ রাখার উপদেশ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ পূর্বাহ্নের, ২. শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, ৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি[১২৮] এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। ৪. তোমার জন্য পরকাল তো ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। ৫. তোমার প্রতিপালক তো তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেনই এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। ৬. তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? ৭. তিনি তোমাকে পান পথহারা অতঃপর পথনির্দেশ করেন, ৮. তিনি তোমাকে পান নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করেন। ৯. সুতরাং তুমি পিতৃহীনের প্রতি রূঢ় হয়ো না ১০. সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না; ১১. তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দাও।

৯৪. সূরা ইন্‌শেরাহ্

১ রুকূ ॥ ৮ আয়াত ॥ ২৭ শব্দ ॥ ১০২ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ, দুঃখের পরে সুখ আছে, অবসর সময়ে ইবাদাত কর।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি? ২. আমি লাঘব করেছি তোমার ভার ৩. যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক; ৪. এবং আমি তোমার স্তুতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। ৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, ৬. নিশ্চয়ই আছে কষ্টের সাথে স্বস্তি। ৭. অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো ৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

৯৫. সূরা ত্বীন

১ রুকূ ॥ ৮ আয়াত ॥ ৩৪ শব্দ ॥ ১৬৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মানবের সুগঠনত্ব, ঈমান।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ ত্বীন ও জায়তুনের[১২৮(ক)] এবং ২. শপথ 'সিনাই' পর্বতের ৩. এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর—৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে, ৫. অতঃপর আমি ওকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে হীনতম পরিণত করি ৬. কিন্তু তাদের নয় যারা

বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ৭. সুতরাং এর পর কি সে কর্মফলে অবিশ্বাস করে? ৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬. সূরা আ'লাক্ব

১ রুকূ ॥ ১৯ আয়াত ॥ ৭২ শব্দ ॥ ২৯০ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ মানব সৃষ্টি, ইল্‌ম, অবিশ্বাসীর আচরণ ও পরিণাম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. পাঠ কর[১২৯] তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন—২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। ৩. পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক অতি দানশীল। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন—৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। ৬. বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, ৭. কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। ৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। ৯. তুমি কি ওকে[১৩০] দেখেছ যে নিষেধ করে মানুষকে? ১০. যখন সে নামায আদায় করে! ১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ সে সৎপথে আছে ১২. ও সাবধানতা অবলম্বন করতে বলে, ১৩. না—সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? ১৪. সে কি জানে না যে আল্লাহ্ দেখেন? ১৫. এ প্রকার আচরণ সঙ্গত নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি আকর্ষণ করবই মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে—১৬. মিথ্যাচারী, জ্ঞানপাপীর কেশগুচ্ছ। ১৭. অতএব সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করুক! ১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীগণকে। ১৯. ওর আচরণ সঙ্গত নয়, তুমি ওর অনুসরণ করো না। তুমি সাজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও **(সাজদা ১৪)**।

৯৭. সূরা ক্বাদ্‌র

১ রুকূ ॥ ৫ আয়াত ॥ ৩০ শব্দ ॥ ১১৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ শাব্‌-ই-কাদ্‌র (পবিত্র রজনী)]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. আমি এ অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে;[১৩১] ২. মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৪. প্রত্যেক কাজের জন্য সে রাতে ফিরিশ্‌তাগণ ও জিব্রীল অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। ৫. ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত সে রজনী শান্তিপ্রসূ **(পারার তিন চতুর্থাংশ)**।

৯৮. সূরা বায়্-য়্যেনা

১ রুকূ ॥ ৮ আয়াত ॥ ৬৫ শব্দ ॥ ৪১৩ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ গ্রন্থ, মুশরিক, ইবাদাত, নামাজ, জাকাত, অবিশ্বাসী, মুমিন।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা আপন আপন মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাদের নিকট এল সুস্পষ্ট প্রমাণ। ২. আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এ (প্রেরিত) এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ ৩. যাতে আছে সরল বিধান। ৪. যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। ৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর উপাসনা করতে এবং যথাযথভাবে নামায পড়তে ও যাকাত দিতে, এটিই সরল দ্বীন (সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম)। ৬. গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করে এবং অংশীবাদীগণ জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; ওরাই তো সৃষ্টির অধম, ৭. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। ৮. তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট; এ তো তার জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

৯৯. সূরা যিলযাল

১ রুকূ ॥ ৮ আয়াত ॥ ৩৭ শব্দ ॥ ১৫৮ অক্ষর ॥ মদীনায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাত, কর্মফল, 'জাযা খায়ের' (উত্তম প্রতিদান)।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রকম্পিত হবে, ২. এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে! ৩. এবং মানুষ বলবে 'এর কি হল?' ৪. সেদিন (পৃথিবী) তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন; ৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে কারণ ওদের কৃতকর্ম ওদের দেখানো হবে; ৭. কেউ অণুপরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখবে ৮. ও কেউ অণুপরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে।

১০০. সূরা আ'দীয়াত

১ রুকূ ॥ ১১ আয়াত ॥ ৪০ শব্দ ॥ ১৭০ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অকৃতজ্ঞ ও অর্থগৃধ্নু, কিয়ামাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির ২. যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

বিচ্ছুরিত করে, ৩. যারা অভিযান করে প্রভাত কালে, ৪. ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। ৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—৬. মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, ৭. এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত, ৮. এবং অবশ্যই সে ধনসম্পদের লালসায় উন্মত্ত। ৯. তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে অবহিত নয় যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে ১০. এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? ১১. সেদিন ওদের কি ঘটবে ওদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।

১০১. সূরা ক্বারীয়াহ্

১ রুকূ ॥ ১১ আয়াত ॥ ৩৫ শব্দ ॥ ১৬০ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কিয়ামাত, নেকী (পূণ্য) ও বদীর (পাপ) ওজন ও ফল।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. মহাপ্রলয়, ২. মহাপ্রলয় কি? ৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত; ৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত; ৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে ৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, ৮. কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে ৯. তার স্থান হবে 'হাবিয়া' ১০. তা (হাবিয়া) কি, তা তুমি জান কি? ১১. তা উত্তপ্ত অগ্নি।

১০২. সূরা তাকাযুর

১ রুকূ ॥ ৮ আয়াত ॥ ২৮ শব্দ ॥ ১২৩ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অর্থগৃধ্নুতা, কিয়ামাত।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, ২. যতক্ষণ না তোমরা কবরের সম্মুখীন হও;[১৩২] ৩. এ সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এ জানতে পারবে; ৪. আবার বলি, এ সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৫. তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। ৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই; ৭. আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। ৮. এর পর অবশ্যই তোমাদের আল্লাহ্‌র অবদানের ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।

১০৩. সূরা আ'স্‌র

১ রুকূ ॥ ৩ আয়াত ॥ ১৪ শব্দ ॥ ৭৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ ঈমান, সৎকর্মী, সৎ ও ধৈর্য্যের উপদেষ্টা।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. মহাকালের শপথ, ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, ৩. কিন্তু ওরা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪. সূরা হুমাযাহ্

১ রুকূ ॥ ৯ আয়াত ॥ ৩৩ শব্দ ॥ ১৩৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুৎসা, চুগলী ও অর্থসঞ্চয়কারী, জাহান্নাম।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; ২. যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে; ৩. সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; ৪.কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 'হোতামায়'; ৫. 'হোতামা' কি, তা তুমি কি জান? ৬. এ আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হূতাশন, ৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করে;[১৩৩] ৮. এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে ৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভে।

১০৫. সূরা ফীল

১ রুকূ ॥ ৫ আয়াত ॥ ২৪ শব্দ ॥ ৯৪ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আসহাবে ফীল বা আবরাহার মাক্কা আক্রমণ ও ধ্বংসপ্রাপ্তি।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর প্রতি কি করেছিলেন?[১৩৪] ২. তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? ৩. ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী[১৩৫] প্রেরণ করেন, ৪. যারা ওদের ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে। ৫. অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

১০৬. সূরা কুরাইশ্

১ রুকূ ॥ ৪ আয়াত ॥ ১৭ শব্দ ॥ ১১৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাদের কর্ত্তব্য।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, ২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের ৩. ওরা উপাসনা করুক এ গৃহের রক্ষকের ৪. যিনি ওদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে ওদের নিরাপদ করেছেন।

১০৭. সূরা মায়ূন

১ রুকূ ॥ ৭ আয়াত ॥ ২৫ শব্দ ॥ ১১৫ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসী, ইয়াতীম, মিসকীনে অপ্রিয়তা, নামাজে 'রিয়া' (লোক দেখানো ভাব) ও আলস্য, পরস্পর সাহায্য বিমুখ।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে অস্বীকার করে? ২. সে তো সেই যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় ৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। ৪. সুতরাং দুর্ভোগ সে সমস্ত নামায আদায়কারীদের, ৫. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, ৬. যারা তা করে (নামায পড়ে) লোক দেখানোর জন্য ৭. এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।

১০৮. সূরা কাওষার

১ রুকূ ॥ ৩ আয়াত ॥ ১০ শব্দ ॥ ৩৭ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা-কে সান্ত্বনা, নামাজ, কুরবাণী।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে প্রচুর মঙ্গলদান করেছি[১৩৬] ২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবাণী কর। ৩. যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে সেই তো নির্বংশ।

১০৯. সূরা কাফেরূন

১ রুকূ ॥ ৬ আয়াত ॥ ২৬ শব্দ ॥ ৯৯ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ অবিশ্বাসীদের অর্ধেক ঈমানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বল, 'হে অবিশ্বাসীগণ! ২. আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর ৩. এবং তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও—যাঁর উপাসনা আমি করি। ৪. এবং আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ ৫. এবং তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি। ৬. তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)।'

১১০. সূরা নাস্‌র[১৩৭]

১ রুকূ ॥ ৩ আয়াত ॥ ১৯ শব্দ ॥ ৮১ অক্ষর ॥ মাদীনায় অবতীর্ণ

[**বিষয়-সূচী ঃ 'মাক্কা বিজয় ও উম্মাত বৃদ্ধিতে (গর্বিত ও উদ্ধত না হয়ে) আল্লাহর প্রশংসা কর ও ক্ষমা চাও।**]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় ২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ধর্মগ্রহণ করতে দেখবে ৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাপরবশ।

১১১. সূরা লাহাব

১ রুকূ ॥ ৫ আয়াত ॥ ২৪ শব্দ ॥ ৮১ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ আবুলাহাব ও তার স্ত্রীর পরিণাম]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ॥ ১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুহাত ও ধ্বংস হোক (আবু লাহাব)।[১৩৮] ২. তারধনসম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। ৩. সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে ৪. এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, ৫. তার গলদেশে খেজুর গাছের আঁশের দড়ি বজ্জ নিয়ে।

১১২. সূরা ইখ্‌লাস্[১৩৯]

১ রুকূ ॥ ৪ আয়াত ॥ ১৭ শব্দ ॥ ৪৯ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ তাওহীদ]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বল, 'তিনি আল্লাহ্ অদ্বৈত, ২. আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের নির্ভরস্থল; ৩. তিনি জনক নন এবং জাতকও নন ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।'

১১৩. সূরা ফালাক্

১ রুকূ ॥ ৫ আয়াত ॥ ২৩ শব্দ ॥ ৭৩ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ 'আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও সমস্ত অনিষ্টকারী হতে'।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বল, 'আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ৩. অনিষ্ট হতে রাতের, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ৪. এবং সে সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদু করে[১৪০] ৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'

১১৪. সূরা নাস্

১ রুকূ ॥ ৬ আয়াত ॥ ২০ শব্দ ॥ ৮১ অক্ষর ॥ মাক্কায় অবতীর্ণ

[বিষয়-সূচী ঃ 'আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও গুপ্ত প্ররোচক জ্বিন ও মানব হতে'।]

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি)

১. রুকূ।। ১. বল, 'আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের ২. মানুষের অধীশ্বরের, ৩. মানুষের উপাস্যের ৪. তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে যে সুযোগ মত আসে ও সরে পড়ে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে ৬. জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।

সপ্তম মঞ্জিল সমাপ্ত

কুরআন শারীফ খতম-এর দু'আ

আল্লাহ্র কথা সত্য, মহান আল্লাহ্র কথা সত্য এবং তাঁর প্রেরিত সম্মানিত নাবীর কথাও সত্য। আমরা এর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা। সমস্ত প্রশংসাই বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র। আল্লাহ্তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরশের নূর ও আমাদের নেতা হাযরাত মুহাম্মাদ সা ও তাঁর আওলাদ আসহাব সবার উপর। আয় আল্লাহ্! কবরে আমাদের ভীতি দূর করুন। হে আল্লাহ্! মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম করুন এবং পবিত্র কুরআনকে আমার জন্য ঈমান, নূর, হেদায়াত ও রহমতে পরিণত করুন। আয় আল্লাহ্! কুরআনের যা কিছু ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন এবং কুরআনের যা জানিনা তার জ্ঞান আমায় দান করুন, আমায় শিখিয়ে দিন। দিন রাত কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দিন (আমার উপজীব্য করে দিন) আর পবিত্র কুরআনকে করুন আমার জন্য দলিল স্বরূপ, ইয়া রাব্বাল আলামীন (হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক)।

টীকা

১. কুরআন শারীফের মধ্যে কিছু 'এস্তেলাহী' বা পারিভাষিক শব্দ আছে, যথাঃ 'পারা', 'সূরা', 'রুকূ' ও 'আয়াত' ইত্যাদি।

পারা ঃ অর্থে ভাগ, এটি ফারসী শব্দ, আরাবীতে এটিকে 'জুয্' বা খণ্ড বলা হয়। সমগ্র কুরআন শারীফকে ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—তার প্রতিটি ভাগকে সাধারণত 'পারা' বা 'সিপারা' বলে। সূরা ঃ 'পরিচ্ছেদ'-কে 'সূরা' বলা হয়। রুকূ ঃ কয়েকাট আয়াত বা বাক্যের সমষ্টিকে 'রুকূ' বা অনুচ্ছেদ বলে। আয়াতঃ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে 'আয়াত' বলে।

২. 'ফাতিহা' শব্দের অর্থ উদ্‌ঘাটন, উপক্রমণিকা, অবতারণিকা ইত্যাদি। সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের মূল। এজন্য এর আর এক নাম 'উম্মুল কুরআন' বা কুরআনের জননী। কেননা সমগ্র কুরআনে যা আছে এ সূরার মধ্যে তার ইঙ্গিত বর্তমান। সূরা ফাতিহার অপর নাম 'সাবউল-মাসানী' বা সকল সময়ের প্রার্থনার যোগ্য সাতটি বাক্য। এ সূরাটিকে এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাকায়াতে এ সূরা পাঠ করতে হয়, না পড়লে নামায হয় না।

৩. হাযরাত মুহাম্মাদ(সা) মাক্কায় থাকাকালীন এ সূরাটি আল্লাহ্‌র দূত হাযরাত জিব্রীল(আ) মারফত তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়। মাক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলিকে 'মাক্কী' এবং মাদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলিকে 'মাদানী বলা হয়।

৪. বাকারাহ্ ঃ অর্থে গরু। এ সূরার ৬৭ হতে ৭১ আয়াত পর্যন্ত ইয়াহুদীদের চরম গো-প্রীতির তীব্র প্রতিবাদ করে তাদের প্রতি গো-কুরবানীর আদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. আলীফ্-লাম্-মীম্ আরাবী বর্ণমালার তিনটি হরফ বা অক্ষর। কুরআনে আরও ঊনতিরিশটি সূরার প্রথমে এরূপ এক বা একাধিক বর্ণের উল্লেখ আছে। এগুলিকে 'হারূফে মুকাত্তায়াত' বলা হয়। এই সকল বর্ণ আসলে কুরআনের অনুশীলন ও গবেষণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন।

৬. এখানে কিতাব বলতে 'তাওরাত' গ্রন্থ।

৭. ফোরকান—যা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করে দেয়। এ অর্থে কুরআন ও তাওরাতকে ফোরকান বলা হয়।

৮.'কাতলুন' শব্দের অর্থ প্রাণনাশ করা। শব্দটি কখনো কখনো কুপ্রবৃত্তি দমন করা বা আত্মাকে সংযত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য কেউ কেউ প্রথম অর্থও গ্রহণ করেছেন।

৯. 'মান্না' একপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য যা শিশির বিন্দুর ন্যায় গাছের পাতায় ও প্রান্তরে ঘাসের উপর জমে থাকত।

১০. 'সালওয়া' একপ্রকার পাখীর মাংস। উভয় প্রকার খাদ্য বনি-ইস্রাঈলকে আল্লাহ্‌তায়ালা তীহ্ প্রান্তরে প্রদান করেছিলেন।

১১. হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) আবির্ভাবের পূর্বে যারা পৌত্তলিক ধর্ম বর্জন করে, অন্য কোন ধর্মে যোগদান করেছিল, অথবা যারা স্বাধীনভাবে একত্ববাদের ধর্মে ছিল, তাদের 'সাবেয়ী' বলা হয়।

১২. বিশ্রাম দিবস বা শনিবারে ইয়াহুদীদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল—বিশেষভাবে দিনটি প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীদের একটি দল এই নির্দেশ অমান্য করে ফলে তারা বানরাকৃতি জীবে পরিণত হয় এবং মারা যায়।

১৩. কিছু ইয়াহুদী হাযরাত মুহাম্মাদ (সা)-র নিকট যাতায়াত করত। তারা নবীজীর কোন কথা বুঝতে না পারলে বলত 'রায়েনা'—যার অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। কিন্তু এই শব্দটির একটি বিকৃত অর্থ আছে অর্থাৎ রায়েনা শব্দটি দিয়ে 'আমাদের রাখাল' বা 'বেকুব'ও বুঝায়। ইয়াহুদীরা এই বিকৃত অর্থে 'রায়েনা' শব্দটি ব্যবহার করে হাযরাত মুহাম্মাদকে (সা) হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইত। এজন্য আল্লাহ্ 'উনযোরনা' শব্দ ব্যবহার করতে বলেছেন যার একমাত্র অর্থ হল আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দটির কোন বিকৃত অর্থ নেই।

১৪. সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকেই 'কিসাস' বলে।

১৫. মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বা ধনসম্পদ বন্টনের নির্দেশনামাকে 'অসিয়ৎ' বলে। এটা 'উইল'-এর সমগোত্রীয়।

১৬. কিছুকালের জন্য সংসারের সমুদয় কাজকর্ম হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ্র আরাধনা করাকে 'এহ্তেকাফ' বলে। সাধারণত রোযার শেষ দশ দিনে অনেকেই 'এহ্তেকাফ' পালন করেন।

১৭. যে ঋণ বিনা সুদে নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় এবং ঋণ গ্রহীতা এ পরিশোধ করতে না পারলে কোন দাবী করা হয় না—এরূপ ঋণকে 'কার্জে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়।

১৮. তাওরাতের সিন্দুকে হাযরাত মূসা (আ) ও অন্যান্য নাবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বারাকাতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে হাযরাত মূসা (আ) এটি সম্মুখে স্থাপন করতেন; এতে বনি-ইস্রাঈল দৃঢ়-সংকল্প হয়ে যুদ্ধ করত। এবং মহান আল্লাহ্পাক এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত, বনি-ইস্রাঈলদেরকে পরাজিত করে, এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্ধুকটি ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, বিধর্মীরা যেখানেই সিন্দুকটা রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ, এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে, অতিষ্ঠ হয়ে তারা দুটি গরুর উপর সেটি হাঁকিয়ে দিল, ফিরিশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনি-ইস্রাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের উপর আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন।

১৯. আল-ই-ইমরাণ-এর অর্থ ইমরাণ পরিবার। এ সূরায় ইমরাণ পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বলে এর নাম 'আল-ই ইমরাণ' দেওয়া হয়েছে। ইমরাণ হাযরাত মূসা পরিবারের প্রথম নাবী হাযরাত মূসা (আ) এবং শেষ নাবী হাযরাত ঈসা (আ)।

২০. খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করত যীশু খ্রীষ্ট (হাযরাত ঈসা আ) স্বয়ং আল্লাহ্র পুত্র। সুতরাং

মুক্তির জন্য তারই উপাসনা করা মানুষের কর্তব্য। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ্তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২১. ৩৩-৩৫ নং আয়াতে যে ইমরাণের কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি হাযরাত মারইয়ামের পিতা ছিলেন। হাযরাত মূসা আ ও হাযরাত হারুণের পিতার নামও ছিল ইমরাণ। এই উভয়ের নাম এক হলেও তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক ছিলেন।

২২. কলম—লেখনী, অন্য অর্থ তীর। পূর্বে তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য গণনা করার প্রথা ছিল।

২৩. মসীহ্—পর্যটক, সাথী ও স্পর্শ। হাযরাত ঈসা (আ) রোগীকে স্পর্শ করলেই রোগী রোগমুক্ত হত। এজন্য ঈসা (আ) মসীহ্ নামে বিশেষ পরিচিত।

২৪. হাওয়ারী—এর অর্থ রজক। হাযরাত ঈসা (আ) এর খাস অনুসারিগণকে এ নামে সম্বোধন করা হয়। তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোশাক পরিধান করত সেই হেতু। কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে, আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের (কুরতুবী)।

২৫. ইস্রাঈলের অপর নাম ইয়াকুব (আ) এবং ইয়াকুবের বংশধরকে বনি-ইস্রাঈল বলা হয়। এই আয়াতের বিবরণে বলা হয় যে, হাযরাত ইয়াকুব (আ) নিজের অসুখের জন্য উটের মাংস খেতেন না, কিন্তু ইয়াহুদীগণ ইচ্ছা করেই উটের মাংস অবৈধ বলে ত্যাগ করেছিল। যখন হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) উটের মাংস বৈধ বলে ঘোষণা করলেন, তখন ইয়াহুদীগণ বলল, 'আপনি নিজেকে হাযরাত ইব্রাহীমের বংশধর বলে দাবী করেন অথচ তাঁর বংশধরদের জন্য যা অবৈধ তা আপনি বৈধ বলে প্রচার করেন কেমন করে?' ইয়াহুদীদের এ কথার প্রতিবাদে আল্লাহ্পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২৬. নিসা অর্থে নারী। নারীর অধিকার সম্বন্ধে এ সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে এ সূরার নাম 'নিসা' রাখা হয়েছে।

২৭. হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রথমে মাটি দ্বারা হাযরাত আদম (আ) কে সৃষ্টি করেন। পরে আদমের দেহ থেকে আদি নারী হাওয়া বা ঈভ্কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের স্বামী-স্ত্রী রূপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হাযরাত আদম ও হাওয়াই পৃথিবীর আদি মানব এবং মানবী। এ আয়াতে আল্লাহ্ বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি যত রকম ভেদাভেদই থাকুক না কেন পৃথিবীর সকল মানুষই এক আদি পিতা হাযরাত আদম এবং আদি মাতা হাওয়ার সন্তান। কেননা, হাযরাত আদম ও বিবি হাওয়ার সন্তান-সন্ততি হতেই পৃথিবীর মানব-জাতির বংশ বিস্তার হয়েছে।

২৮. অনুতপ্ত হওয়া, আন্তরিকভাবে কোন কিছুকে বর্জন করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাতে দৃঢ় থাকাকে তাওবা বলা হয়।

২৯. স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এগুলি তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তালাক দ্বারা শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই বিপর্যয় ঘটে না, বরং তাদের সন্তান-সন্ততির জীবনেও এর ক্ষতিকর পরিণতি প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তালাক একটি ঘৃণ্য

ব্যবস্থা। একেবারে নিরুপায় না হলে তালাক না করাই ভাল।

৩০. 'তায়াম্মুম' অর্থে চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা। অযু কিংবা গোসল অপরিহার্য হলে এবং পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ ও হাত মুছে ফেলার ব্যবস্থাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়।

৩১. 'রায়েনা' অর্থে অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশোনা করা। ইয়াহুদীরা এ শব্দটি ভর্ৎসনার অর্থে ব্যবহার করে। এজন্য এ শব্দের পরিবর্তে 'উনযুরনা' বলতে বলা হয়েছে।

৩২. জাতীয় শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনবোধে বিপক্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় দলে দলেও বিভক্ত হওয়া যায়।

৩৩. হিজরাতের পূর্বে হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল তার প্রতিবাদে কোন কোন মুসলমান অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানান কিন্তু ধর্ম যুদ্ধের (জিহাদ) অনুমতি তখনও হাযরাতকে দেওয়া হয়নি। সেজন্য তিনি মুসলমানদের ধৈর্যধারণ করে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন।

৩৪. ওহোদ যুদ্ধের সময় কপটদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে মুসলমানেরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে—এক দল বলে যে কপটদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা হোক এবং অন্য দল ওদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলে। সে সময় এ আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন যে, যতক্ষণ কপটেরা নিজ দল ত্যাগ করে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ওদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা চলবে না। শত্রুপক্ষের সঙ্গে এরূপ ব্যবহারই কর্তব্য।

৩৫. হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) কোন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি মুসলমান ছিল। সে তার দল ত্যাগ করে নিজের জীবজন্তু ও ধনসম্পদ সহ মুসলমানদের কাছে আসে এবং সালাম জানায়। মুসলিম-বাহিনী কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই লোকটিকে কাফের ভাবে এবং তাকে হত্যা করে। হত্যার পর তার ধনসম্পদ দখল করে। এ সম্পর্কে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত ধনসম্পদের জন্য হত্যা করা একটি প্রচলিত জঘন্য প্রথা ছিল। ইসলাম অযথা হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর।

৩৬. আরবদেশে জীবজন্তুর কর্ণে ছিদ্র করে তাকে বিভিন্ন দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা হতো এবং উৎসর্গীকৃত জীবজন্তুকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করা হতো। বলা বাহুল্য এসবই শাইতানের প্ররোচনার ফল। আমাদের দেশেও ষাঁড়ের পিঠে দাগ দিয়ে 'ধর্মের ষাঁড়' করার প্রথা লক্ষ্য করা যায়।

৩৭. এখানে 'শুভ সংবাদ' কথাটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭(ক). 'ওহী' ঃ আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ যা নাবীদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

৩৮. জবুর ঃ কয়েকটি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থকে জবুর বলা হয়। হাযরাত মূসা আ 'তাওরাত' গ্রন্থ লাভ করেছিলেন, হাযরাত ঈসা আ 'ইঞ্জিল' গ্রন্থ (যাকে Bible বলা হয়) ও শেষ নাবী হাযরাত মুহাম্মাদ সা পবিত্র কুরআন বা 'ফুরকান' লাভ করেন।

৩৯. রুহ্ ঃ অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এর অর্থ আদেশ। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৪০. আন্আম ঃ উট, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ,নীলগাই, মোষ ইত্যাদি। ঘোড়া, গাধা ও

হিংস্র জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪১. এহ্রাম ঃ হজ্ব অথবা ওমরা পালনের জন্য বিশিষ্ট সময়ে যে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়—যখন অনেক বৈধ কর্ম অবৈধ বিবেচিত হয়—সে অবস্থার নাম এহ্রাম।

৪২. অপবিত্র অবস্থা ঃ এখানে স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়া বা যে কোন প্রকারের রেতঃপাত হেতু যে অপবিত্র হয় তাকে জুনুব বা অপবিত্র বলে।

৪৩. 'বিপরীত দিক হতে'—এর অর্থ ডান হাত বাম পা অথবা বাম হাত ডান পা।

৪৪. গলায় মাল্য পরিহিত পশুকে 'ক্বলায়েদ' বলে। হজ্বযাত্রিগণ কুরবানীর উদ্দেশ্যে এ পশুগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

৪৫. প্রতিমার উদ্দেশ্যে কানচেরা উষ্ট্রীকে 'বহীরা' বলে।

৪৬. প্রতিমার উদ্দেশ্যে যে উষ্ট্রীকে উৎসর্গ করা হয় তাকে 'স্বায়েবা' বলে। যাতে আরোহন করা, তার পশম কাটা এবং তার দুধ পান করা অংশীবাদীরা নিষিদ্ধ মনে করত।

৪৭. 'ওস্বীলা' —যে উষ্ট্রী একত্রে একাধিক বার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। অংশীবাদীগণ পবিত্র মনে করে তাকে ছেড়ে দিত।

৪৮. যে উষ্ট্রী দশটি বাচ্চা প্রসব করে, তাকে হাম বলে। অংশীবাদীরা তা জবেহ করা বা অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করাকে নিষিদ্ধ মনে করত।

৪৯. প্রেরিত পুরুষগণ আল্লাহ্র বাণীকে যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রচার করেছিল তখন লোকেরা তাদের সে আহ্বানে বিরূপ সাড়া দিয়েছিল—এখানে তার কথা বলা হয়েছে।

৫০. হাযরাত ঈসা (আ)-এর একান্ত অনুসারিগণকে 'হাওয়ারী' বলা হয়। এঁরা ছিলেন দীন দরিদ্র গরীব শ্রেণীর নিরীহ সরলচিত্ত লোক। হাদিসে এঁদের সংখ্যা ১২ বা ১৩ উল্লেখিত হয়েছে।

৫১. গৃহপালিত পশুর উল্লেখ রয়েছে বলে এর নাম সুরা আনআ'ম রাখা হয়েছে। কোন কোন পশুকে আনআ'ম বলা হয় সূরা মায়েদার টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। (টীকা নং ৪০)

৫২. ধরলাম অর্থে সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্যভোগ থেকে বিচ্যুত করে দুঃখ-দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে ফেললাম।

৫৩. সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্কে বিশ্বাস না করে পৃথিবীর অনেক মানুষ ও সম্প্রদায় কোন বস্তু, দ্রব্য বা মূর্তিকে আল্লাহ্ বলে মনে করে এবং তাদের বিশ্বাস ও মত অনুযায়ী তাদের আল্লাহ্র উপাসনা করে। এর প্রতিবাদে কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি (যে সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে) যেন তাদের আল্লাহ্কে গালি না দেয়—কেননা এভাবে গালি দিলে অংশীবাদীগণও সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্কে গালি দেবে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব বাড়বে—যা আল্লাহ্ কখনই ভালবাসেন না। এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসস্থাপনকারী প্রত্যেক মানুষকে এই অপূর্ব আয়াত (বাক্য) টির তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই।

৫৪. ফসল তোলার দিনে বা বাগান হতে ফলাদি আহরণের সময় সংগৃহীত ফসলের কিছু অংশ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা কর্তব্য। কি পরিমাণ দেওয়া হবে তা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

৫৫. 'আরশ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালন-কেন্দ্রকে আল্লাহ্র 'আরশ' বলা হয়।

৫৬. নানা প্রকার দুর্গতির পর বনি ইস্রাঈলেরা যখন মুক্তি পায় তখন তারা হাযরাত মূসাকে বলে যে তাদের জন্য একটি ঐশীগ্রন্থ থাকলে তারা নিশ্চিন্ত মনে সেই মত চলতে পারে। মূসার আবেদনে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন যে, যদি মূসা নিম্নে ত্রিশ এবং ঊর্ধ্ব সংখ্যায় চল্লিশ দিন তূর পর্বতে 'এহ্‌তেকাফ' করে ও রোযা রাখে তবে তিনি তাঁকে ঐশীগ্রন্থ 'তাওরাত' দেবেন। বলা বাহুল্য চল্লিশ দিন এহ্‌তেকাফের পর হাযরাত মূসা তাওরাত লাভ করেন।

৫৭. বনি ইস্রাঈলেরা যখন বলে যে, আমরা আল্লাহ্‌র কথা সরাসরি না শুনলে বিশ্বাস করব না—তখন মূসা তাদের মধ্য হতে সত্তর জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তূর পাহাড়ে নিয়ে যায়। তারা আল্লাহ্‌র কথা শুনেও বলে যে, আমরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করব না। এই অতি বাড়াবাড়িতে তারা বজ্রাহত হয় এবং ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়।

৫৮. ঘৃণিত বানর আকৃতির পশুতে পরিণত হয়ে এই পাপিষ্ঠের দল মারা যায়।

৫৯. পাহাড়কে এমন অবস্থায় রাখা হয় যাতে মনে হয় যে এখনি তা মাথার উপর ভেঙে পড়বে—এ ভয়ে তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীকে যথাযথভাবে মেনে চলবে বলে অঙ্গীকার করে কিন্তু তাদের পরবর্তী বংশধরেরা এ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ভুলে যায় এবং আবার পাপের পথে পা বাড়ায়।

৬০. আন্‌ফাল—'নফল' শব্দের বহুবচন। এর মূল অর্থ অধিকন্তু এবং প্রাপ্য বা নির্দিষ্ট কর্তব্যের অতিরিক্ত কোন বিষয়। যেমন, নফল রোযা, নামায ইত্যাদি। যুদ্ধকালীন অবস্থায় অবিশ্বাসীদের যে সব ধন-সম্পদ বিনা যুদ্ধে বা যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানদের হস্তগত হয় —ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'আনফাল' বলা হয়।

৬১. বদর যুদ্ধে আবু জাহলের বিপুল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসী মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের কিছু অংশ এ যুদ্ধ না করাই শ্রেয় মনে করেছিল। অথচ আল্লাহ্ তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আনেন এবং বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত করেন।

৬২. এ আয়াতে বদর যুদ্ধের পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাযরাত মুহাম্মাদের (সা) হিজরাত করার ১৬ মাস পর হাযরাত ও তাঁর কতিপয় অনুরক্ত ভক্তকে বদরের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। মাত্র ৩১৩ জন কার্যত নিরস্ত্র বিশ্বাসীবৃন্দের আরব দেশের সহস্রাধিক সুসজ্জিত বীর যোদ্ধার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রথম সাক্ষাৎ। সহস্র ফিরিশ্‌তার জান্নাতি প্রেরণায় দৃপ্ত তিনশত মুজাহিদ মুসলমান, সহস্রাধিক কুরাইশ সৈনিকের প্রচন্ড আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল, অবিশ্বাসী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বাহিনী পরিণামে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

৬৩. বদর যুদ্ধে একদিকে মাত্র ৩১৩ জন বিশ্বাসী সৈন্য অপর দিকে সুসজ্জিত প্রবল বিরোধীপক্ষ। যুদ্ধের চরম ক্ষণে বিশ্বাসী সৈন্যরা প্রায় পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল। এমত অবস্থায় হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) একমুঠো কাঁকর নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম করে বিরোধী পক্ষের দিকে ছুঁড়ে দেন—সামান্য কটি কাঁকর অথচ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ঐ কাঁকরের প্রতিটি কনা এক একজন বিরোধী সৈন্যের চোখে পড়ে। তারা যখন চোখ নিয়ে ব্যস্ত, ইত্যবসরে বিশ্বাসী সৈন্যেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পরাজিত করে। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ যে অন্তরালে থেকে আপন ফিরিশ্‌তা দিয়ে বিশ্বাসীদের বিপুল সাহায্য করেছেন এখানে সে কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬৪. বদর যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিপুল পরিমাণে হতাহত হয়। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর যদি তারা বিরত থাকে তবে তাদের মঙ্গল কিন্তু বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করলে আল্লাহ্ পুনরায় তাদের পরাজিত করবেন এবং শাস্তি দেবেন। কেননা বিরোধী পক্ষেরা সম্পূর্ণ অন্যায়ের পথে রয়েছে।

৬৫. সমাজের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের পাপাচার দেখে অন্যেরা যদি প্রতিবাদ না করে বা তাদের সৎপথে আনার চেষ্টা না করে যদি নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে তবে তারা ভাল মানুষ হয়েও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' দু'জনের পাপ সমান। সুতরাং কেউ ধর্মদ্রোহী বা অনাচারী হলে সমবেতভাবে তার বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিবাদে নামতে হবে।

৬৬. আল্লাহ্ সকল সময় সত্য পক্ষে থাকেন। পাপিষ্ঠের দল যত ষড়যন্ত্রই করুক শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় অনিবার্য। এখানে যে প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা হল এই ঃ ইসলামের দ্রুত প্রসারে বিরুদ্ধ পক্ষেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সকল নেতারা মিলে ঠিক করে যে তারা হাযরাত মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করবে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ হাযরাত মুহাম্মাদকে (সা) জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে গৃহত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ফলে পাপিষ্ঠদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রয়েছে আল্লাহ্‌র ন্যায়মুখী ষড়যন্ত্র।

৬৭. নযর বিন হারিস নামক এক পাপিষ্ঠ কুরআনের বাক্যকে উপহাস করে বলত যে এ ধরনের উপকথা ও অতীত কাহিনী সেও রচনা করতে পারে। বলাবাহুল্য কুরআন শরীফকে হেয় করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অবশ্য সে কোন দিন কুরআন শরীফের মত অনুরূপ কোন কাব্য শত চেষ্টা করেও রচনা করতে পারেনি।

৬৮. প্রথমে আল্লাহ্ একজন বিশ্বাসীকে দশজন অবিশ্বাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং এ যুদ্ধে বিশ্বাসীরা জয়ী হবে এমন কথাও বলেন। কিন্তু বিশ্বাসীদের মনে সম্ভবত কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। তারা মনে করে যে একার পক্ষে দশজন লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, —করলেও তাতে বড় ঝুঁকি থেকে যায়। বিশ্বাসীদের এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষ্য করে আল্লাহ্ ভার লঘু করেন এবং একজন বিশ্বাসীকে দু'জন অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেন। দ্বিগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে পশ্চাদপসারণ করা নিষিদ্ধ।

৬৮(ক). ফেকাহশাস্ত্রবিদ গণের মতে যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তাওবা শুরু করে, সে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তাওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে 'বিসমিল্লাহ্' পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তাওবার তেলাওয়াত কালে কোন অবস্থায়ই 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু 'বিসমিল্লাহ্‌র' পরিবর্তে 'আউযোবিল্লাহ্ মিনান্নার' পাঠ করারও কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ্ সা বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রা-দের থেকে পাওয়া যায় না।

৬৯. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নিরাপত্তার বিনিময়ে যে কর দিতে হয়, তাকে 'জিযিয়া' বলে। মুসলমানদের দিতে হয় 'যাকাত'।

৭০. বারটি মাসের মধ্যে মুহাররাম, রজব, জিলকাদ এবং জিলহাজ্ব এ চারটি মাসে দ্বন্দ্ব-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ।

৭১. দুটি কল্যাণ অর্থ যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে 'গাজী' হওয়া অথবা ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে 'শহীদ' হওয়া। এ দুটিই অত্যন্ত শ্রদ্ধার, সম্মানের, কল্যাণের এবং মঙ্গলের প্রতীক।

৭২. 'সাদকা' এক বিশেষ ধরনের দান। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ দান করা হয়।

৭৩. 'মুহাজির' যারা ইসলামের জন্য দেশত্যাগ করেছিলেন।

৭৪. 'আনসার' যে সব মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে দেশত্যাগীদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

৭৪ (ক). মাদীনা শহরের নিকটবর্ত্তী 'কুবা' মহল্লায় ১২ জন মুনাফিক মাদীনাবাসী কর্তৃক নির্মিত মাসজিদে 'যেরা', যেটি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নির্দেশে পরে ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

৭৫. মানব তার আদিম অবস্থায় এক জাতি ছিল, —তারপর তারা বিভিন্ন জনপদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাবীগণের আগমনের পর বিশ্বমানব আবার তাদের প্রচারিত ধর্মকে অবলম্বন বা অস্বীকার করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এই প্রকার ভাষাভেদ ও গোত্র গোষ্ঠী ভেধ প্রভৃতি কারণেও মানব সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের প্রাণের বৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাঁর মহিমার জয় ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু এই বিচ্ছেদের ফলে মানুষ নিজের সে কর্তব্য পালনে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। অশান্তি ও উপদ্রবে পৃথিবী জর্জরিত, ধর্মের নামে অধর্মের সৃষ্টি , আল্লাহ্‌র নামে অসংখ্য অংশীর আবিষ্কার করেছে।

৭৬. 'জুদী' —আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্লাবনের পানি কমে গেলে 'নূহের জাহাজ গিয়ে অবস্থিত হল জুদীর উপর।' জুদী একটি পর্বতের নাম উহা মুসল রাজ্যের অন্তর্গত এবং দ্বাজলা (টাইগ্রীস) নদীর পূর্বে অবস্থিত।

৭৭. লূতের সময় সে স্থানের দুরাচার লোকেরা কোন বিদেশী অতিথিকে আশ্রয় দিতে লূতকে নিষেধ করেছিল—কোন বিদেশী এলেই তারা তাদের সর্বস্ব লুঠ করত। ফিরিশ্‌তারা লূতের ঘরে এলে দুরাচারগণ তাদের লুঠ করতে আসে। তখন লূত বলে যে তারা যেন অতিথিদের বেইজ্জত না করে। যদি তারা যৌন-সম্ভোগ করতে চায় তার জন্য সমাজের ঘরে ঘরে অনেক মেয়ে আছে—তারা বিধিসম্মত ভাবে তাদের গ্রহণ করে সম্ভোগ করুক।

৭৮. শোয়াইব্ সম্প্রদায়কে 'আসহাবুল আয়কাহ' বলা হয়—এরা ছিল 'গহন অরণ্যের অধিবাসী'।

৭৯. 'হিজর' একটি উপত্যকার নাম, যেখানে সামূদ সম্প্রদায় বাস করত।

৮০. নিজের কন্যা-সন্তান জন্মালে তারা লজ্জায় এবং হীনমন্যতায় মরে যেত—কন্যা সন্তান জন্মান তাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় ছিল। অথচ এসব লোকেরাই প্রচার করত যে, আল্লাহ্‌র কন্যা-সন্তান আছে। বনু খুযার লোকেরা ফিরিশ্‌তাদের আল্লাহ্‌র কন্যা বলত। বলাবাহুল্য এ সবই তাদের ভিত্তিহীন উদ্ভট কল্পনা।

৮১. সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে অস্বীকার করত। আবার এ

মুহাম্মাদের রচনাও নয় কেননা মুহাম্মাদ ছিলেন নিরক্ষর। সুতরাং তারা বলত যে, মুহাম্মাদেব এক লোক আছে যে তাঁকে এসব শিক্ষা দেয়। এ লোকটি কে? এ প্রসঙ্গে তারা যে কয়জনের নাম করেছে তাদের কেউই আরব নয়—তারা সকলেই আজমী, তাদের কেউই আরাবী ভাষা জানত না—অথচ কুরআন আরাবী ভাষায় রচিত।

৮১ (ক). ঊর্ধ্ব জগতে গমনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সা মাক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর 'বোরাক' যোগে করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটিকে অদূরে বেঁধে দেন ও মাসজিদের ভিতরে দু-রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদের' নামায আদায় করেন। অতঃপর একটি বিশেষ সিঁড়ি আনা হয় যার সাহায্যে তিনি প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশ সমূহে গমন করেন। প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত রাসূলগণের সাথে সাক্ষাত হয় যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরাতুল মুনতাহা, দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কী 'রফরফ' ইত্যাদি অবলোকন করার পরে রাসূলুল্লাহ্ সা অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন। বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন এবং তাঁদের সকলের সাথে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মাক্কা মুকাররামায় পৌঁছে যান।

৮২. তাহাজ্জুদ—রাতের শেষার্ধে ঘুম হতে উঠে যে নামায পড়া হয়—তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়।

৮২ (ক). হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জেযা এভাবে গণনা করেছেন ঃ (১) মূসা (আঃ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) মুখের তোতলামি—যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, (৪) বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্যে নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, (৫) অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, (৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ করা, ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

৮২ (খ). হাযরাত যায়েদ বিন হারেসা রা এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রাসূলুল্লাহ্ সা তাঁকে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন এবং আরব দেশের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে পোষ্য পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করতে থাকেন। যৌবনে পদার্পণ করলে রাসূলুল্লাহ্ সা নিজ ফুফুতো বোন হাযরাত য্যায়নাব বিনতে জাহ্‌শকে যায়েদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। বিয়ে সম্পন্ন হলেও কিন্তু দুজনার স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ সা-কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে হাযরাত যায়েদ হাযরাত য্যায়নাবকে তালাক দিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে হাযরাত য্যায়নাবের বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল।

৮২ (গ). ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া

সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়। সূরা নমলে রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্‌তাআলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্যে তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্যে সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা বিধ্বস্ত হয়েছিল—(ইবনে কাসীর)।

৮৩. এটি একটি উপমা ঃ উপরে ঝুলন্ত একটি রশিকে যে লোকটি শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে আছে, সে যদি স্বয়ং উপরে উঠতে নাও পারে—তবুও অন্য কেউ রশি ধরে উপর দিকে টানলে সে উপরে উঠতে পারে, অন্ততঃ শত নিরাশার মাঝে এই আশাটুকু সে করতে পারে, কিন্তু যদি সেই রশিটি কেটে ফেলে দেওয়া হয় তবে সেই আশার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য আলোচ্য দৃষ্টান্তে আল্লাহ্‌র দয়ার আশাকে রশি এবং নৈরাশ্যকে তা কেটে ফেলার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৮৪. কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্ধারিত সীমিত স্থানকে 'হারম' বলে।

৮৫. হাযরাত সুলাইমান (আ) আশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় 'আসর' অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ্ করে দেন, কেননা এগুলোর কারণেই আল্লাহ্‌র স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

৮৬. একদা হাযরাত সুলাইমান (আ) শপথ করেন যে আজকের রাতে আমি আমার সকল মহিষীদের সঙ্গে সহবাস করব, তাদের গর্ভজাত সন্তানেরা পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। বলা বাহুল্য—শপথকালে তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্‌র মর্জি হয়) বাক্যটি বলতে ভুলে যান। আল্লাহ্‌র অপূর্বলীলা যে, তাহার সহবাস সত্ত্বেও একজন মাত্র মহিষী ছাড়া আর কারো গর্ভসঞ্চার হল না। ঐ একজন মহিষীও অবশেষে অপূর্ণাঙ্গ শিশুর ধড় প্রসব করেন। ধাত্রী সেই ধড় এনে তার সিংহাসনে রেখে বলে 'নাও তোমার শপথের ফল।'

৮৭. হাযরাত আইয়ূব (আ) অত্যন্ত সবিনয়ে বলছেন যে—নিশ্চয়ই আমার কোন ত্রুটি আমার এই দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার মূল। অতএব আপনি আমাকে উদ্ধার করুন—তাই আল্লাহ্ আদেশ দেন, তুমি মাটিতে পদাঘাত কর—বলা বাহুল্য তাঁর পদাঘাতে স্বচ্ছ সুনীল সলিলধারা প্রবাহিত হয়। তিনি তা পান করে, তার জলে স্নান করে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে উঠেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে দ্বিগুণ পরিমাণ পরিবার-পরিজন ও ঐশ্বর্য দান করেন। বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের শুভ পরিণামের দায়িত্ব নেন।

৮৮.কথিত আছে হাযরাত আইয়ূব (আ) অসুস্থ অবস্থায় কোন কারণে রাগ করে তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করবেন বলে শপথ করে বসেন। বলা বাহুল্য স্ত্রীর অপরাধ তেমন গুরুতর ছিল না— এবং তিনি ছিলেন তাঁর দুঃসময়ের সাথী এবং সেবিকা। যাতে তাঁর

স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার না হয়,অথচ শপথ রক্ষা হয় সেজন্য আল্লাহ্ তাঁকে এ কৌশল করতে বলেন। বলা বাহুল্য এ কৌশল ব্যবস্থা শুধুমাত্র তাঁরই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ছিল, অন্য কোন শপথকারীর পক্ষে অনুরূপ কৌশল অবলম্বন বিধিসম্মত নয়।

৮৯. এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়। হাযরাত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন 'আল-হা-মীম' কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে 'নববধূ' বলা হয়। হাযরাত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম—(ফাযায়েলুল কোরান)।

৯০. এই মহৎ ব্যক্তি সম্ভবত ফেরাউনের চাচাত ভাই যিনি হাযরাত মূসা আ-এর মোজেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে হাযরাত মূসা আ-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের একপ্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে হাযরাত মূসা আ-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এনার নাম কেউ 'হাবীব', কেউ 'শামআন' অথবা 'হিযকীল' বলেছেন।

৯১. ইসলামের নীতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্যে অশুভ হওয়া জরুরী হয় না—(মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন)।

৯২. এর উদ্দেশ্য এই যে তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী।

৯৩. ইয়ামেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার নাম আহ্কাফ।

৯৪. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাবুয়্যত লাভের পর থেকে জ্বিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জ্বিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাযেও পৌঁছল। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে তবলীগের জন্য অবস্থান করছিলেন। উক্ত স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাযের কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জ্বিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায শেষ করলে জ্বিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল আমরা মুসলমান হয়ে গেছি,

তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত।

৯৫. সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে "কিতাল" তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মাদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

৯৬. আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ঃ কৃপাবশত তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত ঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া।

৯৭. হাযরাত আবু উমামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নীচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশী। হাযরাত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াল-খুশীকে বশে রেখে পরকালের জন্যে কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশীর পেছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহ্‌র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হাযরাত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তুরী (রহঃ) বলেন, খেয়াল-খুশী তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা কর তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।

৯৮. সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামাতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামাত হবে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান তথা ধূম্র, (৩) দাব্বা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে—(ইবনে কাসীর)।

৯৯. হাযরাত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত হাযরাত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উরুতে হাত রেখে বললেন ঃ সে এবং তার জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত—(তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)।

১০০. ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সা 'ওমরার' উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে মাক্কা মুকাররামা তশরীফ নিয়ে যান এবং মাক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত

হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন (বর্তমানে এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়)। মাক্কার অবিশ্বাসীরা তাঁকে মাক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর রাসূলুল্লাহ্ সা ওমরা পালন না করে মাদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। আপাত দৃষ্টিতে অবমাননাকর এই সন্ধি চুক্তির অন্যান্য আরও শর্ত ছিল। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হাযরাত উমার রা এই ধরণের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সা খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মাক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাযরাত বারা ইবনে আযেব রা বলেন ঃ তোমরা মাক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার ঘটনার "বাইয়াতে রিদওয়ান" -কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ্ সা একটি বাবলা বৃক্ষের নিচে উপস্থিত চৌদ্দশো সাহাবীর নিকট থেকে 'আনুগত্যের' (জিহাদের) শপথ নিয়েছিলেন। কথিত আছে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নিচে নামায আদায় করত। হাযরাত উমার রা দেখলেন যে, ভবিষ্যতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মাতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশংকায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন।

১০১. আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মাক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং এহ্‌রামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লাহ্‌য় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্‌র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে।

১০২. আলোচ্য আয়াতে দুই জন ফিরিশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে—সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফিরিশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

১০৩. 'শেরা' একটি নক্ষত্রের নাম, এটিকে একটি সম্প্রদায় পূজা করত। তাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ই।

১০৪. সহীহ্ বোখারীতে হাযরাত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজ্‌মের এই আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাজদা করলেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সব মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন ও মানব সাজদা করল। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে তেলাওয়াতের সাজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সাজদা করল, একজন কোরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে অবিশ্বাসী অবস্থায় নিহত

হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই সাজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে উপস্থিত মুশরিকদেব সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সাজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

১০৫. প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী তারাই হবে যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভীত থাকে (আয়াত ৪৬)। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায়না। নিশ্চিতভাবে তারা মহান প্রতিপালকের বিশেষ নৈকট্যশীলগণ। শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত সমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। রাসূলুল্লাহ্ সা এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য।

১০৬. ইবনে কাসীর বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আঃ)-এর ডানপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী। দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আঃ)-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী। তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশের অধিপতির স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নাবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

১০৭. যে পাঁচটি সূরার শুরুতে 'সাব্বাহা' অথবা 'ইয়ুসাব্বেহু' আছে, সেগুলোকে হাদীসে 'মুসাব্বেহাত' তথা তসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় স্বাফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হাযরাত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন।

১০৮. হাযরাত ইরবায ইবনে সারিয়া রা বর্ণনা করেন যে 'মুসাব্বেহাত' বা তসবীহ্‌যুক্ত পাঁচটি সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেন ঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াতটি ('হুওয়াল আউয়ালু ওয়া আখেরু ওয়ায্ যাহেরু ওয়াল বাতেনু ওয়াহুয়া বে কুল্লে শাইঈন আলীম '')।

১০৯. যিহার—প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশ সদৃশ তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্নকে যিহার বলে।

১১০. সমগ্র সূরা হাশর ইয়াহুদী বনু-নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে—(ইবনে ইসহাক)। হাযরাত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার নামই 'সূরা বনু-নুযায়ের' বলতেন—(ইবনে কাসীর)। বনু-নুযায়ের হাযরাত হারূন (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইয়াহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তাওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত

দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নাবী (সাঃ)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নাবী হাযরাত হারূন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নাবী প্রেরিত হয়েছেন বনী-ইসরাঈলের পরিবের্ত বনী-ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিয়েছিল।

১১১. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাদীনায় আগমন করার পর ইয়াহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইয়াহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনু-নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। তারা ছিল বনী-আমর গোত্রের লোক, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শান্তিচুক্তি ছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইয়াহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনু-নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্তা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তিনি শেষ হয়ে যান। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্‌হাশ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইয়াহুদীদেরকে বলে পাঠালেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এস্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। মুনাফিক আবদুল্লা ইবনে উবাই দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা মাদীনা ত্যাগ করতে অসম্মত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু-নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু-নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল।

১১২. এটা তখনকার ঘটনা যখন মাক্কার অবিশ্বাসীরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সা গোপনে তাদের বিরূদ্ধে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরাতকারীদের মধ্যে ইয়ামানী বংশোদ্ভূত সাহাবী হাযরাত হাতেব ইবনে আবি বালতায়া রা (যাঁর স্ত্রী ও সন্তানগন তখনও মাক্কায় বসবাস করত) রাসূলুল্লাহ্ সা-এর আসন্ন বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ভাবলেন যে তিনি যদি পত্রের মারফতে এই গোপন অভিযানটির বিষয়ে মাক্কার অবিশ্বাবসীদের জানিয়ে দেন, তাহলে হয়ত মাক্কাবাসীদের দ্বারা তাঁর সন্তান-সন্ততিরা হেফাযত হবে। সুতরাং হাযরাত হাতেব রা এই ভুলটি করে ফেললেন এবং সারা নাম্মী এক গায়িকার হাতে সেই মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সা-কে আল্লাহ্‌পাক ওহীর মাধ্যমে

পুরো ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নির্দেশে হাযরাত আলী রা, আবু মুরসাদ রা ও হাযরাত যুবায়র ইবনে আওয়াম রা দ্রূতগতিতে পশ্চাদ্ধাবন করে 'রওযায়ে খাক' নামক স্থানে সারাকে ধরে ফেলে পত্র উদ্ধার করলেন। হাযরাত উমার রা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নিকট হাতেবের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সা বলেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্‌পাক বদর যোদ্ধাদের ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুম্‌তাহিনার প্রারম্ভিক আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত হয়।

১১৩. ইবনে কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআর নামাযের পর জুমুআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবদি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমুআর দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন; এমন সময় সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মাদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মাসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে—(আবু দাউদ)। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মাদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত—(ইবনে কাসীর)। এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্‌ইয়া ইবনে খলফ কলবীর। দেহ্‌ইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই কাফেলার আগমনের সময় মাদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল। (মাযহারী)। এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যান। এই ঘটনার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমুআর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নাত।

১১৪. এ ঘটনা পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে বনিল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় ঘটেছিল যখন রাসূলুল্লাহ্ সা সংবাদ পান যে মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইনি ছিলেন হাযরাত জুয়ায়রিয়া রা-এর পিতা যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে আজওয়াযে মুতাহ্‌হারা বা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর পবিত্র স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেসও পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদল মুজাহিদসহ রাসূলুল্লাহ্ সা 'মুরাইসী' কূপের নিকট হারেসের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই জন্য এই যুদ্ধকে 'মুরাইসী যুদ্ধ' ও বলা হয়। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সাথে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির দরুন এক সময়ে উপস্থিত আনসারী ও মুহাজিরদের মধ্যে একটা বিবাদ হয় এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর মধ্যস্থতায় তা মিটেও যায়। মুনাফিক উবাই এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োযিত করে। তার মুনাফিক সুলভ মিথ্যা ভাষণ অল্পবয়স্ক সাহাবী হাযরাত যায়েদ ইবনে আরকাম রা শুনে ফেলেন এবং সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সা-কে গিয়ে আদ্যোপান্ত ঘটনা শোনান যে উবাই বলেছে মাদীনায় ফিরে গিয়ে আনসারীরা যেন

'বাজে লোক' মুহাজিরদের তাড়িয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সা উবাইকে ডেকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কসম খেয়ে বলে—এই বালক (হাযরাত যায়েদ ইবনে আরকাম রা) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্র খাযরাজ-এ উবাইয়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকাতে রাসূলুল্লাহ্ সা তার ওযুহাত কবুল করে নিলেন। এদিকে সফর চলাকালে হাযরাত ওবাদা ইবনে সামেত রা উবাইকে উপদেশছলে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নিকট গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বললে মুনাফিক উবাই মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় (আয়াত ৫)। অবশেষে সফর চলাকালীনই রাসূলুল্লাহ্ সা-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে হাযরাত যায়েদের সত্যায়ন ও মুনাফিক উবাইয়ের মুখোশ উন্মোচিত হয় এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফেকূন মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়।

১১৫. সহীহ্ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হাযরাত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হাযরাত য্যায়নাব (রাঃ)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হাযরাত হাফসা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে ঃ আপনি ''মাগাফীর'' পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ না, আমি তো মধু-পান করেছি। সেই বিবি বললেন ঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হাযরাত য্যায়নাব (রাঃ) মনঃক্ষুন্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সে বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হাযরাত হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছিলেন এবং হাযরাত আয়েশা, সওদা ও সাফিয়্যা (রাঃ) পরামর্শ করেছিলেন।

১১৬. হাযরাত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষ্য অনুযায়ী এই উদ্যান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হাযরাত যায়েদ ইবনে জুবায়ের-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর ''সান আ'' থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল—(ইবনে-কাসীর)। উদ্যানের মালিকরা ছিল আহ্‌লে-কিতাব। ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিল। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ আমাদের পারিবারিক-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর-মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধন করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ তারা পরস্পরে শপথ করে বলল ঃ এবার আমরা সকাল-সকালেই গিয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায়। ইনশাআল্লাহ্ বলারও প্রয়োজন মনে করল না।

আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সেময় ''ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ রাজী থাকলে) আগামীকাল একাজ করব'' বলা সুন্নাত। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখেতে পেল না, তখন তারা প্রথমে বলল ঃ আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গন্তব্যস্থলেই এসেছে; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ পিতার ন্যায় সৎকর্মপরায়ন, সে বলল ঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন? প্রথমে একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পর যখন তারা চিন্তা করল, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে, আমরা সবাই অবাধ্য ও গোনাহগার। তাদের এই অনুতপ্ত স্বীকারোক্তি তাওবার স্থলাভিষিক্ত ছিল। হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের খাঁটি তাওবার বদৌলতে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে আরও উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক একটি আঙ্গুর-গুচ্ছ এক খচ্চরের বোঝা হয়ে যেত—(মাযহারী)।

১১৭. তিরমিযীতে হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে 'সুর' শিং-এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয়। কিয়ামাতের দিন এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কিয়ামাতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফিরিশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জ্বিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

১১৮. কিয়ামাতের দিন আট জন ফিরিশতা আল্লাহ্‌তাআলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামাতের পূর্বে চার জন ফিরিশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত হবে।

১১৯. হাযরাত মুহাম্মাদের নিকট প্রত্যাদেশ পৌঁছানোর পর তিনি ভাবাবেগে বস্ত্র দিয়ে শরীর আচ্ছাদিত করেছিলেন—তাই তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

১২০. এই আয়াতে জনৈক দুষ্টমতি অবিশ্বাসীর অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এই অবিশ্বাসীর নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্‌তাআলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মাক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্‌তাআলার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে খোদায়ী কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বলে বকতে থাকে। সে কোরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জাদুকর বলে প্রচার করে।

১২১. আবু জাহ্‌ল যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফিরিশতা, তখন কোরায়শ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ মুহাম্মাদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।

১২২. একদা হাযরাত মুহাম্মাদ (সা) কুরাইশ প্রধানদের (ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্‌ল ইবনে হিশাম ও রাসূলুল্লাহ্ সা-এর পিতৃব্য আব্বাস যিনি তখনও মুসলমান হননি) সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন। আলোচনা চলতে থাকা কালে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাক্‌তুম নামক এক অন্ধ সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ করেন, এতে আলোচনায় তাঁর ব্যাঘাত ঘটে, এ জন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ সূরা তখনই অবতীর্ণ হয়। অতঃপর প্রিয় নাবী (সা) এ অন্ধ সাহাবীর সঙ্গে দেখা হলেই তাকে 'স্বাগতম' বলে সম্বোধন করতেন। মহানাবী এ অন্ধ সাহাবীকে দুবার মাদীনায় সাময়িক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১২৩. পবিত্র কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফিরিশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী কার সম্ভাবনা নেই। এখানে বাহ্যতঃ জিবরীল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফিরিশতাগণের বেলায়ও রাসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরীল (আঃ)-এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য।

১২৪. 'সিজ্জীন' এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কামুসে আছে এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে সিজ্জীন একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থানে এমন কোন খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের অবিশ্বাসীদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

১২৫. বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রূহ্ ও আমলনামা রাখা হয়।

১২৬. এখানে অত্যাচারী অবিশ্বাসীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্জ্বলিত হলে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে—(মাযহারী)।

১২৭. যারী—আরব দেশের এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম। এ যখন সবুজ থাকে, তখন একে 'শিবরক' বলে আর যখন এ শুকিয়ে যায় তখন এটিকে 'যারী' বলা হয়। এ বিষাক্ত এবং কোন জন্তুতে খায় না।

১২৮. এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হাযরাত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ তুমি তো একটি অংগুলীই; যা রক্তাক্ত হয়ে গেছ। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্‌র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের।) এ ঘটনার পর

কিছু দিন জিবরীল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মাদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ্ব-দ্বোহা অবতীর্ণ হয়। বোখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না ওঠার কথা আছে; ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রূহে্‌র স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল।

১২৮(ক). 'ত্বীন্'—এক জাতীয় ফলের গাছ (আঞ্জির বা ডুমুর)। এ গাছের ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ থাকে। এ জাতের বৃক্ষের ফল অনেক দেশে মানুষে খায়। বটবৃক্ষকে বাংলা দেশে 'ত্বীন' বলা হয়ে থাকে। —লিসানুল আরব, আল মুনজেদ। 'জায়তুন'—আরব দেশের ফল বিশেষ, এর তৈল (অলিভ অয়েল) খাবার তৈলরূপে আরববাসীগণ ব্যবহার করে থাকে।

১২৯. বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩০. এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহ্‌ল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও সাজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আবু দাউদে হাযরাত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা যখন সাজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সাজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে—সাজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

১৩১. ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা ক্বদ্‌র অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুদু এক রাত্রির এবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌তাআলা সূরা-ক্বদ্‌র নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মাদীরই বৈশিষ্ঠ্য—(মাযহারী)। কোরআন পাকের

সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

১৩২. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখ্‌খীর (রাঃ) বলেন আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি সূরা তাকাসূর তেলাওয়াত করে বলছিলেন ঃ ''মানুষ বলে আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুকে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে—তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে— হাযরাত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ ''আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন—(বোখারী)।

১৩৩. জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

১৩৪. এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মাক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্‌তাআলা নগণ্য পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশিয়ে দেন। মাক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। হাযরাত আয়েশা ও আসমা (রাঃ) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরাইশদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং তদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন—(কুরতুবী)।

১৩৫. আবাবিল শব্দটি বহুবচন, এর অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি— (কুরতুবী)।

১৩৬. মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায় আরবে তাকে নির্বংশ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুত্র কাসেম (রা) অথবা ইবরাহীম (রা) যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। ওদের মধ্যে 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা কাউসার অবতীর্ণ হয়—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)। হাযরাত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবনের নাম। রাসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামাতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফিরিশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলব ঃ পরওয়ারদেগার, সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্তাআলা বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল—(বোখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসায়ী)।

১৩৭. এ সূরার অপর নাম সুরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে। হাযরাত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাস্র্ কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। হাযরাত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সূরা নাস্র্ বিদায় হজ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন।

১৩৮. আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত—(ইবনে কাসীর)। আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামীলও বলা হত। এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্যে তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটিই হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে—(মাযহারী)।

১৩৯. হাযরাত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে—(ইবনে-কাসীর)। হাযরাত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনেব এক তৃতীয়াংশ শোনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখ্লাস্ব্ পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন ঃ এই সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান—(মুসলিম, তিরমিযী)। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখ্লাস্ব্, ফালাক্ব্ ও নাস্ পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়—(ইবনে কাসীর)। ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সুরা ইখ্লাস্ব্, ফালাক্ব্ ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি—(ইবনে কাসীর)।

১৪০. সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিব্রীল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহুদী (লবীদ ইবনে আ'সাম) জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে তা অমুক কূপের মধ্যে আছে (খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যারওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল।

বিষয় নির্ঘণ্ট

(সূরা ও আয়াত অনুসারে)

[বিশালায়তন কুরআন শারীফের কোথায় কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ জন্যে বহু পরিশ্রম করে আমরা এই বিষয়-নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছি। এই বর্ণনানুক্রমিক বিষয়-নির্ঘণ্ট থেকে যে কোন বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র নির্দেশাবলী জানতে পারবেন। যেমন অনাথদের বিষয় যদি কেউ জানতে চান তা হলে বিষয়-নির্ঘণ্টে 'অনাথ' শব্দটি দেখুন। প্রথমে সূরার ক্রমিক সংখ্যা এবং বন্ধনীর মধ্যে উক্ত সূরার আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে]